বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড।] ১লা অক্টোবর ১৮৮২। [১ সংখ্যা।

অবতরণিকা।

আজকাল বঙ্গভাষার এক প্রকার নব অভ্যুদয় ও বিকাশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য [illegible] আয়ত্তের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গ উত্থাপিত হইয়া এ দেশীয়দিগকে আলোড়িত করিয়া ফেলিতেছে। হিমাচল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই বিদিত হইয়াছে যে শিথিল ও উদাসীন হইয়া থাকিলে চলিবেক না। সকলেই উদ্যমশীল, সকলেই উন্নতিশীল, কেবল আমরাই কেন মৌনাবলম্বন করিয়া থাকি?

আমরা এদেশীয় সনাতন খ্রীষ্টধর্ম্মা-[illegible] সন্তান; অতএব যদি দেশের মঙ্গল[illegible] হইয়া দুই একটী কথা বক্তব্য [illegible] করি, [illegible] বোধ করি সহৃদয় পাঠকগণ আমাদিগকে প্রগল্‌ভতা অথবা আত্মগরিমা দোষে অপরাধী বিবেচনা করিবেন না। [illegible] প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি না, কিন্তু কেবল মাত্র কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া পরম কল্যাণকর পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করতঃ এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। যাহাতে বিশেষতঃ খ্রীষ্টমণ্ডলীর ও সাধারণতঃ এ দেশীয়দের রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সংসাধিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের প্রাণপণ ইচ্ছা ও যত্ন থাকিবে। এতদ্দেশের যে সকল সামাজিক আচার ব্যবহার ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মবিধি উত্তম ও শ্রেয়স্কর, সে সকলের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকিবে। খ্রীষ্টীয়

ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিমল জ্যোতিঃ যাহাতে ইহার দ্বারা বিহিত প্রকারে বিকীর্ণ হয়, তাহাতে আমরা বিশেষ মনোযোগী হইব। অমৃত-নিঃস্যন্দিনী লেখনী আমাদের অধিকারস্থ নহে, কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, মঙ্গল অনুধাবন ও হিত-সাধন করাই আমাদের একমাত্র অভিপ্রেত। আত্মপরিচয়ের অযথা বাহুল্যাশঙ্কায় আমরা এ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। আমাদের কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে মনোহর ও সুমধুর 'বন্ধু' নাম গ্রহণ করিয়া যে কি গুরুতর দায়িত্ব ও ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমরা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইব না। উপসংহার স্থলে দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা যে তদ্দত্ত ইচ্ছা আমরা যেন সম্যকরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি। পাঠকবৃন্দ ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীগণের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই, তাঁহারা স্বীয় ঔদার্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণে আমাদের নানা অবশ্যম্ভাবী ও দুষ্পরিহার্য্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া দক্ষতা সহকারে সৎপরামর্শ ও সদুপদেশ দান করতঃ এই মহৎ কার্য্যের সংসিদ্ধি সম্বন্ধে সহকারী হইয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন।

সহানুভূতি।

সহানুভূতি অথবা সহবেদিতা শব্দটী সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার অন্তর্নিবিষ্ট অর্থ এবং মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা বড় সহজ বলিয়া বোধ হয় না। একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে ইহার অতি আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক শক্তি অনুমিত হইতে পারে। যখন কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি অন্যের স্থানে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে সন্নিবেশিত করেন তখনই বলা যাইতে পারে যে তিনি সহানুভূতি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। কবিবর কাউপর বলিয়াছেন যে যত প্রকার স্বর্গীয় বিষয় আছে তন্মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আমরা তাহাই বলি; কিন্তু কবিতা বল, উপন্যাস বল, কল্পনাশক্তি সহানুভূতি দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে বিমিশ্রিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত না হইলে কোন কবি অথবা উপন্যাস লেখক প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না। এইটী লক্ষ্য করিয়া কোন পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্য সুধী ব্যক্তি বলিয়াছেন কল্পনা প্রসূত কবিতা অথবা উপন্যাস বাস্তবিকতা সম্বন্ধে ইতিহাসাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ও প্রকৃত। অদ্বিতীয় ইংলণ্ডীয় কবিবর সেক্সপিয়রের আধ্যাত্মিক ও মানসিক জগতে এত অবিচলিত প্রাধান্য কেন? আর সকল কবি বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত ও নিমজ্জিত হইতে পারেন, কিন্তু যত দিন পৃথিবী থাকিবে, যত দিন জ্ঞানের আদর থাকিবে, ততদিন সেক্সপিয়রেরও সর্ব্ব প্রাধান্য ও গৌরব বিদ্যমান থাকিবে। সহানুভূতিই ইহার মূল কারণ ও নিদান। সহানুভূতিতে

সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। যতক্ষণ সেক্সপিয়র অন্যের ছবি ও প্রতিকৃতি দেখাইতে প্রযত্ন করিতেছেন ততক্ষণই, তাঁহার ব্যক্তিগত সত্ত্বা প্রতি লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু যখন তিনি অন্যের ছবির সাহায্য-বিরহিত তখন যেন তিনি আপনাতে আপনি নাই। আত্মবিস্মৃতি, আত্মত্যাগ ও প্রগাঢ় সহানুভূতি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইমজিন, দেসডিমনা, ইয়াগো, ম্যাক্‌বেথ, ম্যাক্‌বেথপত্নী, রিচার্ড, রোমিয়ো, জুলিয়েট, ক্লিওপেট্রা ইত্যাদির প্রকৃত ছবি অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যখন তিনি অপরের চিন্তা, স্বভাব ও মনের ভাব বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন তখনই যেন অনুপ্রাণিত ও প্রোৎসাহিত হইয়া উঠেন; যখন তিনি আপনার মনের ভাব সবিস্তারে বর্ণনাকরিতে চান, তখন তাঁহাকে যেন ভগ্নোৎসাহ, নিরুদ্যম ও শিথিলমনা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তিনি অন্যের হৃদয় বর্ণনে উদ্যত, তখন তাঁহাতে অসীমতার ভাব যেন লক্ষিত হয়, যখন আপনার মানসচিত্র প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত তখন তাঁহাকে অল্পায়তনবিশিষ্ট গৃহে অবরুদ্ধ ও সসীম বলিয়া বোধ হয়। প্রসিদ্ধ ও চিরস্মরণীয় উপন্যাস লেখক ডিকিন্সের এত প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি কেন? তাহার কারন এই আত্মবিস্মৃতি ও আত্মত্যাগ দ্বারা তিনি ইংলণ্ডীয় সকল শ্রেণীস্থ ব্যক্তির সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্যের দুঃখে দুঃখিত ও মানবের সুখে সুখী হইয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসান্তর্ভূত অপূর্ব্ব সহানুভূতিদ্বারা তিনি এখনও কত লোককে হাসাইতেছেন, কত লোককে কাঁদাইতেছেন। বাস্তবিক যত দিন সহানুভূতি থাকিবে তত দিন ডিকিন্স ও ডিকিন্সের ন্যায় ব্যক্তিগণের প্রতিপত্তি বিদ্যমান থাকিবে।

সহানুভূতির ন্যায় স্বর্গীয় অমূল্য পদার্থ আর নাই। যদ্যপি আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য হই, তাহা হইলে মানবের দুঃখ দেখিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিব, মানবের সুখে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিব, এবং কেবল তাহা করিলেই শেষ হইল না, যাহাতে একের দুঃখ নিবারণ ও অন্যের সুখ নিয়ন্ত্রিত ও প্রবর্দ্ধিত করিতে পারি, তজ্জন্য নিয়ত সচেষ্টিত থাকিব। যাহারা ধর্ম্ম নীতি অথবা মনুষ্যত্বের ভাণ করিয়া থাকে তাহাদের কার্য্যে যদি সহানুভূতির সম্পূর্ণ বিকাশ প্রকাশ না পায় তাহা হইলে ধর্ম্ম নীতি অথবা মনুষ্যত্বের গৌরব কোথা রহিল? দৃশ্য মনুষ্যকে যদ্যপি আমরা প্রেম করিতে না শিক্ষা করিলাম, তাহা হইলে অদৃশ্য ও অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে আমরা কি প্রকারে প্রেম করিতে পারিব? এই সত্যটী অভিনিবেশ পূর্ব্বক ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে আমরা দেখিব যে ঈশ্বরের সন্তোষ এবং আশীর্ব্বাদ পরস্পরের প্রতি প্রীতির উপর নির্ভর করিতেছে। যে পরিমাণে কোন পুস্তক কি কোন কার্য্য সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ, সেই পরিমাণে উক্ত পুস্তক অথবা কার্য্যের প্রকৃত মূল্য অবধারিত হইতে পারে।

আজি কাল সহানুভূতির যে রূপ আবশ্যক, বোধ হয় কোন অতীত কালে

সে রূপ ছিল না। একবার আমেরিকা, ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী, রুষিয়া ও ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। সমাজ নীতি, রাজ নীতি ও ধর্ম্ম-নীতির কি রূপ শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে? স্বত্ব, অধিকার, সমতা, উৎপীড়ন, ধর্ম্মান্ধতা ও অবিশ্বাস লইয়া কি না ভয়ঙ্কর গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। এক শ্রেণীস্থ লোক বদ্ধ পরিকর হইয়া অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে উঠিয়াছে, অন্য শ্রেণীস্থ লোক প্রাণপণ করিয়া যাহাতে প্রচলিত রাজকীয়, সামাজিক, এবং ধর্ম্মনৈতিক মতের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন হয়, তজ্জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। ইংলণ্ডে এবং অন্যত্রে ধর্ম্ম যেন আজ আছে কাল নাই এই রূপ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ঘোরতর বিপ্লব লক্ষণ নয়নপথে আবির্ভূত হয়! আয়র্লণ্ডে অনেক দিন ধরিয়া ভূম্যধিকারীর উৎপীড়ন ও প্রজাদিগের স্বত্বাধিকার লইয়া গণ্ডগোল চলিতেছে, ইংলণ্ডে ধনীদিগের প্রতি মধ্যবিৎ লোকদিগের বিষম আক্রোশ। ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া কি যে সুবিধা হইয়াছে তাহা দেখা যায় না। তথায় সর্ব্ব প্রকার বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে। জর্ম্মণীতে "সোশিয়ালিষ্ট" সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবে তত্রস্থ রাজপুরুষগণ সদাই উৎকণ্ঠিত; কিসে তাহাদিগকে দমিত ও প্রশমিত করা যাইতে পারে, চতুর রাজনীতি-বিশারদ প্রধান রাজ-সচিব বিস্মার্ক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে এখনও পারেন নাই। নিহিলিষ্টদের প্রকোপে রুশিয়ার সর্ব্বনাশ হইতে চলিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবেশে ভারতের বহুবিধ সামাজিক ও ধর্ম্ম নৈতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে রূপ বলা হইয়াছে, এখনও দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে উপরি উক্ত শ্রেণী অথবা সম্প্রদায় সমূহ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিলে অনেকাংশে উহারা মারাত্মক ভ্রমের হস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিত। অলক্ষিত ও অজ্ঞাত ভাবে বোধ হয় আদৌ উহারা ন্যায়, যাথার্থ্য ও বিবেকানুমোদিত বিষয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত ছিল, কিন্তু নানা কারণ বশতঃ স্বভাবতঃ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কালক্রমে তাহারা পথ স্খলিত ও পথ ভ্রান্ত হইয়াছে। অন্ধ চেষ্টার সহিতও সহানুভূতি প্রকাশ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা স্বাধীনতা অথবা সমতাকাঙ্ক্ষী, তাহাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই যে ভ্রমবিজৃম্ভিত এমত বলা যাইতে পারে না। ভ্রম বিবর্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করাই তাহাদের বাসনা ও অভিমত। তাহাদের মধ্যে কেহ২ ভার্য্যা অথবা সন্তানদের জন্য কাতর। তাহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের সদৃশ মনুষ্য। এমন কি অনেকে আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলে হইতে পারে। এমন হইতে পারে যে আমরা তাহাদের অবস্থাপন্ন হইলে ঠিক তদ্রূপই করিতাম। সহবেদিতার অসদ্ভাবে কত লোক যে আরো কঠিন-চিত্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা যেন সেই প্রবর্দ্ধমান সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ

আর না হই। সোসিয়ালিষ্ট অথবা নিহিলিষ্টের ভয় প্রদর্শন হেতু নহে, সমাজ বিপ্লবের আশঙ্কার জন্য নহে, আমাদের কোন প্রকার লাভ প্রযুক্তও নহে, কিন্তু কেবল মাত্র ভ্রাতৃগণের মঙ্গল জন্য, সকলের আরাধ্য পরম পিতা পরমেশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া ভগ্নোৎসাহ ব্যক্তিদের সহিত, এমন কি মনুষ্যত্বের ভগ্নাবশেষের সহিতও সহানুভূতি প্রকাশ করা বিধেয়। প্রগাঢ় সহানুভূতি দ্বারাই নাস্তিককে আস্তিকতায় পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, আমরা— এমন অনেককে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি— যাঁহারা ভয়ানক দুঃখে পতিত হইয়া ক্রমশঃ নৈরাশ্য পঙ্কে পতিত হন; তদনন্তর সাধু ও অসাধু বিষয়ে প্রভেদ তাঁহাদিগের মন হইতে অপসৃত হইয়া যায়। তাহার পরে তাঁহারা ঘোর নাস্তিকতাতে পতিত হন। যদি এবম্প্রকার লোকদিগকে বন্ধুভাবে ও নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করা যায়, কি কারণে তাহাদের এমন অধোগতি হইয়াছে, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, যাহাদিগের নিকট প্রেম ও সহানুভূতির আশা করিতেন, তাহাদের সহানুভূতির অসদ্ভাবেই এ প্রকার অতীব শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে। এ প্রকার মনের ভাব বড় অপ্রাকৃতিক বলিয়া বোধ হয় না। যত বার আমরা মানবীয় প্রেমের চিহ্ন দৃষ্টি করি, তত বার ঐশিক প্রেমের প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রাপ্ত হই; যতবার মানবীয় প্রেমের চিহ্ন অদৃষ্ট হয়, ততবার যেন ঐশিক প্রেম আমাদের নেত্র বহির্ভূত হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি দয়া ও অনুকম্পার পাত্র পাইয়া ও দয়া বিতরণে পরাঙ্মুখ হয়, সে কি এই ঈশ্বর প্রদত্ত গুণের সঞ্চালক হইতে পারে?

সহানুভূতি ব্যতিরেকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বাল্যকালে খেলা করিবার সময়ও যদি বাল্য সহচরেরা আমাদের দুঃখে দুঃখ ও আমাদের সুখে সুখ প্রকাশ না করে, তাহা হইলে আমরা বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকি। সে সময়েও আমরা তাহাদের প্রেম ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। শিশুগণ এই পৃথিবীতে আগন্তুকের ন্যায় ক্রমে২ সকলের নিকট হইতে সাহায্য ও প্রেম পাইবার অপেক্ষাতে থাকে, এবং যাহাতে আমরা তাহাদের ক্ষুদ্র আনন্দ ও আহ্লাদে যোগ দিতে পারি এমন অভিলাষও দেখাইয়া থাকে। যাঁহারা বালকদের সহিত বালক হইয়া তাহাদের চিন্তা প্রবাহ, মনের ভাব গতি বুঝিতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই তাহাদিগের প্রকৃত শিক্ষক হইতে পারেন। কারণ যে শিক্ষকতা সহবেদিতা রূপ ভিত্তিমূলের উপর সংস্থাপিত নহে তাহা কখনই কার্য্যকারিণী হইতে পারে না। এরূপ না করিলে তাহাদের অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমরাও পরিগণিত হইব। একটী বালককে দশ বার জন বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে ছাড়িয়া দেও, সে ক্ষণ কালের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে চিনিয়া লইবে, যাহার হৃদয় উহার দিকে প্রধাবিত হইয়াছে, যে সহানুভূতির সামান্য লক্ষণ মাত্র প্রকাশ করিয়াছে।

এই ঘোর জীবন সংগ্রামে কে এমন আছে যে সহানুভূতি না চাহে। পিতামাতা যদি সন্তান সন্ততির সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন, স্বামী যদি ভার্য্যার সহিত সম্পূর্ণ সহবেদিতা প্রদর্শন করেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আপনার প্রতিবাসীগণের সুখ দুঃখের সহভাগী হইতে চেষ্টান্বিত হন, তাহা হইলে এই পৃথিবী যে কি সুখের আধার হয়, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে!

বঙ্গদেশে আত্ম-শাসন প্রণালীর সূত্রপাত।

ইংরাজ রাজ্যের বিবিধ ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা থাকিলেও তাহার অনেক গুণ আছে। ইংরাজেরা স্বাধীনতাপ্রিয়; সুতরাং অন্যেরাও যে সেই স্বাধীনতার আস্বাদন পায় ইহা তাহাদের মধ্যে উন্নতমনা ও উদারচেতা লোকদের একান্ত বাসনা। মানব স্বভাবে যেমন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, তেমনি তাহাতে আবার কর্ত্তৃত্ব লালসাও বিলক্ষণ রূপে প্রতীয়মান আছে। যাঁহারা উন্নত শিক্ষা ও ঈশ্বর প্রসাদে মানব মঙ্গলে কৃতসংকল্প, তাঁহারাই কেবল মনুষ্য হৃদয়ের নীচ বাসনা ও প্রবৃত্তি সমুদয়কে পরাজয় করেন; ও উন্নত ও মঙ্গল ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের মাহাত্ম্যের পরিচয় দেন। অতএব যে মহামনা ব্যক্তির হৃদয় হইতে বঙ্গদেশে আত্ম-শাসন প্রণালীর ব্যবস্থা নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহাকে শতং ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। আমাদের রাজপুরুষেরা সকলেই বঙ্গদেশের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বটেন, কিন্তু সে কল্যাণ স্বার্থের আনুষঙ্গিক হইলেও হইতে পারে; অতএব যাঁহারা স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল অন্যের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, ও তদর্থে যত্নবান হন, সেই সকল রাজপুরুষেরাই আমাদের পরম হিতৈষী ও তাঁহারাই আমাদের ভূয়সী প্রশংসার পাত্র।

বঙ্গদেশীয়দের হস্তে স্থানীয় বিবিধ বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব ভার সমর্পিত হইবে, এই প্রস্তাব অনেক শ্বেতাঙ্গপুরুষদের অভিমত নহে। বাঙ্গালী চির দিন কাঙ্গালী ভাবে থাকুক, ইহা কতকগুলি নীচমনা অর্থ পিশাচ শ্বেতাঙ্গদের ইচ্ছা। যদি বাঙ্গালী কর্ত্তৃত্ব করিতে বসিল, তবে আমাদের কি হইবে? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নিজ শোণিতপাতে যে ভারত অধিকার করিয়াছিল, তাহার চরম ফল কি এই হইল? অতএব তাহারা বঙ্গবাসীদের উন্নতিতে আপনাদের অবনতি ও ক্ষতি বিবেচনা করত নিতান্ত কাতর হয়। বাঙ্গালীর গৌরবের কথা শুনিলে তাহাদের মুখশ্রী মলিন হইয়া যায়। তাহারা রাজবংশীয়; বঙ্গদেশে কর্ত্তৃত্ব করাই তাহাদের পক্ষে সঙ্গত; দেশীয়েরা কেবল তাহাদের অধীনে থাকিয়া তাহাদের হুকুমের দাস হইয়া থাকিবে, তাহাদের মতে ইহাই যুক্তিযুক্ত। ক্ষুদ্রমনা স্বার্থপরায়ণ ইউরোপীয়েরা যে কোন পদে অধিষ্ঠিত হউন, যে কোন ব্যবসায় ও ব্রত অবলম্বন

করুন, বাঙ্গালীকে কোন অংশেই সমকক্ষ হইতে দিবেন না। আর যে কোন শিক্ষা ও উপায় দ্বারা দেশীয়েরা ক্রমশঃ তাহাদের অবস্থাপন্ন হয়, তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিলে তাহা করিতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু মঙ্গল ভাবের জয় হইবেই হইবে। সুতরাং তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়; ও তাহারা কেবল আপনাদের হৃদয়গত হিংসা ও দ্বেষাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব স্বজাতীয়দের অনেকের অপ্রিয়কর হইলেও এই আধুনিক আত্ম শাসন প্রণালীর ব্যবস্থা প্রস্তাব করাতে যে গবর্ণমেন্ট বিশেষ সদাশয়তা, নিরপেক্ষভাব ও ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ধন্যবাদ ও প্রশংসার কার্য্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। লর্ড রিপণ এই অভিনব প্রণালীর প্রবর্ত্তক। সেই প্রণালী কালসহকারে যে অভিলষিত ফল উৎপাদন করিয়া তাঁহার যশঃকীর্ত্তি ঘোষণা ও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, যে গুরুতর ভার তাঁহার দ্বারা দেশীয়দের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, দেশীয়েরা কি তাহার যোগ্য? যোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এই যে, তাহা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া থাকে। পাঠশালার ছাত্রেরা যেমন ক্রমশঃ এক শ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া যোগ্যতা ও মানসিক শক্তি লাভ করিতে থাকে ও তাহাদের মনোবৃত্তি সকল যেমন ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে, তদ্রূপ রাজনীতি ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে এক জাতি অন্য জাতি হইতে হীন হইলেও শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমশঃ পারদর্শী হইয়া উঠে। অতএব আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, কিছুকাল পরে দেশীয়েরা আপনাদের শাসন ভার আপনারাই সুচারুরূপে বহন করিতে পারিবে। এই শাসন প্রণালীর মতে দেশীয়েরা মনোনীত প্রতিনিধি সভা দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থানের রাস্তা ঘাট প্রস্তুত ও স্বাস্থ্যকর কার্য্যের ব্যবস্থা, কর ইত্যাদি স্থির, শিক্ষা কার্য্যের ও অন্যান্য বিবিধ কার্য্যের ভার গ্রহণ, করিবে। তাহাদের উপর কোন রাজপুরুষের প্রভুত্ব থাকিবেক না। এক্ষণে মনোনীত প্রতিনিধি সভাতে অধিকাংশ দেশীয় লোক থাকিলেও গবর্ণমেন্ট-নিযুক্ত সভাপতির অধীন; তাহারা নিজে সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারে না; কিন্তু প্রস্তাবিত শাসন প্রণালীর নিয়মানুসারে দেশীয় প্রতিনিধি সভা দেশীয় উপযুক্ত লোকদের দ্বারা মনোনীত হইয়া দেশীয় এক জন উপযুক্ত লোককে সভাপতির পদে নিযুক্ত করিতে পারিবে। প্রায় তাবৎ স্থানীয় সভাতে প্রদেশের মাজিষ্ট্রেট সাহেব সভাপতির কার্য্য করিতেন ও প্রায়ই সকল কার্য্য তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলিত, কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মনোনীত প্রতিনিধি সভা কার্য্য করিতে পরিবেন। এক্ষণে প্রতিনিধি সভা মনোনীত সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা বিহিত বোধ হইতেছে।

দেশীয় জনসমাজের মনোনীত প্রতিনিধিগণ দ্বারা কখন ইতিপূর্ব্বে এদেশের শাসন প্রণালীর কার্য্য নির্ব্বাহ হয় নাই। এটী এ দেশের পক্ষে নূতন

প্রথা। কর্ত্তৃত্বের মূলই রাজা; কর্ত্তৃত্ব ঊর্দ্ধ হইতে নিঃসৃত। কিন্তু তাহা যে সাধারণ লোক হইতে সমুৎপন্ন তাহা দেশীয় লোকদের পক্ষে নূতন। এই জন্য রাজ-পুরুষদের কর্ত্তৃক কোন সভা মনোনীত হইলে, ও তাহাদের মধ্যে কেহ সেই সভার অধিপতির ভার গ্রহণ করিলে সভার যে গৌরব ও সম্ভ্রম সাধারণ লোকের মনে উদয় হইয়া থাকে, এক্ষণে আর তাহা হইবে না। অনেকেই মনে করিবেন যে সাধারণ লোক যখন মনোনীত করিয়া প্রতিনিধি সভাকে কর্ত্তৃত্বে বরণ করিয়াছেন তখন সাধারণ লোকই কর্ত্তা। অতএব এই প্রকার ভাব হেতু অশিক্ষিত লোকদের হইতে অনেক অনিষ্টের আশঙ্কা করা যাইতে পারে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, যে স্থানে অধিক শিক্ষিত লোক আছে, যে স্থানে ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে অনেকের হৃদয়েই এই মনোনীত প্রতিনিধি সভা দ্বারা শাসন ও কর্ত্তৃত্ব ভার সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে এমন বিশ্বাস আছে, ও যে যে স্থানের লোকেরা উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া মনোনীত করিতে পারিবেন সেই সেই স্থানে এই আত্ম শাসন প্রণালীর প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে। প্রথমে হয়ত অনেক ভুল ভ্রান্তি হইবে, কিন্তু ক্রমেই লোকেরা আপনাদের মঙ্গল কিসে হইবে ইহা বুঝিয়া এবিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিবে। সত্য বটে, এখন বাঙ্গালীরা একত্রে দলবদ্ধ হইয়া কোন একটী কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিবার বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন নাই। সত্য বটে, তাহাদের মধ্যে অনেক বাগাড়ম্বর আছে, যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। কার্য্যে যত হউক না হউক, কথাতে বাঙ্গালীকে কেহ হারাইতে পারে না। কথনে নিপুণ কিন্তু কার্য্যেতে শিথিল, বাঙ্গালীর ত এ দোষ চির প্রসিদ্ধ; আর তাহাদের মধ্যে দলাদলির ভাবটীও বিলক্ষণ প্রবল, আর এই ভাবের আতিশয্য ও সহিষ্ণুতার স্বল্পতা প্রযুক্তই বাঙ্গালীর তাবৎ সমবেত কার্য্য বিশেষ বিঘ্ন পাইয়া থাকে। ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলে, সাধারণ জনসমাজের মঙ্গলে তাহার তত যত্ন থাকে না। কিন্তু এই দোষটী কি কেবল বঙ্গবাসীদিগের মধ্যেই লক্ষিত হয়? ইহা কি ইউরোপ খণ্ডের ও ইংলণ্ডীয় লোকদের ও পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতির লোকদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না? সর্ব্ব দেশের রাজনীতির ইতিবৃত্ত কি এ বিষয়ের সাক্ষী নহে? তবে বাঙ্গালী কি অপরাধ করিয়াছে যে সে এই অভিনব আত্ম-শাসন প্রণালীর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে? অতএব আমাদের পরম হিতৈষী রাজ প্রতিনিধি লর্ড রিপণ যে অভিপ্রায়ে আমাদের মধ্যে আত্ম শাসন প্রণালী প্রচলিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা আমাদিগের পক্ষে পরম মঙ্গল কর। তিনি আমাদিগের রাজকার্য্য বিষয়ক শিক্ষার সূত্রপাত করিয়াছেন। বঙ্গবাসীরা এ আত্ম শাসন প্রণালীর সাহায্যে কাল-সহকারে রাজ্য শাসন কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিবে এবং ক্রমেং ইংলণ্ডীয়দের সমকক্ষ হইয়া তাহাদের ন্যায় রাজকীয় তাবৎ কার্য্যেই অধিকার লাভ করিবে।

"স্যালভেষণ আর্মী।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ উপস্থিত। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, ও সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে এক্ষণে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। মনুষ্যের মন উন্নতির দিকে সর্ব্বতোভাবে ধাবমান। এমন বোধ হয় না, কোন বাধা বিপত্তি এই প্রবল বেগ সংরুদ্ধ করিতে সক্ষম। এই ধর্ম্মনৈতিক বেগের অনেক পরিচায়ক আছে; "স্যালভেষণ আর্মী" নামক যে সম্প্রদায়ের বিষয় আজকাল শুনিয়া থাকি, তাহা যে উহার বিশেষ পরিচায়ক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অনতিকালের মধ্যে এই সম্প্রদায় অনেক সুকার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার বৃদ্ধি ও বিকাশ অতি অল্প কালের মধ্যে ঘটিয়াছে। ইহার অবনতি ও পরিণতি তাদৃশ অল্প কালের মধ্যে ঘটিবে কি না তদ্বিষয়ে অনেকের সমূহ সন্দেহ আছে। এই সম্প্রদায়ের সপ্তদশ বাৎসরিক উৎসব সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তদুপলক্ষে ন্যূনাধিক ৩০০০০ ত্রিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া বুথ সাহেব ওএস্লিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হন। তদনন্তর তিনি লণ্ডন নগরের পূর্ব্বাঞ্চলে আপনার প্রধান কার্য্যের সূত্রপাত করেন। একজন হইতে আরব্ধ হইয়া সেই কার্য্যের কত শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে। বুথ সাহেবের পরিশ্রমে কার্য্যের এত বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি হইয়াছে যে তাহা শ্রবণ করিলে অবাক্ হইতে হয়। ৩৫০ "ষ্টেসন্" অর্থাৎ কার্য্য স্থল সংস্থাপিত হইয়াছে, ৫৩৩ কার্য্যকারী প্রচারণ-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, সম্বৎসরের মধ্যে ১৩,৯৯৩ জন বক্তৃতা করিয়াছেন, ৩৩৪ সমিতিগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অসংখ্যবার ঈশ্বরের উপাসনাক্রিয়া সমাধিত হইয়াছে। "স্যালভেষণ আর্মী" দেশের সর্ব্বত্র গিয়া মনুষ্যের সাধারণ বৈরিকে আক্রমণ করিতেছে। ইহার সৈন্যদল ফ্রান্স, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় কার্য্য করিতেছে। সম্প্রতি আয়র্লণ্ডস্থ বেলফ্যাষ্ট নগরে প্রায় ৩০০০ তিন সহস্র লোক উহাদের প্রচার শ্রবণার্থে সমাগত হইয়াছিল। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় গবর্ণমেন্ট এতদ্বিষয়ে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের মতে তাহাদিগের দ্বারা উক্ত দ্বীপে অনেক মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। পার্লিয়ামেন্ট মহাসভার সভ্যগণ পর্য্যন্ত ইহাদের দ্বারা সংসাধিত কার্য্যের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। লণ্ডন মহানগরীতে কখন কখন তিন চারি সহস্র শ্রোতৃবর্গের সমাগম হইয়া থাকে, তাহারা কখন২ সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক উহাদের সহিত যোগ দিয়া থাকে। সম্প্রতি এক রবিবাসরীয় সায়াহ্ণে দশ সহস্র ব্যক্তি সমাগত হইয়া "স্যালভেষণ আর্মীর" উৎসাহ সম্বর্দ্ধন করিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের সম্পাদিত "ওয়ার ক্রাই" "War Cry" নামক একখানি সংবাদ পত্রের গ্রাহক।

একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত "আর্মির" আয় এক প্রকার অপর্য্যাপ্ত বলিলে বলা যায়। যখন বৃহৎ২ "মিস-

নবী ফণ্ডের” অসচ্ছল অবস্থা,যখন নূতন চিকিৎসালয় অথবা অন্য কোন প্রকার অনাথাশ্রমের ন্যায় আবাসাদি টাকার অভাবে হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে, তখন “স্যালভেষণ আর্মির” লক্ষ২ টাকার আয় শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহারা বড়২ অট্টালিকাসদৃশ গৃহ ক্রয় করিতে প্রস্তুত এবং যে দিকে দেখা যায়, ইহাদের টাকার কিছুই অসদ্ভাব নাই।

উপরি উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন যে বুথ সাহেবের চেষ্টা বিস্তর ফলপ্রদ হইয়াছে। খ্রীষ্ট মণ্ডলীভুক্ত সকলের মনে দুই একটি প্রশ্ন স্বতঃ উত্থাপিত হইবে। কি শক্তি প্রয়োগ দ্বারা এবম্ভূত ফল উৎপাদিত হইতেছে? এবং এই নব সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের কিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই প্রশ্নদ্বয় উত্তর করণাপেক্ষা জিজ্ঞাসা করা অনায়াস সাধ্য, কিন্তু তা বলিয়া আমরা উত্তর প্রদান চেষ্টায় বিরত থাকিব না।

ইতিহাসে আমরা যতই নূতন মত অথবা সম্প্রদায়ের বিষয় পাঠ করিয়াছি, ততই আমাদের এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে যে এক ব্যক্তির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অথবা প্রতিভা ও মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক বলের সাহায্যে নূতন মত কিম্বা সম্প্রদায় সমূহ অনুপ্রাণিত এবং পরিচালিত হইয়াছে। বেনেডিক্ট, ডমিনিক্, লূথর্, কাল্ভিন, ওয়েস্লী প্রভৃতি ইহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ স্থল। যদি প্রবর্ত্তক বিশেষের নামে নাম প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে এক্ষনকার আলোচ্য সম্প্রদায় “বুথিষ্ট” নামে অভিহিত হইতে পারে। এই সম্প্রদায়ের কার্য্যপ্রবণতা ও সফলতার একটি বিশেষ কারণ প্রবর্ত্তকের নেতৃত্ব ও চরিত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা উইলিয়ম বুথের উপদেশাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে সক্ষম হইয়াছেন যে তিনি একজন অসাধারণ উদ্যমশীল ব্যক্তি। উদ্যমরূপ বহ্নিতে তিনি সদাই দগ্ধপ্রায়। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গিবন্ স্বপ্রণীত ইতিহাসে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, প্রাথমিক খ্রীষ্টীয়দের যত্ন ও উদ্যমেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এত দ্রুত বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি হইয়াছিল। উক্ত কথার সারবত্তা সম্বন্ধে বিচার এক্ষণে না করিয়া আমরা কেবল ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছি যে উদ্যম সংক্রামক হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এক আত্মা হইয়া অপর আত্মায় বিচরণ করিয়া প্রধাবিত হয়। যাহাদের প্রকৃত উদ্যম নাই তাহারা কখনই ইহার ভাণ করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষণকালের উৎসাহকে আমরা উদ্যম বলি না, কিন্তু উৎসাহ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে যত্ন অবিচলিত ভাবে থাকিয়া যায় তাহাকেই আমরা প্রকৃত উদ্যম বলি। একটি অন্তরের গভীরতম প্রদেশে নিজ শক্তি প্রকাশ করিয়া তথায় রহিয়া যায়, আর একটি তড়িতের ন্যায় ক্ষণপ্রভ হইয়া নিবিয়া যায়। একটীর ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী, অপরটির ফল অতি অল্প কাল স্থায়ী। প্রকৃত উদ্যম ঊর্দ্ধ হইতে বহ্নি সংযুক্ত হয়, এবং তৎপরে একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি স্থির ভাবে অবিচলিত রূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সেই অবিচলিত এক-দৃষ্টিকে অন্য দিকে ফিরাইতে পারে, জগতে এমন কা-

হার মাথা? সংস্কারক, আবিষ্কারক ও বীরপুরুষগণ এই বহ্নিতেই পুড়িয়া পর্য্যবসিত হইয়াছেন। সাভনারোলা, কলম্বস্, নেলসন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত জনেরা ইহা দ্বারাই উত্তেজিত হইয়া এই নশ্বর জীবন ক্ষয় করিয়াছিলেন। এই উদাস ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কোন মহৎ ও স্মরণীয় কার্য্য সংসিদ্ধ হয় নাই—হইতেও পারেনা।

"জেনেরাল" বুথ কেবল যে উপরি উক্ত গুণে বিভূষিত তাহা নহে। সহজজ্ঞান বিশিষ্ট রূপে তাঁহাতে প্রতিভাত আছে। অনেক শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি উৎসাহে প্ররোচিত হইয়া বহুধা সামান্য জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া যান। আপনাদের উচ্চ আদর্শ ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কার্য্য সিদ্ধির উপায়াবলম্বনে নানা ভ্রমে পতিত হন, কিন্তু প্রচারক বুথ সম্বন্ধে এরূপ অভিযোগ করা যাইতে পারে না। তিনি আপনার মতের সহিত কার্য্য প্রণালীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান। আমরা যে তাঁহার সকল কার্য্য প্রণালীর প্রশংসা করিতে পারি এমত নহে, কিন্তু তদ্রূপ কার্য্য প্রণালী দ্বারা তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হয় ইহাই ব্যক্ত করা এক্ষণে আমাদের অভিপ্রেত।

বুথিষ্টদের অভীষ্ট সিদ্ধির আর একটী প্রত্যক্ষ কারণ এই যে তাহারা কতক গুলি সত্য শনৈঃ শনৈঃ প্রচারণে অনুরক্ত থাকে। সত্য সম্পূর্ণরূপে ভ্রম হইতে বিযুক্ত না হইয়া আংশিক রূপে প্রচারিত হইলেও কতক পরিমাণে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। বক্তাদিগের সম্মুখস্থ প্রাচীরের উপর লিখিত "শোণিত এবং অগ্নি" ইত্যাদি কথা আমাদের মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে। উল্লিখিত কালভেরী ও পঞ্চাশত্তমীপর্ব্ব উপলক্ষিত হয়। "ক্রুশের রক্ত" এবং "পবিত্র আত্মার অগ্নি" সদৃশ সমাচারাপেক্ষা সত্য আর কি আছে? আমাদের বোধে বিশ্বাস সম্বন্ধে বুথের শিক্ষা ভ্রাতভলের ঘৃণিত ও জঘন্য শিক্ষার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। জীবিত মুক্তিদাতার ব্যক্তিত্বে "বুথিষ্টদের" সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তিনি অতীত পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন এবং অন্তর্নিবাসী আত্মার শক্তিতে ভবিষ্যতে জয় লাভ হইতে পারে, এতদ্বিষয়ে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

বুথের নেতৃত্ব সম্বন্ধে আমরা অগ্রে কিছু বলিয়াছি, কিন্তু সাধারণের অবিদিত নহে যে, তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী ও পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ যথাবিহিত প্রকারে, ঐকান্তিক উদ্দীপনা ও ভক্তির সহিত এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন। বুথপত্নী যেরূপ আগ্রহ সহকারে ও সদ্বিবেচনার সহিত কার্য্য করেন, তাহাতে আমরা তাঁহার প্রশংসাবাদন না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাদের যত্ন যে উক্ত মতের বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটী প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। এই প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি আশঙ্কায় অপরাপর কারণ নির্দেশ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

এক্ষণও আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটীর উত্তর প্রদত্ত হয় নাই, অর্থাৎ ইহাদের সহিত ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীভুক্ত গণের কিরূপ সম্পর্ক থাকিবে? এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য হইবে তাহা

সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ক্যানটেরবরির আর্চবিশপ যাহা কার্য্যের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি। তিনি "ঈগল ট্যাভেরণ" ক্রয় সম্বন্ধে "স্যালভেষণ আর্মিকে" চাঁদা দান করিয়া যেন এই শিক্ষা দিতেছেন যে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী এই সম্প্রদায়ের বিপক্ষে খড়্গহস্ত না হউক। আমাদের ভারতসম্রাজ্ঞী স্যালভেষনিষ্টদের সম্বন্ধে অধুনা প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন যে, তাহারা বহু সংখ্যক দুর্ভাগ্য ও পাপে নিমজ্জিত জনগণকে "পরিমিতাচার, মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মের পথে আনয়ন করিয়াছে।" যাহাদিগকে অন্য কোন প্রকারে পাওয়া যাইত না, তাহারা এই ধর্ম্মবাদিদের হস্তে নিপতিত হইয়াছে। নানা স্থানীয় কার্য্য বিবরণী পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে ইহাদের দ্বারা অশেষ নৈতিক মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। ইহা যে সম্পূর্ণ অলীক, শয়তান কর্ত্তৃক যে শয়তান নিষ্কাশিত হইতেছে, খ্রীষ্টারির আত্মানুগত ভাবে প্ররোচিত হইয়া যে এই কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, ইহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। আমরা যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে এই সম্প্রদায়স্থ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এতদ্দেশে প্রচারণার্থে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ কর, তাঁহাদের যে উন্নত উদ্দেশ্য তাহাও স্বীকার কর, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত সম্পূর্ণ যোগ দিলে প্রত্যবায় আছে। যদি কোন প্রকারে সত্যের অণুমাত্র বিসর্জ্জন না করিয়া তাঁহাদিগের উপকার করিতে পার, স্বচ্ছন্দে তাহা কর। কিন্তু যে শিক্ষানুগামী হইলে ঐশিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, সে শিক্ষার যে প্রকার আকর্ষণী শক্তি থাকুক না কেন, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। সম্পূর্ণ যোগ আমাদের মতে যদিও নিষিদ্ধ, তথাপি তৎ সম্বন্ধে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য আমাদের চক্ষুর বহির্ভূত না হয়। তাহাদের গতিশীলতা, কার্য্য-প্রবণতা, উদ্যম ও বীরত্ব আমাদের সকলেরই অনুকরণীয়। সাধু আগষ্টিন এক স্থলে বলিয়াছেন যাহা সত্য তাহা ঈশ্বরের, এবং যাহা ঈশ্বরের তাহাতে আমাদের সকলের সমান স্বত্ব ও অধিকার আছে। এই সুন্দর বাক্যের মর্ম্ম বুঝিয়া কার্য্য করিলে অনেক অনিয়ম, অনেক উচ্ছৃঙ্খলা,ও অনেক বিবাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়।

কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ।

যাবতীয় ধর্ম্ম মত ও প্রণালী মনুষ্য কর্ত্তৃক যে বিশেষ আলোচ্য, তদ্বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে না। নিতান্ত অসভ্যদিগের ধর্ম্মেও স্বাভাবিক ও মানবীয় বোধ ও অসদ্ভাব প্রতিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে পরিমাণে আমরা খ্রীষ্টধর্ম্মকে অবশ্য জ্ঞাতব্য সত্যের সমষ্টি বলিয়া জানিব, সেই পরিমাণে মানবীয় চিন্তার

বিভিন্ন প্রকার বিস্ফূরণের সত্যতা ইহা হইতেই প্রমাণিত হইবে। কেহ২ স্বাধীন চিন্তা অথবা প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কতক গুলি আবশ্যকীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা ও বিবেচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে সেই সকল সত্য খৃষ্টসমাচারের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যত্ন ও পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিলে উহারই মধ্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কোন একটী সত্য উপেক্ষণীয় নহে। সত্য ক্ষণ কালের নিমিত্ত উপেক্ষিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার এমন অভিপ্রেত হইতে পারে না যে কোন একটী সত্য চিরকাল বিস্মৃত ও উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে। যাহারা উপেক্ষার কারণ, তাহারা বহুধা সন্তাপের পাত্র হইয়া থাকে। কোম্‌তসম্বন্ধে অধ্যাপক হিউয়েল, হক্‌স্লী, টিণ্ডেল ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকগণ লোকদের মন্তব্য, ইতি পূর্ব্বে সাহিত্য সংসারে প্রচারিত হইয়াছে। হিউয়েল স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে কোম্‌ত জ্যোতিষ শাস্ত্র ব্যতিরেকে আর২ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিষয়ক যে সকল প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশ বহুবিধ ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ। স্যার জন হর্শেল বলিয়াছেন যে, কোম্‌ত যে একজন অভ্রান্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিয়া অবধারিত হইবেন তাহার যো নাই। যাহারা বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতাও গবেষণা ছিল বলিয়া মান্য করে, তাঁহারা ভ্রান্ত। হিউয়েল সাহেব এক স্থানে বলিয়াছেন, "আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া কোম্‌ত ও তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে অনিচ্ছাপূর্ব্বক মনোযোগ ধারণ করিলাম, কেননা আমার স্পষ্ট মত এই যে দার্শনিকদের মধ্যে কোনত কোন মতেই গভীর অনুশীলন ও তর্কের উপযুক্ত পদার্থ নহেন।" অধ্যাপক হক্‌স্লী এক জন অসাধারণ বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি নিজের "লে সরমন্স" (Lay Sermons) নামক প্রবন্ধমালায় বলিয়াছেন "আমি মিলের ন্যায়-শাস্ত্র পাঠে, এবং এক জন সুবিখ্যাত ঈশতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও অধ্যাপক কেনস্কীর প্ররোচনায় কোম্‌ত রচিত পুস্তকাদি পাঠে প্রবৃত্ত হই। অধ্যাপক কেনস্কীর বিবেচনায় কোম্‌ত প্রণীত গ্রন্থ 'বিজ্ঞানের আকর' সদৃশ। সবিশেষ পাঠান্তে আমি আমার বন্ধুর কথা প্রতিধ্বনিত করিতে সমর্থ হইলাম, কিন্তু 'জ্ঞান' শব্দটী পরিত্যাগ করিয়া 'আকর' শব্দটীর উপর জোর দিতে আমার সমধিক প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। এখানে ওখানে কিছু২ সার প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অনেক বিষয়ের কিছু মাত্র সারবত্তা নাই। কোম্‌তের গ্রন্থাদির মূল্য অতি অল্পই; 'বিজ্ঞানে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার দেখিতে পাওয়া যায় না। 'তিন অবস্থার নিয়ম' সম্বন্ধে তাঁহার যাহা বক্তব্য, তাহা আমার বোধে পরস্পর বিরুদ্ধ, এবং তিনি যে রূপ বিজ্ঞানের শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক ভাবে অথবা ন্যায়-শাস্ত্রানুসারে যে রূপেই বিচারাধীন করা যাউক না কেন, আমার নিকট সম্পূর্ণ অসার ও অপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

উপর্য্যুক্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যাহা বলেন তাহা যে সকলের শ্রবণ ও বিচার

যোগ্য তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাই নিঃসংশয়িতরূপে বোধ হয় যে কোম্‌ত একজন অদ্বিতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে মতের আবিষ্কার করেন তাহা মনুষ্য সমাজের প্রগাঢ় বিবিশ্লেষণের ফল স্বরূপ পরিগণিত হইবে। কতক গুলি উন্নতমনা বিশুদ্ধচিত্ত মনীষীগণের কাছে যে ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি ও আকর্ষণীশক্তি আছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা এই যৌঁকিয়দংশে এই মত বর্ত্তমান কালের কতক গুলি অভাব নিরাকরণ করিবার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্ত্তমান কালের চিন্তা স্রোতের বেগ বৃদ্ধি করিতেও ইহাসক্ষম বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। ইহা হইতে যে সকলের কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ হইতে পারে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কোম্‌ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব, কিন্তু তিনি কোন্ কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাদৃশ সিদ্ধান্তনিচয়ে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সবিশেষে বর্ণন করা আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য নহে।

কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন, যে নিয়মই প্রত্যক্ষবাদ দর্শনের বল স্বরূপ ; অনুমানের দাঢ্যতাই কোম্‌ত প্রচারিত ধর্ম্ম প্রণালীর শক্তি। যিনি উক্ত মতের অনুমোদন করেন তিনিই উভয়ের সামঞ্জস্য দেখিতে ও দেখাইতে সমর্থ হয়েন।

ক্রমশঃ

কি খাইব ও কি পরিব ?

[মন]ুষ্য শরীর ও আত্মা বিশিষ্ট, উভয়েরই প্রকৃতি, শক্তি ও কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন, [নি]য়ম ও প্রণালী এক প্রকার নহে, এবং [আ]পাততঃ বিবেচনা করিলে উহারা পর[স্পর]-বিরুদ্ধ এই রূপ সংস্কার আমাদের মনে জন্মিতে পারে ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। [উভয়ে]র পরস্পর অতি নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ও একের বিকার হইলে অন্যের ভাবান্তর অনতি বিলম্বেই ঘটিয়া উঠে। শরীরের অসুস্থ অবস্থা, দুর্ব্বলতা বা স্ফূর্ত্তি অভাবে, আমরা দেখিতে পাই, যে তৎপরিমাণে আত্মারও নিতান্ত বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়ে ; অন্যতর চিন্তা, নৈরাশ্য ও অন্য অন্য অসুখকরী ভাবে আত্মা প্রপীড়িত হইলে দেহের যৎপরোনাস্তি অমঙ্গল হয়।

অধিকন্তু, যদিও আত্মা ও দেহ, ইহা[দ]দের মধ্যে কর্ত্তা দাস এবং ভর্ত্তা ও ভৃত্য এইরূপ সম্পর্ক তথাচ বিশ্বস্রষ্টা এই বিশাল সংসারের এই রূপ নিয়ম ও বিধান করিয়াছেন যে একের অভাবে অন্যের কার্য্য কোন প্রকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে না ; আত্মার অভাবে দেহের পতন সর্ব্বথা ঘটিয়া থাকে ; অথচ আত্মা উৎকৃষ্ট পদার্থ হইলেও নিকৃষ্ট শরীরকে কখন বলিতে পারে না যে

"তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই।" শরীর পাপমন্দির, অতি জঘন্য ও জড়, অতএব তাহার শুশ্রূষা ও যত্ন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নহে, বরং তাহাকে ক্লিষ্ট করাই বিহিত, এই রূপ অনেকের মনের ভাব। কিন্তু এ একটী বিষম কুসংস্কার বলিতে হইবে, যেহেতু দেহ ঈশ্বর সৃষ্ট ও তাঁহার দত্ত, সুতরাং ইহার প্রতি কোন প্রকারে অত্যাচার করা মহাপাপ। শরীর রক্ষাকরতঃ আত্মার বশীভূত রাখিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন মনুষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য ইহার কোন সন্দেহ নাই।

শরীর ধারণ জন্য আহার ও পরিধানের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু এই দুটী কার্য্য নিয়মানুসারে না হইলে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, সর্ব্বদা অপকারই হইয়া থাকে। মনুষ্য দেহের সহিত পরিবেষ্টিত প্রায় সকল পদার্থের সম্বন্ধ আছে ও এই সম্বন্ধ নিয়মাধীন। সুতরাং তদ্বিপরীতাচরণ করিলে অমঙ্গলের অবধি থাকে না। বুদ্ধি কৌশলে ও যত্ন সহকারে হিমানী ও তুষার বিশিষ্ট উত্তর কেন্দ্রের অপার দেশ, ও মধ্য আফ্রিকার দুস্তর বালুকাময় সাগর হিল্লোল সদৃশ ভূমি আবিষ্কৃত হইয়াছে; চিরতুষারমণ্ডিত দীর্ঘকায় হিমালয় শৃঙ্গের প্রকৃতি ও গভীর সাগর তলস্থ নানা প্রকার সজীব পদার্থের বিহার প্রকাশ পাইয়াছে, শূন্য মার্গে অসংখ্য গ্রহগণের আকার, কাব ও গতিবিধি স্থির করা গিয়াছে, এবং অন্ধকারাবৃত ধরাগর্ভে মহীলা মনোহর অমূল্য কাঞ্চন ও হীরকাদি এবং লৌহ বর্ণের প্রয়োজনীয় লোহ ও অঙ্গার রাশি২ উত্তোলিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানুষ "ঘরের খবর জানে না।" আহার ও পরিধান বিধান সম্বন্ধে জ্ঞান অতি বিরল এবং সাধারণ লোক মধ্যে নাই বলিলে বলা যায়। কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে মনুষ্যের জ্ঞান খর্ব্ব করিবার নিমিত্তে এই রূপ ঘটিয়াছে। পাঠক বর্গ বলিতে পারেন যে এরূপ জ্ঞানাভাব নিতান্ত অসম্ভব। বৈদ্য-শাস্ত্রবিদ ও চিকিৎসকেরাও কি এ বিষয় কিছুই জানেনা ও বুঝেননা? আমাদের অভিপ্রায় তাহা নহে। তাঁহাদের অবশ্যই এবিষয়ে অনেক জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু এই জ্ঞান সত্ত্বেও ভীষণাকার দেশাচার ও দুর্দ্দম সামাজিক প্রথার ভয়ে তাঁহারা নিজে ও তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলেই অজ্ঞান ও কুসংস্কার বিশিষ্ট লোকদের ন্যায় ভোজন পান ও পরিধান করিয়া থাকেন।

এই স্থলে ইহা বক্তব্য যে যদিও অজ্ঞানতা ও কুপ্রথা বশতঃ আহার ও পরিধান নিয়মানুসারে হয় না, তথাচ নিম্নলিখিতকতকগুলি স্বভাবসিদ্ধ বিধান সকলেরই অগত্যা পালন করিতে হয়। ১—অতি শীতল দেশে, লোকে যে সকল খাদ্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, অতি উষ্ণদেশে তদ্রূপ করিলে শরীর [illegible] বস্ত্র পরিধানাদি বিষয়েও সেই প্রকার নিয়ম। ২—এক দেশেতেই শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু ভেদে আহার ও পরিধানের রূপান্তর হওয়া উচিত। ৩—এই দুই বিষয়ে, শিশু কালের প্রথা এক প্রকার, যৌবনাবস্থার অন্য প্রকার এবং বৃদ্ধাবস্থা

সের আর এক প্রকার। ৪—শরীরের স্বাস্থ্যের তারতম্যানুসারে ভোজন পান ও বস্ত্রাদির বিধানের প্রকারান্তর হইয়া থাকে। ৫—বিষয়কর্ম্ম ও উপজীবিকার ভেদাভেদে আহার ও বস্ত্রের ভেদাভেদ নিতান্ত প্রয়োজন। যাহারা কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের গুরু আহারের আবশ্যক; কিন্তু যাহারা তাদৃশ কার্য্য কর্ম্মাদি করে না, কিম্বা অধিকতর মানসিক বৃত্তির চালনা করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে লঘু আহারই বিধেয়।

সকল দেশে এইরূপ নিশৃঙ্খলা আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতি ও সভ্যতার আবির্ভাব হেতু ঐ বিশৃঙ্খলা অতি বিষম ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ পূর্ব্বকার মত সকলি রাখিতে চাহেন, কোন পরিবর্ত্তন ভাল বাসেন না এবং কিছু কাল এই ভাবের পোষকতা জন্য অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু অবশেষে বিদেশীয় প্রথার স্রোতে পড়িয়া ইহাদিগকেও 'খাবি' খাইতে হয়। কতকগুলি লোকের মনের ভাব এই যে, তাঁহারা যতদূর পরিবর্ত্তন পথে যাত্রা করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হওয়া উচিত নহে, ও যাহারা এই রূপ করে, তাহাদিগকে লইয়া অনেক রহস্য ও ব্যঙ্গ করা হয়। কিন্তু আমাদের অনুরোধ এই যে, তাহারা যেন এক একবার পশ্চাত দৃষ্টিপাত করেন; তাহা হইলে তাঁহাদের পূর্ব্বকার সহযাত্রীদের মনের ভাব জানিতে পারিবেন ও তদ্দ্বারায় বিশেষ উপকৃত হইবেন। আর এক দলকে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহাদের পরিবর্ত্তন গলাগলি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে,কেবল "হ্যাট" এবং "বনেট" বাকি; কিন্তু তাহাদের মুখে স্বদেশীয় বেশ ভূষার অনবরত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় "উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত প্রবলতর" এই প্রবাদ বাক্যটী তাঁহাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে নাই বা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। যাহাদের এ বিষয়ে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে ও যাহারা স্বদেশীয় সকলিই অগ্রাহ্য ও বিদেশীয় হইলেই শিরোধার্য্য করিয়া গ্রহণ করেন, দেখিতে পাই তাঁহারাও অদ্যাবধি দেশীয় খাদ্যের সুস্বাদ ভুলিতে পারেন নাই।

এই তরঙ্গায়িত পরিবর্ত্তন স্থলে কোন কথা বলাই বিষম ব্যাপার; কিন্তু না বলিয়াও থাকা যায় না। অতএব আমাদের বক্তব্য এই যে, পাশ্চাত্য প্রথার লবণাম্বু প্রবাহ আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছে সুতরাং পরিবর্ত্তন অবশ্যই ঘটিবে। যাঁহারা আশা করেন যে সকলি পূর্ব্বকার ন্যায় থাকিবে তাঁহারা এ আশায় নিতান্তই নিরাশ হইবেন। অধিকন্তু এইটা পরিবর্ত্তনের কাল; অতএব এ সময়ে অনেক বিষয়ে কিম্ভুতকিমাকার দৃষ্ট হইবে কিন্তু এই রূপ অবস্থা দীর্ঘকাল থাকিবে না; সামাজিক নিয়মানুসারে যেমন অন্য দেশে ইহার মীমাংসা হইয়াছে সেই রূপ আমাদের দেশেও হইবে। সুতরাং এ বিষয়ের মত ভেদ লইয়া কাহাকে অশ্রদ্ধা ও অভক্তি করা বা মন বেদনা দেওয়া নিতান্ত অবিধেয়। কিন্তু দুই একটী বিষয় আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বড় ভাল বোধ হয় না। তাহার উল্লেখ মাত্র এস্থলে করা

গেল। ভরসা করি পাঠক ও পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন। আমরা বহুরূপী হইতে ভাল বাসি না; প্রাতে সাড়ী ও মল, মধ্যাহ্নে, ঘাঘরা ও অপরাহ্ণ ফুল বিবির সাজ, এই ভাব আমাদের পোড়া চক্ষে ভাল লাগে না। পুরুষদের মধ্যেও এই রূপ দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা যেখানে বেশভূষার অনেক বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের স্বামীরা একখানি ধুতি পরিয়া, দোবজা কাঁধে ফেলিয়া তাঁহাদের সঙ্গেং গেলে বড় কদর্য্য দেখায়। লোকে মনে করে, বাটীরভাণ্ডারী বা সরকার।

শেষ কথা এই যে পরিবর্ত্তন কালে অতিশয় অগ্রগামী হওয়া শ্রেয়ঃ নহে; কিন্তু পরিবর্ত্তন হইলে তাহার অনুগামী হইতে বিলম্ব করা বিধেয় বোধ হয় না।

প্রাণের বন্ধু হে!

"প্রাণের বন্ধু হে!" মরি কি মধুর—
　জগতে মধুর আছে কি আর?
বল কেউ বল "প্রাণের বন্ধু হে"—
　মানব জনম করি হে সার।

নিকটে বসিয়ে, গলা জড়াইয়ে,
　আদরে সম্ভাষি বল হে বল—
"প্রাণের বন্ধু হে!" কি ব্যথা পেয়েছ
　কি দুঃখে নয়নে ঝরিছে জল।

থাক যদি কেহ এস "বন্ধু" বলে,
　বারেক জুড়াই তাপিত প্রাণ;
এস দুই জনে বিরলে বসিয়ে,
　প্রেম অশ্রু জলে করি হে স্নান।

অভাগা বলিয়ে কর না ঘৃণা—
　সামান্য ঝিনুকে মুকুতা পায়।
বাঁশ ঝাড় খুজিলে বংশলোচন,
　আমের বাগানে কেহ না যায়।

সত্য বটে আমি অধম পামর—
　সামান্য ঝিনুক, বাঁশের দল;
ফলিবে মুকুতা, বংশলোচন,
　পড়িলে প্রণয় স্বাতীর জল।

অকপট কি হে প্রণয় তোমার?
　বিশুদ্ধ প্রেমের প্রেমিক তুমি?
এস তবে এস ডাক "বন্ধু" বলে,
　বিশুদ্ধ প্রেমের ভিখারি আমি।

হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিব,
　দেহের প্রভেদ দেখিবে লোকে;
তোমার আনন্দে আনন্দ লভিব,
　নয়ন ঝরিবে তোমার শোকে।

আছে কি জগতে প্রকৃত প্রণয়?
　খুজিলে কি পায় প্রকৃত বন্ধু?
আছে কি এমন দেখিলে যাহারে
　উথলিয়া উঠে প্রেমের সিন্ধু?

বল হে অনল বায়ু সখা তুমি,
　তুমি হে পবিত্র জগতে জানে;
বল সত্য করে প্রকৃত প্রণয়
　চাহিলে পাইব কাহার পানে।

যথার্থ বন্ধুতা তোমাদের বটে—
　মরি কত গুণ অনিল ধরে;
আপনি শীতল, সখার কারণ
　জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে।

আহা মরি মরি কি প্রেম পবিত্র—
　শিখাও জগতে দেখুক লোকে;
জানুক সকলে প্রণয় কি ধন,
　জ্বালায়ে আগুণ দেখুক চোখে।

থাক যদি কেউ এস এই বার,
　"প্রাণের বন্ধু হে" বলিয়া ডাক;
দেখিলে এখন প্রণয় কি ধন,
　হৃদয় মাঝারে গাথিয়া রাখ।

হীরক প্রবাল মরকত মণি,
যতন করিয়া খুজিলে পায় ;
প্রকৃত প্রণয়, অকপট বন্ধু,
জগতের মাঝে পাওয়া না যায়।
কর হে সন্ধান জগত জুড়িয়া,
স্বদেশ বিদেশ সকল ঠাঁই ;
"প্রাণের বন্ধু হে" বলিবে যাহারে,
এমন মানব জগতে নাই।
আছে মাত্র এক চাহ ঊর্দ্ধ পানে,
"প্রাণের বন্ধু হে" বলিয়া ডাক ;
তিনি বিশ্ব-সখা জগত-জীবন
সেই প্রেম রসে ডুবিয়া থাক।

প্রেমিকের হৃদয়োচ্ছ্বাস।

খ্রীষ্ট হে! তুমি প্রেম-নির্ঝর, প্রেম তব
গম্ভীর-কূপ-সলিল, সুখদ, অমৃত!
করেছি আস্বাদ কত শত স্রোত তার
এ ভবে, অগাধে কত আর স্বর্গাবাসে
পানে রত রব পরে তব সহবাসে;
যথা দয়াভূজ তব জলধির প্রায়
প্রসারিত, নারায়ণ-ধামে, যথা সদা
অনন্ত মহিমা-পুঞ্জ রহে বিরাজিত।
নাথ হে! আমার তুমি, আমিও তোমার,
ও হে প্রিয়তম আমি পাপে নিমজ্জিত
অভাগা মানব, ল'য়ে যাও তবু তুমি
মোরে তব মধু গৃহে, করি' মধু দান।
আছি তব গুণ বলে স্থির গুণমণি;—
স্থির ভাব নাহি অন্য ভূমে; তুমি ছাড়া
নহে স্থির নারায়ণ-ধাম, যথা সদা
অনন্ত মহিমা-পুঞ্জ রহে বিরাজিত।

[ইংরাজী হইতে অনুবাদিত]

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর সংস্থাপন, সংগঠন, উদ্দেশ্য, কার্য্য, ইতিহাস এবং পরিণতি।

প্রথম অধ্যায়।

পৃথিবীর আদ্যবধি অন্ত পর্য্যন্ত ঐশিক মণ্ডলী একই। এদেন উদ্যানে, পতনের পর, প্রাচীন ভক্তগণের সময়, লেবীয় ব্যবস্থা প্রদান কালে, ঈশ্বর সুতের অবতীর্ণ হওনের পর এবং তাঁহার দ্বিতীয় আগমন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী ভূত ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে এক। খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ব্বে ধার্ম্মিকও ঈশ্বর ভক্তগণ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার আগমন হইবে—তাঁহার আগমনের পরে ধার্ম্মিক ও ভক্তগণের বিশ্বাস এই যে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার শুভাগমন হইয়াছে। সমস্ত জাতিগণের বাঞ্ছা, মনুষত্বের আকাঙ্ক্ষা স্বরূপ খ্রীষ্ট সময়ের পূর্ণাবস্থায় অবনীতলে আগমন করিয়াছেন। মণ্ডলীর নানা সাময়িক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিশ্বাস সমভাবে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত রহিয়াছে। ঈশ্বর-সুতের অবতীর্ণ হওনান্তর খ্রীষ্টমণ্ডলী কাল ও স্থল সম্বন্ধে বিশ্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে, এবং ভার্য্যাসম্বন্ধীয়-বন্ধনে তাঁহার সহিত আবদ্ধ হওয়াতে ঐশিক স্বভাবের সহভাগীও হইয়াছে। ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র প্রকৃত মনুষ্য হইয়া আপনার উপর মণ্ডলী সংস্থাপন করিয়াছেন। সাধু পৌল কহেন যেশু খ্রীষ্ট

রূপ ভিত্তি ব্যতিরেকে অপর কোন ভিত্তির উপর মণ্ডলী সংস্থাপিত হইতে পারে না।

খ্রীষ্টের পার্থিব পরিচর্য্যাকালে মণ্ডলী প্রকৃত প্রস্তাবে সংগঠিত হয় নাই। মণ্ডলীর সংস্থাপন সম্বন্ধে প্রভু স্পষ্টরূপে ভবিষ্যত কালের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন। "আমি মনুষ্য-পুত্র এ বিষয়ে লোকেরা কি বলে" ইহা জিজ্ঞাসা করাতে পিতর প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে তুমি খ্রীষ্ট অর্থাৎ অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, তুমিই প্রকাশক, যাজক ও রাজা, তুমি জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, অনন্ত স্থায়ী পিতার অনন্ত স্থায়ী পুত্র, তুমিই এক মাত্র ঈশ্বর। খ্রীষ্ট বলিলেন, "আমি এই শৈলখণ্ডের উপর আপন মণ্ডলী স্থাপন করিব।" মণ্ডলী মনুষ্যের নহে আমারই; উহা মনুষ্যের উপর নহে, আমারই উপর সংস্থাপিত হইবে। মণ্ডলীর ভাবী সত্তা সম্বন্ধে যে কেবল তিনি এইরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে অসংখ্য শত্রু দ্বারা মণ্ডলী পরিবেষ্টিত থাকিবে—প্রবল শক্তি নিচয় নরকের দ্বার হইতেও নিঃসৃত হইয়া বৈরীভাব ধারণ করিবে, কিন্তু এরূপ হইলেও অবশেষে মণ্ডলীর বিপক্ষ হইয়া উহারা প্রবল থাকিতে সমর্থ হইবে না।

প্রভু যেশু খ্রীষ্ট স্পষ্টরূপে অগ্রেই বলিয়াছিলেন যে মণ্ডলীর অসংখ্য ও অগণ্য শত্রু থাকিলেও উহার একেবারে নিঃশেষ হইবে না। তিনি মণ্ডলীর শিক্ষার্থ সান্ত্বনা প্রদানকারী পবিত্র আত্মা প্রেরণ করিবেন; তিনি বর্ত্তমান থাকিয়া মণ্ডলীকে সর্ব্ব প্রকার সত্যে পরিচালিত করিবেন, জগতের শেষ পর্য্যন্ত তাহার সহিত বিদ্যমান থাকিবেন। মণ্ডলীর এবম্প্রকার সংস্থাপন ও সংগঠন পাঠ করিলে স্বতঃই আমাদের মনে এই প্রশ্নটি উদয় হয়। তবে কেন উহা নানা প্রকার ভ্রম ও অশুদ্ধতা হইতে একেবারে উদ্ধার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় নাই? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রভু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে এবম্প্রকার বিশুদ্ধ ভাবের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি নিঃসংশয়িত রূপে বলিয়াছিলেন, যে যত দিন ইহ জগতে মণ্ডলী বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন উহা ভ্রম, দোষ ও কলঙ্ক মিশ্রিত থাকিবে, এবং যত দিন পর্য্যন্ত না সর্ব্ব বিষয়ের পরিণাম উপস্থিত হইবে, ততদিন এবম্ভূত শোকজনক হৃদয় বিদারক মিশ্রণও বর্ত্তমান থাকিবে।

মণ্ডলীর অথবা পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্যের অসম্পূর্ণ অবস্থা, পরম শত্রু শয়তানের চেষ্টা এবং অবশেষে সাধু বিষয়ের শেষ, পূর্ণ ও নিত্য পার্থক্য, প্রভুর দৃষ্টান্ত কথা নিচয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রতিলক্ষিত হইয়াছে। এক কালে ক্ষেত্রে গোধূম ও শ্যামা ঘাসের বর্ত্তমানতা, 'একই জালে উত্তম ও ইতর মৎস্যের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে যেশু খ্রীষ্ট যে যে দৃষ্টান্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা অবধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে এই পার্থক্য বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মহাপুনরুত্থান দিনে যখন মনুষ্যপুত্র মহিমাপূর্ব্বক রাজাসনে উপবিষ্ট হইবেন, তখন, লেখা আছে, মেষপালক যাদৃশ ছাগগণ হইতে মেষগণকে পৃথক করেন, তদ্রূপ তিনিও যাথার্থিক ব্যক্তিগণ

হইতে দুষ্টাচারীদিগকে পৃথক করিবেন এবং নিম্নোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে অনন্ত দণ্ডে এবং ধার্ম্মিকদিগকে অনন্ত জীবনে সমর্পণ করিবেন।

উল্লিখিত মণ্ডলী খ্রীষ্টের ভার্য্যা, এবং তাহারই নিমিত্ত তিনি আপনার বহুমূল্য জীবন ক্রুশে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তিনি নিজ রক্তে উহাকে ক্রয় করিয়া পরিশুদ্ধ করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর মনোহর এদেন উদ্যানে নিদ্রাভিভূত আদমের পার্শ্ব হইতে হবার সৃষ্টি (হিব্রু "সংগঠন") করিয়াছিলেন, এবং এই রূপে সৃষ্ট হইয়া হবা সর্ব্বম নবজননী হইলেন। (আদিঃ ৩-২০) আত্মিক হবা অর্থাৎ খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর উৎপত্তিও এই রূপ। ইহা স্বর্গ হইতে আগত দ্বিতীয় আদমের ভার্য্যা। (১ করি। ১৫, ৪৭।)

ক্রমশঃ

আধ্যাত্মিক জীবন।

সম্পূর্ণ পাপবিহীন যখন প্রার্থনা করিলেন, তখন পাপাধীন যে আমি আমার প্রার্থনার কত প্রয়োজন!

বাক্যেতে নহে কিন্তু অন্তঃকরণ দেখিয়াই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন; গভীর আর্ত্তনাদ দ্বারা প্রার্থনা করা হয় বাক্যদ্বারা হয় না।

প্রার্থনা ঊর্দ্ধগামী, দয়া অধোগামী।

ঈশ্বরের করুণা আমাদের প্রার্থনা অপেক্ষা কত প্রচুর; ঈশ্বর সততই আমাদের যাচ্ঞার অধিক বর প্রদান করেন।

ঈশ্বর তোমাকে যাচ্ঞা করিতে আদেশ করিতেছেন, কি যাচ্ঞা করিবে তাহা শিখাইতেছেন, যাচ্ঞা করিলে দিবেন ইহাও স্বীকার করিতেছেন, এবং যাচ্ঞা না করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু হে পাষণ্ড মন! তথাপিও তুমি যাচ্ঞা করিতেছ না।

পদব্রজে নহে, কিন্তু প্রার্থনা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্নিকটে যাই।

হে মন! দাবিদের ন্যায় যদি সাতবার প্রার্থনা না কর, তথাচ দানিয়েলের মত তিনবার প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করিও না।

সুলেমানের ন্যায় বাহুল্য ভাবে প্রার্থনা করিতে না পারিলেও, কর-গ্রাহীর ক্ষুদ্র প্রার্থনাটী ভুলিও না, যদি প্রভুর সদৃশ সমস্ত রাত্রি প্রার্থনায় অতিবাহিত করিতে না পার তথাপি এক ঘন্টা প্রার্থনা করা ভার বোধ করিও না।

প্রার্থনা করিলে স্বর্গ দ্বার মুক্ত হয়,
নরকের পথ রুদ্ধ হয়।

প্রার্থনা করিলে স্বর্গীয় দূতগণ আনন্দিত হন এবং পতিত
আত্মাসমূহ কম্পিত
হয়।

প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর সন্নিকট হন,
এবং শয়তান দূরে
পলায়ন করে।

প্রার্থনা করিয়া সকল কার্য্য আরম্ভ কর, তাহাতে কিছুই ভার বোধ হইবে না।

তত্ত্বানুশীলন কালে অনবরত প্রার্থনা কর, তাহাতে সকল শৈথিল্য ও নিরুৎসাহ দূর হইবে।

কার্য্য সমাধা হইলে প্রার্থনা কর, তাহাতে কোন কার্য্য ব্যর্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সফল মনোরথ হইলে অহঙ্কার জন্মিবে না; নিরাশ হইলে নিরুদ্যম হইবে না।

স্বর্গস্থ পিতার মহিমা, অন্যের মঙ্গল ও নিজ শান্তি, সকল কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য হউক। মনুষ্যের প্রশংসা ও নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে যে কার্য্য, সে কার্য্যই নহে, পণ্ডশ্রম মাত্র।

হে প্রভো, আমার অন্তরে দুইটী ভাব দেখিতে পাইতেছি; তোমার দত্ত প্রকৃতি, আমার কৃত পাপ। হায় প্রভু, পাপদ্বারা তোমার দত্ত মহাদান ভ্রষ্ট করিয়াছি। হে প্রভু, যাহা আমার তাহা দূর কর; যাহা তোমার তাহা আমাতে থাকুক। আমি তোমা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছি, তুমি আমাকে পাপ হইতে পারাঙ্মুখ কর; তোমার নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আমার নিজ শক্তি নাই। পিতরের প্রতি যেমন দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে সেই রূপ প্রভু তব করুণা নেত্র আমার উপর নিক্ষেপ কর, তাহাতে পরামননের অশ্রুবারির ধারা আমার চক্ষু হইতে অনিবারে পড়িবে এবং আমিও স্বীয় নেত্র জলে তব শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করিব; কেননা আমি সেই মঙ্গল সমাচারোল্লিখিত অভাগিনী নারী অপেক্ষা মহাপাপী। তাহার যেরূপ পাপ ক্ষমা করিয়াছিলে, প্রভু, সেইরূপ আমারও অগণ্য পাপ ক্ষমা কর এবং আমিও তোমার যুগল চরণ কমল নিজ মস্তকে ধারণ করিব।

আমি দুর্ব্বল, তুমি মহাবল; আমি অপবিত্র, তুমি সকল পবিত্রতার আকর। প্রভু, আমি পাপরূপ মহা ব্যাধিতে ব্যথিত; কিন্তু তুমি মহা বৈদ্য। আমি অন্ধ, আমাকে চক্ষু দান কর; আমি খঞ্জ, আমাকে চলন শক্তি দেও; আমি মৃত, হে জীবনাকর, আমাকে আত্মিক জীবন প্রদান কর। তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে কে আমাকে গ্রহণ করিবে? তুমি আমাকে হেয় জ্ঞান করিলে কে আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ করিবে?

প্রভু ক্রূশার্পিত হইয়া নিম্ন লিখিত সাতটী বাক্য বলিয়াছিলেন।

১। হে পিতঃ তাহারা কি করিতেছে, জানে না; তাহাদিগকে ক্ষমা কর।

২। সত্য সত্য আমি তোমাকে বলিতেছি, অদ্য তুমি সুখ ধামে আমার সঙ্গী হইবে।

৩। হে নারী ঐ তোমার পুত্র; (হে বৎস!) ঐ তোমার মাতা।

৪। হে আমার ঈশ্বর২, কেন আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?

৫। আমার তৃষ্ণা পাইতেছে।

৬। সমাপ্ত হইল।

৭। হে পিতঃ আমার আত্মা তোমার হস্তে সমর্পণ করি।

কৃষ্ণনগরস্থ খ্রীষ্টীয়ানগণের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরকে অভিনন্দন পত্র দান।

আমাদের মহামান্য শ্রীযুক্ত লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের কৃষ্ণনগরে শুভ আগমন উপলক্ষে এখানকার ভিন্ন২ সম্প্রদায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা

ও অভিবাদন করিতে বিশেষ উদ্যোগী হন। স্থানীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সভ্যগণ অতি ক্ষুদ্র ও দরিদ্র হইলেও তাঁহাকে একটী অভিনন্দন পত্র দিতে সমুৎসুক হন। এই উপলক্ষে গত ৫ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে ট্রেণীং বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে খ্রীষ্টীয়ানদিগের একটী সভার অধিবেশন হয়.; সেই সভায় যাহা২ ঘটিয়াছিল, বাহুল্য ভয়ে তাহা সবিস্তার লিখিত হইল না। শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চন্দ্র মহাশয় সভাপতি হইয়া সভার উদ্দেশ্য ও যেরূপ অভিনন্দন দিতে হইবে, তাহা বর্ণনা করেন। পরে সভাস্থ সকলে একমত হইয়া কয়েক জনকে আপনাদের প্রতিনিধি রূপে মনোনীত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা গত ৭ই সেপ্টেম্বর ইংরাজি ভাষায় এই মর্ম্মে এক খানি অভিনন্দন পত্র আমাদের মহামান্য লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুরের সমীপে উপস্থিত করেন।

মহামান্য শ্রীযুক্ত আগষ্টস্ রিভার্স টম্‌সন্
সি, এস্. আই এবং সি, আই, ই.
বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণর
বাহাদুর বরাবরেষু—

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়।

আমরা কৃষ্ণনগরস্থ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান; আমরা আপনার শুভাগমনে আপনার সমক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণর পদারূঢ় হইয়া এই সহরে এই প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন। এরূপ উন্নত ও সম্ভ্রান্ত পদারূঢ় হওয়াতে আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত আছি। আর যাঁহা হইতে যাবতীয় উত্তম দান ও যাবতীয় সিদ্ধ বর নিঃসৃত হয়, সেই জ্যোতির্ম্ময় পিতার নিকট একাগ্রমনে এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তিনি আপনাকে এমন জ্ঞান, বুদ্ধি ও সুমন্ত্রণা প্রদান করেন যে, আপনার অধীনস্থ প্রজাবর্গ আপনার কর্তৃত্ব কালে প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

২। কৃষ্ণনগরস্থ খ্রীষ্টীয়ানগণ আপনার অপরিচিত নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন আপনি এই জিলায় জজের পদে নিযুক্ত হইয়া এই স্থানে বাস করেন, তৎকালে আমাদের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, তাহা আমাদের চিত্তক্ষেত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমাদের দীনতা প্রযুক্ত অবহেলা না করিয়া আপনি কেমন উদারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের কুটীরে পদার্পণ করিতেন! আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কত যত্ন করিতেন! দীন দরিদ্রদের অভাব মোচনের জন্য আপনি কেমন মুক্তহস্ত ছিলেন! দুঃখী ও পীড়িতদিগের প্রতি আপনার স্নেহ ও যত্নের অবধি ছিল না। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ানক ঝটিকাতে আমাদের মধ্যে অনেকে আশ্রয়হীন হয়, আপনি সেই সময় নিজে যে বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়া সেই আশ্রয়হীন দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ানদিগকে সাহায্য দান করেন। এই সকল দয়া ও সৌজন্যের জন্য আমরা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। অধিকন্তু আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার বর্গ এবং বিধবা ও অনাথ বালক বালিকাগণের প্রতি বিবি টম্‌সন্ যে অপরিসীম দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন

তাহা তাহারা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

৩। এক্ষণে আপনি ঈশ্বরের প্রসাদে উন্নততর, গুরুতর ও সম্ভ্রান্ত পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন; অন্যূন চারি কোটি মনুষ্যের শাসন ও তত্ত্বাবধারণের ভার আপনার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে। আপনি নিজ পদোপযুক্ত কার্য্যে নিমগ্ন থাকিলেও এই দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ানদের বিষয়ে চিন্তা ও তাহাদের উন্নতির জন্যে যত্ন করিতে বিস্মৃত হইবেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানগণ গবর্ণমেন্টের নিকট কোন বিশেষ অনুগ্রহের প্রার্থী নহে; তাহাদের এই মাত্র প্রার্থনা, সিপাহি বিদ্রোহ কালে যে ১৫ লক্ষ খ্রীষ্টীয়ান প্রজা আপনাদের প্রভুভক্তির দৃঢ় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহারা যেন গবর্ণমেন্ট কর্তৃক উপেক্ষিত না হয়। অপর যাবতীয় প্রজাবর্গের ন্যায় তাহারাও যেন গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত ভিন্ন২ বিভাগে প্রবেশ করিতে সমান অধিকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ শুনা যায়, ভারতবর্ষীয় শাসন কর্ত্তাদের মধ্যে কেবল সর্ উইলিয়ম্ মিয়রই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত বিচার করিতে সচেষ্ট ছিলেন। আমরা সাহস পূর্ব্বক বলি, যে, ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তাগণ আপনার নামও ঐ কারণে সর্ উইলিয়ম মিয়রের নামের সহিত সংযোজিত করিবেন।

৪। প্রার্থনা করি প্রভু আপনার আত্মার সহবর্ত্তী হউন এবং সুস্থতা ও মঙ্গলে দীর্ঘায়ু করুন।

আপনার একান্ত বাধ্য ও কৃতজ্ঞ

কৃষ্ণনগরস্থ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়।

উপরোল্লিখিত অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত লেফ্‌টনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিলেন, "আপনাদের হইতে এ প্রকার অভিনন্দন পাইয়া আমি সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমার সম্বন্ধে আপনারা যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নাই, কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগকে যে ভাবে দেখি, এই উন্নত পদারূঢ় হইয়াও তাহাদের প্রতি আমার তাদৃশ দৃষ্টি থাকিবে, তাহাদের উন্নতি কল্পে আমার আন্তরিক ইচ্ছা সর্ব্বদাই এক ভাবে কার্য্যকারিণী থাকিবে। যদিও এবারে আপনারা কোন বিশেষ উপকার প্রার্থনা করেন নাই, তথাপি আমি তদ্বিষয়ে অমনোযোগী নহি, বরঞ্চ আমার গুরুতর কার্য্যের মধ্যেও আপনাদের নিমিত্তে চিন্তা আমার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিবে।"

কৃষ্ণনগর, বাংলা,
১৮৮২, ১২ই সেপ্টেম্বর। শ্রীশিমশন বিশ্বাস।

বিবিধ বিষয়।

আইস্যাক ওয়াল্‌টন এক স্থলে বলিয়াছেন যে মৃদুতা ও বিনয় বিহীন ধনে কেহ সুখী হইতে পারে না। যে ধন মৃদুতা ও বিনয়ের সহিত ভোগ করা যায়,

তাহার দ্বারা অনেক সংশয়, দুর্ভাবনা ও ভয় দূরীকৃত হইয়া যায়। সকলের প্রতি তাঁহার পরামর্শ এই, তাহারা যেন সত্যে নির্ভর করিয়া ধন সঞ্চয় এবং সন্তোষের সহিত দারিদ্র্য ভোগ করে, নতুবা কিছুতেই মঙ্গল নাই। যে ব্যক্তি বিবেক বিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে আর রক্ষণীয় কি হইতে পারে?

"পেনি পোষ্টের" আদ্যাবস্থা শ্রবণ করিয়া হয় ত আমাদের পাঠকবর্গ চমৎকৃত হইবেন। ডাক মাশুলের সম্বন্ধে যে সংস্করণ বিলাতে সংসিদ্ধ হয়, বিখ্যাতনামা ও চিরস্মরণীয় রোলাণ্ড হিল তাহার প্রবর্ত্তক ছিলেন। একদা রোলাণ্ড হিল কোন কার্য্যোপলক্ষে একটি দরিদ্র স্ত্রীলোকের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন; গিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী বিদেশ হইতে ডাকযোগে স্বামী কর্ত্তৃক প্রেরিত একখানি পত্রের বহির্ভাগ মাত্র নিবিষ্টচিত্তে পরিদর্শন করিলেন; কিন্তু মাশুলের আধিক্য প্রযুক্ত উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। পত্র বাহক চলিয়া গেলে রোল্যাণ্ড হিল উক্ত স্ত্রীর সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকটী প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, পত্রের সারাংশ বহির্ভাগেই প্রকটিত ছিল। পতি-পত্নী কর্ত্তৃক অবধারিত কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন পত্রের বহির্ভাগে অঙ্কিত থাকিত, এবং তাহা দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের অভিপ্রায় ও মানস সহজে বুঝিতে সক্ষম হইত। দরিদ্র জনগণের এবম্প্রকার গর্হিত উপায়াবলম্বন দৃষ্টে পরম হিতৈষী রোল্যাণ্ড হিল যারপর নাই ক্ষুব্ধ ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং সেই দিন অবধি তদ্বিষয়ক সংস্করণ ব্রত তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়কে অধিকার করিল। যতদিন সফল মনোরথ না হইলেন, ততদিন ক্ষান্ত থাকিলেন না।

চর্চ্চ কনগ্রেস, অর্থাৎ মণ্ডলীস্থ সকলের একত্র হইয়া নানা বিষয় আলোচনা:—অনেক দিন অবধি ইংলণ্ডের বিশপেরা স্ব স্ব অধীনস্থগণকে লইয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, কিন্তু এই বৎসর প্রায় সকল বিশপের অধীনস্থ প্রতিনিধিগণ এক স্থানে একত্র হইবেন এবং নানা বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ ও কথা বার্ত্তা হইবে। দার্বি নগরে ৩, ৪ ৫, এবং ৬ অক্টোবরে ইহার অধিবেশন হইবে। এই কার্য্য যে নিতান্ত হিতকর তাহা বলা বাহুল্য এবং আমরা ভরসা করি যে ভারতেও এই রূপ শীঘ্র হইবে।

গ্রীর্জাতে সংগীতের সহিত বাদ্য যন্ত্রাদি ব্যবহার হওয়া উচিত কি না এই কথা লইয়া ব্রিটনে ও আমেরিকায় প্রেস্‌বেটিরিয়ান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইতেছে। কেহ কেহ তাহার অনুমোদন করেন, কিন্তু বোধ হয় অনেকেরই তদ্বিষয়ে আপত্তি আছে। পরন্তু তাঁহাদের আত্মিক আত্মজেরা বঙ্গে মৃদঙ্গ করতালের প্রচলন করিয়া সেই বিষয়ে এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বলিতে হইবে।

বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা।

ইউরোপীয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ ভারতের ইতিহাস, অপূর্ব্ব সাহিত্য ও শাস্ত্রাদি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এক্ষণে সমস্ত সভ্য জাতিগণের সম্পত্তি স্বরূপ পরিগণিত হইতেছে। তাঁহারা অধ্যবসায়, চিন্তা ও গবেষণার পর যে সকল অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাহা আমাদিগকে প্রতিদান করিতে বিরত নহেন, ভারতের পূর্ব্ব গৌরব উক্ত মনীষীগণের নিকট আকাশ কুসুমবৎ অলীক পদার্থ নহে। যে প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র ভারত একদা জীবিত ছিল, যাহার গৌরবরশ্মি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই সেই প্রাণকে অস্থি-রক্ত-চর্ম্ম বিশিষ্ট করা উক্ত জগদ্ধিতৈষী মহাত্মাগণের উচ্চ উদ্দেশ্য। কোন্ ভারতীয় ব্যক্তি সহস্র মুখে তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে? বৎসরের অধিক হইবে, অধ্যাপক মক্ষমূলর এতদ্দেশীয় এক জন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে একখানি পত্র লিখেন। সেই পত্রে ভারতের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইয়া ভারতবাসীদিগকে প্রোৎসাহিত হইতে কহিয়াছিলেন, এবং যাহাতে ভারতবাসীরা উহার মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা রসে পরিপূর্ণ হয় তাহার জন্যও চেষ্টা পাইয়াছিলেন। মক্ষমূলরের ন্যায় ভারতহিতৈষীদিগের সাধুবাদ না করিয়া থাকা যায় না, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে যদ্যপি মক্ষমূলরের ন্যায় বিদ্যাবিশারদ সর্ব্বজনহিতৈষীগণ সাধারণতঃ ভারতীয়দিগকে এবং বিশেষতঃ বঙ্গবাসীগণকে গৌরবময় অতীতকাল এবং আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে বর্ত্তমান কালোপযোগী আচার ব্যবহার ও কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেন তাহা হইলে তাহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। অতীত গৌরব, অতীত মাহাত্ম্য স্মরণ করিলে যে কোন প্রকার উপকার দর্শে না, এ কথা আমরা কখন স্বীকার করি না; কিন্তু অতীত কালের দোহাই দিয়া বর্ত্তমান কালোপলক্ষে নিশ্চেষ্ট, উদাসীন ও শিথিল হইয়া থাকিলে কি লাভ হইল? মক্ষমূলর ও অধ্যাপক উইলিয়মের ন্যায় ইউরোপীয় সদাশয় ও উদারচেতা ভারত হিতৈষিগণ যখন আমাদিগকে পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিতে উপদেশ দেন তখন তাঁহাদিগকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। এ দেশীয়দের স্বভাব চরিত্র তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে কখনই জানিতে পারেন না। এ দেশীয়দের একটী প্রসিদ্ধ দোষ অথবা দুর্ব্বলতা এই যে তাঁহারা যদি কেবলই ভারতের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করেন তাহা হইলে বহুধা তাঁহাদের বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রজ্ঞা ও কার্য্যপ্রবণতা বিলুপ্ত হইয়া যায়; তাঁহারা যদি কেবল বর্ত্তমান বিষয়িণী চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতের চিন্তা হৃদয়ে সবিশেষ স্থান প্রাপ্ত হয় না; যদি ভবিষ্যতের চিন্তা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়কে অধিকার করে, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের চিন্তা অতি অমূলক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়। এ বিষয়ে আমাদের

বোধে ইউরোপীয়গণ যথাবিধ সামঞ্জস্য সংরক্ষন করিতে সমর্থ হয়েন। সে যাহা হউক, আমরা আনন্দ সহকারে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও বর্ত্তমান সময়ে সাধারণতঃ ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গের অশেষবিধ মঙ্গলকর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। দশ বার বৎসরের মধ্যে এ দেশে যে পরিমাণে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সেই পরিমাণে বিবেচনা করিতে গেলে আর দশ বার বৎসরের মধ্যে যে কত পরিবর্ত্তন হইবে তাহা সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না। আমরা কতক গুলি আশাপ্রদ সুলক্ষণ নিম্নে বিবৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষ করিব।

রাজনীতি। কতক গুলি সুযোগ্য স্বদেশ সংস্কার ব্রতাবলম্বীদের কঠোর পরিশ্রম ও যত্নে রাজনৈতিক জ্ঞান দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। প্রজাদের যতদূর পর্য্যন্ত অধিকার ও স্বত্ব সমূহে, সেই টুকুর জ্ঞান যাহাতে তাহারা প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করা হইতেছে। আয়র্লাণ্ডে ইংরাজদের অধিস্থান সম্বন্ধীয় ইতিহাসে ইতিহাসবেত্তা মিঃ ফ্রুউড্ স্বরচিত ইতিহাসের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে যত দিন পর্য্যন্ত কোন জাতি অথবা ব্যক্তি বিশেষে স্বাধীনতা গ্রহণ ও ভোগ করিতে যোগ্য না হয়, ততদিন তাহাদিগকে স্বাধীনতা দান করা অর্ব্বাচীনের কর্ম্ম। ফ্রুউড সাহেব এবং তাঁহার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ বলিতে পারেন আমরা কিছু পরিমাণে স্বাধীনতা উপভোগ করণার্থে উপযোগিতা লাভ করিয়াছি কি না, কিন্তু কোন২ ব্রিটিশ অধিবাসিদিগের কথায় আমরা আভাস পাইয়া থাকি যেন তাঁহারা মনে করেন যে আমরা অসার অপদার্থ হইলেও তাঁহাদের সংস্পর্শে কোন২ বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছি। ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট লাভ। ভারত অধিবাসীদের যত্ন ও আন্দোলনে এবং মহাত্মা রিপণ সদৃশ জনগণের ঔদার্য্য ও সদ্বিবেচনা গুণে যদি বাস্তবিক আত্মশাসন প্রথা যথাবিহিত প্রকারে ও সুশৃঙ্খলরূপে প্রবর্ত্তিত হয় ও যদি স্বাধীনতার নামে আর এক প্রকার নূতন অধীনতা সংসৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের এক প্রকার সৌভাগ্যোদয় হইল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

শিক্ষা। ইংরাজি শিক্ষা অধিক পরিমাণে এক্ষণে প্রচলিত হইয়াছে। তাহাতে কতক গুলি অপকার হইলেও অনেক গুলি উপকারক বিষয় সংসাধিত হইয়াছে। ক্রমে২ লোক সাধারণের মনে এই ভাবটী দৃঢ়রূপে উদয় হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতক গুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধিধারী হইলেই হইল না; প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষার মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে সাধারণের গাঢ়তর বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, গবৎমেন্ট কৃত সাহায্যের উপর নির্ভরকারিতার তেজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যদি এখন গভর্ণমেন্ট উচ্চ শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করেন, তবুও উচ্চ শিক্ষার লোপ করা অতি কঠিন ব্যাপার। আর

একটী বিষয় চিন্তা করিলে আমাদের সন্তোষের উদ্রেক হইয়া থাকে। সে বিষয়টী এই, পূর্ব্বে দেশীয় শিক্ষিত পুরুষেরা একটুকু ইংরাজী শিখিলে অহমিকায় স্ফীত হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন। মাতৃ ভাষায় কোন পুস্তক পাঠ করা কিম্বা তাহাতে কথোপকথন করা লজ্জার বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে এক্ষণে প্রতিক্রিয়ার (reaction) নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকেরা সংস্কৃত ও মাতৃভাষালোচনায় অপেক্ষাকৃত প্রবৃত্ত হইয়াছে।

নীতি। আমরা সন্তোষের সহিত বলিতে পারি যে পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে নৈতিক অবস্থা আশাপ্রদ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই যে বর্ত্তমান কালের প্রকৃত শিক্ষিত যুবকেরা সুরা অথবা অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবনে পরাঙ্মুখ। অর্দ্ধ শিক্ষিত অথবা পুরাতন শ্রেণীভুক্তদের মধ্যে অনেকে সুরাপায়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু নব্য সম্প্রদায়ের আর যে কিছু দোষ থাকুক বা না থাকুক, তাহাদের মধ্যে সুরা অথবা পরদারাসক্তি ক্রমেং কমিয়া যাইতেছে। এমন কি অনেকে তামাক পর্য্যন্ত সেবন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সমাজ। পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিলে এক্ষণে অশেষবিধ সামাজিক পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে অনেকানেক উন্নত ভাব ও চিন্তা প্রস্ফুটিত হইতেছে। নারীশিক্ষা, নারী-স্বাধীনতা সম্বন্ধেও অনেক উন্নতভাব দেদীপ্যমান হইয়া থাকে। জাতীয় পার্থক্য সংরক্ষণে অনেককে শিথিল ও উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রস্তাবের আয়তন বৃদ্ধি আশঙ্কায় আমরা অন্যান্য সন্তোষজনক পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করিতে এক্ষণে সমর্থ হইলাম না। কিন্তু একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। সে বিষয়টী এই। ইংরাজী ভাষার সার্ব্বত্রিক প্রচলনে এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণ সংযোগে ভারতীয় নানা জাতিদের মধ্যে একতা বন্ধনের এক প্রকার সূত্রপাত হইয়াছে বলিতে হইবে। রাজনৈতিক বন্ধন বল, আর সামাজিক বন্ধন বল, ধর্ম্মরূপ বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে যে ভিন্ন জাতি অথবা সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইতে পারে না, তাহাতে আমাদের দৃঢ় এবং অবিচলিত বিশ্বাস আছে; কিন্তু তাহা বলিয়া আরং উপায়ে যেরূপ বন্ধন ও একতা সংসিদ্ধ হয়, তাহা কখন উপেক্ষিত এবং অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

মহম্মদ্ ও মুসলমান্ ধর্ম্ম।

কি প্রাচীন কি অধুনাতন সকল কালেই ধর্ম্ম, সমাজ-বন্ধনের এক প্রধান উপাদান ও মূলাধার। কত প্রকার ধর্ম্ম এই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, কত প্রকার ধর্ম্ম অদ্যাবধি পৃথিবীময় মনুষ্যহৃদয়ে রাজত্ব করিতেছে। কি অসভ্য ব্রিটন্

গণের ড্রুইড্ ধর্ম্ম, কি সভ্য হিন্দু গণের বৈদিক অথবা পৌরাণিক ধর্ম্ম, কোন ধর্ম্মই নিতান্ত তুচ্ছ, অপদার্থ, অথবা অজ্ঞানতাপূর্ণ নহে। ঈশ্বর-সম্বন্ধে সত্য ধর্ম্ম ব্যতীত আর সকল ধর্ম্মই নিতান্ত তুচ্ছ ও অজ্ঞানতাপূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের পক্ষে পারদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা ও আর২ ভাবে ঐ সকল ধর্ম্ম বিস্ময়ের বিষয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির উৎকৃষ্ট উদ্ভাবনা সকল দেখিলে ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া বরং বিস্ময় ও সহানুভূতির উদ্রেক হইয়া থাকে। সকল দেশেই ধর্ম্ম শাস্ত্র বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত দ্বারা লিখিত হইয়াছে। আমাদিগের দেশের পূর্ব্ব কালীন ব্রাহ্মণগণকে কে না সর্ব্বতোভাবে প্রধান বলিয়া গণ্য করিবে? সেই ব্রাহ্মণ গণই প্রধানতঃ দেশীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের প্রবর্ত্তক ও সংস্কারক। ব্রিটন্ দিগের মধ্যেও ড্রুইড্ গণ অপেক্ষাকৃত অনেক শ্রেষ্ঠ। সেই ড্রুইড্ গণই দেশের ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিতেন। ফিরুশীগণ নানা দোষ সত্ত্বেও য়িহুদীগণের মধ্যে বুদ্ধি বিদ্যায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে খ্রীষ্টীয় পুরোহিত ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর লোক প্রায় বিদ্যা শিক্ষা করিত না। অতএব মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা ও কল্পনার সার-ভাগ যে পুরাকালীন ধর্ম্ম শাস্ত্র সমুদায়ের মধ্যে নিহিত আছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এই ভাবিয়া আমরা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম ব্যতীত ইতরেতর ধর্ম্ম সকলের প্রবর্ত্তক গণের জীবন-চরিত ও তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষা নিরপেক্ষ ভাবে ও সহৃদয়তার সহিত বিবৃত করিয়া পাঠক গণের গোচর করিব। হিন্দু ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হইলেও কয়েকটী কারণ বশতঃ আমরা প্রথমতঃ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সর্ব্ব প্রথমে মুসলমান্ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। হিন্দু ধর্ম্ম অপেক্ষা মুসলমান্ ধর্ম্মাবলম্বীগণের সংখ্যা অনেক অধিক। হিন্দু ধর্ম্ম অপেক্ষা মুসলমান্ ধর্ম্ম অধিক তেজস্কর এবং উহা পৃথিবীতে আজও সদর্পে রাজত্ব করিতেছে। বিশেষতঃ মিসরের এই গত যুদ্ধ কোলাহল আজও যেন সকলের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মুসলমানদিগের সহিত যে কোন সূত্রে হউক না কেন, যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই সে যেন ধর্ম্ম সংক্রান্ত যুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম, পাঠকদিগের এই সময়োচিত মনোযোগের বিষয় বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতে পারি। আমরা আপাততঃ মহম্মদের সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। ক্রমশঃ তাঁহার ধর্ম্ম নিয়ম ও তদ্বিষয়ে মন্তব্য পাঠকদিগের গোচর করিব। এতৎ প্রবন্ধে যে কথা গুলি বড় অক্ষরে ব্যক্ত হইল, সেই২ কথা ইহার পর বিশেষ রূপে বিচার করা যাইবে। আপাততঃ পাঠকদিগকে এই অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহারা এই সকল বিষয়ে মহম্মদ ও খ্রীষ্টের জীবন চরিতদ্বয় পরস্পর মিলন ও তুলনা করেন। আমাদিগের নিজের মন্তব্য ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা নগরে মহম্মদের জন্ম হয়। প্রথম তাঁহার নাম 'কোথান্'

ছিল; 'মহম্মদ্' (অর্থাৎ প্রশংসার পাত্র) এই নাম, অনেক পরে, যখন তিনি মেদিনায় পলায়ন করেন, সেই সময়ে গ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থায় পিতা, মাতা ও পিতামহের মৃত্যু হওয়াতে মহম্মদ্ অতিশয় দুরবস্থাপন্ন হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই পীড়িত এবং বাল্যকালাবধি, মৃগীরোগাক্রান্ত ছিলেন। তথাপি তাঁহাকে উষ্ট্র, মেষ প্রভৃতি পশু চারণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে খাদিজা নাম্নী এক ধনাঢ্য বণিকের বিধবার নিকট তাঁহার এক কর্ম্ম জুটিল। কালক্রমে সেই বিধবার সহিত মহম্মদের বিবাহ হয়। মহম্মদের অপেক্ষা খাদিজা চতুর্দশ বৎসরের বয়োধিকা; কিন্তু এরূপ বয়োবৈষম্য হইলেও তিনি আজীবন কাল মহম্মদের দুঃখে দুঃখিনী এবং সুখে সুখিনী হইয়া প্রকৃত ভার্য্যা ও বন্ধু ভাবে মহম্মদের সহিত সহবাস করিতেন।

মহম্মদ্ পান, আহার ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে নিরতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি মদ্যপান যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিতেন; কিন্তু সুগন্ধ দ্রব্য সেবনে তাঁহার মত্তপ্রায় আসক্তি ছিল, এবং স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যে প্রেম তাহা প্রায়ই তাঁহার ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা প্রকাশ করিত। কার্য্যেতে ও শিক্ষাতে তিনি বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন। শরীরে কোন প্রকার আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ মনে করিলেও তিনি কাতর হইতেন। কিন্তু বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার কল্পনা শক্তি অতি প্রখর ছিল। শরীর ও মনের ক্ষীণতার সহিত এইরূপ প্রচুর কল্পনা শক্তির একত্রাবস্থান প্রায়ই লক্ষিত হয়।

মহম্মদের শারীরিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে অনেক বর্ণনা আছে, এবং যদিও তিনি সর্ব্বদা পীড়াগ্রস্থ হইতেন, তথাপি এরূপ স্পষ্ট বোধ হয় যে স্বাভাবিক লাবণ্য তাঁহার বিলক্ষণই ছিল। তাঁহার স্বভাব অতিশয় মধুর এবং আর২ ভাবগতি অতিশয় ভদ্র এবং সৌজন্য ও কারুণ্যে পূর্ণ। মহম্মদ্ কতদূর লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। সিরিয়া দেশে গিয়া গ্রেগারি নামক একজন খ্রীষ্টীয়ান তাপসের নিকট হইতে যে তিনি ধর্ম্মশিক্ষা করেন, তদ্বিষয়ে ইতিহাসবেত্তাদিগের বিশেষ সন্দেহ। বোধ হয় তিনি নিজ দেশেই থাকিয়া সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, এবং পৌত্তলিক ধর্ম্ম, য়িহুদী ধর্ম্ম এবং খ্রীস্টীয়ান ধর্ম্ম এই যে তিন প্রকার ধর্ম্ম আরব দেশে ঐ সময় প্রচলিত ছিল ঐ তিন প্রকার ধর্ম্মের বিষয়ই মহম্মদ্ কিছু২ অবগত ছিলেন। স্বয়ং তিনি হানিফ্ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। এই হানিফ্ সম্প্রদায়ের কথা পরে লেখা হইবে। এই সম্প্রদায়ের রীত্যনুসারে বোধ হয় মহম্মদ্ এ দেশের ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন।

সে যাহা হউক, চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দেশের নিয়মানুসারে তিনি 'রাজব্' মাস হীরা পর্ব্বতে অতিবাহিত করিতে প্রস্থান করিলেন। এই নির্জ্জন স্থানে এক অন্ধকারময় গিরিগহ্বর মধ্যে থাকিয়া মহম্মদ আপন সম্প্রদায়ের রীত্যনুযায়ী দিবা

রাত্রি উপাসনায় মগ্ন থাকিতেন। এমন সময়ে একদা নিদ্রাকালে নানা বিধ মনোরম স্বপ্ন দেখিতে২ অৰ্দ্ধ রাত্রে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শুনিলেন কে যেন তাঁহাকে "ঘোষণা কর" "ঘোষণা কর," এই বলিয়া তিন বার সম্বোধন করিল। তৃতীয় বারের পর মহম্মদ বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি ঘোষণা করিব ?" (এই ঘটনার সহিত যিশায়াহ ভবিষ্যদ্বাদীর গ্রন্থের ৪০ অধ্যায়ে লিখিত ঘটনার সহিত সম্বন্ধ স্থির করা পাঠকদিগের বিবেচনার উপর আপততঃ ভার দেওয়া গেল।) দৈববাণী দ্বারা এই প্রত্যুত্তর হইল, "ঈশ্বরের নাম ঘোষণা কর।" তখন মহম্মদ শিলা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভাবিলেন যে তাঁহার অন্তঃকরণে কে যেন একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছে। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মহম্মদ আপন পত্নী খাদিজা এবং তাঁহার এক খুল্লতাত ভ্রাতা ওয়ারাখাকে ডাকিয়া ঐ দৈববাণীর কথা বলিলেন। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া খাদিজা এবং ওয়ারাখা তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিল যে নিশ্চয়ই ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আরব দেশে সত্যধৰ্ম্ম প্রচার বিষয়ে মনোনীত করিয়াছেন। ইঁহাদের আশ্বাস বাক্যে অনেক সান্ত্বনা পাইয়া মহম্মদ ঈশ্বরের আদেশ ও ইচ্ছা সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দৈববাণী অথবা অলৌকিক চিহ্ণ কিছুই আর বার তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল না। তিনি একবারে নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম এবং নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন এবং চিত্তের ক্ষীণতা প্রযুক্ত তাদৃশ অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। স্থির করিলেন হীরা পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে পড়িয়া জীবনের জ্বালা নিবৃত্তি করিবেন। সংকল্প সাধনের জন্য একদা একাকী হীরা পৰ্ব্বতে উঠিলেন এবং তথা হইতে কেমন করিয়া পড়িবেন এই ভাবিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় ব্যাকুলিত চিত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যেন গেব্রিয়েল নামক স্বর্গীয় দূত আসিয়া তাঁহাকে আত্ম হত্যা হইতে বিরত হইতে বলিতেছেন। "আমি গেব্রিয়েল, তুমি ঈশ্বরের মনোনীত মহম্মদ, তুমি ভীত হইও না," এই বাণী মহম্মদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এই শুনিয়া মহম্মদ আত্মহত্যা হইতে ক্ষান্ত হইলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার নিজের উপর ও নিজ মহৎ করণীয়ের উপর প্রত্যয় জন্মিতে লাগিল। ইহার পর ২০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত মহম্মদ ক্রমাগত অলৌকিক চিহ্ণ সকল দেখিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে দিনং তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার ৪ জন মাত্র শিষ্য ছিল। তাঁহার পত্নী খাদিজা তাঁহার প্রথম শিষ্য। জায়েদ্ নামক এক ব্যক্তির ক্রীতদাসত্বের বন্ধন মহম্মদ মুক্ত করেন। এই ব্যক্তিও ঐ চারিজনের মধ্যে একজন। অবশিষ্ট দুই ব্যক্তির নাম আলি এবং আবু বাকর্। আলি দশ বৎসর বয়স্ক তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা এবং আবু বাকর্ এক জন ধনাঢ্য

বনিক। আবু বাকুর্ মুসলমান ধর্ম্মের উন্নতির জন্য মহম্মদের সহিত সমোৎসাহী হইয়া তাঁহার অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে মহম্মদের অভীষ্ট সিদ্ধি সম্বন্ধে যত দূর সুবিধা হইয়াছিল, বোধ হয় মহম্মদের নিজ যত্নে কখনই সেই রূপ হইত না। মক্কাবাসীরা তাঁহার সমস্তই ভণ্ডামী বলিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিত; এবং যখন মহম্মদ্ দেশীয় দেব দেবী গণকে পুত্তলিকা মাত্র বলিয়া প্রকাশ করিলেন, তখন মক্কা নিবাসীরা একেবারে অধীর হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এই রূপ ব্যবহারে প্রথমতঃ তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ না হইয়া বরং তাঁহাকে একেবারে মাতাইয়া তুলিল। আবু তালিব্ নামক মহম্মদের এক খুল্লতাত ছিলেন। তিনি মহম্মদকে বড় ভাল বাসিতেন। পিতামাতা এবং পিতামহ পরলোক গমন করিলে পর মহম্মদ্ তাঁহারই দ্বারা প্রতিপালিত হয়েন। কিন্তু **মহম্মদ্ যে ঈশ্বরের নিকট হইতে কোন আদেশ পাইয়াছেন এ কথা তিনি মানিতেন না।** সে যাহা হউক এই সঙ্কটের সময় তিনি তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মহম্মদ্ যাহা করিতেছে তাহা হইতে ভাল ভিন্ন মন্দ হইবে না, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন, এবং বোধ হয় এই কারণেই তাঁহার পুত্র আলি যে মহম্মদের সকল কথায় বিশ্বাস করিত তাহাতে তিনি প্রতিরোধ করেন নাই। এই সময় তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মক্কাবাসীরা তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল এবং কয়েক জনকে বধ করিয়াও ফেলিল। অনেকে মহম্মদের ধর্ম্ম অস্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইল। এই সময়ে **মহম্মদ স্বয়ং দুইবার আপনার ধর্ম্ম অস্বীকার করিলেন** এবং যদিও পরক্ষণেই এমন অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপ করিলেন তথাপি কয়েক দিন পর্য্যন্ত তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভয়ে বিহ্বল ও ক্ষুণ্নমনা রহিলেন। একাকী তিনি কি করিবেন, কেমন করিয়া দেশ শুদ্ধ লোকের সহিত বিবাদ করিয়া জয়ী হইবেন, এই ভাবিয়া অস্থির হইলেন।

এমন সময়ে মেদিনার লোকেরা মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচারের সম্বাদ শ্রবণ করিল। ঐ নগরে অনেক য়িহুদীর বাস ছিল। তাহারা আরবদিগকে অব্রাহামের ঈশ্বরের বিষয় জানাইত; এবং তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিত, যে সেই প্রতাপান্বিত ঈশ্বর কর্ত্তৃক মনোনীত মসীহ রাজা যখন অবতীর্ণ হইবেন তখন পৌত্তলিকেরা একবারে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই বিদেশীয়গণ যে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক সভ্য, ইহা আরবেরা স্বীকার করিত। তাহাদের সভ্যতার ফল আরবেরা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিয়া য়িহুদীগণের উপর প্রসন্নই ছিল। মেদিনাবাসীরা যখন মহম্মদের কথা শুনিতে পাইল, তখন তাহাদের মনেং এই ভয় হইল যে, যে স্বর্গীয় রাজার কথা য়িহুদীদিগের মুখ হইতে তাহারা শ্রবণ করিত, মহম্মদ্ সেই রাজা হইলেও হইতে পারেন। একারণ মহম্মদের নিকট তাহারা দুই দল লোক গুপ্ত ভাবে পাঠাইয়া দিল।

মহম্মদের ধর্ম্ম শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় দলের তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি হইল। মহম্মদ এই দল হইতে বার জনকে বিশেষ রূপে মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষার ভার ও ক্ষমতা দিলেন এবং মেদিনা নিবাসী তাবৎ লোককে ঈশ্বরের কার্য্যের "সহকারী" বলিয়া প্রকাশ করিলেন। এই কথা শুনিয়া মক্কার লোকেরা ঈর্ষা পরবশ ও ক্রোধান্ধ হইয়া মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্য গণের নিধন সংকল্প করিল। যে কেহ মহম্মদের ছিন্ন মস্তক আনিয়া দিতে পারিবে সে এত পুরস্কার পাইবে, এই কথা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। মক্কায় তাঁহার যত গুলি শিষ্য ছিল তাহারা সকলেই মেদিনায় পলায়ন করিল এবং মহম্মদ নিজেও অনতিকাল বিলম্বে তথায় পলায়ন করিলেন। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মহম্মদ মক্কা হইতে মেদিনায় পলায়ন করেন এবং সেই সময় হইতেই হিজিরা শাকের গণনা আরম্ভ হয়। **মেদিনা নিবাসী য়িহুদীগণ প্রথমে মনে করিয়াছিল যে মহম্মদ বুঝি তাহাদিগের ধর্ম্মই আরব দেশে প্রচলিত করিবেন তাহার চেষ্টা পাইতেছেন। একারণ যত দুর সাধ্য তাহারা প্রথম২ ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে মহম্মদের সাহায্য করিয়াছিল।** কিন্তু শেষে যখন দেখিল যে সে কেবল দুরাশা মাত্র, যখন দেখিল, মহম্মদ নিজের মতই প্রচার করিতে বসিয়াছেন, তখন তাহারা তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাঁহার কার্য্য সকল বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু স্বল্প কালের মধ্যে মেদিনা নগরে তাঁহার ধর্ম্ম এত বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে উহা বিদ্রূপাদি দ্বারা দূর করিবার চেষ্টা করিলে সেই বিদ্রূপকারী ভিন্ন আর কাহারও ক্ষতি হইতে পারিত না। এই ঘটনাবধি **য়িহুদী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ ভাব** যাদৃশ প্রবল দেখা যায়, পৌত্তলিক ও মুসলমানদিগের মধ্যে ও তাদৃশ দ্বেষ ভাব কখন দেখা যায় নাই। **মহম্মদের জীবদ্দশাতেও ঠিক এই ভাব ছিল।**

যে বৎসর মহম্মদ মেদিনায় পলায়ন করেন সেই বৎসরই তিনি শত্রুগণের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কেবল পৌত্তলিকদিগকে শত্রু বলিয়া প্রকাশ করিলেন, এরূপ নহে, **খ্রীষ্টিয়ান ও য়িহুদীগণকেও তিনি শত্রুদলের মধ্যে গণনা করিলেন।** "য়িহুদী, খ্রীষ্টীয়ান অথবা সেবিয়, যাহারা এক ঈশ্বরে এবং শেষে পুনরুত্থানের দিনে বিশ্বাস করে তাহারা পরিত্রাণ পাইবে" কোরাণের এই পদ দ্বারা বোধ হইতেছে যে মহম্মদ প্রথমতঃ য়িহুদী ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত সমপক্ষীয় লোক বলিয়া আপনাকে স্বীকার করিতেন, কিন্তু "মহম্মদীয় ধর্ম্ম ভিন্ন যে কেহ অন্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিবে সে (ঈশ্বরের সমীপে) গ্রাহ্য হইবে না, এবং পরকালে সে ব্যক্তি মৃতগণের মধ্যে পরিগণিত হইবে," পরস্থিত এই পদের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে এই সময়ে মহম্মদের অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের প্রতি কি রূপ বিদ্বেষ ভাব! বেনি কোরিজা নামক এক য়িহুদী পল্লীর নিহন দ্বারা মহম্মদ রাক্ষস তুল্য ভীষণ ঈর্ষা ও হিং-

প্রকতার পরিচয় দান করিয়াছেন।

মক্কা বাসীদের সহিত তাঁহার প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কোরাণে লিখিত আছে যে বাদ্বির নামক স্থানে মহম্মদ্ মক্কা বাসীদের পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে তাঁহার ৩১৯ জন অনুচর ছিল, শত্রু সংখ্যা ১,০০০ অপেক্ষা ন্যূন, কিন্তু ঈশ্বর মহম্মদের সাহায্যার্থে ৪,০০০ স্বর্গীয় দূত পাঠাইয়া দেন। এই যুদ্ধে কেবল ১৪ জন মুসলমান, কিন্তু শত্রু পক্ষে ৭০ জন মক্কাবাসী হত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে ঘাসনদিয় অমরা মহম্মদকে পরাস্ত করেন। এই সুযোগে মক্কাবাসীরা তাঁহার বিপক্ষে বিদ্রোহ করিল, কিন্তু তাহারা সজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই মহম্মদ্ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া মক্কা অধিকার করিলেন এবং সকলে তাঁহাকে শাসন কর্ত্তা ও ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া স্বীকার করিল। মক্কার অধিকার পাইয়া তিনি এক প্রকার আরবের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। পরে গ্রীস্ দেশ অধিকার করিবার মানস করিতেছেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময়ে তিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন (৮ই জুন ৬৩২ খ্রীঃ অব্দ)।

মহম্মদ্ মরিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের ক্রমশঃ উন্নতিই হইতে লাগিল। যে সকল বিজয় মহম্মদ্ কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহার শিষ্যেরা সেই সকল মহৎ বিজয় লাভ করিয়া ধরাতলকে যুগপৎ বিস্ময় ও বিষাদে বিহ্বল করিয়াছিল। মহম্মদের ধর্ম্ম বিস্তৃতির বিষয় এস্থলে বিশেষ কিছু না বলিয়া এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত রহিলাম যে আরব হইতে সহস্র২ ক্রোশ পূর্ব্বে এই বাঙ্গালাদেশের অর্দ্ধেক লোক মহম্মদের শিষ্য। সে যাহা হউক ইদানীং সর্ব্বত্রেই মহম্মদীয় ধর্ম্ম হীন বল। বিস্তৃতির ত কথাই নাই, বরং মিসরের যুদ্ধকালে কেহ২ মনে করিয়াছিলেন এই বারে বুঝি মহম্মদীয় ধর্ম্ম মৃত্যু-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে যাহাহউক যে ধর্ম্মের প্রভাবে পৃথিবী এক কালে কম্পান্বিত হইয়াছিল, যে ভস্মাবশেষ দেখিলে অদ্যাপিও বিস্ময়ের উদয় হয়, সেই ধর্ম্মের যে এত দূর শক্তি কোথা হইতে আসিল, দ্বিতীয় প্রবন্ধে মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করিয়া পাঠকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ

কতিপয় পারিবারিক নিয়ম পালন।

কোন দেশের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি অথবা অবনতি নিরীক্ষণ করিয়া যদ্রূপ তত্রস্থ পারিবারিক অবস্থা নির্ণীত হইতে পারে, তদ্রূপ কোন দেশের পারিবারিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তথাকার জাতিগত, সমাজগত উন্নতি অথবা অবনতি স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এতদ্দেশে নানা প্রকার অভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এবং সর্ব্ব প্রকার অভাবের অপনোদন করা বস্তুতঃ বহু কাল সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা নির্ভীকচিত্তে বলিতে পারি যে, যদি পারিবারিক উৎকর্ষ সাধ-

নের দিকে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে অচিরে ভারতের সৌভাগ্যোদয় হয়। যাহাতে সকলের চক্ষু সেই দিকে ধাবিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব তদুদ্দেশ্যে যদি কতিপয় সংক্ষিপ্ত নিয়ম এস্থলে সন্নিবেশিত করা যায়, বোধ হয় পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না।

১। স্বাস্থ্যরক্ষা।

ইংরাজী ভাষায় স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পুস্তিকা রচিত হইয়াছে। ইংরেজেরা অনেক বৎসর ধরিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার প্রণালী ও নিয়মাবলি বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, কেবল তাহা নহে, যাহাতে সেই নিয়ম সকল কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী। ইঁহারা বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন যে, স্বাস্থ্যের অসদ্ভাব অথবা ক্ষতি হইলে কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে না, এবং স্বাস্থ্যের বিপর্য্যয় ঘটিলে জীবনের সমস্ত কার্য্যের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট আমাদের সৌকর্য্যার্থে কতকগুলি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক বাঙ্গালা ভাষাতে প্রণয়ন করাইয়াছেন, কিন্তু সেই সকল পুস্তক যে রূপ হউক না কেন, তাহা অতি অল্প সংখ্যক লোক কর্ত্তৃক অধীত হইয়া থাকে। আমাদের বোধে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া যারপর নাই অর্ব্বাচীনের কার্য্য। যখন আমরা বুঝিব যে ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত ঔদাস্য দ্বারা আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে, যখন আমাদের এই বিষয়ে সমুচিত চৈতন্যোদয় হইবে, তখনই জানিব যে ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আমাদের অন্ততঃ একটী পরম উপকার সাধিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে কত পরিবার এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী? মনোযোগী না হওয়ার ফল ত আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। অতএব স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিশেষ২ নিয়ম যেন প্রত্যেক গৃহে নবোদ্যমের সহিত প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত হয়।

২। শিক্ষা।

পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষাকার্য্য যাহাতে যথোচিত রূপে সম্পন্ন হয়, তাহাতে সকলের যত্ন থাকা বিশেষ আবশ্যক। প্রকৃত শিক্ষার প্রশস্ত অর্থ ও উদ্দেশ্য অবগত হওয়া বিশেষ রূপে বিধেয়। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই শিক্ষা কার্য্যের সূত্রপাত করা যাইবে, কতকগুলি বাহিরের সত্য বল পূর্ব্বক শিশুর মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা না করিয়া বরঞ্চ যাহাতে বিবেক ও বুদ্ধি বৃত্তির পরিমার্জ্জনা ও বিকাশ হয় তজ্জন্য যত্ন করা শ্রেয়ঃ। বিদ্যা শিক্ষার চরম ফল যাহাতে পাঠার্থীর বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সবিশেষ যত্ন থাকা আবশ্যক। ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব হইলে যে প্রকার শিশুরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ভোজন পানের অন্বেষণ করে, তদ্রূপ জ্ঞান লাভের ক্ষুধা জন্মাইতে হইবে। ক্ষুধাতিরিক্ত অতি ভোজন পান করিলে যেরূপ শারীরিক পীড়া জন্মে সেইরূপ সুকুমারমতি বালক বৃন্দকে বল পূর্ব্বক কোন বিষয়ে শিক্ষা দান করিলে শিক্ষকেরা কখন সফল মনোরথ হইতে পারেন না। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ দার্শনিক

হর্বর্ট স্পেনসর তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তিকাতে যাহা বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের অনুমোদনীয়। তিনি যেরূপ বল পূর্ব্বক কোন বস্তু ভোজন অথবা পান করাইবার উপকারিতা স্বীকার করেন না, সেই রূপ বল পূর্ব্বক শিক্ষা দিবার প্রণালীও অতি গর্হিত মনে করেন।

৩। সহিষ্ণুতা।

সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে সংসার কখনই চলে না। স্বেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিলে অসংখ্য গোলমাল, অনিষ্ট বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের উৎপত্তি হয়। প্রেম পুরঃসর একজন অন্য জনের ভার বহন করিবে ইহা যে কেবল বাঞ্ছনীয় এমন নহে, ইহা ব্যতিরেকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা সুদূরপরাহত। সৌজন্য দয়া, কোমলতা, স্নেহাদি গুণে বিভূষিত না হইলে পারিবারিক সামঞ্জস্য ও ঐক্য সংরক্ষিত হইতে পারে না। স্নেহ ও ও সহিষ্ণুতা বিবর্জ্জিত হইলে, পারিবারিক জীবনের আর কি বন্ধনী রহিল?

৪। পরিশ্রম।

শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশ্রম ও যত্নের উপযোগিতা, উপকারিতা ও আবশ্যকতা বিশেষ রূপে দেখাইতে হইবে। পরিশ্রমের মাহাত্ম্য বাক্যতঃ ও কার্য্যতঃ সকলের সাক্ষাতে প্রদর্শন করিতে হইবে। কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে এতদ্দেশীয়দের মধ্যে যে ঘোরতর ভ্রম রহিয়াছে তাহার অপনোদন করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। পরিবারস্থ প্রত্যেক বালক ও বালিকা, যুবক ও যুবতী, স্ত্রী ও পুরুষ যাহাতে কার্য্যপ্রবণ হয়, তজ্জন্য সাধ্য পর্য্যন্ত যত্ন করা সকলের উচিত। নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত রূপে পরিশ্রম না করিয়া এতদ্বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়। যে প্রকার উন্নতিই বল, সকলই পরিশ্রম সাপেক্ষ। যে পরিবারের মধ্যে আলস্য প্রবেশ করিয়াছে, সে পরিবারে সুখ নাই, সে পরিবার ক্রমশঃ অজ্ঞানতা, অসুখাবস্থা ও অনৈতিকভাবে নিমজ্জিত হইয়া জীবনের লক্ষ্য হইতে সুদূরে অবস্থিত থাকে।

ক্রমশঃ

বৈদ্যুতিক্ আলোক।

আজকাল বৈদ্যুতিক আলোক সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইতেছে। কাহারং মনে উদয় হইতে পারে যে বৈদ্যুতিক আলোক সম্বন্ধীয় আবিষ্কার অতি নূতন। বাস্তবিক এরূপ সংস্কার অমূলক বলিলে বলা যাইতে পারে। গ্যালভানিক বাটেরীর (Galvanic battery) সাহায্যে অঙ্গারের দুই সীমান্তে বৈদ্যুতিক তরল পদার্থ সঞ্চালন করিয়া আলোক উৎপাদন করা আধুনিক আবিষ্কারের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। বৈদ্যুতিক তরল পদার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই অবগত আছি বটে, কিন্তু ইহার অপরিসীম ফল অথবা কার্য্য বিষয়ে আমরা অজ্ঞাত নহি। ইহার প্রকৃত স্বভাব নিরূপণ করণে বিজ্ঞান যদিও অসমর্থ,

তথাপি ইহা দ্বারা যে অশেষবিধ উপকার সাধিত হইতেছে তাহা জন সাধারণে অপরিজ্ঞাত নহে। তাড়িত বার্ত্তাবহের অশেষ কার্য্যকারিতা ও সুবিধা, শৈল খণ্ডকে দ্বিভাগে এবং অসংখ্যভাগে খণ্ড বিখণ্ড করা, জলাভ্যন্তরে বারুদদ্বারা জাহাজাদি সদৃশ কঠিন বস্তুকে একেবারে চূর্ণ করা, এ সকলই উহাদ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা স্থান বিশেষ আলোকিত করার চেষ্টাও নূতন নহে। অনেক বৎসর ব্যাপিয়া মার্কিনদেশে এ বিষয়ের আন্দোলন হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু অপ্রতিহার্য্য কারণ বশতঃ এ বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। অকৃতকার্য্য হইবার কারণ এইযে আলোক উৎপাদন করিবার জন্য যে সকল উপকরণের আবশ্যক তাহা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তাড়িতের ভাব অথবা এক্ষণকার প্রচলিত বাটেরীয় সংগঠন বর্ণনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু পাঠক যদি পরীক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে আপনার সমক্ষে দুইটী ইস্পাত নির্ম্মিত কলমের সূক্ষ্মাগ্র পরস্পর সম্মুখীন করিয়া রাখুন, লেখনীর মসি চিহ্নিত ভাগদ্বয় অঙ্গারের সীমান্ত দ্বয় মনে করুন। একটী অন্যকে সংস্পর্শ করিলে আলোকের উৎপাদন হইল না; কিন্তু একটী অপরটী কর্ত্তৃক যৎসামান্য রূপে সংঘর্ষিত হইলেই সমুজ্জ্বল আলোক দৃশ্য হইয়া থাকে। অঙ্গারের সীমান্তদ্বয়ের কি অর্থ, পাঠক এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন। উক্ত সীমান্তদ্বয় পরস্পর পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই, এক ভাগ হইতে পরমাণুর বিচ্ছেদ হইতে থাকে, এবং এই রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাড়িত প্রবাহের (electric current) দিকে অর্থাৎ বিপরীতাভিমুখে সংযুক্ত হইয়া যায়। এই প্রকারে একদিগের আয়তনের হ্রাস হইয়া যায়, অপর দিকের আয়তন বর্দ্ধমান হইয়া উঠে।

এই আবিষ্কারের জন্য অগ্রে যে সকল উপকরণের অসদ্ভাব ছিল, তাহা এক্ষণে অনেক বাধা ও প্রতিবন্ধক উল্লঙ্ঘন ও অতিক্রম করিয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডে ও অন্যত্রে গ্যাসের অপেক্ষা ইহার ব্যয়ভার অধিক হইবে কি না, ইহাই লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। ইংলণ্ডবাসী অনেকের সংস্কার এই যে বৈদ্যুতিক আলোক আপাততঃ ধনবান ব্যক্তিদের সুরম্য হর্ম্ম্যাদিতে জ্বলিতে পারে, কিন্তু দরিদ্র লোকদের কাছে গ্যাসালোকের আদর অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে গ্যাসের অপেক্ষা বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যয় স্বল্প হইবে; কিন্তু আমাদের বোধ হয় না অল্প কালের মধ্যে এরূপ হইবে। কিন্তু যখন গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলোক কোম্পানীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিবে তখন বোধ হয় বৈদ্যুতিক আলোক সম্বন্ধে স্বল্প ব্যয়ও হইবে।

সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধক দূর হইলে পর বৈদ্যুতিক আলোক যে লোক সাধারনের অতি প্রীতিকর ও উপকার জনক হইবে তদ্বিষয়ে আমাদের কিছু সন্দেহ নাই। যেখানে বৈদ্যুতিক আলোক বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ আলোক প্রদান করে, সেখানে বায়ু দূষিত ও কলঙ্কিত হয় না।

বিবিধ যন্ত্রালয়ে, কার্য্যক্ষেত্রে, দোকানে, এবং যেখানে অনেক লোকের সমাগম হয় এবম্প্রকার স্থানে, বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা যে স্বাস্থ্যের কোন প্রকার বিপর্য্যয় হয় না তাহা পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে। ধূম নিঃসরণ না হওয়াতে ইহার দ্বারা গৃহস্থিত কোন দ্রব্যাদি বিবর্ণীকৃত হয় না। বাষ্পীয় পদার্থের নির্গমনে অথবা অন্য কোন কারণে ইহাতে গৃহে অগ্নি লাগিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। ইহার আলোক অতি পরিষ্কার শুভ্র বর্ণযুক্ত এবং ইহার সাহায্যে চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যাদির প্রকৃত রং সহজে অবধারিত হইয়া থাকে। গ্যাসের অপেক্ষা ইহার তেজ বিস্তর অধিক। নির্ভয়ে ও নিরাপদে বাষ্পীয় শকটে, বাষ্পীয় পোতে, এবং ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন খনিতে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে আরও যে কত হিতজনক বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে তাহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। ইহাতে যে বর্ত্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানের জয় পতাকা বিশেষ রূপে উড্ডীন হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার ভিতরে যে কত বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

দ্রব্যের অবিনাশিতা।

রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে যাহাকে সচরাচর লোকে বিনাশ বলিয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক বিনাশ নহে। দ্রব্যের গুণ অথবা অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার সম্পূর্ণ বিনাশ সম্ভবে না। এমন কি কোন দ্রব্যের একটী পরমাণু পর্য্যন্ত নিঃশেষে বিলুপ্ত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মের এবম্প্রকার নিয়ম সম্বন্ধে যাহাদের সন্দেহ আছে, তাহাদের এ বিষয়টী তলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত? ভূমি খনন করিয়া একটি পদার্থ পুতিয়া রাখিলে, এটী তোমার পক্ষে আপাততঃ বিনাশ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ইহার বিনাশ হইল না। বায়ুতে কোন বস্তু উড়াইয়া দিলে তাহা প্রথমে যেন তোমার চক্ষুর বহির্ভূত হইল এবং নানা ঘটনা পরম্পরায় তাহার অবস্থারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল; কিন্তু মনে করিও না যে তোমার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদি কেহ একটী অত্যুচ্চ প্রাসাদ ভূমিসাৎ করে এবং উহার সমস্ত ইষ্টক ভূতলশায়ী হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির পক্ষে ঐ চূর্ণ ইষ্টকের মূল্য এখনও বিগত হয় নাই। যে প্রকারে হউক না কেন উহার দ্বারা প্রকৃতির কর্ম্ম সাধিত হইতেছে। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যাহা ভস্মাবশেষ হইয়া যায় তাহা দেখিলে উপরি উক্ত সত্যটী আরও স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে। অঙ্গার অথবা প্রদীপ জ্বালিবার সময় ধূম নির্গত হয় না। যখন একখণ্ড অঙ্গার অথবা প্রদীপ জ্বলিতে থাকে, তখন ধূম বিনির্গত না হইলেও বিনাশের কোন

দৃশ্য চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। একটি হইতে উষ্ণতা অপরটি হইতে দীপ্তি প্রকাশিত হইবে। কিন্তু উভয়ের কোনটী প্রকৃত প্রস্তাবে দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হয় না, এবং ভস্মাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই নয়ন পথে আবির্ভূত হয় না। আমরা স্বভাবতঃ বিবেচনা করি অঙ্গার, সলিতা ও তৈল লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে জানা যাইবে যে দাহ্যমান অঙ্গার এবং জ্বলন্ত বাতি অর্থাৎ সমস্ত গুরুত্ব-বাচক দ্রব্য হইতে যে উষ্ণ বায়ু উত্থিত হইতেছে তাহা উপরিতন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া মিশিয়া যায়। এই রূপে দেখা যাইতেছে দ্রব্য বিনষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে পৃথিবীর কার্য্যকারী শক্তি স্বরূপ হইয়া বিদ্যমান থাকে। উহা ভৈষজ্য ও পাশব জীবনের অবলম্বন হইয়া থাকে। ঘটনা-স্রোতে ইহার কত অসীম পরিবর্ত্তন হইবে তাহা কে বলিতে পারে? একটি পরমাণু সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া কোন অদৃষ্ট শৈলখণ্ডে নিহিত থাকিতে পারে, তাহার পর পুনরুদ্ধৃত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে বিশ্লিষ্ট হইয়া বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। তৎপরে বৃক্ষের আহারীয় দ্রব্য হইয়া কোটিং জীবের দৈহিক অংশে পরিণত হইতে পারে। তাহার পর হয় ত ঘটনা সংযোগে দীর্ঘ বিশ্রাম উপভোগ করিবে। দ্রব্যের অবিনাশিতা অতি চমৎকার ব্যাপার। সৃষ্টিতে বিনাশ নাই, অপচয়ও নাই। তুমি এক বিন্দু জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে, সেই জল পৃথিবীর নিম্ন স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার স্থান খুজিয়া লইল, এবং অতি অধঃস্তন প্রদেশের অন্তঃসলিলাধারের সহিত মিশিয়া গিয়া ইহা পুনশ্চ পৃথিবীর উপরিতন ভাগে উত্থিত হইবে। অথবা রৌদ্রের প্রচণ্ড প্রতাপে একটি জলবিন্দু শুষ্ক হইয়া বাষ্পাকারে মেঘের সহিত মিশিয়া গেল, তাহার পর নিরূপিত সময়ে মুষল ধারায় বৃষ্টি হইয়া নিপতিত হইল। একটী সুগন্ধ বিশিষ্ট পুষ্প আপনার সৌরভ যথাবিহিত প্রকারে বিস্তার করিয়া ম্লান হইয়া ভূতল শায়ী হইল, কিন্তু পুষ্পের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার পর্য্যবসান তখনও হইল না; উহা বৃক্ষের নিকটস্থ জমির সার হইয়া উহার উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই রূপ অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দ্রব্যের অবিনাশিতা প্রতিপাদিত হইতে পারে।

অসীম করুণাকর ও মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে কোন বস্তুর অপচয় হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই, আমাদের সম্বন্ধে কি এরূপ বলা যাইতে পারে? দিবাবসানে নিস্তব্ধ ভাবে সমস্ত দিবসের মুহূর্ত্ত ও ঘন্টাদি, গণনা করিলে কি আমাদের মনে ভয় ও লজ্জার উদ্রেক হয় না? যে সময় রূপ অমূল্য নিধি আমাদিগের নিকট গচ্ছিত হইয়াছে তাহার কি ঘোর অপব্যবহার করি নাই? ক্রমান্বয়ে না হউক, এখন একবার, তখন একবার, এই রূপে বার বার আপনাদিগের জীবন-লক্ষ্য পদে দলিত করিয়া আমরা কি বৃথা কার্য্যে কাল ক্ষেপণ করি নাই? যদ্যপি আমরা ক্ষণেক ব্যর্থ কথোপকথন, ব্যর্থ অধ্যয়ন, ক্ষণিক আলস্য-পরতন্ত্রতা ও নিষ্প্রয়োজনীয় নিদ্রার সমষ্টি গ্রহণ করি, তাহা হইলে সময়ের

অপব্যবহার কি না ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে? আমাদের বিগত জীবনের অপব্যবহৃত সময়ের সমষ্টি অপেক্ষা ভয়ানক দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না। বহুসংখ্যক বালক বালিকা আছে যাহাদের হস্তে অনেক টাকা কড়ি না থাকিলেও না থাকিতে পারে, কিন্তু যদ্যপি সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদের হস্তে টাকা কড়ির সমাগম হয়, তাহা হইলে মিথ্যা ব্যয় না করিয়া তাহারা থাকিতে পারে না। ব্যয় সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল থাকিতে দেওয়া কখন কর্ত্তব্য নয়। আমরা এক কালে বালক ছিলাম, তজ্জন্য বালস্বভাবসুলভ দোষের অতিশয় তীব্র ভর্ৎসনা করিতে আমরা চাহি না। আমরা বলিতেছি না বালকেরা কখন খেলনার পুত্তলি অথবা অন্য কোন প্রকার মনোরঞ্জন দ্রব্য ক্রয় করিবে না, কিন্তু নানাবিধ অপচয় ও বৃথা ব্যয়ের অতি দূষণীয়তা প্রতিপন্ন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কাহারং এমন অভ্যাস আছে যে যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের শেষ কপর্দ্দকটী পর্য্যবসিত না হয় তত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের বিরাম ও মনস্তুষ্টি জন্মে না। তাহারা পথে ঘাটে কোন বিক্রয়ের দ্রব্য দেখিলে, তাহাতে প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, অবশ্যই ক্রয় করিবে। কে যেন বল পূর্ব্বক কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ক্রয় করিতে উত্তেজিত করিতেছে। এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ব্বক টাকা নষ্ট করা কে না নীতি বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে? আজ তুমি যথেচ্ছাচারিতা পূর্ব্বক অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া টাকা জলে বিসর্জ্জন করিলে, এমন সময় আসিতে পারে যে সময় এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের ঘটনা চক্রে পতিত হইয়া এক পয়সার জন্য লালায়িত হইয়া বৃথা হাহাকার করিতেং জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে হইবে।

যৌবন কালে যাহারা অশেষ সুযোগ সত্ত্বেও আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়া বৃথা সময় ক্ষেপণ করিয়াছে বার্দ্ধক্যাবস্থায় তাহাদিগকে শোক ও পরিতাপে অভিভূত ও দগ্ধ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহং সেই সময় হয়ত মনে করিবে, হায় যদ্যপি গত সময়ের পুনঃ প্রাপ্তি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে দশ বৎসরের কার্য্য এক বৎসরের মধ্যে সংসিদ্ধ করিতাম! কিন্তু এক্ষণে আমি যাদৃশ বপন করিয়াছিলাম, তাদৃশ কাটিতেছি। আমি শরীর সম্বন্ধে বপন করিয়াছিলাম, এক্ষণে ঠিক তদনুরূপ ফল ভোগ করিতেছি। প্রকৃতির এই অলংঘনীয় নিয়মের প্রতিরোধ করিবে কাহার সাধ্য? জীবনের উন্মেষ কালে, বিদ্যা, ধন, বিশুদ্ধ চরিত্র, সাধু সুহৃদ ইত্যাদি লাভ করা এক প্রকার সাধ্যায়ত্ত ছিল, কিন্তু এখন সময় বহিয়া গিয়াছে, এখন অনুতাপ করিলে কি হইবে। পাঠক! জানি না কত দূর পর্য্যন্ত জীবন মার্গে অগ্রসর হইয়াছ; কিন্তু অনুরোধ করি, বর্ত্তমান সময় নিজের জানিয়া বিবেকের আদেশানুসারে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অবধারিত করত, ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছা পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। সর্ব্ব সন্তাপহর্ত্তা পরম কারুণিক পরমেশ্বর তোমাকে নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ করিবেন।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

যেশু খ্রীষ্ট বিশ্বজনীন রাজা এবং স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমুদায় শক্তি তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে (মথি ২৮, ১৪)। মণ্ডলী তাঁহার ভার্য্যাস্বরূপ হইয়া রাজ্ঞী সদৃশ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা (দায়ূ গীত ৪৫, ৯)। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মধ্যগত চল্লিশ দিবস তিনি ক্রমান্বয়ে শিষ্যগণের সহিত অবস্থান না করিয়া মধ্যে২ আপনাকে সজীব দেখাইয়া তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিগত সত্তা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন তদ্বিষয়ে তিনি সযত্ন হইয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহার ঐশিক ক্ষমতা ও উত্থিত দেহের আত্মিক স্বভাব বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, তজ্জন্য তিনি মধ্যে২ হঠাৎ শিষ্যগণের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তদ্রূপ ভাবে অন্তর্ধানও করিতেন। সেই সময়ে কথোপকথন দ্বারা তিনি যে তাহাদিগকে আপনার অতি নিগূঢ় দেহ অর্থাৎ স্বর্গ রাজ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে মণ্ডলী সংস্থাপনার্থে উপযুক্ত কার্য্যকারী হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিতেছিলেন তাহা অতি সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। এবম্প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করা তাঁহার চল্লিশ দিবস অবস্থানের যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে। ইম্মেয়ূসে যাত্রাকালে এবং তদনন্তর যেরুশালেমেসমাগত শিষ্যদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি পুরাতন নিয়মের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন, এবং মূসা, প্রবাচকগণ এবং দায়ূদের গীতের বাস্তবিকতা ও প্রত্যাদেশ সম্বন্ধীয় সত্য প্রতিপন্ন করিলেন (লূক ২৪, ২৭, ৪৪); এবং ধর্ম্মপুস্তকের প্রকৃত ব্যাখ্যায় যে তাঁহার দুঃখভোগ, গৌরব ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধ হয়, ইহা বুঝাইয়া দিবার উপায় শিষ্যগণের নিকট উদ্ভাবন করিলেন (লূক ২৪, ২৬. ২৭, ৪৪-৩৬।)

পাপ বিমোচন সম্বন্ধে ক্ষমতা তিনি তাঁহাদিগকে দিয়া কহিয়াছিলেন "পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর।" সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তির আধার ও উৎস রূপে তিনি আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে জানাইয়াছিলেন যে তাঁহা হইতে শক্তি নিঃসৃত না হইলে কোন পার্থিব বিষয় কার্য্যকর হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছিলেন যে যথাবিহিত সময়ে আমি পবিত্র আত্মা রূপ অত্যুৎকৃষ্ট দান প্রেরণ করিব। এবং তিনি অর্থাৎ সেই পুণ্যের আকর সদাত্মা তোমাদের এবং তোমাদের উত্তরাধিকারীগণের সহিত বাস করিবেন, এবং তোমাদিগকে নিরূপিত কার্য্যের জন্য উপযোগিতা ও সামর্থ্য প্রদান করিবেন (যোহন ২০। ২২, ২৩)। প্রৈরিতিক পরিচর্য্যার ঐশিক দায়িতা সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বকালে তিনি তাহাদিগকে ঈশ্বরীয় বাক্য প্রচার ও সংস্কার সম্পাদন করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা যাইয়া শিক্ষা দাও এবং সকল জাতিকে আমার শিষ্যত্বে বরণ কর।" তিনি আরও প্রকাশ করিলেন যে, সকলে চিরধন্য ত্রিত্বের নামে বাপ্তিস্ম সংস্কার

গ্রহণ করিয়া মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবে। ধর্ম্ম প্রচারণ ক্ষেত্রের ক্রমিক বিস্তৃতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগেতে পবিত্র আত্মার আবেশ দ্বারা তোমরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যিরূশালেমে এবং সমুদায় যিহূদা ও শোমরণ দেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে" (প্রেরি ১।৮)। ইতি পূর্ব্বে কতক গুলি দৃষ্টান্ত কথা দ্বারা প্রভু শিষ্যদিগকে এই কথাটী বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। চল্লিশ দিবারাত্রির পর মূসা স্বর্গীয় শিবির এবং তদন্তর্গত দ্রব্য সামগ্রীর আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (যাত্রা ১৫, ২৮; ৩৪, ২৪; দ্বি, বি ৯, ৯), এবং ঐ আদর্শানুসারে সকল কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের ঐশিক মূসাও এই রূপে মণ্ডলীর আদর্শ প্রদান করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চাশত্তমি দিনে প্রভুর এই ভাববাণী সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হইল, "এই শৈল খণ্ডের উপর আমি আপনার মণ্ডলী সংস্থাপন করিব।" ঐ দিবসেই সার্ব্বত্রিক মণ্ডলীর সংগঠন হইল। পঞ্চাশত্তমি দিন খ্রীষ্টের রাজ্যাভিষেকের দিবস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ঐ দিবসে ঐশ্বরিক প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া প্রভু অশেষবিধ উত্তম২ দান ও ধন বিতরণ করিলেন। সাধু পৌল ইফিসীয়দিগের প্রতি পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে বলেন, "তিনি (খ্রীষ্ট) ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া জয়িগণকে বন্দী করিয়া মনুষ্যদিগকে বর প্রদান করিলেন। *** আর তিনি কয়েক জনকে প্রেরিত ও কয়েক জনকে ভবিষ্যদ্বক্তা ও কয়েক জনকে সুসমাচার প্রচারক, ও কয়েক জনকে, পালক ও উপদেশক করিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা সকলে যাবৎ বিশ্বাসের এবং ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক জ্ঞানের ঐক্যে মিলিয়া সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা অর্থাৎ খ্রীষ্টের পূর্ণতার যোগ্য বয়সের পরিমাণ না পাই, তাবৎ পরিচর্য্যা কর্ম্মের সাধনার্থে ও খ্রীষ্টের শরীরের নিষ্ঠার্থে পবিত্র লোকদিগকে সুস্থির করিবার এই উপায় তিনি নিরূপণ করিয়াছেন।"

ইফিস নগরের বিশপ তিমথীর প্রতি প্রথম পত্রে সাধু পৌল মণ্ডলীর স্বভাব ও কার্য্য নির্দ্দেশ করেন (১ তিম ৩-১৫)। তিনি বলেন, মণ্ডলী ঈশ্বরের আবাস। ঈশ্বর তাহাতে বাস করেন। তাহা জীবন্ময় ঈশ্বরের গৃহ। খ্রীষ্টরূপ শৈলে সংস্থাপিত ও পরিদৃশ্যমান হইয়া ইহা মনুষ্যের পথদর্শক হইবে। যেমন মেঘ ও অগ্নি স্তম্ভ ইস্রায়েল লোকদিগকে প্রান্তর মধ্য দিয়া কিনান দেশে লইয়া গিয়াছিল, তদ্রূপ খ্রীষ্টমণ্ডলী আমাদিগকে এই দুর্গম সংসারারণ্যের মধ্য দিয়া স্বর্গীয় কিনানে লইয়া যাইবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খ্রীষ্টই মণ্ডলীর একমাত্র ভিত্তিমূল ও স্তম্ভ (১ করি ৩। ১১) এবং তিনি মণ্ডলীর উপর স্বভাবতঃ গুরুতর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। দৃশ্য ঐপ্রেরিতিক পরিচর্য্যা দ্বারা ঈশ্বরের বাক্য ও সংস্কার যথাবিহিত প্রকারে সংরক্ষিত ও সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং ধর্ম্ম-পুস্তকের ব্যাখ্যাদি উহার অবধারিত প্রতীতি বাক্যে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

(ক্রমশঃ)

কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রত্যক্ষবাদির পক্ষে যাহা কেবল মাত্র অনুমানের বিষয়, তাহা খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষে সম্পূর্ণ ও অকাট্য সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উপাসক ও উপাস্য দেবতার মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করাই যাবতীয় ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টধর্ম্ম কেবল তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। ঈশ্বর ও মনুষ্য জাতির মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করা এবং সমস্ত সৃষ্টির লুপ্ত সামঞ্জস্য পুনরুদ্ধার করা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিশেষ অভিপ্রেত। ব্যক্তি বিশেষকে নির্দ্দেশ না করিয়া সমস্ত মনুষ্য জাতির অভাব নিরাকরণ করিবার উপযোগিতা ইহাতে বিলক্ষণরূপে প্রতিভাত হয়। ইহার ফলাফল কেবল যে মানব জাতি সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়া পর্য্যাপ্ত হয় তাহা নহে, বরঞ্চ স্বর্গস্থ এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু ইহার অসামান্য শক্তির অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। একাধারে ইহা সার্ব্বত্রিক ও আংশিক। আরিষ্টটেল (Aristotle) যে রূপ 'রাজ্য' মনুষ্যের অগ্রবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই রূপ আমরাও বলিতে পারি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম মনুষ্যের অগ্রবর্ত্তী এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইতিহাস এবং যুক্তির গুরুতত্ত্ব ইহাতে বিশিষ্ট রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। মানবীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ সম্বন্ধে ইহা কোন প্রকারে উদাসীন নহে। কোম্‌ত নিঃসন্দেহে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কতকগুলি অপভ্রংশ লক্ষ্য করিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে খ্রীষ্টধর্ম্ম মানবের উন্নত অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। তিনি যদি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার অসাধারণ প্রতিভা এবং বিশ্লেষণ শক্তি বিহিত প্রকারে প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে অন্য প্রকার সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হইতেন। তাহা হইলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মই যে বাস্তবিক বিশ্বজনীন মানব ধর্ম্ম, তদ্বিষয়ে তাহার দৃঢ় সংস্কার ও প্রতীতি জন্মিত।

কোম্‌ত নিজ মত-প্রণালীর যে ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অন্তর্গত কতক গুলি উপেক্ষিত সত্য প্রতিপাদিত হইতে পারে কি না তাহা আমরা সংক্ষেপে বিবেচনা করিতে চেষ্টা করিব। অনেকে ধরিয়া লন যে প্রত্যক্ষবাদে ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে কেবলই বিরুদ্ধ ও বৈরী ভাব রহিয়াছে। আক্ষরিক ভাবে বিচার করিলে আপততঃ এইরূপ বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে প্রত্যক্ষবাদের ভাব, অন্ততঃ ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনেক সদৃশ। ইহার তাৎপর্য্য পরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। অন্যান্য দর্শন প্রণালী অপেক্ষা প্রত্যক্ষবাদ অপেক্ষাকৃত ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, যে ধর্ম্ম ইতিহাস রূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয় নাই, তাহা জন সাধারণের ধর্ম্ম বলিয়া কদাপি গ্রাহ্য হইতে পারে না। যে ধর্ম্ম কেবল এক জন

ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানাধার হইতে সমুদ্ভূত তাহা কেবল ব্যক্তিগত মানসিক বিকাশের পরিচায়ক হইয়া থাকে। ইহার ফল অতি সীমাবদ্ধ। যাঁহাদের মানসিক প্রবৃত্তি সমুদায় সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, কেবল তাঁহাদের সম্বন্ধে উহার উপযোগিতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহাতে হৃদয় অথবা জীবনের লক্ষ্য প্রশস্ত হইতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম আলোচনা করিলে এটী বিশেষ রূপে প্রতীত হইবে। ঐতিহাসিক প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রই ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও প্রেমের পদার্থ বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। ইহার দ্বারাই মনুষ্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। বাহ্য জগৎ ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যে আমাদের প্রেমের পদার্থ, আমরা যে তাঁহার সন্তান এ জ্ঞান আমরা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইব? যাহা একেশ্বরবাদ বলিয়া খ্যাত তাহা কুত্রাপি জীবন্ত ধর্ম্ম উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। মহম্মদীয় ধর্ম্ম অতি অল্প কালের মধ্যে তেজবিহীন হইয়া পড়ে, কিন্তু যিহুদীয় ধর্ম্ম অশেষবিধ তাড়না ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া পনর শত বৎসর ধরিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করে, এবং অবশেষে উহার চরম লক্ষ্যে পরিণত হইয়া যায়। প্রত্যক্ষবাদ এক প্রকার ইতিহাসরূপ ভিত্তির উপরে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত ও সংগঠিত হইয়াছে। কারণ নির্ণয় করা ইহার উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং ভূয়োদর্শনের পূর্ব্বে কোন বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করাও ইহার লক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

কোমতের দর্শনের অনুমোদন করিলেই যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম একেবারে অগ্রাহ্য করিতে হইবে এমন ব্যবস্থা স্বয়ং কোমত প্রদান করেন নাই। এ বিষয়টী অবধান করা আমাদের উপযুক্ত বোধ হইতেছে। জেম্‌স মিল এবং তাঁহার বিখ্যাত পুত্র জন ষ্টুয়ার্ট মিল উভয়েই সংশয়বাদী ছিলেন, কিন্তু জেম্‌স মিল স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে নিজে সংশয় বাদী ছিলেন বলিয়া যে তিনি সংশয়বাদ জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে বাধ্য, এমন কখন মনে করিতেন না, বরঞ্চ সংশয়বাদী হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সহিত বিবাদ করা এবং তাহার উচ্ছেদ সাধনার্থ যত্ন করা তাঁহার বোধে অর্ব্বাচীনের কর্ম্ম। কোমত সম্বন্ধেও আমরা বলিতে পারি যে তাঁহার দর্শনের অনুমোদন করিলেই যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম একেবারে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

ক্রমশঃ

প্রকৃতির শিক্ষা।

ইংলণ্ডের কবিবর কাউপর ঈশ্বরের সৃষ্টির সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া একস্থলে বলিয়াছেন, এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সৃষ্টি আমার জন্য, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কেননা আমার পিতা এই সকল করিয়াছেন। ইহা যথার্থ কথা।

ঈশ্বরের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে মন স্বতঃ তাঁহারই দিকে প্রধাবিত হয়, হৃদয় প্রেমরসে বিগলিত হয়। কে না তখন ইস্রায়েলের সুমধুর কবির সহিত কহিবে, "হে প্রভো! তোমার সৃষ্টি কিদৃশ বিশাল; অসীম জ্ঞানে পরিচালিত হইয়া তুমি সকলই সৃজন করিয়াছ; এই ধরামণ্ডল তোমার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ।"

প্রকৃতির যে দিকেই দেখ, সেই দিকেই অতুল সৌন্দর্য্য দেখিবে। যখন বসন্ত ঋতুর সমাগমে বৃক্ষাদি নব পল্লবিত হয়, যখন নিদাঘ কালে কুসুমরাজি হৃদয়-মন প্রফুল্লকারী সৌরভ বিকীর্ণ করে, যখন শরৎ কালের আগমনে নেত্ররঞ্জন নীলবর্ণ বৃক্ষলতাদি চতুর্দ্দিগে বিস্তৃত থাকে, যখন শীতকালে নব বসনে প্রকৃতি আচ্ছন্ন হয়, তখন মন কি প্রফুল্লিত না হইয়া থাকিতে পারে? পর্ব্বত শিখর হইতে নিম্ন দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, ছোট বড় সকল বস্তুই বিশ্বনিয়ন্তার অপার করুণা প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থে ধ্যান যোগ্য বিষয় পাওয়া যায়। অদ্বিতীয় কবি মিল্টন "প্যারাডাইস্ লষ্ট" "Paradise Lost" নামক অপূর্ব্ব পুস্তকে যে প্রাতঃকালীন স্তোত্র লিখিয়াছেন, তাহার সত্যতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। সৃষ্টি যদি এত সুন্দর হইল, তবে সৃষ্টিকর্ত্তা কেমন না সুন্দর হইবেন! সকল সৃষ্টি এক তানে, এক স্বরে সৃষ্টিকর্ত্তার গৌরব প্রচার করিতেছে। গিরিকাননে প্রবেশ করি, সেখানে এই স্বর, বেগবতী স্রোতস্বতীর নিকট ক্ষণকালের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হই, সেখানেও এই স্বর; অনন্ত অম্বুরাশির বক্ষ দিয়া ভাসমান হইয়া যাই, সেখানেও এই স্বর গভীর নিনাদে নিনাদিত হইতেছে। একটী সামান্য প্রস্তর খণ্ড পর্য্যন্ত কত অদ্ভুত ব্যাপারের পরিচায়ক।

প্রিয় পাঠকগণ! তোমাদের দৃষ্টি গ্রন্থের মধ্যেই যেন আবদ্ধ না থাকে। গ্রন্থ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এই সুন্দর সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিবে। পুস্তক পাঠে যদি তোমরা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিতে না শিখিলে, যদি তাহাতে তোমাদের চিন্তাশক্তির উন্মেষ না হইল, তাহা হইলে এত শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া কতক গুলা পুস্তক পাঠে তোমাদের কি হইবে? এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, যখন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হয়, তখন আমার মন স্বভাবতঃ ত্রাণসূর্য্যের দিকে ধাবিত হয়। যখন রাত্রিকালে অসংখ্য২ নক্ষত্র আমার নেত্র পথে আবির্ভূত হয়, তখন আমি সেই স্থানের বিষয় ভাবি, "যে খানে চন্দ্র সূর্য্যালোকের প্রয়োজন নাই, কেননা ঈশ্বরের গৌরব উহা আলোকময় করিবে এবং মেষ-শাবক উহার জ্যোতিঃ স্বরূপ হইবেন।" যখন আমি সায়ংকালে পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করি, তখন "শারণের গোলাপ ও উপত্যকার কুসুমচিন্তা হৃদয়-কন্দরে প্রবিষ্ট হয়।" যখন নব তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রের সন্নিকট দিয়া মন্দ প্রবাহিণী স্রোতস্বতীর কাছে দণ্ডায়মান হই, তখন সেই উত্তম মেষপালকের কথা স্মরণ হয়, যিনি আপনার মেষকে তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রের নিকট শয়ন করান এবং নিস্তব্ধ জলের সমীপে লইয়া যান।

নির্জ্জন চিন্তা।

যখন কেহ নিকটে থাকিয়া আমাদিগকে দেখিতেছে না, আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে না এবং আমাদের কথা শ্রবণ করিতেছে না, তখন বলা যাইতে পারে যে, আমরা একাকী রহিয়াছি। কিন্তু স্থান অথবা মনুষ্য সম্বন্ধে দূরে থাকিলেই যে একাকী হইলাম, তাহা নহে, নির্জ্জন বাস কালে সহানুভূতি দ্বারা আমরা একেবারে অসংখ্য জনগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকার ফল ভোগ করিতে পারি। সাগরবক্ষে ভাসমান হইয়া যে ধীবর একাকী সমস্ত রাত্রি মৎস্য ধরিতেছে, সে হয় ত প্রিয় জনক জননীর অথবা স্নেহপূর্ণা ভার্য্যার সমবেদনা চিন্তা করিয়া নূতন সাহস ও বল প্রাপ্ত হইতেছে। শতং যোজন পরিভ্রমণ করিয়া যে পথিক, পরিশ্রান্ত হইয়াছে, সে হয় ত নিজ গৃহবাসী প্রাণাধিকদের সহাস্য বদন ও সস্নেহ দৃষ্টিনিক্ষেপ মনে করিয়া শান্ত ও আশ্বাসযুক্ত হইতেছে। শরীর সম্বন্ধে একাকী থাকা কি, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি, এবং আত্মার নির্জ্জন বাস কাহাকে বলে, তাহাও আমরা কোন না কোন সময়ে অনুভব করিয়াছি। সে সময়ে প্রিয় সুহৃদের আলিঙ্গন স্নেহের উদ্রেক না করিয়া বরং বিপরীত ভাব উদয় করে; প্রিয় সখার সস্নেহ দৃষ্টি আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টির সহিত মিশাইতে পারে, কিন্তু সে দৃষ্টি আমাদের অন্তরের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিবে না। বহু জনাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত হইয়াও যেন আমরা একাকী ঘোর নির্জ্জনে বাস করিতেছি। দ্বিবিধ লোক দুই প্রকারে নির্জ্জন বাস সম্বন্ধে ভাবিয়া থাকেন। এক প্রকার লোক সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হইয়া অপরের পরামর্শের অপেক্ষায় থাকেন না, কাহার সহানুভূতি চাহেন না, তাঁহারা কেবল কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্যের ফলাফল বিচার না করিয়া নির্ভয়ে জীবনমার্গে অগ্রসর হয়েন। এবম্প্রকার লোক যে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু শুধু আত্মনির্ভর দুর্ব্বলতার বিশেষ কারণ হইলেও হইতে পারে। এমন অনেক লোককে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা একাকী থাকিতে ভাল বাসেন না, তাঁহাদিগের দৃঢ়চিত্তও নির্জ্জনবাস চিন্তা করিলে ভীত হইয়া যায়; তাঁহাদের জীবন কেবল সহানুভূতিতেই পূর্ণ। নির্জ্জনবাস চিন্তা করিলেই তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন। সাহসের অসদ্ভাব অথবা বুদ্ধিবৃত্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যে এরূপ হইয়া থাকে, তাহা নহে; তাঁহাদের স্নেহ ও প্রেমের আধিক্য প্রযুক্তই এরূপ ঘটিয়া থাকে।

অনেক বার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদিগকে একাকী থাকিতে হয়—সেই সময়েই বোধ হয় যেন আমাদের পক্ষে এই স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম অতিক্রম করা দুষ্কর।

সে যাহা হউক, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন না কোন সময় নির্জ্জনবাস করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন আমরা বহু জনের সংস্পর্শে অথবা সংযোগে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হই, তখন আমাদের

ব্যক্তিগত বল এবং শক্তি প্রকাশ পায় না, তখন আমরা আপনাদিগের উপর নির্ভর করিতে পারি কি না তাহা জানিতে পারি না। সাধারণতঃ আত্ম নির্ভর দূষণীয়; কিন্তু এক প্রকার আত্ম-নির্ভর আছে যাহা ব্যতিরেকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদ্ব্যতিরেকে আমরা আপনাদিগকে জানিতে সক্ষম হই না। যাঁহারা জগতের অশেষবিধ হিত সাধন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই নির্জ্জনবাস-প্রিয় ছিলেন। বিজনে বসিয়া, সংসারের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, পার্থিব প্রশংসাকে হেয় জ্ঞান করিয়া তাঁহারা জগতের হিত চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন। পৃথিবীর সংস্কারক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা অতি অল্প সময়ই অপর মনুষ্যের সহবাসে ব্যয় করিতেন। তাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদের আদর্শ স্বতন্ত্র ছিল। কথিত আছে প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কোমত অন্তর্জগতের চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন; এমন কি তিনি প্রায় কুড়ি বৎসরের মধ্যে কুড়িখানি পুস্তকও পাঠ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এক্ষণকার বিদ্যালয়ের বালক বালিকারা যত পুস্তক অধ্যয়ন করে কোমত বোধ হয় তত পুস্তক অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই! অপরের চিন্তা সংস্পর্শে না আসিয়া যাহাতে নিজের চিন্তা বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি যে বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মহম্মদ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা কার্লাইল যে ছবি তাঁহার "হিরো ওয়ার্সিপে" (Hero Worship) দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নির্জ্জন প্রিয়তা বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জগদ্বিখ্যাত প্রবর্ত্তকের চরিত্রে এই গুণটী যথেষ্ট প্রতিফলিত দেখা যায়। ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আরও বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলই নির্জ্জন-চিন্তাপ্রিয় ছিলেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে চতুর্দ্দিকে উত্তেজনা, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য২ বাহ্যিক কার্য্যের সূত্রপাত হইতেছে। এমন কি চিন্তা করিবার সময় পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। দিন২ রাশি২ পুস্তক প্রচারিত হইয়া চিন্তা করিবার প্রয়োজন পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইতেছে। ইহাতে অনেক অবশ্যম্ভাবী বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কতকগুলি বাহ্যিক কার্য্য সাধন করিয়া আমরা আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে পারি, এবং আমাদের অস্তিত্বের গভীরতম প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন হইলেও হইতে পারি। কিন্তু অন্তর্জগতের চিন্তা বিরলে বসিয়া না করিলে জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে না। এ সত্যটী স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া আমাদের বোধ হয়।

অন্তরের অধঃস্তন প্রদেশে প্রবেশ করিয়া চিন্তা সাগরে ঝাঁপ দেওয়া দুরূহ বিষয় সন্দেহ নাই। প্রথমে ভীরুতা, ও অন্যান্য বিঘ্ন বিপত্তি আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে। আত্মজ্ঞান সাধন করিবার প্রবৃত্তি সকলের সহজে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু সাহস করিয়া জীবন্ত বিশ্বাস সহকারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহার চরম ফল অতি মনোহর। হে মানব!

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা কর; চেষ্টা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিবে, যে যাহা তুমি কখন ভাব নাই, যাহা তুমি কখন স্বপ্নেও, দেখ নাই, এমন বল ও শক্তি তোমার করতলস্থ তোমাতে নিহিত। তাহা কেবল প্রযোজিত হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। ভয় ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বর প্রদত্ত গৌরবের অধিকারী হইতে যত্ন কর।

সন্ধ্যা।

ডুবিল অরুণ সাগর তীরে।
প্রদোষ সুন্দরী আইল ধীরে॥
মৃদুল মৃদুল বহিছে বায়।
নাচিয়া নাচিয়া তটিনী ধায়॥
লতায় পাতায় দুলিছে ফুল।
আমোদে ফিরিছে মধুপ কুল॥
এক দুই তিন উঠিল তারা।
দেখা দিয়ে পুনঃ হইল হারা॥
আবার ভাতিয়া উঠিল কত।
ঝিকি মিকি করি করই শত॥
উঠিল চন্দ্রমা কৌমুদী প্রভা।
দ্বিগুণ বাড়িল নিশার শোভা॥
জগত শোভিল শোভায় যাঁর।
না জানি সৌন্দর্য্য কতই তাঁর॥

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সদানন্দ। বিদ্রূপ ও সমালোচন-পত্র। এই মাসিক পত্রের এক খণ্ড আমাদিগকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের দেশে সদানন্দের ন্যায় সমালোচক পত্রের যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অনেক যত্ন, সতর্কতা ও অধ্যবসায় না থাকিলে এবম্প্রকার উদ্যমে সিদ্ধি লাভ হয় না। বিলাতে পঞ্চের (Punch) ন্যায় কাগজের যে এত সম্মান ও সুখ্যাতি তাহার কারণ এই যে উহাতে, সতর্কতা, সুরুচি, বিদ্যাবত্তা নির্দ্দোষ-আমোদপ্রিয়তা ও পরিশ্রমের সম্যক সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। Punch এর দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয় তাহা আর কোন কাগজ দ্বারা সাধিত হয় কি না সন্দেহস্থল। অতএব আমরা ভরসা করি আমাদের সহযোগী নিরপেক্ষভাবে আপনার পবিত্র ব্রত পালন করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি যেন সদানন্দে সকল বাঙ্গালীর ঘরে আনন্দ বিতরণ করিতে পারেন ইহা আমাদের প্রার্থনা। ২ খণ্ড দেখিয়া আমাদের বোধ হইল যেন স্থলে২ কিছু২ কুরুচির আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। যদি সকলের পাঠ্য হইতে সহযোগীর ইচ্ছা থাকে এবং উপকার করিব বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ সুরুচি-সম্পন্ন না হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

ধর্ম্মবন্ধু। পাক্ষিক পত্র। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত এই পাক্ষিক পত্রের কয়েক সংখ্যা প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। তিনি 'বন্ধু'; আমরাও 'বন্ধু' নাম গ্রহণ করিয়াছি, অতএব আশা করি আমাদের সহিত তাঁহার ক্রমে২ গাঢ় সম্বন্ধ ও

ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে। বৎসরেক কাল নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সহযোগী দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। যে ভাবে উক্ত পত্র খানি সম্পাদিত হইতেছে, তাহাতে যে সাধারণো উহা উচ্চ শ্রেণীর পত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উহার দ্বারা যে অনেক উপকার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সহযোগী নিজের আশাতীত ফল লাভ করুন, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা। ধর্ম্ম বিষয়ক পত্রাদি যত এ দেশে প্রচারিত হয়, ততই ধর্মের আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল।

রেভারেণ্ড প্যারীমোহন রুদ্রের বিদায় পত্র। কালকাতা ট্রিনিটী গির্জার শ্রদ্ধেয় আচার্য্য স্বইচ্ছায় স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বে আপন মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্যারী বাবু এক জন আদর্শ আচার্য্য। উক্ত পত্রে তাঁহার বিনয়, সৌজন্য, মৃদুতা, বিশ্বাস ইত্যাদির সম্পূর্ণ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে বর্দ্ধমান খ্রীষ্টমণ্ডলী যে বিশেষরূপে উপকৃত হইবে, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে বলা যাইতে পারে। প্যারী বাবুর জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া মির্জাপুর মণ্ডলীস্থ লোকেরা তাহার অনুসরণ করিবে আমরা এমন আশা করিতে পারি। ঐ পত্রে যে কতকগুলি সারগর্ভ উপদেশ আছে, তাহা স্মরণ করিয়া উক্ত মণ্ডলীস্থ লোকেরা চলিলে অনেক উপকার দর্শিবে। প্যারী বাবু যে কত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, তাঁহাকে সে দিবস অভিনন্দন প্রদান কালে তাহা বিশিষ্ট রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর যে গুরুতর কার্য্যে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা সমাধা করিতে শক্তি প্রদান করুন!

পজিটিভিস্‌ম য়্যাণ্ড খ্রীষ্টীয়ানিটী (Positivism and Christianity, a lecture by B. L. Chandra) প্রত্যক্ষবাদ সম্বন্ধে বিহারী লাল বাবু কৃষ্ণনগরে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকট একখানি কাপি পাঠাইয়াছেন। বিহারীবাবু আমাদের পাঠকবর্গের অপরিচিত নহেন। সাহিত্যসংসারে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি আছে। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইয়াও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে যে সময় প্রাপ্ত হন, এবং তাহাতে উদ্যোগও প্রকাশ করেন, তাহা অতি সন্তোষজনক এবং অনেকের অনুকরণীয়। প্রত্যক্ষবাদ ইংরাজী ভাষায় যত সহজ রূপে বুঝাইতে হয়, বিহারী বাবু তাহার চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং আমাদের বিবেচনায় তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি যে কোমতের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছেন, তাহাতে অনেকের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত ও কুসংস্কার রূপ কুজ্ঝটিকা অন্তর্হিত হইতে পারে। আমরা কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকদিগকে অনুরোধ করি, যেন তাঁহারা ঐ পুস্তিকাখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগসহকারে পাঠ করেন।

সমতা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃভাব।

সমতা, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃভাবের নামে ফ্রান্স দেশে কতই না ঘোর বিপ্লব ও ভয়ানক বিশৃঙ্খলা হইয়া গিয়াছে! তাহা ইউরোপ এক্ষণও ভুলিতে সমর্থ হয় নাই, তাহা সভ্য জগৎ কদাপি ভুলিবে কি না তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মনৈতিক অথবা সামাজিক প্রভেদ উঠাইয়া দেও, সর্ব্ব প্রকার অসমতা দূরীভূত হউক, মানুষ সকলেই স্বাধীন হইয়া যাউক, তাহা হইলেই স্বর্গের আরাম পৃথিবীতে উপনীত হইবে। এক জন রাজা আর এক জন প্রজা, এক জন ধনকুবের আর এক জন অসীম দারিদ্র কবলে নিষ্পীড়িত, এরূপ অবস্থা কেন থাকিবে? মনুষ্যের স্বত্বাধিকার একেবারে বিলুপ্ত হউক। যাহারা সমাজের অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ লোক তাহারা কেন প্রভূত ধনশালী হইয়া বিলাসভোগে আপনার ধন পর্য্যবসিত করিবে? আর এক জন কর্ম্মণ্য ও যোগ্য হইয়া কেন দারিদ্র্য নিবন্ধন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে? এরূপ অবস্থার সামঞ্জস্য করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিয়া একবার সভ্য ইউরোপ ক্ষেপিয়া গিয় ছিলেন। এরূপ ভাব ও তদুপযোগী কার্য্যের যে অবশ্যম্ভাবী ফল হইয়াছিল, তাহা অনেকের মনে এখনও জাগরূক আছে। সেরূপ দুর্দ্দমনীয় ভাব কি এক্ষণে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে? ইহার উত্তর ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়। সমতা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃভাবের নামে এখনও কি কাণ্ড হইতেছে! কিন্তু সে যাহা হউক, আমরা বোধ হয় সবলে স্বীকার করিব যে এইরূপ ভাব অর্থাৎ সমতা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃভাবের ইচ্ছা কিছু না কিছু পরিমাণে সমস্ত মনুষ্য হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে। এই ভাব সমুচিত রূপে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত না হইলেই গোলযোগ উৎপন্ন হয়। মানব হৃদয়ে এমন কোন সদাকাঙ্ক্ষা ও সাদিচ্ছা নাই, যাহার বিষয় খ্রীষ্টধর্ম্মে উল্লেখ অথবা আভাস নাই। যাহা কাল্পনিক ও যাহা বাস্তবিক তাহার মধ্যে কখন২ এমন সুসাদৃশ্য থাকে, যে কোন্‌টী প্রকৃত আর কোন্‌টী বাস্তবিক তাহা শীঘ্র চিনিয়া লওয়া অনেক বার সুদুষ্পর হইয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি ভাব ঐশিক নিয়মানুযায়ী কি না তাহা সাধ্যমতে, অতি যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বিবেচনা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাদের স্মরণ করা উচিত যে স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃভাব সুসমাচারে অতি মনোহর ও পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। এতদ্বিষয়ক সত্য শিক্ষা সুসমাচার-প্রদত্ত শিক্ষাবলির মস্তকের ভূষণ ও মুকুট স্বরূপ। এ বিষয়ে শিক্ষা না থাকিলে আমরা সুসমাচারকে অসম্পূর্ণ বিবেচনা করিতাম। যদি আমরা এতদ্বিষয়ক সত্য শিক্ষা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি তাহা হইলে ঐশ্বরিক রাজ্যের আগমনে আমাদের কেমন বিশ্বাস তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যাহা কেবল মাত্র কল্পনা সম্ভূত, তাহার স্বভাব ও ভেদ বোধগম্য করিতে বিশেষ যত্ন কর। যাহারা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করে তাহারা ন্যায়ানু-

মোদিত ও স্বভাবসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহা ঐশিক নিয়মের বিরুদ্ধ নহে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করা মনুষ্যের একটী যথার্থ অধিকার। খ্রীষ্ট সে অভিলাষ, সে আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা শুন, "যদি পুত্র তোমাদিগকে স্বাধীন করেন, তবে তাহা হইলে বস্তুতঃ তোমরা স্বাধীন হইবে।" ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে কি লিখিত হইয়াছে? "খ্রীষ্টই তোমাদের প্রভু, এবং তোমরা পরস্পরে ভ্রাতা।" সমতার সম্বন্ধে কি উক্ত হইয়াছে? "যিহুদী অথবা যুনানীয়, ত্বকচ্ছেদ অথবা অত্বকচ্ছেদ, অসভ্য অথবা স্কুথীয়, দাস অথবা স্বাধীন এ কিছুই নহে"। মানব জাতির পক্ষে এই সমা স্বাধীনতার আদেশ লিপি বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে।

যে ভীষণ কলরবে ইউরোপ বিস্ফুলচিত্ত হইয়াছিল, সে কলরবের উদ্দেশ্য কি? উচ্চস্থান ও পদবী হইতে নিম্নতলে আনয়ন করাই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু তাবৎ মনুষ্য জাতিকে উন্নত করাই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অভিপ্রেত। যে মনুষ্য আমার অপেক্ষা কম জ্ঞানী ও কম সদভিপ্রায়যুক্ত, তাহাকে অন্ততঃ আমার অবস্থায় উন্নত করা আমার স্পষ্ট কর্ত্তব্য। যদি যোগ্যতা থাকে তাহা হইলে তাহার সামাজিক উৎকর্ষ সাধন করাও আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন শিমুয়েল শৌলকে উন্নত হইতে দেখিয়া বিরক্ত হন নাই, সেইরূপ যদি কেহ আমার অপেক্ষা উত্তম অবস্থাপন্ন হন তাহা হইলে তাহাতে বিরক্ত অথবা ঈর্ষান্বিত না হইয়া তাহাতে প্রকৃত সন্তোষ ভোগ করা আমার সম্পূর্ণ বিহিত। যাঁহারা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত, তাঁহাদিগের দেখা উচিত যে আমি উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সদৃশ হই। অপকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করা, অসৎকে সৎ করা, পতিতকে উত্তোলন করা, মানবীয় স্বভাবকে ঐশ্বরিক স্বভাবের সহভাগী করাই আমাদের উদ্ধারকর্ত্তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মনুষ্য সমাজের অতি মৌলিক প্রদেশে অবতরণ করিয়া ঈশ্বর-রাজ্য হইতে নির্ব্বাশিতদিগকে পুনরুদ্ধার করা, পতিতদিগকে উত্তোলন করা, অস্বাভাবিক ও দুর্ব্বহ সামাজিক কুনিয়মের মূলে কুঠারাঘাত করা খ্রীষ্টদত্ত সুসমাচারের স্পষ্ট শিক্ষা। খ্রীষ্ট যাহাদিগকে উপরোক্ত বিষয়ে উদাসীন দেখিতেন, তাহাদিগকে ঘোর সন্তাপের পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। পাঠক! আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি যাহাতে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যান্তর্ভূত হয় তদ্বিষয়ে কি আমরা সচেষ্ট থাকিব না? যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে সেই দিকেই স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃভাবের অভাব জনিত বিষাদপূর্ণ ও ভীষণ রব ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এটী স্বভাবসিদ্ধ ইচ্ছা। ইহার বেগ সম্বরণ করা আর গঙ্গার বেগ রোধ করা একই। স্বাভাবিক উপায়ে গঙ্গার বেগ সম্বরিত না হইলে যে রূপ কৃত্রিম উপায়ে বেগ সংরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে পার্শ্ববর্ত্তী দেশ গ্রামাদি প্লাবিত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেই রূপ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাদিষ্ট স্বাভাবিক উপায় দ্বারা এই প্রবল স্বাধীনতারূপ বেগ সংরুদ্ধ করিলে সর্ব্বপ্রকার নৈতিক ও সামাজিক অনিয়ম ঘটিয়া

থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিবার জন্য দূরে যাইতে হইবেক না। এক্ষণে প্রশ্ন এই, মনুষ্য-পুত্র আমাদিগকে যে স্বাধীনতা রূপ অমূল্য নিধি দান করিতে আসিয়াছিলেন, আমরা কি তাহা কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে বাস্তবিক স্বাধীন করিয়াছি? আপনারা যদি দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাক, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিদিগকে কি প্রকারে স্বাধীন করিতে পারিবে? সে চেষ্টা করাই অজ্ঞানের কার্য।

মহম্মদ ও মুসলমান ধর্ম্ম।

[গত মাসের, ৭১ পৃষ্ঠার পর।]

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার অনেক শত পূর্ব্বে উত্তর ভারতবর্ষের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা যেরূপ অবনত ও পরিবর্ত্তনশীল ছিল, মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার সময় আরব দেশেরও ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা ঠিক তদ্রূপ ছিল। বৈদিক ধর্ম্মের সংস্করণ সম্বন্ধে বুদ্ধ গৌতম যেরূপ সর্ব্ব প্রথম সংস্কারক নহেন, তদ্রূপ মহম্মদও দেশীয় ধর্ম্মের সংস্করণ সম্বন্ধে প্রথম নহেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের বিপক্ষ হইলেও উহা যেরূপ দেশীয় ধর্ম্মভাব সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অংশ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হয় তদ্রূপ মুসলমান ধর্ম্মও আরব দেশের সাময়িক ধর্ম্ম সকল হইতে উৎপন্ন হইয়া অল্প দিনের মধ্যে দেশের ধর্ম্ম বলিয়া আরবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই ধর্ম্মদ্বয়ের প্রবর্ত্তন বিষয়ে নানা প্রকার সাদৃশ্য থাকাতে বোধ হয় উভয়ের বিস্মৃতি বিশালতারও এতাদৃশ সাদৃশ্য হইবে।

মহম্মদ্ যখন নিজ মতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন আরবে তিনটী ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।-

১। পৌত্তলিক ধর্ম্ম আরব দেশের চলিত ধর্ম্ম ছিল। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি, পূজ্য দেবতা বলিয়া তাহাদের আরাধনার্থে দেবালয় সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্যান্য আদিম জাতির ন্যায় আরবেরা ও বন-দেবতা, গৃহ-দেবতা ও প্রেতাদির পূজা করিত। এই সকল উপদেবতার পূজা করিলেও তাহারা অল্লা তালা নামে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবের উপাসনা করিত। উপদেবতাগণ সাধারণতঃ আল্ হলাহৎ বলিয়া উক্ত হইত। মুসলমানেরা যে ‘পীর’ মানিয়া থাকে, এই পৌত্তলিকদের বিশ্বাসই তাহার মূল। মক্কার সমাধি মন্দিরে ‘কাব’ নামক যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর খণ্ড মুসলমান যাত্রিগণ সসম্মানে চুম্বন করিয়া থাকে তাহাও এই পৌত্তলিকদের আরাধনার বিষয় ছিল।

২। য়িহুদীয় ধর্ম্মও ঐ সময় আরবের অনেক স্থানে প্রবল ছিল; এমন কি য়োদনা, খিবার, য়িমেন প্রভৃতি নগরে আরবেরা য়িহুদীগণকে বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধনে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গণ্য করিত। য়িহুদীগণের সভ্যতাকে যেমন তাহারা আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিত, তদ্রূপ তাহাদিগের ধর্ম্মও আপনাদের ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিত। আরব-

দিগের মধ্যে যে সকল লোক য়িহুদীয় ও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ও পক্ষপাতী ছিল, তাহারা হানিফ সম্প্রদায় নামে এক ভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইত।

৩। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঐ সময়ে আরবে নানা প্রকার দলে বিভক্ত হইয়া, অত্যন্ত অবনত অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়া ছিল। এরিয়, সাবেলিয়, নেস্তোরিয়, ইউতিথিয় প্রভৃতি ভ্রষ্ট খ্রীষ্ট-সম্প্রদায় সকল আরবে ভ্রমাত্মক মত সকল প্রচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সকল বিধর্ম্মী দল হইতেই বোধ হয় মহম্মদ খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টায়ান ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যীশুর মাতা মরিয়ম ত্রিত্বের ২য় বক্তি, মহম্মদ ইহাই খ্রীষ্টীয়ান্ দিগের মত বলিয়া প্রকাশ করেন। সুসমাচার চতুষ্টয় ভিন্ন খ্রীষ্টের জীবন-চরিত বিষয়ক ইতরেতর গ্রন্থ সকল ঐ সময় বিধর্ম্মী সম্প্রদায়গণের মধ্যে প্রচলিত ছিল; তাহাও মহম্মদ খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ বলিয়া তাহাদিগের ঐতিহাসিক নিশ্চয়তা সম্বন্ধে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপন না করিয়া গ্রহণ করেন। কোন২ বিধর্ম্মী সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনি আরও মনে করিতেন যে খ্রীষ্ট স্বয়ং কখন ক্রুশার্পিত হয়েন নাই; ইস্করিতীয় যিহুদাই বাস্তবিক ঐ সময় ক্রুশার্পিত হইয়া নিজের মহান্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিয়াছিল।

ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভকালে মহম্মদ্ আপনাকে হানিফ্ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই পরিচয় দেন। হানিফেরা দেশের ধর্ম্মোন্নতি করণার্থে য়িহুদীয় ও খ্রীষ্টিয়ান দিগের গ্রন্থ সকল ধর্ম্ম-পুস্তক বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং মহম্মদের জন্মের পূর্ব্ব হইতে ইহাঁরা এই দুই ধর্ম্ম দেশের ধর্ম্মের সহিত একত্র করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। মহম্মদ্ ও অন্যান্য হানিফের সহিত এই মাত্র প্রভেদ, যে যে কার্য্যে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, মহম্মদ্ সেই কার্য্যে আশাতীত সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হানিফেরা, ব্যবস্থাগ্রন্থ, সুসমাচার গ্রন্থ এবং তাল্মুদ্ অথবা মিদ্রাশ্ গ্রন্থ (অর্থাৎ যে গ্রন্থে পুরাতন কিম্বদন্তী সকল সন্নিহিত আছে), এই সকলে বিশ্বাস করিলেও দেশের ধর্ম্মনীতি পদ্ধতি অনুসারে চলিত। অব্রাহামের ঈশ্বর দেশের ঈশ্বর হয়েন, আরবেরা সকলে তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত থাকে, হানিফদিগের ইহাই মনোগত অভিপ্রায় ছিল। "ঈশ্বর এক; তিনি বিশ্বের স্রষ্টা; তিনি অপার দয়া দ্বারা সমস্ত শাসন করিয়া থাকেন; তিনি জীবের হর্ত্তা-কর্ত্তা; একেশ্বর বাদী পৌত্তলিক ধর্ম্মও ঘৃণার্হ; কেবল মাত্র এক ঈশ্বরকেই পূজা করা উচিত;" মহম্মদের ন্যায় হানিফেরাও প্রধানতঃ এই সকল শিক্ষা দান করিতেন। যদিও পরে মহম্মদের ধর্ম্ম এক স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি আদৌ ভিন্ন২ ধর্ম্মের একত্র সমন্বয় করাই (Eclecticism) হানিফ্দিগের ও মহম্মদের অভিপ্রেত ছিল।

ক্রমশঃ।

মানব চরিত্রে বিরুদ্ধভাব।

শীর্ষস্থ বিষয়টী চিন্তা করিলে যুগপৎ বিষাদ ও বিস্ময়ের উদয় হয়। মনোযোগ পূর্ব্বক ধ্যান করিলে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় মাত্র থাকে না। অদূরদর্শী মানব সাধারণের ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই নিজের ও অন্যের চরিত্রে এই বৈষম্য দেখিয়া বিস্মিত হন এবং তৎপ্রতিকারের নিমিত্তে যত্ন করিতে ত্রুটি করেন না। ফলতঃ মানব চরিত্রের এই দোষটী আজ কালিকার নহে, কিন্তু অতি প্রাচীন। মনুষ্যের পতিতাবস্থার সঙ্গে২ এই দোষের সূত্রপাত হইয়াছে। ইব্রাহীম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু এক জন সামান্য রাজার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশ্বাসের বিপর্য্যয় করিয়া অসত্য কহিয়া ফেলিলেন। দায়ূদ রাজা ভক্তচূড়ামণি ছিলেন, কিন্তু সামান্য রিপু চরিতার্থের অনুরোধে পাষণ্ডের কার্য্য করিয়া ফেলিলেন। পিতর প্রভুর নিমিত্তে কি না প্রেমই প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষাতে পড়িলে কেমন দুর্ব্বলতা দেখাইলেন। আচার্য্য পৌলের কি অসাধারণ সহিষ্ণুতা ছিল, তথাপি কেমন সামান্য বিষয়ে প্রিয় সুহৃদ বার্ণবার সহিত মতান্তর হওয়াতে তাঁহার সহিষ্ণুতার অসদ্ভাব লক্ষিত হইল। যখন উল্লিখিত ঈশ্বরপরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ লোকদিগেরও এরূপ চরিত্র-দোষ ঘটিয়া থাকে, সামান্য লোকদের ত কথাই নয়। অতএব সতর্কতা সহকারে আপনাদের চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে উপরি উক্ত সাধুগণের চরিত্র-কলঙ্ক উল্লিখিত হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় কি? তাহা কি কেবল মনুষ্যের ভ্রষ্ট স্বভাব পরিচয়ার্থে লিখিত হইয়াছে? বোধ হয় কেবল তন্নিমিত্তেই হয় নাই। ইহার আর২ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে,—যথা মনুষ্যকে সতর্ক করিবার নিমিত্তে, যেন সে পূর্ব্বোক্ত রূপে দোষাশ্রিত না হয়, ও নিজ সাধুতার গৌরব রক্ষণে যত্নবান হয়; অথবা কিয়ৎ পরিমাণে চরিত্রের সাধুতা সম্পাদন করিয়া, আপনি এক বারে সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছি, এমন মনে না করে। ফলতঃ আমাদের বিশেষ শিক্ষা ও মঙ্গলের নিমিত্তই সাধুদের চরিত্র-দোষ শাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু পাপাসক্ত মানুষ কখন২ উপরোক্ত দৃষ্টান্ত সকল অবলম্বন করিয়া আপনাদের দোষের লঘুতা প্রতিপন্ন করিতে চাহে, এবং তাহাদের সাহায্যে আপনাদের দোষ দণ্ডনীয় নহে বলিয়া দণ্ড লইতে ও সমাজ মধ্যে নিম্ন স্থান বা আসন পরিগ্রহ করিতে সম্মত হয় না। আবার কোন২ নির্ব্বোধ দুরাচারী ব্যক্তি শয়তান কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া সাধুদের সচ্চরিত্র অনুকরণ করিতে না পারিয়া দোষ গুলির অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ এই প্রকারে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া অনেকে আপনাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, মধ্যে২ মানব-চরিত্রের বৈপরীত্য স্মরণ করা আমাদের উপকার

জনক, তাহার সন্দেহ নাই। কেন না তাহা হইলে অনেক ভয় প্রমাদ হইতে রক্ষিত হইতে পারি। কাহার চরিত্র কত দূর অনুকরণীয় তাহা বিবেচনা ও শাস্ত্রের দ্বারা অবধারণ পূর্ব্বক স্থির করিতে পারি। পৃথিবীতে কোন মনুষ্যের সম্পূর্ণ অনুগমন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয় কেবল একমাত্র চরিত্র জগতে লক্ষিত হয়। আর সেই আদর্শ চরিত্রই আমাদের ত্রাতা প্রভু খ্রীষ্টের। সাধারণে এক জনের কোন প্রশংসনীয় গুণ থাকিলে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয় অথবা তাহার সকল প্রস্তাব বা কার্য্য অনুমোদনীয় এমন বিবেচনা করে, আর শিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ লোকের মধ্যেও কখনং এই কুসংস্কারটী দৃঢ় হইয়া থাকে। তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের কোন বিষয়ের সদগুণ স্মরণ করিয়া বিষয়ান্তরের গুরুতর দোষ ও ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এবম্প্রকার কার্য্যে যে সত্যের হানি হয়, যাথার্থ্যের লোপ হয়, এবং জন সমাজের অমঙ্গল হয়, তাহা অনেকে বিবেচনা করে না। ইহা সমাজের উন্নতির পক্ষে কত বিঘ্ন-জনক, ও তদ্দ্বারা যে কত বিপর্য্যয় ঘটে, তাহা বলিতে পারি না। আবার আমরা দেখিতে পাই যে কোনং লোকের কোনং বিষয়ে হয়ত ভ্রম আছে বা কোন কোন বিষয়ে তাহাদের চরিত্র-দোষ আছে, অতএব সাধারণ্যে সেই ভ্রমটী বা সেই সত্য বা কাল্পত দোষটী অবলম্বন করিয়া সেই ব্যক্তির সকল বিষয়ই দোষাশ্রিত মনে করা হয়। কোন এক অপরাধী ব্যক্তি বা কোন বিশেষ দোষাশ্রিত ব্যক্তির যে সকলই দোষ, তাহা হইতে পারে না। সর্ব্বতোভাবে দুষ্ট, এমন মনুষ্য দৃষ্ট হয় না। আর সর্ব্বতোভাবে উত্তম, এমন মানুষই বা কোথায়। অতএব মানব চরিত্রে যখন বৈপরীত্য রহিয়াছে, তখন মনোযোগ পূর্ব্বক মানব চরিত্রের দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা বিধেয়। অতএব দোষ বা ভ্রম থাকিলে সে সর্ব্বতোভাবে দোষী নহে, তাহাতে অনেক প্রশংসনীয় ও আদরণীয় গুণ থাকিতে পারে। কিন্তু জন সমাজের মধ্যে কেবল অল্প সংখ্যক লোকই এই প্রকার চিন্তার বশীভূত হইয়া কার্য্য করে। আর পৃথিবীতে যে এত দলাদলি তাহার কারণই মনুষ্য-চরিত্রের বৈপরীত্য বিষয়ক অন্ধতা। বিশেষং বিষয় লইয়া মতান্তর হইতে পারে; কিন্তু সেই সকল বিষয়ের ঐক্য বা অনৈক্য ধরিয়া মনুষ্যের ভাবং কার্য্য চালিত হইলে জন-সমাজ মধ্যে অপ্রেম ও বৈরভাব এবং অসহিষ্ণুতার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া মহা অনর্থের ও অকল্যাণের কারণ হইয়া উঠে। রাজনীতি, কি ধর্ম্ম-নীতি সম্বন্ধে মতের একতা বা বিভিন্নতা লইয়া যে কত দলাদলি, কত বিচ্ছেদ, কত যুদ্ধ, কত রক্ত পাত হইয়া গিয়াছে, তাহা ইউরোপ খণ্ডের বা এ দেশের ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ দলাদলি ও অপ্রেমের মূলই অন্ধতা এবং হৃদয়ের ও জ্ঞানের অপ্রশস্ততা। আর এ দলাদলি ও অপ্রেমভাব একবার অন্তর মধ্যে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইলে প্রচুর পরিমাণে বিষযুক্ত ফল উৎপন্ন করে। ফলতঃ দলাদলি বা সাম্প্র-

দাম্ভিক ভাব দ্বারা মনুষ্যত্বের লোপ পায়; দয়া, নম্রতা, সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ইত্যাদি সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া যায়। আমরা বলি না যে সকলেই কি ধর্ম্ম কি রাজনীতি সম্বন্ধে একমত হইবেন; মতান্তর হইবেই হইবে, যে হেতু মনুষ্যের মনের গঠন, শিক্ষা, বাল্যসংস্কার ও জীবনের অন্যান্য বিবিধ ঘটনা এক প্রকার নহে। কিন্তু মতান্তর হইলেই পরস্পর পরস্পরের দোষ ভিন্ন কিছুই গুণ দেখিব না; আমার মতের সহিত উহার মতের ঐক্য নাই সুতরাং উহার সহিত অশন বসন, কথোপকথন ভোজন পান সব পরিত্যাগ করিব, উহার মুখ দর্শন করিব না, উহার কথা মুখে আনিব না; যদি আনি তাহা উহার সর্ব্বনাশের নিমিত্তই আনিব, বা উহার প্রতি অন্যের যাহাতে অপ্রেম হয়, তন্নিমিত্তই আনিব; এই প্রকার বিদ্বেষ ভাব বড়ই অকল্যাণকর। ফলতঃ ইহা প্রকৃত শিক্ষা, উদার চিত্ত এবং প্রশস্ত হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয় না। যাহাদের সত্যের জয়ে বিশ্বাস নাই, তাহারাই অসহিষ্ণু, তাহারাই কেবল বলে, ছলে বা কৌশলে নিজ পক্ষ সমর্থনে বা স্বাবলম্বিত মতের পোষণে কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহারা বিরুদ্ধ মত দলনেই কৃতসংকল্প হইয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে কত মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা করিয়া ফেলেন, কত অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা এস্থলে কথনীয় নহে। ন্যায়পরতন্ত্র হইয়া যথোপযুক্ত যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা স্বাবলম্বিত মতের বিস্তার করাতে ক্ষতি নাই, তাহাতে বরং উপকার হইতে পারে; কিন্তু ভিন্নমতাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব ধারণ করাতে কেবল চিন্তাশীল, সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যাঁহারা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর মত যুক্তিপ্রয়োগে খণ্ডন করিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রশংসনীয় বিষয় বা মতের মধ্যে সত্য দেখিলে তাহাকে সমাদর করেন, তাহারাই মহামনা। কতক গুলি অপরিণামদর্শী অনভিজ্ঞ লেখক মনে করেন যে স্বীয় মত স্থাপনের নিমিত্ত বিপক্ষ পক্ষের চরিত্রে-কলঙ্ক বা গ্লানিসূচক বার্ত্তা রটাইতে হয়; আর তাহার কথার বিপরীত ভাব গ্রহণ করিয়া নিজ মতের পোষণ করিতে হয়; আপনার ভ্রম বা দোষ স্বীকার করা কাপুরুষের লক্ষণ। তাহাদের কথা ও লেখা পাঠ করিলে তাহাদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। তাহাদের ক্ষুদ্র রসনার গর্ব্বিত দর্পোক্তি শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইঁহারাই পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে এক করিবেন? যাঁহারা বিভিন্ন মতের প্রতি সহিষ্ণু না হয়েন, তাহারা কখন বল বা বাক্ চাতুর্য্যের দ্বারা আপনাদের মত রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহারা সত্যকে আশ্রয় করিয়া উপযুক্ত ভাবে প্রেম ও সহানুভূতি প্রদর্শন করত নিজ২ ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারাই কৃতকার্য্য হইবেন। যদি খ্রীষ্টান হিন্দুর প্রতি বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সহিষ্ণু না হন, যদি তাহাদের ধর্ম্মের ও রীতি নীতির সতত নিন্দা করেন, তাহাদের শাস্ত্রে সত্যের "স" ও নাই, তাহাদের সকলই মন্দ, সকলই দোষাশ্রিত বলেন—তবে কি খ্রীষ্টান কখন হিন্দুকে স্বীয় মতে আনয়ন করিতে পারেন? বাস্তবিক মিসনরি

সে সাইটীগণ-নিযুক্ত কতক গুলি অজ্ঞান ও মূর্খপ্রচারক স্বর্গীয় খ্রীষ্টীয় সুসমাচারের প্রচারচ্ছলে, দেশীয় ধর্ম্মের আচার ব্যবহারের নিন্দা করিয়া অশ্রদ্ধা ও অভক্তির পাত্র হইয়াছে। "প্রটেষ্টেন্ট" শব্দটী আজ কাল কতক গুলিন অযথা ভাবের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে অনেকে ভাল বাসে না। আজ কাল "প্রটেষ্ট" কথাটী ব্যবহার হইলে যে কেবল মতের বিপক্ষতাসূচক অর্থ বুঝায়, তাহা নয়,কিন্তু ব্যক্তিগত আন্তরিক বিদ্বেষের ভাবও এই শব্দটীর অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। ন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এই বিষয়টি প্রতিপাদিত হইতে পারে। কিন্তু স্থানাভাবে আমরা তাহাতে বিরত হইলাম। উপসংহারে আমরা বলি, মতের দোষ গুণ বিচার কর, ভিন্ন২ মতাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিহার কর, আর সহিষ্ণুতার ভাব ধারণ কর, তবে সত্যের জয় দেখিতে পাইবে ও সমাজ মধ্যে ঐক্য ভাবের সর্ব্বাধিক বৃদ্ধি হইবে। প্রস্তাবান্তরে এ বিষয়ে আরও বক্তব্য প্রকাশিত হইবে।

নিশীথ চিন্তা।

আহা! প্রকৃতি এখন কি অপূর্ব্ব গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। এই যে এতক্ষণ লোকের দলনে ও কোলাহলে মেদিনী কম্পান্বিতা হইতেছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। এখন সকলই নিস্তব্ধ! নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যেন এখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া বিশ্বপাতার ধ্যান করিতেছে। তমস্বিনীর কি চমৎকার শক্তি! অকস্মাৎ এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! দিবসের সেই রুদ্র ভাবের যে চিহ্নমাত্রও নাই। এখন সকলিই শান্ত! দিবসে যে বীরদর্পে আস্ফালন করিয়া দুর্ব্বল প্রতিবেশীর অপচয় করিয়াছে, নিশাগমে নিদ্রা আসিয়া সে দর্প চূর্ণ করিয়াছে। যে নিজ ধনগর্ব্বে স্ফীত হইয়া অনাথ, দীন, দুর্দ্দশাপন্ন, স্বজাতীয় জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া বরং অকাতরে হাস্যমুখে তাহার কষ্ট দেখিয়াছে, তাহার সেই গর্ব্ববিস্ফারিত নেত্রও এখন নিমীলিত। যে পরস্বাপহারী রাজা উপর্য্যুপরি জয়ের পরেও সশস্ত্র সৈন্য সামন্ত লইয়া অন্যের রাজ্যাপহরণ করণাভিলাষে রণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, নিদ্রার নিকট সেও পরাভূত। আবার যাহারা শোক-তাপে সন্তপ্ত, দৌরাত্ম্যে ব্যথিত, দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট, তাহারা এখন নিদ্রার কৃপায় শান্তি-সুধা পান করিতেছে। হে করুণাময় জগদীশ্বর, তোমার কি অপার মহিমা! তুমি এই তমসীতে প্রচ্ছন্নভাবে সকল জীবের উপর সর্ব্বগুণগর্ব্ভ নিদ্রাবারি সিঞ্চন করিয়াছ; তাহাতে কোথাও কাহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইতেছে, কোথাও বা দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করিতেছে, আবার কোথাও বা দুর্ব্বলকে সবল করিয়া তুলিতেছে। নিদ্রারত্নদানে জগদীশ্বর যে জীবের কি মহদুপকার করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। নিদ্রা না থাকিলে দুষ্টের দুরভিসন্ধি সদত নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলিত, তাহাতে

জগৎ কেবল অত্যাচারেরই আগার হইয়া উঠিত। আবার দুঃখীর দুঃখ, পীড়িত ব্যক্তির যন্ত্রণা, শোকাচ্ছন্নের শোক, অনাথের ক্রন্দনাদি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য সমভাবে থাকিয়া ভূমণ্ডলকে কেমন অসুখের স্থান করিয়া তুলিত। এখন নিদ্রার প্রভাবে সকলেই আত্মবিস্মৃত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছে। এখন কাহারও মনে কষ্ট নাই, সকলেই শান্তি ভোগ করিতেছে। যে দেহ প্রাণ রক্ষার জন্য এত যত্ন এত দৌরাত্ম্য, সেই দেহ প্রাণ এখন কাহার হাতে সে বোধও নাই। কি আশ্চর্য্য! কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী কি নির্ধন, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান সকলেই এখন এক-অবস্থাপন্ন। কেবল এক দিন নয়; প্রত্যহই এই রূপ হইয়া থাকে। ইহাতে মনুষ্য অৰ্দ্ধেক জীবন জীবিত, আর অৰ্দ্ধেক জীবন মৃত। হে মানব! প্রত্যহ এই রূপে একবার অচেতন অবস্থায় পতিত হইতে২ তুমি যে মহানিদ্রার নিকটবর্ত্তী হইতেছ, তদ্বিষয় স্মরণ কর। এখন তুমি নিদ্রায় মগ্ন। হইতে পারে, ইহা হইতে কল্য প্রাতে পুনরায় উঠিবে। জগতকে যে অবস্থায় দেখিয়া নিদ্রাগিয়াছ, হইতে পারে আবার সেই অবস্থায়ই তাহাকে পাইবে। কিন্তু একবার সেই মহানিদ্রা আসিয়া আচ্ছন্ন করিলে আর তদ্রূপ হইবে না।

আর পুনরায় জাগতিক ধন, মান, পরিজন কিছুই পাইবে না। চিরকালের জন্য তাহারা তোমার নিকট বিদায় লইবে। হা! সে নিদ্রা হইতেও পুনরায় উঠিবে। কিন্তু এখানে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। সেই পুণ্যময় পিতার নিকট উপস্থাপিত হইয়া পার্থিব জীবনের হিসাব দিতে হইবে।

এই নিশিতে তুমি নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতেছ, কিন্তু মঙ্গলকামনায় মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমার বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া আছেন। কল্য প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া তুমি যেন দেখিতে পাও, তজ্জন্য তিনিই সূর্য্যোদয় করিবেন। তুমি যে প্রকাণ্ড ভূমণ্ডলের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছ, সেই ভূমণ্ডল অসংখ্য অসংখ্য জীবজন্তু লইয়া নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে আবর্ত্তন করিতেছে, অথচ তুমি স্বস্থানচ্যুত হইতেছ না। এও তাঁহার নিয়মে! ঐ যে তোমার ও আমার মস্তকোপরি অগণ্য তারকারাজি মুক্তাকারে গগনমণ্ডলকে সুসজ্জিত করিয়া মনুষ্যের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছে, উহারাও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সৌর জগতে পৃথিবীসম, তাহার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, শতগুণ, সহস্রগুণ বৃহৎ অগণ্য গ্রহ নক্ষত্রগণ বায়ুবেগে অনুক্ষণ ঘুরিতেছে; কিন্তু কেহ কাহাকে আঘাত করে না। এও তাঁহার ইচ্ছাতে। তিনি যাহাকে যে নিয়মে চালাইয়া দিয়াছেন, সে সেই নিয়মেই চলিতেছে। কখনও তাহার অন্যথা হয় না। কিন্তু হায়! যাহাকে তিনি সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়া এই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন, সে অনুক্ষণ তাঁহার নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিয়া ভয়ানক অনর্থ ঘটাইতেছে। মনুষ্য! জগতের সহিত তুলনায় তুমি যে বালুকাকণাপেক্ষাও ক্ষুদ্র, তথাচ তুমি সেই বিশ্বপতির অবাধ্য! এই তমসাচ্ছন্ন বিভাবরীতে সকলই নিস্তব্ধ; কিন্তু

মনুষ্য ! এমন সময়েও তুমি নানা প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিয়া আপনার উপর তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছ। মনুষ্যের চক্ষে ধূলি ক্ষেপ করিয়া এখন যাহা অভিরুচি তাহাই করিতেছ বটে, কিন্তু ঐ যে ঊর্দ্ধে লক্ষ২ তারা তোমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে, উহারাই যে তোমার স্বজন কর্ত্তার চক্ষু ! সাবধান ! যাহা করিয়াছ, তাহার প্রতিকার আছে। আর করিও না। ফের। সেই করুণাময়ের দিকে ফের। অনুতাপ কর।

কু-আশা।

শীত কালের রাত্রি প্রভাত হইলে পর, সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে, কখন কখন চারিদিক ধূমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়; রাস্তা ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না; মাঠের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলে কোন দিকে দৃষ্টি হয় না; এমন কি সময়ে সময়ে পথিকেরা এই ধূমের মধ্যে পড়িয়া পথ ভুলিয়া যায়; ইহাকে কু আশা বলে।

এক কড়া জল যখন ফুটিতে থাকে, তখন দেখা যায় যে ওই উত্তপ্ত জল হইতে ধূম উত্থিত হয়। ইহার কারণ,জল অগ্নির উত্তাপে তরল ভাব পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পীয় ভাব গ্রহণ করে। জলের তিন অবস্থা—কঠিন, তরল ও সূক্ষ্ম। কঠিন অবস্থায় বরফ, তরল অবস্থায় জল, ও সূক্ষ্ম অবস্থায় বাষ্প।

এক সের জল চড়াইয়া জ্বাল দিতে দিতে আধ সের হইয়া পড়ে। অনবরত সিদ্ধ করিতে থাকিলে অল্প অল্প কমিয়া শেষে কিছুই থাকে না। কিন্তু যে পরিমাণে জল কমিতে থাকে, সেই পরিমাণে ধূম উত্থিত হইতে থাকে। কি আশ্চর্য্য ! এক সের জল অগ্নিতে চড়াইলাম, ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া অবশেষে কড়া শুকাইয়া পড়িল। জল কোথায় গেল ? উহা কি একেবারে পৃথিবী ছাড়া হইল ? তাহা নয়। এক সের জলের এক বিন্দুও নষ্ট হয় নাই। উহা কেবল তরল অবস্থা হইতে সূক্ষ্ম অবস্থায় গমন করিয়াছে মাত্র। ইচ্ছা করিলে যন্ত্রের দ্বারা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে আবার তরল অবস্থায় আনা যায়; আবার তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় আনা যায়। জ্বাল দিবার সময় আমরা যে কড়ার উপরি ভাগে ধূম দেখিতে পাই, তাহা আর কিছুই নয়, অগ্নির উত্তাপে কড়ার জল বিস্তৃত হইয়া অতি সূক্ষ্ম জল-বিন্দু হইয়া পড়ে। সেই বিন্দু সকল তন্নিকটস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু হওয়ায় বায়ুর উপর ভাসিতে থাকে। আর সেই বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকায় ওই সূক্ষ্ম বিন্দু সকল পরস্পর সন্নিহিত হইয়া ধূম রূপ ধারণ করে। আর্দ্র বস্ত্র নিংড়াইয়া রৌদ্রে বিস্তৃত করিয়া দিলেও ওই রূপ ধূম উঠিতে থাকে। বস্ত্রের জল রৌদ্র তাপে উত্তপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিয়া বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়। বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকায় সূক্ষ্ম জলকণা সকল পরস্পর সন্নিহিত হইয়া ধূমাকারে পরিণত হয়। কু-আশার সৃষ্টিও ঠিক এই রূপ। সূর্য্যের

উত্তাপে পুষ্করিণী খাদ নদী প্রভৃতির ও আর্দ্র ভূমির জল ভাগ উপরি উক্ত কডার জলের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া নিয়ত সূক্ষ্ম বিন্দু হইয়া বায়ুর উপর ভাসিতেছে। রৌদ্রের সময় ওই সূক্ষ্ম জলকণা সকল যে বায়ুতে ভাসিতে থাকে, সেই বায়ু উত্তপ্ত থাকায় ধুমরাশি দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যূষে ঠাণ্ডার সময় পৃথবী শীতল হওয়াতে ওই সকল অদৃশ্য জলকণা সমূহ সম্মিলিত হইয়া ধূমের ন্যায় চারিদিক আচ্ছন্ন করে। রৌদ্র উঠিলে কু-আশা কমিতে থাকে, কারণ রৌদ্র তাপে পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু উত্তপ্ত হইয়া পড়ে ও ঘনীভূত সূক্ষ্ম জলকণা সকল আরও বিস্তৃত হইয়া আরও সূক্ষ্ম হইয়া অদৃশ্য হয়। এই কারণে গ্রীষ্ম কালে কু-আশা দেখিতে পাওয়া যায় না। কু-আশার দ্বারা জগতের অনেক মঙ্গল হয়।

ক্রুশার্পিত খ্রীষ্ট।

দেখ তব ক্রুশার্পিত প্রভু পানে তাকায়ে।
অমূল্য জীবন-ধন দোমা তরে লইয়ে
ডাকিছেন ঈশ তব নিজ মুখ তুলিয়ে,
চও পাপী চাও তুমি অনুমান ফিরিয়ে
কাষ্ঠে বদ্ধ, প্রেকে বিদ্ধ প্রভুপদ পানেতে
চাহ যদি এইক্ষণে মুক্তিধন লভিতে।
যেহেতু ঈশ্বর এই করিছেন ঘোষিত,
"নাহি অবশিষ্ট তব কোন কিছু উচিত,"
যেহেতু আরব্ধ কার্য্য সমাপিত করিতে
হবেন উদিত তিনি জগতের শেষেতে,
হবে না ঈশ্বর বারা মিথ্যা কভু বাণিয়ে
সাদর সম্ভাষ তার নিঃসন্দেহ মানিয়ে,
বিলম্ব না করি' তুমি যীশু পাশ হইতে
অনন্ত জীবন লভ ইষ্ট লাভ মনিতে।
যীশু ধর্ম্ম-সূর্য্য তব চিরজীবী থাকিতে
পার কি হে পার কি হে তুমি কভু মরিতে?

(ইংরাজী হইতে)

বিঘ্ন নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বঙ্গীয় মণ্ডলী সমূহে খ্রীষ্টীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধনোপায় নিরূপণ।*

আত্মিক জীবনের উন্নতি সাধন অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়ে সাধারণতঃ কতকগুলি কথা উল্লেখ করিয়া শেষে আমাদিগের সহিত এই সকল সাধারণ মন্তব্যের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা বিশেষ রূপে বর্ণনা করা যাইবে।

উন্নতির কথা বলিতে গেলেই অবনতির কথা মনে পড়ে। আমরা যে অবস্থায় আছি এ অবস্থায় আমাদিগের জীবন অবনত। এই অবনতির ব্যাপ্তি অথবা পরিমাণ কি? "ধার্ম্মিক কেহ নাই, এক জনও নাই," এই এক কথা দ্বারাই অবনতির ব্যাপ্তি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। প্রেরিত-প্রধান পৌল নিজ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত আমাদিগের আপন২ অন্তরের

* কলিকাতা মির্জ্জাপুরস্থ মিসন বিদ্যালয়ে গত অক্টোবর মাসে একটী সভা হয়; সেই সভায় বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন।

মিলন করিলেই, আমাদিগের অন্তরে পাপের পরিমাণ যে কত ভীষণ তাহা বুঝা যাইতে পারে। "আমরা তো জানি ব্যবস্থা আধ্যাত্মিক, কিন্তু আমি শরীরের বশবর্ত্তী, আমি পাপের অধীন হওনার্থে বিক্রীত। বস্তুতঃ আমি যাহা সম্পন্ন করি, তাহা না জানিয়া করি; কেননা আমার বাঞ্ছিত আচরণ করি না, আমার ঘৃণিত কর্ম্ম করি।" সাধু পৌল স্বয়ং খ্রীষ্ট দ্বারা প্রেরিত রূপে মনোনীত হইয়াও, আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তাঁহার আমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা সত্ত্বেও, ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া কঠোর ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া ও শত২ লোককে নূতন জীবন পথের পথিক এবং সাধুগণের দলভুক্ত করিয়াও, আপনার অন্তকরণ পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে তখনও তিনি শরীরের বশবর্ত্তী, তখনও তিনি পাপের নিকট আপনাকে বিক্রীত বলিয়া অনুভব করিতেছেন। তবে আমরা আর কি বলিব? আমাদিগের আত্মিক জীবনের অবনত অবস্থা যে নিতান্ত প্রগাঢ়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আবার এই অবনত জীবন যে কতদূর উন্নত হইতে পারে, আমাদিগের আত্মিক আবাসের ভগ্নাবশেষ হইতে কীদৃশ সুরম্য, কীদৃশ উচ্চ অট্টালিকা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ খ্রীষ্ট 'পার্ব্বতীয় উপদেশে' আশীর্ব্বাদ সূচক আপন আজ্ঞা বচন দ্বারা স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও।" ধৌত ও প্রক্ষালিত হইয়া সিদ্ধাবস্থাপন্ন হওয়া মনুষ্য জীবনের পূর্ণ উন্নতি; যে প্রতিমূর্ত্তানুসারে আমরা সৃষ্ট হইয়াছিলাম, সেই স্বর্গীয় প্রতিমূর্ত্তি, স্বর্গস্থ পিতার সেই প্রতিমূর্ত্তি, আমাদিগের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুদৃঢ়ভাবে পুনঃ সংস্থাপিত হওয়াই আমাদিগের পূর্ণ উন্নতি। অতএব অতলস্পর্শ সমুদ্র গর্ভ হইতে আমাদিগকে অত্যুচ্চ হিমাদ্রি শিখরে আরোহণ করিতে হইবে। এই আরোহণের কি কিছু বিধি ব্যবস্থা আছে? আমরা নিজে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কিন্তু আমাদিগের পরম কারুণিক বিশ্বপিতা আমাদিগকে এক অব্যর্থ আরোহণোপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। পথ দুর্গম, দুস্তর ও বন্ধুর, কিন্তু বিশ্বাস দ্বারা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া থাকিলে উঠিতে কষ্ট হইবে না। যোক্ত্র ধারণ আবশ্যক, কিন্তু তাঁহার যোক্ত্র অতি লঘু। সাধারণতঃ এক কথায় এই উপায়ের বিষয় বলিতে হইলে এই বলিতে হইবে, যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা আমরা সেই উচ্চতার পথে ধাবিত হইতে সক্ষম হই, এবং সেই বিশ্বাস দ্বারাই আমরা আত্মিক জীবন সম্বন্ধে আমাদিগের ভাবি উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি। এই জীবনের পথে ক্রমশঃ ধাবিত হইতে হয়। বিশ্বাস দ্বারা যে জীবন লাভ করিয়াছি,সেই জীবন পোষণ ও বৃদ্ধি করণার্থে নিয়মিত এবং উপযুক্ত আহারের আবশ্যক। এই জীবন পথে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসই প্রয়োজনীয় সমস্তের মূল; বিশ্বাস না থাকিলে সে পথের পথিক হওয়া যায় না, বিশ্বাস না থাকিলে সমস্ত উপায়াবলম্বনই পণ্ড-

শ্রম মাত্র; কিন্তু বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়া যে নিয়মে চলা যায় সেই নিয়ম হইতেই আত্মিক জীবনের কিছু না কিছু উন্নতি হইয়া থাকে। "ঈশ্বর তাঁহাকে (অর্থাৎ খ্রীষ্টকে) তাঁহার রক্তে **বিশ্বাস দ্বারা পাপাবরক** রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।" (রোম ৩, ২৫।) "ধার্ম্মিকতা ঈশ্বরের দান, যীশু খ্রীষ্টে **বিশ্বাস করণ দ্বারা** প্রাপ্য।" (রোম ৩, ২২।) "যে কেহ **বিশ্বাস করিয়া** বাপ্তাইজিত হইবে সে **পরিত্রাণ** পাইবে।" (মার্ক ১৬, ১৬।) "**বিশ্বাস করণ দ্বারা পাপের মোচন** ও পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়।" (প্রেরি ২৬,১৮।) "**বিশ্বাস** করিয়াছি বলিয়া আমরা সেই **বিশ্রাম স্থানে** প্রবেশ করিতে পাই।" (ইব্রী ৪, ৩।) ধর্ম্ম পুস্তক সংক্রান্ত এই সকল এবং আরও অন্যান্য অনেক পদ পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে খ্রীষ্টীয় জীবনের শৈশবাবস্থাবধি পূণ ও সিদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসই আমাদিগের মূল সহায় ও সম্বল। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পক্ষে কিছু নূতন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নহে। সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজ এক অভিন্ন বিশ্বাস দ্বারাই রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

ক্রমশঃ

কতিপয় পারিবারিক নিয়ম পালন।

গত সংখ্যার, ৩৫ পৃষ্ঠার পর।

৫। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস।

জল যেমন জলের সহিত মিশিয়া যায়, সেই রূপ হৃদয় হৃদয়ের সহিত মিশিয়া যাইবে। যখন অন্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের হ্রাস হইতে থাকে তখনই নৈতিক অবনতির সূত্রপাত হয়। কথিত আছে যে যখন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ডাক্তার আর্নল্ড ইংলণ্ডের একটি প্রধান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিলেন তখন সেই বিদ্যালয়ের অবস্থা তদানীন্তন বিদ্যালয় সমূহের ন্যায় অতিশয় শোচনীয় ছিল। আর্নল্ড আপনার অধীনস্থ বিদ্যালয়টীর সংস্কারার্থে অনেক সদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; বালক বৃন্দের উপর অচল বিশ্বাস স্থাপন করা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই বিশ্বাসের ফল অচিরে ফলিতে লাগিল। শিক্ষার্থীগণ জানিল যে আর্নল্ড তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন, অতএব তাঁহাকে, ঠকান অথবা তাঁহার নিকট মিথ্যা কথা বলা অতিশয় লজ্জার বিষয়। আর্নল্ড তাহাদিগকে প্রগাঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন; তাহারাও তাঁহার বিশ্বাসের প্রকৃত পাত্র হইতে যত্ন করিতে লাগিল। এই সদুপায় অবলম্বন করিয়া উক্ত মহাত্মা যে সমগ্র ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়ের কি উপকার সাধিত করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বিস্তার পূর্ব্বক বলিবার আবশ্যকতা নাই। তাহা এখন ইতিহাসের পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর্নল্ড যাহা বিদ্যালয়ের বালকগণের সম্বন্ধে করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি-

লেন, তাহা প্রত্যেক পরিবারের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইতে পারে। হিংসা, ঈর্ষা, সন্দেহ ও অবিশ্বাস যাহাতে পরিবারের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করা বিধেয়। যদি হৃদয়ের কোন গুপ্ত প্রদেশে হিংসা অথবা অন্যায় সন্দেহ নিহিত থাকে, তাহা হইলে পরিবারের উপযুক্ত সুখ কখনই অনুভূত হইতে পারে না; কালসর্পের বিষ যে সে সকল সুখের উচ্ছেদ সাধন করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৬। পিতা মাতার কর্তৃত্ব স্বীকার।

পিতা মাতার ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা গার্হস্থ্য সুখের নিদান বলিয়া উক্ত হইতে পারে। পিতা মাতা গৃহের স্বামী ও স্বামিনী হইয়া কর্তৃত্ব না করিলে গার্হস্থ্য সুখের মূলে কুঠারাঘাত হয়। পিতা মাতার সর্ব্বদা দেখা উচিত যেন কোন প্রকারে তাঁহাদের পদোচিত মর্য্যাদার হানি না হয়। সন্তান সন্ততিগণ গৃহের নিয়ম ভঙ্গ করিবার অথবা অবাধ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই তৎক্ষণাৎ সেই ইচ্ছার প্রতিরোধ করা সর্ব্বোতোভাবে বিধেয়। এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যদ্যপি পিতা মাতা আপনাদের মর্য্যাদা রক্ষণে ও কর্ত্তব্য সাধনে প্রথমাবধি যত্নবান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে পরিণামে অশেষবিধ যন্ত্রণা ও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

৭। গার্হস্থ্য নিয়ম ও সুশৃঙ্খলা।

যেখানে অনিয়ম, সেখানে সুখ নাই, শান্তি নাই, উন্নতি নাই, কোন প্রকার উৎকর্ষ নাই। পরিবারের মধ্যে সমুদায় কার্য্য উপযুক্ত সময়ে ও নির্দ্ধারিত প্রণালীতে সম্পন্ন করা উচিত। সর্ব্ব-বিষয়ে নিয়ম থাকিবে। অত্যন্ত অনপেক্ষিত কারণ ব্যতিরেকে নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য কখনই পরামর্শ সিদ্ধ নহে। গৃহ মধ্যে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা প্রবল হইলে, না পরিবারের মধ্যে, না অন্য লোকদের মনে সুখোদয় হয়। এতদ্ব্যতীত ইহাতে বাস্তবিক অশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। বালক বালিকারা বাল্যকালে অনিয়মে অভ্যস্ত হইয়া যখন নিজে পিতা মাতা হইয়া উঠে তখনও সেই রূপ অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলাধীন হইয়া পড়ে।

৮। গার্হস্থ্য আসক্তি।

গৃহের প্রতি আসক্তি অতি বলবতী করা যাইতে পারে। যাহাতে গৃহের প্রতি মমতা ও আসক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা ন্যায়ানুমোদিত। এই বলবতী আসক্তি যে কত দূর পর্য্যন্ত উপকার জনক ও কার্য্যকারী হইয়াছে তাহার বর্ণনা করা সুকঠিন। শত সহস্র স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা উত্তেজক ঘটনাবলীর সহিত ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহা দ্বারা অনেক ব্যক্তি দুর্ব্বহ ও দুঃসহ পরীক্ষার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। উদার ও বিশুদ্ধ ভাব সমূহের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে; শান্তি ও সুখের সহিত ইহার কখন বিচ্ছেদ সম্ভবে না। এই হৃদয়-বিহীন নির্ম্মম সংসারে নিয়ন্ত্রিত গৃহই আমাদিগকে সকল বিপদের হস্ত হইতে আশ্রয় ও অভয় প্রদান করিবে, সকল দুর্নিবার ভাবনার প্রকোপ ও আক্রোশ হইতে আমাদিগকে অব্যাহতি দিবে।

ভীষণ অম্বুরাশির বীচিমালার অভিঘাত হইতে সুরক্ষা করিয়া সাগরের প্রশান্ত উপকূলে আমাদিগকে লইয়া যাইবে।

জীবন। *

ব'ল না আমারে সখেদ বচনে
"জীবন অমূল স্বপনময়।"
ঘুমায় যে আত্মা সে ত মৃতপ্রায়
বাহিরে যা দেখ প্রকৃত নয়॥

জীবন প্রকৃত, জীবন বাস্তব,
নাহিক ফুরায় মরণে হ'লে।
"ধূলাতে হয়েছ ধূলায় মিসাবে"
আত্মারে এ কথা কেহ না বলে॥

শোক বা সম্পদ ভোগের কারণ
চলি না কেবল ভবের পথে।
দেখিব কার্য্যেতে কত অগ্রসর
হইলাম আজি কালিকা' হতে॥

শিখিতে বিস্তর কালে না কুলায়
হৃদয় যদিও সাহসী বটে।
নীরবে বাজায়ে কালের বাজনা
নিয়ত ধাইছে কালের তটে॥

বিস্তৃত ভবের রণ ক্ষেত্র এই
সজাগে জীবন আছে নিয়ত।
হ'য়ো না আড়িত পশুর সমান
সংগ্রামে দাঁড়াবে বীরের মত॥

ভবিষ্যের সুখে ক'র না বিশ্বাস
অতীতের দিকে চেয় না ফিরে।
সাধ নিজ কায বর্ত্তমান কালে
স্মরিয়া ঈশ্বরে হৃদয়ে ধরে॥

মহত জীবন শিখায় নিয়ত
আমরাও মহৎ হইতে পারি।
আমরাও পুনঃ পদতল চিহ্ন
ফেলি যাব কালের বালুকোপরি॥

সেই পদ চিহ্ন ধরি অন্য কেহ
জীবন সাগরে চালাতে তরি।
ভগ্নপোত হ'য়ে উঠিয়া কুলেতে
পথ না পাইলে যাইবে তরি॥

তবে এস সবে লাগি দৃঢ় হ'য়ে
যাই কেন থাক্ অদৃষ্টে লেখা।
ধরিব যে কার্য্য ছাড়িব না কভু
শ্রম-ফল দিবে অবশ্য দেখা॥

খ্রীষ্ট-জন্মোৎসব-দিন।

এই দিন খ্রীষ্ট-ভক্তগণ আনন্দে পুলকিত হইয়া উন্নত মনে প্রভুর জন্মোৎসব পালন করেন। এই দিনে প্রভু মাংসীভূত হইলেন, এই দিনে তিনি মানব স্বভাব ধারণ করিলেন। মনুষ্যকে ঈশ্বর-সন্নিকট আনিতে, তাহাকে ঐশ্বরিক জ্ঞান দান করিতে, কায়মনোবাক্যে জগৎপিতার উপর তাহাকে ভক্ত ও প্রেমী করিতে এবং পতিত অবস্থা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণ উন্নতি দান করিতে পিতার অনাদি পুত্র মানব দেহ ধারণ করিলেন। আমাদিগকে ঈশ্বরের পুত্র করিবার জন্য ঈশ্বরের পুত্র যেশু মনুষ্য সন্তান হইলেন। আমাদিগকে

* লংফেলোর সাম্ অব্ লাইফ্ হইতে অনুবাদিত।

আত্মজাত করিবার জন্য তিনি মাংস-জাত হইলেন। অহঙ্কারে পরিপূর্ণ মানব-কুলকে নম্রতা শিখাইবার নিমিত্ত বিশ্বের অধিকারী দীন দুঃখীর ন্যায় পশ্বালয়ে জন্ম গ্রহণ করিলেন। আমাদিগকে সিদ্ধ পুরুষ করিবার জন্য তিনি নিরাশ্রয় শিশু হইলেন, বলবান করিবার জন্য বলহীন হইলেন, ধনবান করিবার জন্য নির্ধন হইলেন। আমাদের পাপ হেতু উলঙ্গতা যেন ধার্ম্মিকতা ও অমরত্ব-বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, এই হেতু ঈশ্বর মানবদেহ পরিধান করিলেন। হে মানব! এই মহোৎসবে আনন্দ ও ভক্তি রসে পরিপূর্ণ হইয়া আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন করত সেই পাপী ও তাপীর বন্ধু অধম-তারণ যেশুর গৌরব প্রকাশ কর। হে মন! ধ্যান যোগে বৈথলেহেম্ নগরে গিয়া নরাবতার এবং নরারাধ্য ঈশ্বরের নিত্য পুত্রের পূজা ও আরাধনা কর।

প্রভুর জন্মোৎসব দিন খ্রীষ্টীয় সভার একটী স্থির-পর্ব্ব, অর্থাৎ এই পর্ব্বটী প্রতি বৎসর এক নিরূপিত দিনেই পড়িয়া থাকে; সৌর বর্ষের নিয়মাধীনতা হেতু ইহার মাসের বা তারেখের ভাবান্তর কখনই হয় না।

রোমীয় সম্রাট অগস্ত কৈসরের রাজত্ব কালে চলিত খ্রীষ্টাব্দের বাস্তবিক তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রভু জন্ম গ্রহণ করেন। এই উৎসব কোন্ বৎসর হইতে পালিত হইয়া আসিতেছে তাহার নির্ণয় নাই বটে, কিন্তু এইটী যে সভার একটী অতি পুরাতন পর্ব্ব তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সাধু খুসস্তম্ (৩৯৮) প্রভুর জন্মোৎসব উপদেশে বলেন যে এই পর্ব্বটী অতি পুরাতন; তল্লিখিত এক খানি গ্রন্থে এইরূপ কথা আছে, যে রোম নগরের বিশপ প্রথম যুলিয় (৩৩৭-৩৫২) অনেক বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে ২৫ শে ডিসেম্বর প্রভুর জন্ম দিন। গ্রেগরী ও বাসিলও ঐ তারিখে এই পর্ব্বোপলক্ষে উপদেশ দিয়া ছিলেন। অদ্যাবধি খ্রীষ্টীয় সমাজে এই তারিখই প্রচলিত আছে। সেকন্দর নগরীর ক্লেমেন্টও (১৯৪) ইহার পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। অতএব এই সকল দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এই উৎসব তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভক্তগণের মধ্যে ডিসেম্বরের ২৫ তারিখে পালিত হইত। সত্য বটে এ বিষয়ে কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু যে স্থলে মণ্ডলী স্মরণাতীত কাল হইতে ঐ দিন পালন করিয়া আসিতেছেন, অথচ অন্য কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট দিনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, সে স্থলে উক্ত দিন প্রভুর জন্ম দিন বলিয়া পালন করাতে আমরা কোন হানি দেখিতে পাই না। দিনটী উপলক্ষমাত্র, আসল কর্ম্ম প্রার্থনাদি; সুতরাং দিন গণনায় কোন ভ্রম থাকিলে কোন হানি হইতে পারে না। আর এই কারণ প্রযুক্ত পর্ব্বটী একবারে লোপ করিয়া দেওয়া অতিশয় অযুক্তির কার্য্য।

অদ্য প্রভু জন্মিলেন, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার আবির্ভাবে কুমারী মরিয়ম যেশুকে গর্ভে ধারণ করিলেন ও নিয়মিত কালে তাঁহাকে প্রসব করিলেন। সৃষ্টি পুস্তকে (৩, ১৫) যাহা স্বয়ং ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এবং যিসায়িয় (৭, ১৪)

ও যিরিমিয় (৩১, ২২) কর্ত্তৃক যাহা পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাই অদ্য সিদ্ধ হইল, কুমারীর গর্ভে ইম্মানুয়েল জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি মিখার (৫, ২) বাক্যানুসারে দায়ূদের নগরে অর্থাৎ বৈথলহেমে অবতীর্ণ হইলেন। মরিয়ম রোমীয় সম্রাট অগস্ত কৈসরের আজ্ঞাধীন হইয়া আপনার নামধাম লিখিয়া দিবার জন্য পূর্ব্ব পুরুষ দায়ূদের নগরে যান, কিন্তু তথায় জনাধিক্য ও নিজ দারিদ্র্য বশতঃ তাঁহাকে পশ্বালয়ে আশ্রয় লইতে হয়। তথায় প্রভু জন্ম গ্রহণ করেন। কি মহৎ ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য প্রেম! জগতের অধিকারী নিজ অধিকারে আসিয়া অন্য কোন স্থান পাইলেন না। বিদ্রোহীদের রক্ষা করিতে গিয়া কি অশ্রুতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় প্রেম প্রকাশ করিলেন! হে মন! তুমি ইহ জগতের ঐশ্বর্য্য পাইয়া অহঙ্কারে মত্ত হইও না, দীনহীন দরিদ্রকে অশ্রদ্ধা ও অভক্তি করিও না। খ্রীষ্টের ক্ষমাশীলতা দেখিয়া নিজ পরম শত্রুর প্রতিও মৈত্রভাব দেখাও এবং তোমার অমঙ্গলকারী ও নিন্দুকের প্রতিনিন্দা না করিয়া তাহার শুভানুধ্যায়ী হও, ও যথাসাধ্য উপকারে তৎপর থাক।

শাস্ত্র-বাক্য ছাড়া য়ীহুদিদের মধ্যে এই একটী প্রচলিত কথা ছিল যে মশিহ (অভিষিক্ত ব্যক্তি) চতুর্থ সহস্র ব্দীর অন্তে অবতীর্ণ হইবেন; ও প্রভুর জন্মের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে য়িহুদীয় বিজ্ঞবরগণ একত্র হইয়া গণনা করত এই স্থির করিয়াছিলেন, যে উদ্ধার কর্ত্তা অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে অবতীর্ণ হইবেন। য়িহুদী ভিন্ন অন্য জাতীয়েরা এই প্রকার আশা করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত রোমকদিগের মধ্যে অনেকে এই কথা স্বীকার করিতেন। তাঁহাদের বিচক্ষণ ইতিহাস লেখক সিউতোনিয় বলেন, "পৃথিবীর পূর্ব্বাঞ্চলে এই একটী পুরাতন ও সাধারণ মত সুপ্রচলিত ছিল যে দেবতারা স্থির করিয়াছেন যে য়িহূদা দেশ হইতে কতক জন পৃথিবীর শাসন করিবে," (৮ পুঃ ৪ অধ্যায়)। এই কথার সহিত মিখা (৫, ২) প্রবাচকের কথিত বাক্যের বিলক্ষণ ঐক্য দেখা যায়। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা টাসিটস (Tacitus) বলেন, "যাজকদের পুরাতন গ্রন্থ জনিত এই রূপ বোধ অনেকের আছে যে পূর্ব্বাঞ্চল প্রবল হইবে ও যিহুদার লোকেরা পৃথিবীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে।" শিখরীয়ের (৩, ৮; ৬, ১২) বাক্য উক্ত কথার ভিত্তিমূল বলিতে হইবে।

দিব্যদূতগণ সকলের আনন্দ-সূচক কথা —প্রভুর জন্ম সংবাদ—রাখালদিগকে জানাইলেন। ঐশ্বর্য্যবান এবং পণ্ডিতগণকে ছাড়িয়া জগদীশ্বর দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকদের প্রতি কৃপাবলোকন করিলেন। ঈশ্বরের মনের ভাব মনুষ্যের তুল্য নহে ও তাঁহার কার্য্য আমাদের বুদ্ধির অগম্য। "তোমাদের নিমিত্তে দায়ূদ নগরে এক ত্রাতা অর্থাৎ অভিষিক্ত মহাপ্রভু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।" এই সংবাদ রাখালগণ পাইয়া, বৈথলহমে উপস্থিত হইল, এবং তথায় সূতিকা বস্ত্রে আচ্ছাদিত যাবপাত্রে শয়ান শিশুকে দেখিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিল। যাহারা ঈশ্বর-তত্ত্ব পাইয়া সরল ভাবে গ্রহণ করত তদনুসারে কার্য্য করে

স্বর্গস্থ পিতা তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে স্বীয় স্থানে আবও স্থানবান করেন। মার্ত্ত্য রাখালেরা আনন্দ-পরিপূর্ণ হইয়া ঈশ্বরের গৌরব ও সংকীর্ত্তন করিতেছে. এমন সময় শূন্যমার্গে স্বর্গীয়দর্গ মধুর বরে এই গান করিতে লাগিল "ঊর্দ্ধে ঈশ্বরেব গৌরব, শুভাকাঙ্ক্ষী মানবগণের মধ্যে পৃথিবীতে শান্তি।" রাজাদের রাজা বিদ্রোহী প্রজাকে ক্ষমা করিবেন, পরম পবিত্র পরমাত্মা, পাপাধীন ও ক্ষীণ জীবকে গ্রহণ করিবেন, পরমপিতা বিশ্বপাতা অবাধ্য ও পাষণ্ড সন্তানকে ক্রোড়ে লইবেন, ইহার পর এই বিশ্ব সংসারে আর কি গৌরবের বিষয় কে কোথায় দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে? পাপই শান্তি নাশক, পাপই সকল অমঙ্গলের মূল; কিন্তু সেই পাপ নাশ করিতে সত্যপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান, সকলেই ভ্রাতা, সুতরাং এখন শান্তি ও আনন্দে পৃথিবী পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। প্রভুভক্তগণের পক্ষে সকল কার্য্যে ঈশ্বরের গৌরব ও মানব কুলে শান্তি সাধনই বিহিত, এবং তদ্বিপরীত কার্য্য সকল তাঁহাদিগের কায়মনোবাক্যে একেবারে বিসর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য।

আক্ষেপের বিষয় এই যে খ্রীষ্ট নামধারীগণ অনেকে শারীরিক আমোদ ও আহ্লাদে বা গর্হিত কার্য্যে এই দিন কাটাইয়া থাকেন, সুতরাং তাহারা আধ্যাত্মিক সুখ শান্তি লাভ কিছুই করিতে পারেন না। হে পাঠক! এই দিনে ঈশ্বর-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া আরাধনা, শাস্ত্র-শ্রবণ ও তাহার গুণকীর্ত্তন কর, তাঁহার সত্যপ্রেম ও নম্রতা স্মৃতিপথে আন, তাঁহার দেহ ও রক্ত গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর, তাহা হইলে তাঁহাতে প্রকৃত আনন্দ সম্ভোগ হইবে। উত্তম দ্রব্য আহার ও সুন্দর বস্ত্র পরিধানের সুখ যদি অনুভব করিতে চাও, তবে ক্ষুধিতকে অন্ন দান কর, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেও, ও যাহাদের মস্তক রাখিবার স্থান নাই, তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান কর। এবং যে প্রভু তোমাকে আত্মিক ঐশ্বর্য্যশালী করিবার জন্য স্বর্গীয় বিভব ত্যাগ করিলেন, তিনি তোমাকে স্বর্গীয় আহার প্রদান করিবেন, তিনি তাঁহার পুণ্যবস্ত্রে তোমার উলঙ্গতা ঢাকিবেন, তিনি তোমাকে তাঁহার নিত্যস্থায়ী ও নিত্যানন্দ ধামে স্থান দিয়া চিরসুখী করিবেন।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

পঞ্চাশত্তমী পর্ব্বে প্রেরিতবর্গ বিশেষ রূপে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্মিত হইলেন (প্রেরিত ১, ৫; ১১, ১৬) খ্রীষ্ট অগ্রে বলিয়াছিলেন আমি তোমাদের কাছে পবিত্র আত্মা প্রেরণ করিব, তিনি আসিয়া তোমাদিগকে সর্ব্ব বিষয় জ্ঞাত করিবেন, এবং তোমাদিগের সত্য পথ দর্শক হইবেন, অর্থাৎ আমি যে গুরুতর কার্য্যের ভার তোমাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছি, তাহা সাধন করিবার সামর্থ্য তোমরা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে। পবিত্র আত্মার আধার

স্বরূপ হইয়া তোমরা যে কার্য্য করিবে সে কার্য্য আমারই কৃত মনে করিবে। তোমাদের কার্য্য ঐশিক ক্ষমতা বিশিষ্ট হইবে। খ্রীষ্টীয় পরিচারকত্বের সম্পূর্ণ সংগঠনার্থে প্রেরিতেরা যে সাত জন সেবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন (প্রেরিত ৬, ৩-৭) তাহা ঐশিক নিয়মের অন্তর্ভুত। পবিত্র জল-সংস্কার প্রাপ্ত লোকদিগের উপর প্রেরিতদের প্রার্থনা পূর্ব্বক হস্তার্পণ করা উপরি উক্ত নিয়মের অন্তর্গত (প্রেরিত ৮, ১৪-১৭; ১৯, ৫-১২)। পবিত্র আত্মা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বার্ণবা ও পৌলকে প্রেরিতত্বে প্রতিষ্ঠিত করাও ঐ নিয়মের অনুসরণ মাত্র (প্রেরিত ১৩, ২)। ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মণ্ডলীস্থ কোন বিষয় নিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রেরিত ও প্রাচীনবর্গ যেরুশালেম নগরে সমাগত হইয়াছিলেন (প্রেরি ১৫, ২-২৯)।

পঞ্চাশত্তমী পর্ব্বের পর খ্রীষ্ট মণ্ডলী আর ভবিষ্যৎ কালের বিষয় বলিয়া উক্ত হয় নাই। যে মণ্ডলীতে বিশ্বাসীবর্গ সংযুক্ত হইয়া অনুগ্রহ ও অবিনশ্বর জীবনের উপায়াদি অবলম্বন করিল, সেই মণ্ডলী সেই সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্থাপিত হইল। যাহারা প্রত্যহ মণ্ডলীতে ভুক্ত হইয়া বিশ্বাসীবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছিল তাহাদের সম্বন্ধে ধর্ম্ম পুস্তকে এই রূপ লেখা আছে,—"যাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে বাক্য গ্রহণ করিল তাহারা বাপ্তাইজিত হইল; এবং তাহারা প্রৈরিতিক শিক্ষা (অর্থাৎ বিশ্বাস, কার্য্য ও উপাসনা সম্বন্ধে প্রেরিতদের শিক্ষা) ও সহভাগিতা (অর্থাৎ প্রেরিতদের সহিত দৃশ্য সহভাগিতা) আর রুটি ভাঙ্গনে (অর্থাৎ পুণ্য সহভাগ গ্রহণ) এবং প্রার্থনায় (অর্থাৎ মণ্ডলীর প্রকাশ্য ব্যবহারোপযোগী লিখিত প্রার্থনা পুস্তক) দৃঢ়ভাব সহিত নিযুক্ত ছিল (প্রেরি ৪, ৪২) খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ অবধি তাঁহার বিচারার্থে পৃথিবীতে দ্বিতীয় আগমন পর্য্যন্ত মণ্ডলীর ভাবী অবস্থা প্রিয় শিষ্য যোহন কর্তৃক প্রকাশিত নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যোহনের প্রকাশিত পুস্তক পাঠে আমরা অবগত হই যে আমাদের মহা যাজক প্রভু যেশু খ্রীষ্ট সাত স্বর্ণময় দীপাধারের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতেছেন। ধর্ম্ম গ্রন্থে সাত পূর্ণ সংখ্যা বিবেচিত হওয়াতে এই স্থলে খ্রীষ্টের সার্ব্বত্রিক মণ্ডলী প্রতিলক্ষিত হয়। প্রভু বলেন, "আমি তাহাদের কার্য্য জানি," এবং সত্য খ্রীষ্টীয়ানের সংগ্রাম লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, যাহারা জয় করে তাহারা উপযুক্ত সময়ে পুরস্কৃত হইবে। আত্মা মণ্ডলী সমূহকে কি বলেন তাহা শ্রবণ করিতে তিনি আদেশ প্রদান করেন। কি প্রকার ভয়ানক শত্রু দ্বারা মণ্ডলী ইহ জগতে সময়ে নিষ্পীড়িত হইবে তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করেন। এবং যে অসংখ্য সাধু সর্ব্বকাল ও দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া মহিমাযুক্ত হইবেন তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (প্রকাশিত ৬ এবং ৭ অধ্যায় দেখ।)

প্রকাশিত পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর অতুল সৌন্দর্য্য ও গৌরব প্রতিভাত হয়। তথায় মণ্ডলী নারী রূপে অর্থাৎ আত্মিক হবা এবং খ্রীষ্টের ভার্য্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

তিনি স্বর্গে অবস্থিতা কেননা তাঁহার উৎপত্তি ও গৃহ তথায়। তিনি সূর্য্য-পরিহিতা, কেননা ত্রাণ-সূর্য্য খ্রীষ্ট হইতে তিনি দীপ্তি ও মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। খ্রীষ্টের সহিত তাঁহার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ (গলাথি ৪,২)। তাঁহার পদতলে চন্দ্রমা, কেননা এই নশ্বর জীবনের সমস্ত পরিবর্ত্তন ও ঘটনাবলির অবসান হইলেও তিনি বিদ্যমান থাকিবেন। বার নক্ষত্রের মুকুট তাঁহার শিরে, কেননা প্রভু যে সত্য শিক্ষা ও শাসন ভার তাঁহার প্রেরিত বর্গকে দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে জয়, ভূষণ ও গৌরব স্বরূপ।

পাঠক! হিপোর বিসপ্ অদ্বিতীয় সাধু আগষ্টিনের নাম শুনিয়া থাকিবেন। তিনি অসংখ্য২ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সকল আদর ও শ্রদ্ধার সহিত এখনও সর্ব্বত্র অধীত হইয়া থাকে। সাধারণে তাঁহার "কনফেসন্স" অর্থাৎ "পাপস্বীকার" গ্রন্থ বিদিত আছেন। লুথরের মতে উক্ত পুস্তক বাইবেলের ঠিক পরেই আদৃত হইবেক। দার্শনিক সার উইলিয়ম্ হ্যামিলটন আপনার মনোবিজ্ঞান পুস্তকে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয়, অনেকে জানেন না যে তিনি আর এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই পুস্তকে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবুদ্ধি,তর্কশক্তি ও ধর্ম্মভাব প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পুস্তকের লাটিন নাম (আদৌ তাহা লাটিন ভাষাতে রচিত হইয়াছিল) "দে সিভিতাতে দেই" অর্থাৎ "ঈশ্বরের পুরী।" সংসার, শয়তান ও জগতের বিরুদ্ধে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ঘোর সংগ্রাম উক্ত পুস্তকে বিশদ ও সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সংগ্রাম অতি ঘোরতর। সেই সংগ্রাম মনে করিলে হৃদয় কম্পিত হয়, মন অবশ হয়, কিন্তু ঈশ্বরের অঙ্গীকার স্মরণ করিলে আশারও উদ্রেক হয়। নরকের দ্বার, নরকের শক্তি নিচয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর উপর প্রবল হইতে পারিবে না। এমন সময় আসিবে যে সময় শ্বেত সিংহাসন স্থাপিত হইবে এবং বিচারপতি তদুপরে উপবিষ্ট হইবেন। তখন বড়, ছোট সকলই মৃত্যুনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে, এবং পুস্তকে লিখিত সকল বিষয় হইতে প্রত্যেকে স্ব২ কার্য্যানুসারে বিচারিত হইবে। (প্রকাশিত ২০; ১১, ১২) "পৃথিবীর রাজ্য সমূহ আমাদের প্রভু এবং তাঁহার খ্রীষ্টের রাজ্য হইল" (প্রকা ১১; ১৫) এবং "রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর রাজত্ব করেন" (প্রকা ১৯; ৬) এই২ কথা শ্রুত হইবে। তখন শয়তান, মৃত্যু ও সমাধির কোন ক্ষমতা থাকিবে না, বরঞ্চ অনন্ত কালের জন্য তাহারা বিজিত হইয়া থাকিবে। তখন স্বর্গীয় নগরীর সুখ ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে এবং সাধু ও পবিত্রীকৃতগণের মণ্ডলী জয়মানা হইয়া উঠিবে, এবং গৌরবান্বিত লোকদের মণ্ডলী হইয়া বিরাজ করিবে। তখন "ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন"(১ করি ১৫; ২৪।)

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থের উপযোগিতা ও অপব্যবহার।

নির্জ্জন উপাসনায় যে কোন গ্রন্থই ব্যবহৃত হউক না কেন, হৃদয়কে বহুপরিমাণে সক্রিয় হইতে হইবে। কি রূপে তাহা সম্পাদন করা উচিত, তাহাই প্রদর্শন করা এক্ষণে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক এই এই রূপে উপযোগী হইতে পারে—(১) আমরা যখন নিতান্ত নিস্তেজ ও শুষ্কচিত্ত হইয়া উঠি, তৎকালে প্রার্থনাবিষয়ে উহা সাহায্য-প্রদ হইতে পারে। (২) এতদ্দ্বারা আমাদের নিজ অন্তঃকরণের অবস্থা পরীক্ষা করিতে পারি। উদাহরণ, আমরা যখন দায়ূদ প্রভৃতির ন্যায় পবিত্র লোকদের উক্তি পাঠ করি, যথা, "আমার পাপসমূহ আমাকে এরূপ আক্রমণ করিয়াছে যে, আমি দেখিতে পাইতেছি না। অহো! আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও তাহাদের সংখ্যা অধিক!" তখন আমাদের মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, আমরা কি কখনও পাপের বিষয়ে ঠিক এরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি? যদি না পারিয়া থাকি, অবশ্যই আমাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার অভ্যন্তরে কোন না কোন দোষ নিহিত রহিয়াছে। পুনশ্চ, যে সকল পবিত্র লোক সাধু যোহনের তুল্য "যেশুর বক্ষঃস্থলে শয়ন করিতেন," তাঁহাদের প্রার্থনা সমূহ পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয়ে এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয়, আহা! এরূপ প্রেমানন্দ ও শান্তিসুখের বিন্দুমাত্রও তো আমাদের হৃদয়ে লক্ষিত হয় না! ধর্ম্ম সাধনের কোন্ দোষে আমাদের এরূপ ঘটিয়াছে?

কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহাদের কোনটী যদি আমাদের নির্জ্জন উপাসনার আদ্যোপান্ত এক মাত্র সম্বল হইয়া উঠে, তাহাতে বিলক্ষণ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। আমাদের আত্মা উজ্জীবিত হইবামাত্রই আহারের প্রয়োজন হয়; প্রভু যায়ীরের কন্যাকে প্রাণদান করিবামাত্র "তাহার জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।" তদ্রূপ, নব্য সহভাগ গ্রাহীদিগের প্রতিপালন ও পরিপুষ্টির জন্য তিনি তাহাদিগকে মণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ করেন।

ফলতঃ, কেবল ধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠেই এতদুদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না; আপনা আপনি বাইবেল পাঠ ও স্বয়ং প্রার্থনা করণের অভ্যাস চাহি।

বর্ত্তমান সময়ে অসংখ্য২ মনোহর "ধ্যান গ্রন্থ" প্রকাশিত হইয়াছে; এতদবস্থায়, আপনা আপনি প্রার্থনা, ধ্যান, ও বাইবেল পাঠ করণ রূপ দুষ্কর ও দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া, অনেকেই কি জানি কেবল ঐ সকল গ্রন্থ পাঠেই জীবন যাপন করিতে পারেন। আমাদের নিজ চেষ্টা যত ক্ষীণই হউক না কেন, তদ্ব্যতীত ঐ সকল গ্রন্থ (যেমনই মনোরম হউক) কোন ফল প্রসব করিতে পারে না। নিজের "যাবতীয় পরিশ্রমেরই কিছু না কিছু ফল আছে।" এই রূপে আমাদের আত্মাকে আবদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমান যুগের অভ্যাসানুসারে, বাইবেল পাঠ ও ধ্যানে চিত্ত সংযত না ক-

রিয়া, কেবল সম্প্রদায়, বক্তৃতা, ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থেই নির্ভর করা অপেক্ষা, বরং নিজ প্রযত্নে আপনাকে ভ্রমে পতিত হইতে দেওয়াও কথঞ্চিৎ শ্রেয় বলিয়া মানিতে হইবে। আপনি আপনার যুদ্ধ করা বিহিত। নিজের তীব্র অধ্যবসায় ও উদ্যোগ না হইলে, অপরের বক্তৃতা বা গ্রন্থের কোনই ফল দর্শিবে না। ধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থে অধিকতর নির্ভর করা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমরা স্বয়ং যাহা উপলব্ধি করিতে না পারি, তদ্বিষয়ে অমুক অমুক লোকে কিরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা বলা আর না বলা সমান।

যা, বি।

বিবিধ বিষয়।

প্লেটো কহিয়াছেন যে যত দিন পর্য্যন্ত দার্শনিকেরা রাজা ও রাজারা দার্শনিক না হন, তত দিন পৃথিবীর অমঙ্গল ঘুচিবে না।

কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিসন কার্য্যে উদ্যোগ দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হই। আপনাদের অবশ্য কর্ত্তব্য জানিয়া কত২ পণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তি প্রাণ হাতে করিয়া আফ্রিকা দেশে গিয়া ধর্ম্মার্থে আপনাদের জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হয়। কেম্ব্রিজের প্রসিদ্ধ গণিত-বিদ্যাবিৎ বিসপ ম্যাকেঞ্জি সাহেব আফ্রিকায় মিসন কার্য্য করিতে গিয়া যে কি পর্য্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কি রূপে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে মৃত মনুষ্যের শরীরে জীবন আইসে। একজন নয়, দুজন নয়, কিন্তু শত২ কৃতবিদ্য ধার্ম্মিক ব্যক্তি আফ্রিকা উদ্ধার করিবার জন্য নীরবে নিঃস্তব্ধে ও অকাতরে আপনাদের প্রাণ আহুতি স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। বিসপ ষ্টিয়র্ নামক এক অতি উচ্চদরের ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তি আফ্রিকা মহাদেশে আশ্চর্য্য পরিশ্রম, যত্ন ও উদ্যোগের সহিত ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া সম্প্রতি মানব দেহ সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে কত লোক পিতৃহীন ও কাতর হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আমরা ভরসা করি এমন সাধুর মৃত্যুতে নূতন উদ্যম ও জীবনের সঞ্চার হইবে। টরটুলিয়ান বলিয়াছেন, ধার্ম্মিকদের বিশেষতঃ ধর্ম্ম সাক্ষী দিগের রক্ত মণ্ডলীর বীজসদৃশ। ইহার প্রমাণ পদে২ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যত দিন ইংলণ্ডীয় সভা গ্রে, ফিল্ড, সেলউইন, প্যাটেসন, ম্যাকেঞ্জি, ষ্টিয়র, উইলসন, হিবর, কটন ও মিলম্যানের ন্যায় পুত্র প্রসব করিবেন, তত দিন চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড সম্বন্ধে কেহ যেন হতাশ না হন।

বালক ও বালিকা, যুবক ও যুবতী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সকলেরই আত্ম-নির্ভর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডীয় সভ্যতার সু-

প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক বকলের বিষয় লিখিত আছে যে প্রকাণ্ড পুস্তকাগারে পরিবেষ্টিত হইলেও তিনি কোন দুরূহ বিষয় মীমাংসার্থে আপনার উপায় আদৌ নির্ভর করিতেন। যথাসাধ্য পরিশ্রম ও চিন্তার পর যদি স্বীয় শক্তিতে কোন বিষয় মীমাংসা করণে অসমর্থ হইতেন. তাহা হইলেই অপরের সাহায্য গ্রহণে সম্মত হইতেন, নতুবা কদাপি নহে। তিনি বলিতেন স্বীয় যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল যে রূপ হৃদয়ে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হয়, অপরের নিকট সাহায্য গ্রহণে সে রূপ কদাপি হইতে পারে না। যে রূপ ক্ষুধা ব্যতিরেকে আহার জীর্ণ হয় না, সেই রূপ স্বীয় পরিশ্রম ও প্রয়োজন ভাবের উদ্রেক না হইলে জ্ঞান ফলপ্রদ হইতে পারে না।

ডেরবী কনগ্রেসে অক্সফোর্ড উইক্লিফ হলের অধ্যক্ষ আচার্য্য গরডেলস্টন যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ মাত্র আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি ;—

"বাইবল ও সাধারন প্রার্থনা পুস্তকানুসারে কতক গুলি সত্য আছে যাহা খ্রীষ্টের পরিচারকেরা সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্ব স্থানে প্রচার করিতে বাধ্য। সে সকল সত্য কি, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখা উচিত। জীবনের অর্দ্ধেক কাল যদি এই কার্য্যে পর্য্যবসিত করি, তাহা হইলে আমাদের স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে খ্রীষ্টের সমগ্র মণ্ডলী চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের অপেক্ষা বিস্তৃত। মণ্ডলীর এক দলস্থ লোকই যে সমস্ত সত্য ও গুণ একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। প্রটেষ্টান্ট মতাবলম্বীরা রোমান কাথলিকদের নিকট হইতে, চর্চ্চম্যানেরা ডিসেন্টরদের হইতে এবং খ্রীষ্টীয়ানেরা অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বিদিগের নিকট হইতে অনেক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।"

যখন দার্শনিক কার্লাইল ফরাসীস বিপ্লবের ইতিহাস প্রণয়ন করিতেছিলেন, তখন উক্ত পুস্তকের প্রথম ভাগের হস্তলিপি বিখ্যাত তর্কশাস্ত্রবিৎ জন ষ্টুয়ার্ট মিলকে দেখিতে দেন। তিনি প্রথমে টেলর পত্নীকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত পুস্তক প্রত্যর্পণের অনেক বিলম্ব দেখিয়া কার্লাইল পুস্তকটি চাহিয়া পাঠান। মিল কোন উত্তর না দিয়া এক দিন নিজে ব্যথিত ও শোকতপ্ত হৃদয়ে কার্লাইলের গৃহে আসিলেন। আগমনানন্তর একটীও কথা না কহিয়া গৃহের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। কার্লাইল করুণ চিত্তে এতাদৃশ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মিল কাতরস্বরে কেবল মাত্র বলিলেন 'ঐ হস্তলিপি! হস্ত-লিপি!" ইহা বলিয়াই তিনি জোরে গৃহের বাহিরে গেলেন। টেলরপত্নী পুস্তকটি পড়িতে লইয়া আপনার লাইব্রেরির একটি টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন; ভূতলে নিপতিত দেখিয়া এক নির্ব্বোধ দাস তাহা কুড়াইয়া লইয়াছিল এবং সামান্য ও অনাবশ্যকীয় পদার্থ ভাবিয়া সে তাহা ইন্ধনশালার কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছিল। ইহাতে কার্লাইলের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছিল ও মিলের যে মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ হইয়াছিল

তাহা সহজে অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু কার্লাইল হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি পুনর্ব্বার বদ্ধ-পরিকর ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বিনষ্ট পুস্তকোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অসীম পরিশ্রমান্তে কৃতকার্য্যও হইলেন। যত দিন ইংরাজী সাহিত্য থাকিবে, তত দিন বোধ হয় উক্ত পুস্তকের মূল্যও থাকিবে।

কলিকাতায় স্যালভেষণ আর্মিকে দেখিবার জন্য অনেকের সাধ ছিল, বোধ হয় অনেকের সে সাধ মিটিয়াছে। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত, বিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ আপনাদের মন্তব্য ইতি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা অনেকে চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের লোক নহেন, এবং বোধ হয় উপযুক্ত রূপে উক্ত আর্মির কার্য্য সাধিত হইলে, উহার সহিত সহানুভূতিও প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা পর্য্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হইয়াছেন। স্যালভেষণ আর্মির প্রবর্ত্তকেরা যে উদ্যোগী খ্রীষ্টীয়ান, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা এ দেশে যে বড় স্থায়ী মঙ্গল হইবে, এ বিষয়ে অনেকের সমূহ সন্দেহ। ফল কথা এই, এ বিষয়ে ভিন্নতা আছে; সকলের এক মত নহে, সকলের রুচিও সমান হয় না। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে কতক গুলি দেশীয় ও বিদেশীয় (সুখের বিষয় যে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প) ক্ষুদ্রমনা সম্পাদক, যাহারা স্যালভেষণ আর্মির সহিত যোগ দিতে পারেন নাই, এমন লোকদিগের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করা অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম-কার্য্য বোধ করেন। স্যালভেষণ আর্মির বিষয়ে বক্তব্য থাকে, যথা-বিহিত রূপে বল, তাহাতে ক্ষতি নাই। যুক্তি-প্রদর্শন করিয়া ন্যায়ানুমোদিত এবং বুদ্ধি ও যুক্তি সঙ্গত বিধিয়ের সারবত্তা দেখাইয়া দেও, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে কাহার মতের মিল হইল না বলিয়া তাহাকে বৃথা গালি দিলে কি হইবে? বড় বড় উচ্চ উদ্দেশ্যের কথা মুখে উচ্চারণ কর কেন, যখন জান, হৃদয়ের গরল কোন না কোন প্রকারে উদ্গীরণ করিতেই হইবে? প্রকৃত ঔদার্য্য কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে অনেকেরই জ্ঞান নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার-চেতা হইলে যে কাহার বিশ্বাসের কোন পদার্থ থাকিবে না, এবং ধর্ম্ম বিষয়ে সকলের সহিত যোগ দিতে হইবে এমন নহে। কিন্তু আমরা তাঁহাকেই প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি বলি যিনি ভিন্ন মত ও রুচি সত্বে অপরকে শ্রদ্ধা করিতে ও ভালবাসিতে পারেন, এবং তাঁহার প্রশংসাযোগ্য গুণ দেখিতেও সমর্থ হয়েন।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড। ১লা জানুয়ারি ১৮৮০। ৮ম সংখ্যা।

সমাজ সংস্কার।

বিলাতে গমন করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবার বলবতী ইচ্ছা এখন আমাদের এ দেশীয়দিগের মধ্যে অনেকেরই হইয়াছে। এই প্রবল ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া দেশীয় আচার ব্যবহার গুলিও ক্রমেই প্রশস্ত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহা গুরুতর পাতক বলিয়া পরিগণিত হইত, এখন তাহাতে বৃদ্ধদিগের মধ্যে আপত্তি প্রায় নাই। বিলাতে গিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিলে যে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু বিলাত গমনকারিদিগের যে নিরবচ্ছিন্ন উপকারই হইয়া থাকে, এমন কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। আমরা কতক গুলি ইংলণ্ড প্রত্যাগত কৃতবিদ্য যুবককে দেখিয়াছি, এবং দুঃখের সহিত আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের ধর্ম্ম কিম্বা নীতি বিষয়ক জ্ঞান কিছু নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা হয় ত কোম্‌ৎ, মিল অথবা হর্বার্ট স্পেন্সারের দুই এক খণ্ড পড়িয়া কিম্বা তাঁহাদের মত বিষয়ে অন্যের কাছে শুনিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা ইত্যাদি অন্যান্য অতীন্দ্রিয় বিষয় কিছুই নাই, এবং আরও মনে করেন যে জ্ঞানবান এবং বহু বিদ্যার পারদর্শী বলিয়া পরিগণিত ও আখ্যাত হইতে গেলে নাস্তিক অথবা সংশয়বাদী অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন না হইলে সমাজে সুন্দর শোভা দেখা যায় না। অনেক কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকের দৃঢ় সংস্কার এই যে উত্তম রূপে শিক্ষিত লোকদের কোন প্রকার ধর্ম্মমত থাকা লজ্জার বিষয়। যাহা ব্যক্তিবিশেষ লজ্জার বিষয়, স্বভাবতই তাঁহারা সাধ্যমত গোপন করিয়া

থাকেন। অনেককে আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে "ধর্ম্ম বিষয়ের মীমাংসা করা দুঃসাধ্য; ঈশ্বর, পরলোক, ও আত্মার অস্তিত্ব নিরূপণ করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিদের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের পূর্ব্বে কত তীক্ষ্ণবুদ্ধি জ্ঞানবান ব্যক্তি সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া আপনাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এত যত্ন, পরিশ্রম করিলেও ধর্ম্মবিষয়ে কোন যুক্তিযুক্ত অকাট্য সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। আমরা এ বিষয় চিন্তা করিয়া কি করিব?" তাঁহারা এই প্রকারে ধর্ম্ম বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করিতে কিছু কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আবার রাজনীতি আলোচনা অথবা সমাজ সংস্কার ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। রাজনীতি আলোচনা দূরের কথা, সমাজ সংস্কার ব্রতে ব্রতী হইলে এ দেশের যে অনেক উপকার হইতে পারে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; কিন্তু আমরা আরও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে যে প্রকার লোক আমাদের সমাজ-সংস্কারক হইয়া উঠিতেছেন তাঁহাদের দ্বারা যে বড় উপকার সাধিত হইবে তাহা আমরা আশা করিতে পারি না। উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হইবারই অধিক সম্ভাবনা। তাহার কারণ নিম্নে বলা যাইতেছে।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় ও অবিচলিত বিশ্বাস রূপ ভিত্তির উপর যে সংস্কার সংস্থাপিত নহে, তাহা সংস্কার বলিয়াই অভিহিত হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই, তাঁহারা সমাজ সংস্কারক হইবেন কি প্রকারে? যাঁহারা সমাজের প্রধান বন্ধনী ও মূলের উচ্ছেদ সাধন করিতে লাগিলেন, সমাজ তাঁহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বরঞ্চ অসম্মত হইবে। যে মনুষ্য বিশ্বাস দ্বারা মঙ্গলময় ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত, তিনি আপনাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মনুষ্যসমাজ হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছেন। যে নৈতিক ও সামান্য প্রকৃতিগত স্বভাব থাকাতে এক জন অন্য জনকে বিশ্বাস করে, যদি সেই সামান্য নৈতিক ও স্বাভাবিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ করি, তাহা হইলে আমরা আর বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারি না। ঈশ্বর যদি আমাদের ব্যবস্থাকর্ত্তা এবং নিয়ন্তা না হন, তাহা হইলে আমরা কার্য্যতঃ কেবল স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা পরিচালিত হইব। সমস্ত রাজনীতি, সমাজ নীতি সংস্করণের মূলাধার ধর্ম্ম-নীতি, এবং বলা বাহুল্য, ধর্ম্মনীতির মূলাধার ঈশ্বরই। সেই ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস যদি না থাকে, তাহা হইলে কোন প্রকার সংস্কারের নাম করিবারও অধিকার নাই। মনুষ্যের বিবেকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিভাত না হইলে মনুষ্যসমাজ প্রকৃত রূপে সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিয়ম এবং মনুষ্যের নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাস, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের মূল কারণ। ইতিহাস এ বিষয়ে স্পষ্ট রূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আধুনিক ইউরোপের অবস্থা পর্য্যালোচনা কর। ঈশ্বরবিহীন সমাজ সং-

স্বরূপ এক্ষণে কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান সমাজতান্ত্রিকদের কার্য্যে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু ফ্রান্সদেশে ল্যামেনে, ব্যাকেরডাইর, মনটালাম্বর্ট, ইংলণ্ডে মরিস, কিংস্লে ইত্যাদি খ্রীষ্টীয় "সমাজ তান্ত্রিকেরা" যে কার্য্যের সূত্রপাত করেন, তাহা ঈশ্বর ও ধর্ম্মের উপর নিশ্চিতরূপে সংস্থাপিত। তাঁহাদের এবং যাঁহারা তাঁহাদের মতের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, উভয়েরই দৃঢ় সংস্কার ও প্রতীতি এই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা মনুষ্যদিগকে প্রকৃত রূপে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন ও বিবেচনা করিতে পারিব না। ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা চাই।

এ দেশে যাহারা সংস্কারক পদে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিষয়টী বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিলে চলিবেক না। যদ্যপি আমরা ব্যক্তিগত "আত্মশাসন" না শিক্ষা করিলাম, তবে রাজনৈতিক ও সামাজিক আত্মশাসন কিরূপে শিখিব? এরূপ প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনা মাত্র। যদ্যপি ঈশ্বরবিহীন ও মস্তিষ্কবিহীন সংস্কারক বর্গে ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়া যায়, তাহা হইলে অমঙ্গলের প্রবল স্রোতে সকলই ভাসিয়া যাইবে; তাহা হইলে শেষ অবস্থা যে আদ্য অবস্থা অপেক্ষা আরও জঘন্য মূর্ত্তি ধারণ করিবে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাংসারিক কার্য্য ও উপাসনা।

কেহ২ মনে করিলে করিতে পারেন যে সাংসারিক কার্য্য ও উপাসনা এই দুইটীতে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশিত হয়; এবং কাহার২ এমন ধারণা যে উপাসনার জন্য যে সময় ব্যয়িত হয়, তাহা সাংসারিক কার্য্যে প্রয়োগ করিলে অধিক ফলপ্রদ হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস এই যে এরূপ ধারণা ভ্রম-সঙ্কুল। মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে কার্য্য ও উপাসনা পরস্পর বিরুদ্ধভাব-প্রকাশক নহে; উপরোক্তটীর যাদৃশ প্রয়োজন, শেষোক্তটীর তাহা অপেক্ষা কম প্রয়োজন নহে। সুচারু ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে গেলে, উপাসনায় যেরূপ প্রয়োজন, সুচারু রূপে উপাসনা করিতে গেলে সাংসারিক কার্য্যাদি করিবারও সেইরূপ প্রয়োজন। লাটিন ভাষায় একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। জগদ্বিখ্যাত লুথর সেই প্রবাদ বাক্যের রচয়িতা। সেই প্রবাদ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে যিনি উত্তমরূপে প্রার্থনা করেন, তিনি উত্তম কাজে পরিশ্রমও করিতে সমর্থ হয়েন। উপরি উক্ত শব্দদ্বয়ের অন্তর্নিবিষ্ট তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে আমরা দেখিব যে, দুইটী লাটিন শব্দের অর্থ একই ভাব নির্দ্দেশক হইয়া

উঠে। সদুদ্দেশ্যে ও উত্তম লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঈশ্বরের গৌরবার্থে যে কার্য্য করা যায়, তাহা এক প্রকারে উপাসনা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, এবং যে কার্য্য ঈশ্বরকে লক্ষ্য ও অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য মনে করিয়া করা হয়, তাহাকে এক রকম উপাসনা বলিলেও বলা যাইতে পারে। আমরা কার্য্য ও উপাসনার প্রশস্ত ভাবের কথা এখনিই বলিলাম, কিন্তু যদি উক্ত শব্দ দ্বয়ের সঙ্কীর্ণ প্রচলিত অর্থানুসারে বলিতে হয়, তাহা হইলে উপাসনা এমনং কার্য্য নির্দ্দেশ করিবে যাহা প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ইহ জীবনে কোন দৃশ্য ফল উৎপন্ন করে না। উভয় কার্য্য সম্পাদন করা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। শরীর ও আত্মার মধ্যে যেমন প্রভেদ, প্রায় সেই প্রকার প্রভেদ কার্য্য ও উপাসনার মধ্যে বলা যাইতে পারে। মানুষ আংশিক রূপে আধ্যাত্মিক এবং আংশিক রূপে ভৌতিক জীব। তাহাকে ক্ষণকালের জন্যে এই সংসারে বাস করিতে হয়, কিন্তু তাহার প্রকৃত ও অক্ষয় গৃহ আধ্যাত্মিক জগতে। ইতর ইন্দ্রিয়াদির নিমিত্ত দৈহিক কার্য্যের আবশ্যকতা যেরূপ, অতীন্দ্রিয় ও আত্মিক বিষয়ের জন্য উপাসনা সেইরূপ। এই নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। পরিশ্রম ও ব্যায়াম শরীরের জন্য যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ উপাসনা আত্মার জন্য আবশ্যক। পরিশ্রম ব্যতীত শরীর যেরূপ শুষ্ক ও রুগ্ন হইয়া যায়, উপাসনা ব্যতীত আত্মাও সেইরূপ হইয়া থাকে। দৃশ্য বস্তু হইতে মনকে স্বতন্ত্র করিয়া বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না হইলে আমরা বাস্তবিক ঈশ্বরের সাক্ষাতে মৃত। উপাসনা যে কেবল আমাদের কর্ত্তব্য তাহাই নহে, ইহা আমাদের একটী উচ্চ অধিকার। যাহারা ঈশ্বরকে উপাস্য দেবতা জানিয়া একবার তাঁহার উপাসনা করিত, তাহারা যদি নানা কারণ বশতঃ উপাসনায় উদাসীন হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্রমেং তাহাদের কু-অভ্যাস এত বদ্ধমূল হইয়া যায় যে তাহারা আর সহজে উপাসনা করিতে পারে না। যে বিশ্বাসে মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব হয়, সেই বিশ্বাস প্রথমে নিস্তেজ, তাহার পরে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে।

এই সংসারে বন্ধু বান্ধবদের প্রতি যদি আমাদের প্রকৃত ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিতে ভাল বাসি, তাঁহাদের পত্রাদি পাইলে পুলকিত হই, এবং অনেক দিনের পর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। ভালবাসা উদ্দীপন করিবার জন্য সংসর্গ ও সহবাসের বড় প্রয়োজন। যে আত্মীয় কুটুম্ব অথবা বন্ধুর সহিত আমাদের অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, এবং যাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দিন পত্রাদি পাই নাই, তাঁহারা ক্রমেং প্রকৃতির নিয়মানুসারে আমাদের মনের বহির্ভূত হইয়া যান। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ কথা আছে, যথা "দৃষ্টির বহির্ভূত, মনেরও বহির্ভূত।" তবে যদি আমরা ঈশ্বরের সহবাসে না থাকি, তাঁহার প্রতি আমাদের ভালবাসা থাকিবে কি প্রকারে? যখন ঈশ্বরের সহবাস জনিত সুখ উপাসনা

দ্বারাই উপভোগ করা যাইতে পারে, তখন উপাসনা যে কি মহৎ ব্যাপার তাহা বোধ হয় আমরা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিব।

দার্শনিক কার্লাইল (Carlyle) পরিশ্রম ও শারীরিক কার্য্যের মাহাত্ম্য আপনার (Sartus Resartus) সারটস্ রেসারটস্ নামক পুস্তকে বেশ দেখাইয়া দিয়াছেন। কালাইলের সহিত আমরাও কার্য্যের মাহাত্ম্য স্বীকার করি, কিন্তু এখানে আমাদের ইহাও বলা উচিত যে, এ বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে যে আভাস পাওয়া যায় তাহাতে ইহা যে কেবলই শ্লাঘার বিষয় এমন বোধ হয় না। শ্লাঘার সঙ্গে বোধ হয় লজ্জার ভাবও কিছু পরিমাণে মিশ্রিত আছে। নিষ্পাপ অবস্থা হইতে স্খলিত হইলে ঈশ্বর মনুষ্যকে বলিয়াছিলেন, "ঘর্ম্মাক্ত মুখে তুমি আহার করিবে।" জীবন-সংগ্রামে যে কষ্ট ও বিপদ হয়, ও কায়িক পরিশ্রম করিতে হয় তাহা যদিও আমাদের ভ্রষ্ট ও পতিত অবস্থা বিলক্ষণ নির্দ্দেশ করে, তথাচ ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া পরিশ্রমকে পবিত্রীকৃত করিয়াছেন। সাংসারিক কার্য্যাদি ঈশ্বরের গৌরবার্থে কৃত হইলে তাহা যে কেবল পবিত্রীকৃত হয় এমন নহে, তাহা ঐশ্বরিক প্রসাদ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদিগকে দেখিতে হইবে যেন স্ব২ কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া আমরা বিপদে না পড়ি। সুচারুরূপে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমরা যেন অহঙ্কার অথবা বৃথাদর্পে স্ফীত না হই। যদি আমরা মনে করি যে নিজের শক্তির দ্বারা আমরা কিছু করিতে সক্ষম, তাহা হইলে আমরা ভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত। যদ্যপি আমরা ঈশ্বরের দানের বিষয়ে অপরিজ্ঞাত থাকি, যদ্যপি আমরা ঈশ্বরকে সকল জ্ঞান ও দানের মূল কারণ ও আধার বলিয়া স্বীকার না করি, তাহা হইলে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইবে যে আমরা ক্রমে২ ঈশ্বরকে হৃদয়চ্যুত করিয়া আপনারা নিজে ঈশ্বরের সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিব, অথবা মনুষ্যত্বকে পূজ্য বলিয়া ঘোষণা করিব, অথবা আপনাদের হস্ত-নির্ম্মিত কার্য্যের সেবার সূত্রপাত করিব। কিন্তু এতাদৃশ ফলের কোন প্রয়োজন নাই। যদ্যপি আমরা আপনাদের সকল কার্য্য ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া করি, যদি বিশ্বাস রূপ মূলে আমাদের সকল বাহ্যিক ক্রিয়া সংলগ্ন থাকে, যদি ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া আমরা প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি সম্পন্ন করি, তাহা হইলে আমাদের কার্য্য, আমাদের পরিশ্রম উপাসনায় পরিণত হইল না ত কি ?

আমরা সমস্ত বাহ্যিক কার্য্য বলি রূপে ঈশ্বরকে সমর্পণ করিব ; এবং নিরূপিত সময়ে প্রার্থনা ও ধ্যান ও আরাধনা দ্বারা ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকিব। সেই সময় আমরা সংসারের অন্তঃসলিল-স্রোতে কতদূর ভাসিয়া গিয়াছি, আত্মার মধ্যবিন্দু ও কেন্দ্র হইতে কতদূরে স্থাপিত হইয়াছি, ঈশ্বরের পবিত্র মার্গে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, এই২ এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় চিন্তা করিতে পারি। ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীর অভাব

ও প্রয়োজন জানেন। তিনি পরিশ্রম করিতে যেরূপ, প্রার্থনা করিতেও সেইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। শরীরেব পক্ষে পরিশ্রম যে রূপ আবশ্যক, মানসিক বৃত্তির চালনার যে রূপ প্রয়োজন, সেই রূপ উপাসনা মনুষ্যের অবিনশ্বর আত্মার জন্য আবশ্যক। কায়িক পরিশ্রম মানসিক বৃত্তির পরিচালনা এবং উপাসনাদি ক্রিয়ার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মানবীয় ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোনটীর অসদ্ভাব হইলে ব্যক্তিগত সিদ্ধির অসম্পূর্ণতা জন্মিয়া থাকে।

বার্থীবিয়স্।

এই ঊনবিংশ শতাব্দী জ্ঞানগর্ব্বে অতি গর্ব্বিত। এই শতাব্দীতে মানবীয় জ্ঞানের ভিন্ন২ শাখার বিশেষ উন্নতি অবলম্বন করত অনেকে শ্লাঘা করিয়া বলিয়া থাকেন "আজ কাল ঊনবিংশ শতাব্দী।" তাঁহাদের মতে কোন ভ্রমসঙ্কুল বিষয়ের উল্লেখ হইলে তাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকের প্রাচুর্ভাব স্মরণ করাইয়া ভ্রান্তি ত্যাগের অনুরোধ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান দীপ্তির প্রখর তেজে পরম্পরা গত অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত, বহুকাল প্রচলিত কুসংস্কার বিদূরিত হইবে, ইহা অনেকেরই প্রত্যাশা। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে মানবীয় জ্ঞানের সীমা বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেরই বিদিত আছে। কি পদার্থ বিদ্যা, কি রসায়ন শাস্ত্র, কি ভূতত্ত্ব, কি উদ্ভিদ-বিদ্যা, কি জীব তত্ত্ব, কি চিকিৎসা শাস্ত্র, সকল বিষয়েরই উন্নতি হইয়াছে। দর্শন শাস্ত্র ও ন্যায়ের বিশেষ সূক্ষ্ম তত্ত্ব লাভ হইতেছে, ভাষা তত্ত্বেরও বিশেষ পর্য্যালোচনা হইতেছে। জ্ঞানের বিবিধ শাখা সমূহের বিস্তৃতি হওয়াতে মনুষ্যের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইতেছে। যে হেতু জ্ঞানই মনুষ্যের বল। মনুষ্য জ্ঞানবলে প্রাকৃতিক শক্তি অতিক্রমে সমর্থ হইয়া আপনার অভীষ্ট সাধন করিতেছেন। প্রাকৃতিক শক্তিকে বিদ্যাবলে আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা আপনার কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। এই রূপে মানব বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়া আপনার শারীরিক ও মানসিক সুখ সচ্ছন্দতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। আর বুদ্ধি ও অবেক্ষণ শক্তি পর্য্যালোচনা দ্বারা যখন মনুষ্য গূঢ় প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন তখন কাল সহকারে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সূক্ষ্মতর তত্ত্ব সমূহ জানিতে পারিবেন, সকল তত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া উঠিবেন, ইহা মনে করিয়া অসীম গর্ব্বে স্ফীত হইয়া থাকেন এবং মানবীয় বুদ্ধির অগম্য বস্তুর আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হয়েন। জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইলে মনুষ্য আপনার সসীম অবস্থা বিস্মরণ করেন এবং আপনি নিজেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সর্ব্বশক্তিমানের আসন পরিগ্রহ করিতে অভিলাষী

হয়েন। বাস্তবিক সাংসারিক জ্ঞান পরমার্থজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত না হইলে কোন মতেই শুভ ফল উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই। রাজর্ষি সুলেমান বলিয়া গিয়াছেন, ঈশ্বর-ভীতি প্রকৃত জ্ঞানের মূল। যে স্থলে ঈশ্বর-ভীতির অভাব সেই স্থলে প্রকৃত জ্ঞানের অসদ্ভাব। অতএব প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া যদি কেবল অন্যান্য তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভিমান করি, তবে সেই আত্মাভিমান পামরতা মাত্র। অতএব যে উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের এত গর্ব্ব, সেখানেও আবার সেই গর্ব্ব খর্ব্ব হইবার অনেক বিষয় আছে। উনবিংশ শতাব্দীর গৌরব সাংসারিক জ্ঞানের উন্নতিতে, কিন্তু তাহার কলঙ্ক নাস্তিকতা অবিশ্বাস ও সংশয়বাদের বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ হয়।

মনুষ্য সসীম বুদ্ধি বিশিষ্ট; তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ হইতে পারে বটে; কিন্তু তিনি কখনই অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের সমতুল্য হইতে সমর্থ নহেন। তথাচ মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। কীটাণুকীট মনুষ্য জীবতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া জীবোৎপত্তির অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে সাগর গর্ভস্থ আটাল কর্দ্দমবৎ পদার্থ সমূহ তাবৎ জীবের জন্ম স্থান। অচেতন ও চেতন পদার্থের সন্ধিস্থলই সেই সাগর গর্ভস্থ আটাল কর্দ্দমবৎ পদার্থরাশি, আর তাহাকেই শির্ষস্থ "বাথীবিয়স্" বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। অতএব নাস্তিক ও সংশয়বাদী পণ্ডিতেরা যখন এই "বাথীবিয়সের" অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন তখন তাঁহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া মনে করিলেন যে, তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত মত এত দিনের পর প্রমাণীকৃত হইল। মনুষ্য চেতন পদার্থ, প্রাণী সকলও চেতন পদার্থ বটে, কিন্তু তাহা অচেতন হইতে স্বতন্ত্র নহে; ফলতঃ পদার্থ চেতন অচেতন এই দুই প্রকার নহে, কিন্তু অচেতন রূপান্তরিত হইলেই সচেতন হয়। তবে অচেতন কি রূপে সচেতন পদার্থে পরিণত হয় তাহা সংশয়বাদী পদার্থ বিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন এই কল্পনাপ্রসূত "বাথীবিয়স্" অর্থাৎ প্রাণী-পুঞ্জপূর্ণ সাগরমধ্যস্থ আটাল কর্দ্দমবৎ পদার্থের আবিষ্কার হইল, তখন সংশয়-বাদী হক্সলী, টিণ্ডেল প্রভৃতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। অচেতন কখন আপনা হইতে সচেতন পদার্থে পরিণত হইতে পারে না, অতএব হয় অচেতন পদার্থ স্বতন্ত্র, অথবা কোন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের পরাক্রম প্রভাবে অর্থাৎ আশ্চর্য্য ক্রিয়া দ্বারা সচেতন পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু হক্সলী যখন অর্দ্ধ অচেতন অর্দ্ধ সচেতন "বাথীবিয়সের" আবিষ্কার করিলেন, তখন সংশয়বাদী ষ্ট্রাউসের মনোমধ্যে যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইল। আশ্চর্য্য কার্য্যের প্রয়োজনাভাব তাঁহার মনোমধ্যে দৃঢ়ীভূত হইল। আর তখন তিনি দম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারেন না, অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্ম্মান্তর্গত যে জীবোৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে, তাহা পদার্থ বিদ্যা সঙ্গত নহে। এই রূপে সংশয়বাদী

পণ্ডিতেরা “বাথীবিয়সকে” অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অলীকতা প্রতিপন্ন করিতে সাহসী হইয়া উঠিলেন।

পরে “বাথীবিয়সের” বিষয়ে অনেক আলোচনা ও অনুসন্ধান হইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদ্বয় ডাক্তার বীল ও কার্পেন্টর, হক্সলীয় মতের অসত্যতা প্রতিপাদন করিয়া তাহা পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করিলেন এবং বিশেষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, হক্সলী প্রচারিত “বাথীবিয়স” রূপ পদার্থ সমুদ্র গর্ভে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সমুদ্র গর্ভে যে কর্দ্দমময় আটাল পদার্থ আছে, তাহা জীবনবিশিষ্ট নহে, বরঞ্চ তাহাতে মৃত জীব সমূহের অবশিষ্টাংশ আছে। জর্ম্মানদেশস্থ পণ্ডিতবর স্মার্টও এই “বাথীবিয়সের” অলীকতার পক্ষ সমর্থন করেন। আর এক্ষণে তাবৎ জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই কল্পনাপ্রসূত “বাথীবিয়সের” মতকে চিরকালের মত বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

অতএব অচেতন পদার্থবাদী পণ্ডিতেরা সচেতন পদার্থের উৎপত্তির বিষয় “বাথীবিয়স” রূপ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভিন্নই পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁরা এক মতা। কল্পনাপ্রসূত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মতান্তর অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তথাচ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার কার্য্যের বৈচিত্রে বিশ্বাস করিবেন না, অথবা তাঁহার অসীম প্রভাবে অচেতন সচেতন পদার্থে পরিণত হইতে পারে, ইহাও চিন্তা করিবেন না। যে সকল সংশয়বাদী পণ্ডিতেরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়া প্রাকৃতিক তাবৎ ঘটনা ও কার্য্যের নিয়ম ও গূঢ় বিষয় সমূহ বুঝিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা বিষম ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়া অবশেষে সত্য-বিবর্জ্জিত হইয়া অসুখী হন! অতএব এতদ্বিষয়ক মতাদি প্রতিভা-উদ্ভাবিত উত্তম২ কল্পনা বলিয়া মানিতে পারি, কিন্তু প্রমাণীকৃত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব যদবধি উক্ত মত প্রমাণসিদ্ধ না হয়, তদবধি এ সম্বন্ধে বাইবেল শাস্ত্রোক্ত শিক্ষাকে শিরোধার্য্য করিয়া মানিতে হইবে।

বিঘ্ন নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বঙ্গীয় মণ্ডলী সমূহে খ্রীষ্টীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধনোপায় নিরূপণ।

(গত সংখ্যার ৬১ পৃষ্ঠের পর)

কিন্তু আত্মিক জীবনের উন্নতি অথবা অবনতি সম্বন্ধে স্বভাবের নিয়ম কি? খ্রীষ্টীয় সমাজের বহির্ভূত লোকদিগের আত্মিক জীবনের হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপে হইয়া থাকে? অন্যান্য লোকের পক্ষে যে নিয়ম, খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষেও কি সেই নিয়ম নহে?

এই স্বাভাবিক নিয়মের বিষয় বিশপ বট্‌লার এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।

চিত্ত এবং চরিত্রকে স্থিরভাবে পরিবর্ত্তন করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। অভ্যাস দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতে পারে। জ্ঞান অথবা বাহ্য অনুভব নীতি সম্বন্ধীয় অভ্যাস হইতে ভিন্ন বিষয় হইলেও জ্ঞান এবং বাহ্য অনুভব উভয়ই এই অভ্যাস সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অভ্যাস দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। শরীর সঞ্চালনের ভিন্ন২ গতিদ্বারা যেরূপ শারীরিক সৌষ্ঠব ও বাহ্যিক সৌজন্যের অথবা তদ্বিপরীত ভাবের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ মানসিক অভ্যাস আত্মিক জীবন ও চরিত্রের শোভা অথবা কদর্য্যতা সম্পাদন করে। চরিত্রগত অথবা আত্মিক জীবনগত মানসিক ভাব মনুষ্য-হৃদয়ে নানাবিধ; যথা, সত্যতা, ন্যায়পরতা, দয়া, দানশীলতা, ব্যক্তি বিশেষের অথবা কর্তৃপদাভিষিক্তদিগের প্রতি বাধ্যভাব, মনঃসংযোগ, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন; অথবা দ্বেষ, প্রতিজিঘাংসা ইত্যাদি। শারীরিক অথবা মানসিক উভয় প্রকারের স্বভাবই অভ্যাস দ্বারা সুদৃঢ় রূপে সংস্থাপিত হয়। সংকল্প সকলও স্বভাবের সহায়তা করে। অভ্যাস কেবল কার্য্যেই লক্ষিত হয়। কিন্তু একই কার্য্য ভিন্ন২ অভিপ্রায় সাধ্য হইতে পারে। অতএব যেরূপ অভিপ্রায় অথবা স্বভাব দ্বারা চালিত হইয়া কোন২ কার্য্য করা যায় সেই২ কার্য্য সেই২ অভিপ্রায় অথবা স্বভাবকে সুদৃঢ় করে। দয়া প্রযুক্ত যে সকল কার্য্য করা যায়, হয় ত অহমিকা প্রযুক্ত ঠিক্ সেই২ কার্য্য করা সম্ভব। যে সকল ব্যক্তি দয়া দ্বারা চালিত হইয়া সেই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অন্তরে দয়াগুণ ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়: এবং যে সকল ব্যক্তি অহঙ্কার দ্বারা চালিত হইয়া ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অন্তরে অহঙ্কারই ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়। অতএব অভিপ্রায়ের পবিত্রতা ঘটিত যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হয় সে সকল কার্য্য দ্বারা চিত্তের উন্নতি সাধন হইয়া থাকে, কিন্তু অভিপ্রায়ের অপবিত্রতা অথবা কপট ও অসরল অভিপ্রায় ঘটিত কার্য্য, স্বভাবকে উন্নত করা দূরে থাকুক বরং তাহাকে ক্রমশঃ আরও অবনত করিয়া ফেলে। এরূপ কার্য্য সমস্ত সমাজের উপকারক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তার স্বভাবের কাপট্য অথবা অপবিত্রতা উহারা বদ্ধমূল করিয়া দেয়। অসরল ভাব ঘটিত কার্য্য সকল যদি আবার মঙ্গলকর অথবা প্রশংসার বিষয় হয় তবে সে আরও ভয়ানক। আমাদিগের প্রভু যে ফরীশি সম্প্রদায়কে পাপাচারীদিগের অপেক্ষা রূঢ় ব্যবহার করিতেন, বোধ হয় তাহার এই এক প্রধান কারণ। আবার সদভিপ্রায় ঘটিত সৎকার্য্যের চিন্তামাত্র দ্বারা স্বভাবের উৎকর্ষ সাধন না হইয়া বরং উহা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। চিত্তাকর্ষণকারী ঘটনা সকলের মধ্যে থাকিয়াও যাহার চিত্ত কার্য্যে আকর্ষিত না হয় ক্রমশঃ তাহার চিত্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই কারণেই উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি পুস্তক সকল সম্পূর্ণ পবিত্রভাবাপন্ন হইলেও স্বভাবের উন্নতি সাধন না করিয়া প্রায়ই স্বভাবের অবনতি সাধন করে। অতএব কার্য্যই চিত্তের বল স্থির ভাবে পরিবর্দ্ধিত করে। সদভিপ্রায় ঘটিত সৎকার্য্যের

অভ্যাসদ্বারা চিত্ত অননুভূত ভাবে সৎপথে ধাবিত হয়; এবং ক্রমশঃ সদভিপ্রায়ের জ্ঞানানুভাব হ্রাস হইয়া গিয়া সদভিপ্রায় স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে। অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে সৎকার্য্যের প্রতি আসক্তি, এবং তৎ সম্বন্ধে পারগতা ও আমোদ জন্মিয়া থাকে। একারণ বাল্যকালাবধি যে সকল ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন করিতে সুবিধা পাইয়াছেন তাঁহাদের প্রকৃত আত্মিক উন্নতি হইবার যত অধিক সম্ভাবনা, যাঁহারা বয়স্ক হইয়া নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে উৎসাহ অধিক হইতে পারে, ধর্ম্ম বিষয়ে চিন্তা ও অনুভব অধিকতর উৎকট হইতে পারে, কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যাসজনিত স্বভাবের প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অল্প সুবিধা। আমরা কিরূপ মত মানিয়া থাকি, কিরূপ ধর্ম্মভাব মুখে ব্যক্ত করি, কতলোক আমাদিগকে মান্য করে এ সমস্ত দ্বারা আমাদিগের আত্মিক জীবন পরিমিত হইতে পারে না। সমাজের জন্য আমরা কি করিতেছি এবং ক্রমশঃ কার্য্যের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হইতেছে ইহা দ্বারাই আত্মিক জীবন, অভিপ্রায়ের পবিত্রতা অথবা বিশ্বাসের স্থিরতা পরিমিত হইতে পারে।

স্বভাবের এই নিয়ম কি খ্রীষ্টীয় সমাজের অথবা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধ? তাহা কখনই হইতে পারে না। যে বিশ্ব-নিয়ন্তা স্বভাবকে নিয়মে রাখিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় জীবনের ও খ্রীষ্টীয় সমাজের নিয়ম গতিবিধি সকলই সেই বিশ্বনিয়ন্তা কর্ত্তৃক প্রস্থাপিত। ইফিষীয় মণ্ডলী কার্য্যবিহীন মণ্ডলী তাহার দীপ নির্ব্বাপিত হইবে, থুয়াতীরা মণ্ডলী কার্য্যসংকুল মণ্ডলী তাহাকে খ্রীষ্ট সাদরে গ্রহণ করিবেন। ইফিষীয় মণ্ডলী "প্রথম প্রেম পরিত্যাগ" করিয়া ক্রমশঃ কার্য্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছে, একারণ তাহার "দীপ-বৃক্ষ স্বস্থান হইতে" দূরীকৃত হইবে। থুয়াতীরা মণ্ডলী "প্রেম ও বিশ্বাস" দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমশঃ "প্রচুরতর" কর্ম্ম করিয়াছে, একারণ সে "প্রভাতীয় তারা" লাভ করিবে (প্রকা ২)। এই মণ্ডলীদ্বয় সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে আবার প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষেও ঐ কথা।—"যে কেহ এই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন এক আজ্ঞা লোপ করে, ও লোকদিগকে সেই রূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গ-রাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলিয়া বিখ্যাত হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা পালন করে ও তদ্রূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গ রাজ্যে মহান্ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশি লোকদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্ম্মিকতা প্রচুর না হইলে তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।" (মথি ৫। ১৭, ১৮।)

ক্রমশঃ।

কোমতের প্রত্যক্ষবাদ।

(পূর্ব্ব সংখ্যার ৭৩ পৃষ্ঠার পর)

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি কোন একটী সত্য চিরকাল উপেক্ষিত হইবার নহে। বিজ্ঞান সম্বন্ধেই বল, আর ধর্ম্ম সম্বন্ধে বল, সত্য নিজ প্রভাব ও বল কোন না কোন সময় প্রকাশ করিবে। এক একটী উচ্চ নৈতিক ভাব কোমতের প্রত্যক্ষবাদে লক্ষিত হইয়া থাকে। যদিও আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তবিকতা ও অলৌকিকতা কোমত অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তথাপি তিনি যে আর কোন আবশ্যকীয় বিষয় নিশ্চয় রূপে নির্দ্দেশ করেন নাই এরূপ বলা যাইতে পারে না। যদিও তাঁহার মত প্রণালীতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং আত্মার অবিনশ্বরত্ব লোপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তথাচ মনুষ্যের হৃদয়ে স্বতঃ যে অভাব লক্ষিত হয় তাহা দূর করিবার উপায়ও উদ্ভাবিত হইয়াছে। মনুষ্য উপাসনা করিবেই করিবে। তুমি ভ্রমপূর্ণ বিজ্ঞানের দ্বারা এক জনের কাছে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলে যে ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই, আত্মা নাই, সে হয় ত তোমার কথায় বিশ্বাস করিল, কিন্তু সে তাহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের রব কত ক্ষণ না শুনিয়া থাকিতে পারিবে? "হে ঈশ্বর তুমি আমাদিগকে তোমার নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমাকে না পাইলে আমাদের আত্মার বিশ্রাম হয় না," এই কথা এক জন পরম সাধু ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি কেহ ঐশিক বিশ্রামে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলেও উপাসনা করা যে বিহিত ও উপাস্য বিষয় যে একটী থাকিবে, ইহা নানা প্রকার লক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হইবে। কোমতের মতে ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই, অমর আত্মা নাই, তবে উপাস্য বিষয় কি রহিল? মানবীয় গূঢ় আধ্যাত্মিক অভাব জানিয়া তিনি একটী উপাস্য পদার্থ আবিষ্কার করিলেন। সমগ্র মনুষ্যত্বের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার অনুচর বর্গের দ্বারা তৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-প্রণালী মানব অথবা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এরূপ বলা সঙ্গত কি না পরে বিবেচনা করা যাইবে। এখন কেবল বক্তব্য, কোমতের মতে ঈশ্বর নাই। মানবীয় চিন্তার অতি শৈশবাবস্থায় ঈশ্বর বিষয়ক বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল। এখন শৈশবাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া গিয়াছে, অতএব ঈশতত্ত্ব অথবা মনস্তত্ত্বের কিঞ্চন্মাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য; আর যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা অনুমানের বিষয়ীভূত অথবা অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষবাদিদের সাক্ষাৎ দেবতা। ভক্তি ও আন্তরিক একাগ্রভাব সহিত মনুষ্যত্বের পূজা করিতে হইবে, এবং সম্ভবপর হইলে বাহ্যিক আনুষঙ্গিক ক্রিয়া কলাপদ্বারা তাহা প্রদর্শিত করা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাঁহার পক্ষে মনুষ্যই প্রেম, আকাঙ্ক্ষা ও আশার পদার্থ। সমগ্র মনুষ্যত্ব প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজ্য ও পূজিত হইবে। যাঁহারা এতাদৃশ মতের পোষক, তাঁহারা বলেন যে, এই

প্রকার মনুষ্য-পূজা হইতে এক প্রকার নীতির উদ্ভব হইবে যাহার ভাবার্থ ও উদ্দেশ্য সকল মনুষ্যকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা আরও স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে এই অভিলষিত নীতির অভ্যুদয় হইলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুমোদিত নীতি কয়েক বৎসরের মধ্যে ইউরোপে হীনপ্রভ হইয়া লুপ্ত হইয়া পড়িবে।

সমস্ত মনুষ্যত্বের পূজা, এ কথা শুনিলে কাহারও পক্ষে শ্রুতিমধুর হইলে হইতে পারে, কিন্তু ইহার বাহ্যিক আবরণ ভেদ করিয়া আভ্যন্তরিক অর্থ সংগ্রহ করা অতি দুষ্কর। যাহারা পৃথিবীতে বাস করিয়াছে এবং এক্ষণে করিতেছে তাহাদের সমষ্টিকে কি উপাস্য মনে করিতে হইবে? না আর কোন অনির্ণীত মানবীয় গুণ আছে, যাহার পূজা করা যাইবে? অনির্ণীত গুণের কথা এখন দূরে থাকুক, আমাদের বোধে যদি মনুষ্যত্বের সমষ্টিকে উপাসনা করিতে হয়, তাহা হইলে সমস্ত নৈতিক বোধকে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। মনুষ্যত্বকে উপাস্য মনে করিলে কেবল মনুষ্যের প্রেম, সাহস, শুদ্ধতা কেন, তাহার অপ্রেম, ঘৃণা, ভীরুতা, স্বার্থপরতাও উপাস্য মনে করিতে হইবে। মনুষ্য যদি উপাস্য দেবতা হইল, তাহা হইলে আংশিক ভাবে না করিয়া সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বকে ত উপাসনা করিতে হইবে। নিরপেক্ষভাবে দেখিতে হইলে প্রতীয়মান হইবে যে এই সংসারে সাক্ষাৎ ও বাস্তবিকতা সম্বন্ধে ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক প্রবল, ন্যায় হইতে অন্যায়ের প্রভাব।

সে যাহা হউক, কোমত অজ্ঞাত ভাবে খ্রীষ্টীয় সত্যের বিষয়েই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মই বাস্তবিক বিশ্বজনীন অথবা মানব ধর্ম্ম বলিয়া অবধারিত হইতে পারে। যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাঁহারা নূতন মত খাড়া করিতে চাহেন বটে, কিন্তু যে ধর্ম্ম তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহাতে যে সকল দুর্ব্বোধ্য বিষয় আছে, তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে দুর্ব্বোধ্য, দুরারোহ ও আপত্তিজনক বিষয় তাঁহারা লোকদিগকে প্রত্যয় করাইতে চেষ্টা পান। পুরাতন ভাল লাগে না, নূতনেই তাঁহাদের অনুরাগ। ইউরোপে এক্ষণে পণ্ডিতাগ্রগণ্য লোকেরা জানিতে পারিয়াছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে আর কোন ধর্ম্মমত বিশ্বসনীয় হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা এক্ষণে সাবধান হইয়া ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মই যে বাস্তবিক বিশ্বজনীন অথবা মানব ধর্ম্ম, আগামী বারে তাহা আমরা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

[ক্রমশঃ]

কতিপয় পারিবারিক নিয়ম পালন।

গত সংখ্যার, ৬৩ পৃষ্ঠার পর।

৯।. পরীক্ষায় সহানুভূতি।

পরিবার প্রত্যেকের মধ্যে সম্পূর্ণ ও প্রগাঢ় সহানুভূতি না থাকিলে দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। পারিবারিক বিপদ, পারিবারিক অমঙ্গল, পারিবারিক দুঃখ অনিবার্য্য। এই সংসারের পরিবর্ত্তনশীল নিয়ম ইহাতেও প্রতিভাত হইবে। এমন শত সহস্র ঘটনা উপস্থিত হইবে, যাহাতে হৃদয়বান হইয়া এক জন অন্য জনের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে, দুঃখের আর অবধি থাকে না। যদি এক জনের সুখ দুঃখে অন্য জনের হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া না উঠিল, যদি এক জনের দুঃখে অন্যের চক্ষু জল নিপতিত, এক জনের সুখে অন্যের আনন্দাশ্রু প্রবাহিত না হইল, তাহা হইলে আমাদের একত্র বাস কিসের জন্য? সন্তানদের সহিত পিতা মাতার যেরূপ সহানুভূতি, সেই রূপ পিতা-মাতার সহিত সন্তান সন্ততিদের সহানুভূতি ও সমবেদিতা অনুক্ষণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। ভ্রাতা যেরূপ ভগিনীর, ভগিনী তাঁদৃশ ভ্রাতার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, ইহাই প্রকৃতির অলংঘনীয় ও অবশ্য প্রতিপালনীয় নিয়ম। ভ্রাতা স্নেহের আস্পদ হইয়া ভগিনীর দুঃখ বিমোচন করিতে তৎপর হইবেন, ভগিনী কোমল প্রীতি ও সহিষ্ণুতার আধার স্বরূপ হইয়া ভ্রাতার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। তাহা হইলেই দুঃসহ যন্ত্রণায় সান্ত্বনা, কষ্টদায়ক রোগ ও দীর্ঘস্থায়ী দুঃখে শান্তি, অন্যান্য বিপদাশঙ্কায় অভয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

১০। পরস্পরের জন্য প্রার্থনা।

দুর্গম সংসারারণ্য দিয়া গমন করণ সময়ে যখন আমরা আপনাদের সম্পূর্ণ অসহায়তা ও দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করি, তখন বল ও সাহায্যের জন্য কোথায় যাইব? ইহার উত্তরের জন্য অনেক দূর যাইতে হইবে না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ দৃঢ় সংস্কার। প্রার্থনা এক প্রকার আধ্যাত্মিক বলের বহির্গমন বলিয়া কথিত হইয়াছে। শোক অনুভূত হইলে নেত্রজল বহির্গত হইয়া শান্ত স্বভাব আনয়ন করে, সুখ অনুভূত হইলে তাহা বাহিরে প্রকটিত হইয়া পড়ে। শোক অথবা আনন্দের বেগ প্রতিরোধ করা যেরূপ অসুখজনক ও অনিষ্টকর, সেইরূপ পরমেশ্বরাভিমুখে গমন শীল হৃদয়ের বেগ সম্বরণ অথবা প্রতিরোধ করা অবিধেয়। প্রার্থনাই আধ্যাত্মিক জীবনের বল। এই বল দ্বারা আমরা ঊর্দ্ধে উত্থিত হই, এই বল প্রয়োগ দ্বারা আমরা বিশ্রাম, আনন্দ ও সুখ অনুভব করি। পিতা মাতা সন্তানদের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল ও উন্নতির জন্য কামনা ও প্রার্থনা করিবেন, এবং সন্তানেরাও ঈদৃশ কার্য্যে অনুরক্ত থাকিবে। ইহা প্রেমের অতি সুন্দর পরিণতি; ইহাপেক্ষা অস্বার্থপর ভাব আর কি আছে? ঐশিক পর্য্যবেক্ষণ, ঐশিক নের্তৃত্ব, ও ঐশিক আশীর্ব্বাদ জন্য পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। যেখানে এই উন্নত, এই স্বর্গীয় ভাবের অভাব, সেখানে সম্পূর্ণ সুখের

যে অসদ্ভাব তাহা সহজে প্রতীয়মান হইতে পারে।

এই পারিবারিক ভাব যাহাতে ক্রমশই পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট হয়, তজ্জন্য আমাদের সকলেরই যৎপরোনাস্তি যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যম প্রকাশ করা উচিত। আমরা এই প্রবন্ধে কেবল অতি সংক্ষেপে কতক গুলি নিয়ম সন্নিবেশিত করিলাম, কিন্তু বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই নিজের জন্য অসংখ্য পারিবারিক নিয়ম উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। এই পার্থিব পরিবার ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্যের নিদর্শন-স্বরূপ। যে পৃথিবীতে অজ্ঞানতারূপ তিমির নাই, যথা ভ্রম প্রমাদ-পরিপূর্ণ কুজ্ঝটিকাবৃত পথ নাই, যেখানে আততায়ী, পাপ, তাপ মৃত্যু দুঃখ কিছুই নাই, যেখানে অনন্ত জ্যোতি, অনন্ত সুখ, অনন্ত নির্মলতা ও অবিনশ্বর শান্তি নিরন্তর ওতঃপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছে—সেই খানে যেন প্রত্যেক পরিবার উপনীত হইতে পারেন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বাণ প্রার্থনা।

যে সকল নিবেদন সহসা হৃদয় হইতে তীরের ন্যায় উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের দিকে উদ্ধে প্রেরিত হয়, তাহাকে "বাণ-প্রার্থনা" কহা যায়। উহা বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে কেবল নহে, কিন্তু দৈনিক পরিশ্রম, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি সকল সময়েই উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে। ব্যাধের দৃষ্টান্তে এই বাণ-প্রার্থনার বিষয় কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ব্যাধেরা পক্ষীর অন্বেষণে অরণ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। সহসা কোন মনোরম্য বিচিত্র-পুচ্ছ-সমন্বিত অথবা সুখাদ্য পক্ষী দৃক-পথে পতিত হইলে, ব্যাধ অমনি আপনার তূণ হইতে শর গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণপণে ধনুকে চড়া দিয়া উহার উদ্দেশে অব্যর্থরূপে শর সন্ধান করে। শর-বিদ্যুৎ গতিতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নিমেষ মধ্যে পক্ষীকে ব্যাধের চরণতলে আনিয়া দেয়। আধ্যাত্মিক জগতে বাণপ্রার্থনারও ঠিক এইরূপ অদ্ভুত শক্তি দেখা যায়। প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান ইহ সংসারে যেরূপ অবস্থায় থাকেন, তদুপযুক্ত কোন না কোন অভাব-মোচন, বিপদুদ্ধার, পাপ মুক্তি, ও বিশেষ বিশেষ বর লাভের উদ্দেশে সময়ে সময়ে অকস্মাৎ বাণ যোজনা করিয়া থাকেন, আর সাক্ষাৎকারে তাহা লব্ধও হইয়া থাকে। ব্যাধ প্রথমে ধনুর্গুণ আপনার দিকে নিজ বক্ষঃস্থলাভিমুখেই আকর্ষণ করে। খ্রীষ্টীয়ান তাদৃশ প্রথমে ক্ষণকালের জন্য স্মৃতিরূপ ধনুর্গুণ স্বীয় হৃদয়াভিমুখে আকর্ষণ করেন, হৃদয়াভ্যন্তরে উহা প্রবেশ করাইয়া ঈশ্বরের গুণাবলী অনুধ্যান করেন। তদনন্তর ব্যগ্রতাসম্বলিত-প্রার্থনা-রূপ এক একটী শর ঈশ্বরের শ্রবণাভিমুখে সন্ধান করেন; সমস্ত শক্তি, সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ ঐ নিবেদনে বিন্যস্ত করেন। করিবামাত্র অমনি অভীষ্টসিদ্ধি হয়।

অভিলষিত বরসমূহ উড্ডীয়মান প্রার্থনা রূপ বাণের আঘাতে বিদ্ধ, ক্ষত বিক্ষত ও স্বর্গ-নীড় স্খলিত হইয়া নিম্ন প্রদেশে অবতীর্ণ হয়। তুমি কি ইহার উদাহরণ দেখিতে চাও? "ধার্ম্মিক লোকের উদ্ভাক্ত ও সুফলপ্রসূ প্রার্থনার" গুণে পারমার্থিক বরের কথা দূরে থাকুক, পার্থিব মহোপকার এবং আশীর্ব্বাদ যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লব্ধ হইয়া থাকে, শাস্ত্র হইতে ইহার অনেক উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। আর্টাজার্কসেস রাজার পানপাত্র বাহক নিহমীয় একদা বিষন্ন বদনে রাজসমীপে দণ্ডায়মান হন। নিরানন্দের কারণ যাহাই হউক, মহারাজ তাহা অবগত না থাকাতে, তৎ প্রতিকার করণেচ্ছা দূরে থাকুক, বরং তাহাতে বিরক্তি জন্মিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। নিহমীয় জানিতেন, বিজ্ঞচূড়ামণি সলোমান বহুকাল পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছিলেন, "রাজার ক্রোধ সিংহনাদের সমান।" আর একরূপ একজন স্বেচ্ছাচার রাজার বিরক্তি জন্মান, ও সূক্ষ্ম-সূত্র-প্রলম্বিত তীক্ষ্ম অসির নিম্নে মস্তক রাখিয়া শায়িত থাকা উভয় একই। সুতরাং "তিনি অতিশয় শঙ্কিতচিত্ত হইলেন।" রাজা স্পষ্ট রূপে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ভিক্ষা কর? কি করিলে সন্তুষ্ট হইবে? এতৎ শ্রবণে নিহমীয়ার হৃদয়ে আরও অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহার একটী গুরুতর নিবেদন ছিল; উহা রাজদৃষ্টিতে অন্যায়াতিরিক্ত বা স্পর্দ্ধা-বিজৃম্ভিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারিত। পানপাত্রবাহক মহা বিপদে পড়িলেন। কি করিবেন? হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিলেন, দ্বার বন্ধ করিয়া নিভৃতপ্রদেশবাসী পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। তিনি আপনি বলেন, "আমি স্বর্গের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম।" একরূপ অবস্থায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা সামান্য হৃদয়ের কর্ম্ম নহে। কারণ কথা প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কতক্ষণের কর্ম্ম? বিশেষতঃ, সকলেই যখন একরূপ উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে এমন বোধ হয় তখন ঔৎসুক্য ও উৎসাহ একত্রিত হইয়া উক্ত যৎকিঞ্চিৎ সময়টুকুও অধিকার করিয়া লয়, প্রার্থনা করিবার সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু জাগরণ ও প্রার্থনায় নিহমীয়ার বিলক্ষণ অভ্যাস ছিল; একরূপ অবকাশের অধিকাংশই তিনি তদ্রূপেই যাপন করিতেন সন্দেহ নাই। এমন অবস্থায় তিনি যে তৎকালে মনে মনে অধিক কথা বলিতে পারিয়াছিলেন, একরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। বোধ হয়, কেবল এই কয়েকটি কথাই বলিয়াছিলেন, "প্রভো, এ সময় আমার প্রতি কৃপা কর।" কিন্তু এই দুই একটী কথা তিনি একরূপ একাগ্রতা, ঔৎসুক্য, এবং দৃঢ় বিশ্বাসসহ উচ্ছ্বসিত করিয়াছিলেন, যে সমগ্র রাত্রি ব্যাপিয়া ক্রমাগত চীৎকার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে, তাহা উহার ন্যায় সাক্ষাৎ সুফলপ্রসূ হয় কি না সন্দেহ। প্রত্যুত্তর-স্থলে রাজার সমক্ষে তিনি অতি সরলভাবে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। করিবামাত্রই অমনি আশীষ-বর্ষণ হইল! সহসা বাত্যা-বিলোড়ন-বিক্ষিপ্ত মেঘ মালার ন্যায় রাজার মুখমণ্ডল হইতে যাবতীয় অসন্তোষ ভাব বিদূরীত হইল। করুণাপূর্ব্বক তিনি নিহমীয়ার নিবে-

দনে কর্ণপাত করিলেন। এই রূপে নিহমীয়ার ও তাঁহার পৈতৃক নগর উদ্ধারের সদনুষ্ঠান অতি সুন্দর রূপে আয়োজিত হইল। তিনি বলেন, "এই রূপে রাজা প্রসন্ন হইয়া আমায় প্রেরণ করিলেন।" দেখ, হৃদয়ের একটী ক্ষুদ্রতম ক্রিয়া—একটী প্রার্থনার উচ্ছ্বাসমাত্র—সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ স্বরূপ পুণ্য নগরের উদ্ধার সম্পাদন করিল!

খ্রীষ্ট পরিচ্ছেদ পর্ব্ব।

এই একটী স্থির পর্ব্ব, অর্থাৎ প্রতিবার ইংরাজী বৎসরের প্রথম দিনে ইহা পালন করা হয়। খ্রীষ্টের জন্মের আট দিনের দিন এইটী পড়ে; এজন্য প্রাচীনকালে জন্মোৎসবের অষ্টাহ নাম প্রচলিত ছিল ও সেইরূপে উহা পালিত হইত। যেরোমের সেবা-গ্রন্থে (Service Book) এইরূপ দেখা যায়; তখন এখনকার ব্যবহৃত সুসমাচার খণ্ডগুলি নির্দিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু গলাতীয়দের ৩, ২৩ লিপিও ব্যবহৃত হইত। গ্রেগরীর (Gregory) সময়ে (৫৯০) সঙ্কলিত প্রার্থনায় পরিচ্ছেদের কোন উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু নিরূপিত আভাবে "পরিচ্ছেদ ও জন্মোৎসব" উভয় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শালস্বুরি সেবাগ্রন্থে (১০৮৫) এই দিনকে আধুনিক প্রার্থনা পুস্তকের ন্যায় পরিচ্ছেদ পর্ব্ব নাম দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐ দিনের উল্লেখ কেবল সুসমাচার ভিন্ন আর কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিচ্ছেদ পর্ব্ব যে ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে পালিত হইয়া আসিতেছে তাহার সন্দেহ নাই।

প্রাচীন কালে রোমীয় জাতিরা এই দিনে শনি দেবের পর্ব্ব পালন করিত, ও সেই উপলক্ষে অনেক অত্যাচার গর্হিত ও কদর্য্য আমোদ প্রমোদ হইত। এই কারণে কোন২ সময়ে অনেক স্থানে পরিচ্ছেদ পর্ব্ব পালনে বিষম বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠাতে, সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা একেবারে তাহার নিষেধ করিয়া দেন। অস্মদ্দেশে এই দিন বৎসরের প্রথম দিন বা "ছোট কিসমিস" বলিয়া অনেকে ধুমধাম করিয়া থাকেন ও অনেক অসঙ্গত কার্য্যও হইয়া থাকে; অধিকন্তু সভার আদেশ প্রকৃত রূপে পালন হয় না, বা একেবারে লঙ্ঘন হয়। সভাস্থ লোকদের পক্ষে আগমনের প্রথম রবিবারই খ্রীষ্টীয় বর্ষের আরম্ভ; অতএব সেই দিন বৎসরের প্রথম দিন বলিয়া পালন করা বিধেয়। ১ বৈশাখ, কর্ম্ম ও ব্যবসায়ের জন্য বৎসরের প্রথম দিন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এবং সেই দিন পালনে কোন হানি নাই; কিন্তু ইহা কিছু বিবেচনা সাপেক্ষ কেননা সেই দিনে আমাদের দেশে পৌত্তলিক বিষয় সম্বন্ধীয় নানাবিধ কার্য্য হইয়া থাকে।

যিহূদীদের আদি পুরুষ ও সকল বিশ্বাসীর পিতা আব্রাহামকে স্বয়ং ঈশ্বর এই পরিচ্ছেদ বিধান প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তিনি দৈবাদেশে স্বীয় পুত্র ইসহাককে অষ্টম দিনের দিন পরিচ্ছেদ করান।

সেই অবধি প্রত্যেক যিহুদী পিতা আপন বালককে ঐ বিধান দ্বারা স্বীয় মণ্ডলী-ভুক্ত করিতেন, ও ইহার ত্রুটী হইলে ঈশ্বরের কোপানলে তাঁহাকে পড়িতে হইত। (যাত্রা, ৪, ২৪।)

এ সংস্কারটীর গূঢ়ভাব এই যে মনুষ্য-মাত্রেই আদিম পাপজাত—সুতরাং অপবিত্র; অতএব সেই অশুদ্ধভাব দূর করিয়া সকল ইন্দ্রিয় সম্ভূত কার্য্য হইতে পৃথক থাকা মনুষ্য মাত্রের আবশ্যক। পরিচ্ছেদ সংস্কার দ্বারা সেই কার্য্যে যে আমরা নিযুক্ত আছি, ইহা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

খ্রীষ্টেতে স্ত্রী ও পুরুষ, যিহুদী বা ভিন্ন দেশীয়, সকলেই এক; সুতরাং জাতি বিশেষের নিমিত্তে পরিচ্ছেদ-বিধান লুপ্ত হইয়া গিয়া, সকলের পালনীয় জল-সংস্কারের আদেশ প্রভু-কর্তৃক প্রকাশিত হয়। যিহুদা দেশে আদিম খ্রীষ্ট মণ্ডলীভুক্ত প্রায় সকলেই যিহুদী ছিলেন, সুতরাং পূর্ব্ব প্রথানুসারে তাঁহারা যে শিশু সন্তানদিগকে জল সংস্কার দ্বারা মণ্ডলীতে গ্রহণ করিতেন, তাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তদ্ বিপরীত পদ্ধতি ঐশিক ইচ্ছানুযায়ী হইলে তদ্বিষয়ে কোন দৈবাদেশ নিশ্চয় থাকিত। মহাপ্রভু আব্রাহাম বংশজ, সুতরাং তিনি এই দিনেতে পরিচ্ছেদ লক্ষণ ধারণ করিয়াছিলেন; এবং মণ্ডলীর বিধান পালন করা যে অতি আবশ্যক ও শ্রেয়, ইহা তাঁহার অন্য অন্য কার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। এই দিনেই তিনি দিব্য দূত আদিষ্ট (মথি ১, ২১) পাপীর প্রীতিকর ও কর্ণতৃপ্তিকারী জগদ্বিখ্যাত যেশু (ঈশ ত্রাতা) নাম ধারণ করিয়াছিলেন। যেশু পাপীর ত্রাতা ও পাপীর বন্ধু; পাপ মোচনার্থে আর কোন নাম পৃথিবীতে নাই। হে মন! সেই মনোহর নাম হৃদয়ে ধারণ কর, কর্ণে শ্রবণ করিয়া পুলকিত হও, রসনায় উচ্চারণ করিয়া জীবন সার্থক কর! বাহ্য ভঙ্গি দ্বারাও যেশু নামের আদর ও সম্মান করিতে শাস্ত্রে আদেশ আছে, (ফিল, ২, ১০)। মণ্ডলীও নিয়ম করিয়াছেন, যথা—"ঈশ্বর সেবার সময়ে যেশু নাম উচ্চারিত হইলে ভক্তগণ বাহ্য ক্রিয়া ও ভাব দ্বারা ঐ নামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া নিজের আন্তরিক নম্রতা দেখাইবেন" (১৮ কানন)। অতএব প্রত্যেকেরই এই বিধি পালন করা নিতান্ত উচিত।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

(গত সংখ্যার ৬৮ পৃষ্ঠার পর)

২ অধ্যায়।

সাধু জেরোম দানিয়েল প্রবাচক সম্বন্ধে বলেন যে তিনি সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস বেত্তা রূপে পরিগণিত হইতে পারেন। দানিয়েল মনে করিতেন যে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ইতিহাসে এবং ইহার সার্ব্বজনিক ভবিষ্যৎ জয়ে পর্য্যবসিত হইবে। তিনি যে দুইটী দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে এই বিষয়টী লক্ষিত হয়। একটী দর্শন তল্লিখিত পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এবং আর একটী

দর্শন সপ্তম অধ্যায়ে সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। এই দর্শনদ্বয়ে চারিটী অর্থাৎ বাবিলোনীয়, মাদিয়-পারস্য, যুনানীয় এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের উপর্যুপরি উল্লেখ দেখা যায়, তাহার পরে যে পঞ্চম সাম্রাজ্যের সংস্থাপন হইবে, তাহা খ্রীষ্ট সমাজ রূপে অভিহিত হইবে। এই শেষোক্ত সাম্রাজ্য সার্ব্বজনিক হইবে, এবং ইহার বিনাশ কখনই হইবে না। (দানি, ২, ৩৫-৪৪ ; ৭, ১৪-২৭।) উক্ত চারিটী সাম্রাজ্য যে রূপে চালিত হউক না কেন, ঐশ্বরিক সত্যের বিরুদ্ধে উহাদের যতই ঐকমত্য থাকুক না কেন, পরিশেষে উহাদিগের দ্বারাই খ্রীষ্ট সমাজের উপকার সংসাধিত হইবে।

যেরূশালেম নগরীর ধ্বংস এবং বাবিলোনের দ্বারা যিহুদীগণের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি দ্বারা ঐশ্বরিক সত্য আরও অধিক বিস্তৃত, ব্যাপ্ত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সকল ঘটনায় ধর্ম্মপুস্তকান্তর্গত ভাববাণী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল, এবং খ্রীষ্ট ও তাঁহার সার্ব্বত্রিক মণ্ডলীর বিস্তৃতি সম্বন্ধে বিশ্বাসীবর্গের প্রত্যাশা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। যখন ঈশ্বর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তিন জন সাধু ব্যক্তিকে ও দানিয়েল প্রবাচককে আশ্চর্য্য রূপে রক্ষা করিলেন, তখন তাঁহাদের বিশ্বাসবিজয়ে অনেকের বিশ্বাস সম্বর্দ্ধিত হইল। অনেকে তাঁহাদের কার্য্যে ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। যিহুদীয়দের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়া ইব্রীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের বিস্তৃতির পক্ষে সাহায্যতা করিল। এই প্রকার বিস্তৃতিতে ধর্ম্ম পুস্তক বিপর্য্যয় করিবার সম্ভাবনাও অনেক কমিয়া গেল। সাধু অগষ্টিন বলেন যে এই রূপ বিস্তৃতি প্রযুক্ত বহু সংখ্যক যিহুদীয় লোক ধর্ম্ম-গ্রন্থের সংরক্ষক স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং এই প্রকারে মণ্ডলীর ভাবী মঙ্গলের সূত্রপাতও হইল। যখন ইব্রীয় মণ্ডলী বর্ত্তমান ছিল, এবং যখন মন্দির ধ্বংসের পর সাইরস রাজার আজ্ঞানুসারে ইহার পুনরুদ্ধার হয়, তখন তিনটী বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পৃথিবীর সর্ব্বাংশ হইতে যিহুদীয়েরা যেরূশালমেই সমাগত হইত। ইহাদের একত্রিত হইবার একটী ফল পঞ্চাশপর্ব্বে সমাগত প্রেরিতবর্গের কার্য্যে নিদর্শিত হয়। যিহুদীয়েরা পাপের চরম সীমাতে উপনীত হইলেও যেরূশালেমের মন্দির একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। সুতরাং বৎসর২ যে২ ভক্ত যিহুদীগণ যেরূশালেমে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তাহারাই আবার খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক হইয়া নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশপর্ব্বে যাঁহারা সাধু পিতরের মুখ বিনির্গত উপদেশ শ্রবণ করিয়া বাপ্তাইজিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কতক গুলি ভক্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কতক গুলি বাবিলোনের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, আর কতক গুলি পার্থিয়া, মিদিয়া, পারস্য, মেসোপতেমিয়া ইত্যাদি স্থান হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লোকদের যেরূশালেমে গমনাগমন দ্বারা খ্রীষ্টের সুসমাচার ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

সাপ্তাহিক (সাবাথ) বিশ্রাম দিনে

যিহূদীয় ভক্তগণ 'পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে একত্র সমাগত হইতেন। ইহাতেও খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইত। সেই দিন সুসমাচার প্রচারকগণ অনায়াসে শ্রোতৃবর্গ পাইয়া তাহাদের নিকট "মূসা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের" পুস্তকান্তর্গত নিগূঢ় বিষয় সমুদয় বুঝাইয়া দিতেন। (প্রের, ১২, ২৭ ; ১৫, ২১)।

দানিয়েল উল্লিখিত তৃতীয় পার্থিব সাম্রাজ্য দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশেষ সহায়তা হইল। আলেকজাণ্ডর সম্রাট এবং তাঁহার উত্তরাধিকারগণের বিজয়পতাকা এসিয়া ও আফ্রিকায় উড্ডীয়মান হইলে গ্রীক ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টের জন্মিবার দুই শত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে টলেমী ফিলাডেলফস নামক এক জন সম্রাট্ মূসা রচিত পাঁচ খানি পুস্তক গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করেন। যিহূদীয়েরাই এই গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন। সময় ক্রমে সমস্ত ইব্রীয় ধর্ম্ম-পুস্তক গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হইল। এই গ্রীক অনুবাদ "সেপটুয়াজিন্ট" অর্থাৎ ৭০ জনের অনুবাদ বলিয়া খ্যাত।

গ্রীক ভাষা এবং গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত সমস্ত পুরাতন নিয়মাবলির বিস্তৃত ও সর্ব্বত্র প্রচলনে গ্রীক্ ভাষায় লিখিত নূতন ধর্ম্ম নিয়মাবলি প্রচলিত হইবার বিশেষ সুবিধা হইল। গ্রীক ভাষা তৎকালে সভ্য জগতে সার্ব্বজনিক ভাষা বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছিল। সুপ্রসিদ্ধ রোমক বাগ্মী সিসেরো (Cicero) বলেন, "রোমীয় (লাটিন) ভাষা আপেক্ষিক ভাবে অতি অল্প স্থানে প্রচলিত ; কিন্তু গ্রীক্ ভাষা জানে না এমন লোক প্রায় কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।"

গ্রীক্ সাম্রাজ্য সেই সময়ে বাণিজ্য-প্রধান সাম্রাজ্য হওয়াতে এবং সমুদ্রে যাতায়াতের সুবিধা থাকাতে জাতীয় একতা যেমন গ্রীস দেশে তেমনই এসিয়া ও মিশর দেশে সমভাবে প্রবর্ত্তিত রহিল। বড় রাস্তা ঘাট রোম রাজ্যে বিদ্যমান থাকাতে ভিন্ন২ জাতিদিগের সমাগমের কোন অসুবিধা রহিল না। গ্রীস ও রোম অলক্ষিতভাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তারের পক্ষে সহায়তা করিতে লাগিল। যখন আমরা প্রেরিতদের ক্রিয়া নামক পুস্তকে সাধু পৌল ও সাধু লূকের মালটা ও ইটালীতে দুইটী আলেকজান্দ্রিয় জাহাজে আরোহী হইয়া আগমনের বার্ত্তা পাঠ করি, (প্রেরি, ২৭, ৬ ; ২৮) তখন আমাদের মনে স্বতঃ এই ভাবটী উদয় হয় যে করুণাময় পরমেশ্বর আপনার সুসমাচার ব্যাপ্তি সম্বন্ধীয় মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বণিকদের বুদ্ধি ও সাহস প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যদিও ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি সমস্ত বিশ্বমণ্ডলের যাহাতে মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা ও শক্তি ব্যবহার করিতে তিনি বিরত নহেন। পৃথিবীস্থ জাতিগণ আপনাদের উন্নতি সাধন করিতে যে প্রকারে যত্নবান্ হউক না কেন, তাহারা আপনাদের কল্পনায় যতদূর পর্য্যন্ত বিমোহিত থাকুক না কেন, মঙ্গলময় পরমেশ্বর সকলের মধ্য হইতে আপনার মহিমা প্রকাশ করিবেন, সকলের দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সাধিত করিবেন, সকল পার্থিব ঘটনাদ্বারা আপ-

নার অনন্ত ন্যায় রাজ্যের শোভা সম্বর্দ্ধিত করিবেন; পরিণামে মানবীয় উদ্দেশ্য ঐশিক উদ্দেশ্যের বশ্যতা স্বীকার করিবে। ইহার যে অন্যথা হইতে পারে না, ইতিহাস তদ্বিষয়ে জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ভিন্ন২ জাতিগণের কাছে খ্রীষ্টের প্রকাশ।

"এপিফনি" একটী স্থির পর্ব্ব, এবং জন্মোৎসবের দ্বাদশ দিনের দিন অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের ষষ্ঠ তারিখে পালন হইয়া থাকে। পরিচ্ছেদ পর্ব্ব অথাৎ প্রভুর নামকরণ দিন, যেমন এখন জন্মোৎসবের একটা অঙ্গের ন্যায় পালিত হয়, পূর্ব্বকালে এপিফেনি অর্থাৎ খ্রীষ্ট "প্রকাশন" বা "প্রদর্শন" দিন সেই রূপে পালিত হইত। আর্ম্মানি খ্রীষ্টীয়গণ এই দিবসে জন্মোৎসব পর্ব্ব পালন করিয়া থাকেন, এ জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে পূর্ব্বকালের ভক্তগণ এই দিনে জন্মোৎসব পর্ব্ব পালন করিতেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তবে এই দিন খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম দিন বলিয়া পালিত হইত; সুতরাং খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই দিন জন্মোৎসবের একটী অঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সাধু ক্রিসস্তম বলেন যে এই এক দিনে, কিন্তু ভিন্ন২ বৎসরে, তিনটী "প্রদর্শন" হইয়াছিল। আলোক বা তারা দ্বারা চালিত পূর্ব্বীয় বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রভুর দর্শনটী প্রধান, এবং ইহাকে "এপিফনি" বা দর্শন কহা যাইত। যেশুর বাপ্তিস্মে পবিত্র ত্রিত্বের "প্রকাশন" দ্বিতীয় বিষয় ও ইহাকে "থিয়ফনি" বা ঈশ-প্রদর্শন নাম দত্ত হইয়াছিল। কান্না নগরে বিবাহের ভোজে, জল দ্রাক্ষারস হইলে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও গৌরব প্রকাশিত হয়। এইটী গৃহ মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল সুতরাং ইহাকে "বেথফনি" বা গৃহে প্রকাশন বলা যাইত। কিন্তু কালক্রমে প্রথমোক্ত ভাবটী প্রবল হওয়াতে, পর্ব্বটী এপিফনি নামে খ্যাত হয় ও মণ্ডলীর পাশ্চাত্য বিভাগে চতুর্থ শতাব্দী হইতে পালিত হইয়া আসিতেছে।

যিহূদীয় ও ভিন্ন২ জাতিগণ অর্থাৎ আদমজাত সকলকে তরাইতে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অতএব প্রভুর জন্ম সংবাদ যিহূদিয় মেষ পালকদের নিকট দূত দ্বারা প্রকাশান্তর, পূর্ব্বাঞ্চল হইতে তারা দ্বারা চালিত হইয়া জ্যোতির্বিদ্‌গণ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। বিলিয়ামের (গণনা ২৪, ১৭) প্রবাচন বা অন্য কোন প্রকারে হউক তাঁহারা প্রথমে যিরূশালেমে ও তৎপরে বৈথলহমে গিয়া চর্ম্ম চক্ষে প্রভুকে দর্শন করত আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় পুরাবিদ্‌গণ বলেন যে, যে তিন ব্যক্তি প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা রাজবংশীয়, ও তাঁহাদের নাম, গাসপার, মানকর ও বেলথাজার।

কথিত আছে ইহাঁরা ঈশ্বর সেবার্থে আপনাদিগকে সমর্পণ করাতে সাধু থোমা কর্ত্তৃক বাপ্তিস্মিত হন ও প্রভুর

সুসমাচারের জন্যে আপনাদের প্রাণ সমর্পণ করেন।

প্রভু রাজা এই জন্য ইহাঁরা তাঁহাকে স্বর্ণ দান করিলেন, তিনি মহাযাজক ও সুগন্ধযুক্ত ধূনা স্বরূপ নিজ প্রার্থনা আমাদের জন্যে পিতার নিকট সর্ব্বদা অর্পণ করেন, এই ভাবও তাঁহারা প্রকাশ করিলেন ও গন্ধরস প্রদান করাতে প্রভুর প্রবাচক পদ বিলক্ষণ সূচিত হইতেছে।

আমরা আব্রাহাম জাতি যিহূদীয় নহি ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমরা আদম-বংশজ ভিন্ন জাতীয়, অতএব এই দিন আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন। ঐ তিন জন প্রথম ফল স্বরূপ হইয়া প্রথমে প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন। আমরা বা আমাদের পিতামাতা পূর্ব্বে ভ্রম অন্ধকারে ছিলাম, কিন্তুএখন আমরা জগতের জ্যোতির দর্শন পাইয়াছি। এখন আমরা যেন প্রভুর চরণে অবনত হইয়া তাঁহার সেবা করি ও আপনাদিগকে তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করি। স্বদেশীয়দের শারীরিক, মানসিক বিশেষতঃ পার-মার্থিক অভাব দূর করিতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত। তাহাদের ও আমাদের নিজের জন্য প্রার্থনা রূপ সুগন্ধ যেন উর্দ্ধে সতত যায়। যেরূপ গন্ধরস দ্বারা মৃত দেহ রক্ষা হয়, আমরা যেন পাপে জর্জ্জরিত শরীর উপবাস, প্রার্থনা ও শাসন দ্বারা প্রভুর বাসস্থান যোগ্য করিতে পারি! অতএব হে মন! দান, প্রার্থনা ও উপবাস দ্বারা প্রভুর বিশ্বস্ত দাসের কার্য্য সমাধা কর, এবং প্রভু তোমাকে শেষ দর্শন দিনে আপনার কাছে স্থান দিবেন। এপিফানির পর ছয় রবিবারের জন্যে ছয়টী সঙ্কলিত প্রার্থনা (Collect) লিপি ও সুসমাচার নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু সকল গুলি প্রতি বৎসর ব্যবহৃত হয় না।

বিবিধ বিষয়।

গত মাসের ৩ তারিখে ইংলণ্ডের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ক্যানটেরবরির আর্চ বিসপ ডাক্তর টেটের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জীবনীর কতক গুলি প্রধান২ ঘটনাবলির উল্লেখ মাত্র করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষ করা যাইবে।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বরে ডাক্তর টেট্ এডিনবরা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ক্রফোর্ড টেটের কনিষ্ঠ পুত্র। ক্রফোর্ড টেট্ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে স্থানীয় "হাই" স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাহার পর আর্চডিকন উইলিয়মের অধীনস্থ এডিনবরা আকাডেমী নামক একটী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্লাসগোয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রবিষ্ট হইলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়স্থ প্রসিদ্ধ বালিয়ল কালেজে অধ্যয়নার্থ গমন করিলেন। অতিশয় সুখ্যাতির সহিত অধ্যয়নকার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত উচ্চ শ্রেণীস্থ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলেন। উপর্য্যুপরি তিনি তত্রস্থ ছাত্র, সভ্য এবং শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যখন তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন "ট্রাক্টেরিয়ন" নামে অভিহিত কতক গুলিন বিদ্বান ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপনাদের কার্য্য, উপদেশ ও লেখা দ্বারা সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্দোলিত করিতে ছিলেন। তাহাতে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর সেবক (Deacon) পুরোহিত (Priest) এবং ধর্ম্মাবেক্ষকগণ (Bishop) বহুকাল ব্যাপী ঘোর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার উপক্রম করিলেন। ডাক্তর টেট্ কিন্তু "ট্রাক্টেরিয়ানদের" মতের অনুমোদন করিলেন না। তাঁহাদের সহিত তাঁহার অতি অল্পই সহানুভূতি ছিল। অক্সফোর্ড শিক্ষকদের মধ্যে যে চার জন উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ডাক্তর টেট্ তাঁহাদের মধ্যে এক জন। কিন্তু তাঁহার প্রতিকূলাচরণ ও প্রতিবাদ অতি স্পষ্ট ও নিঃসংশয়িতরূপে প্রকাশিত হইলেও এস্থলে বিশেষ রূপে বক্তব্য যে শিষ্টাচার, সৌজন্য ও ভদ্রতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে তিনি সর্ব্বদা অনিচ্ছুক হইতেন। তাঁহাদের মতের সহিত সহানুভূতি ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহাদের অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যে একটী প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে তাঁহার এরূপ সহৃদয় ভাব বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া রোম মণ্ডলী ভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিতও তাঁহার বন্ধুতা অবিচ্ছিন্ন ছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তর আর্নল্ডের মৃত্যু হইলে তিনি বিখ্যাত রগবী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ডাক্তর আর্নল্ডের উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহার কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করা সামান্য ব্যাপার নহে। ইহা বলিলেই ডাক্তর টেটের কার্য্যদক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া যাইবে যে তাঁহার আট বৎসর ধরিয়া প্রধান শিক্ষকের কার্য্য সমাপ্ত হইলে উক্ত বিদ্যালয়ের অবনত অবস্থা ঘটে নাই। উদার নীতিক গভর্ণমেন্টের প্রধান সচীব রসেল সাহেব ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে কার্লাইলের "ডিনের" পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি সাতিশয় দক্ষতা, পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার পূর্ব্বক উক্ত পদোচিত কার্য্য করেন। সেই সময় তাঁহার একটী অত্যন্ত পারিবারিক দুঃখ ঘটে, তাহাতে ইংলণ্ডীয় সর্ব্ব শ্রেণীস্থ লোক তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাক্তর ব্লুমফিল্ড অবসর গ্রহণ করিলে পর ডাক্তর টেট্ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে লণ্ডনের বিসপ পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। অক্সফোর্ডে আসিয়া অনেক বিষয়ে তাঁহার মত প্রশস্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু যে সকল সঙ্কীর্ণ ভাব স্কটলণ্ডে তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার দ্বারা তিনি অনেক বার আপনাকে চালিত হইতে দিয়াছিলেন। কতক গুলি বাল্যকালীন কুসংস্কার থাকিলেও ব্যক্তিগত সাধুতা ও বিশ্বাস থাকাতে তিনি অন্যেতে এই সকল গুণ প্রতিভাত দেখিলে তাহার আদর করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

লণ্ডনের বিসপ্ হইয়া তিনি অনেক উত্তম কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকল কার্য্যই যে বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের সংস্কার এই যে তিনি কুসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে সকল সময়ে কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই। এটী সপ্রমাণিত করিবার নিমিত্ত উদাহরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কান্টেরবরির আর্চ বিসপ্ পদে নিযুক্ত হন। এই অত্যুচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি যে কোন বিশেষ স্মরণীয় কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু একটী কার্য্যের উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক বোধ হইতেছে। তিনি সর্ব্ব প্রথমে বিশাল ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর ভিন্ন২ শাখা প্রশাখা একতাসূত্রে বন্ধন করিবার নিমিত্ত ল্যাম্বেথে সাধারণ বিসপ সমিতির সূত্রপাত করেন। ইহাতে মণ্ডলীর যে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ডাক্তার টেট্ প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি ভাল বক্তাও ছিলেন না। ইংলণ্ডীয় আর্চ বিসপদের মধ্যে তিনি কোন আসন অধিকার করিবেন, তাহা ভবিষ্যতে নির্ণীত হইবে। কিন্তু এক্ষণে, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহাতে যে সকল উত্তম২ গুণের সমাবেশ ছিল, তাহা সচরাচর দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হয় না। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর যখন কাহাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন, তখন তিনিই উক্ত পদোচিত দক্ষতা ও প্রসাদ প্রদান করেন। পরলোকগত মহাত্মা আর্চ বিসপ সম্বন্ধেও যে এরূপ হইয়াছিল তাহার সন্দেহ কি?

আমরা কৃষ্ণনগরস্থ জনৈক সংবাদদাতার পত্রখানি সন্তোষের সহিত সন্নিবেশিত করিতেছি।—

বিগত ১২ই নবেম্বর, কৃষ্ণনগর অন্তঃপাতী "রাণাবন্দ" নামক গ্রামের নব নির্ম্মিত ভজনালয়ে এখন উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। রাণাবন্দ চাপড়া ও কাপাসডাঙ্গার মধ্য স্থলে অবস্থিত; লোক সংখ্যা (পরপারবর্ত্তী সিকড়া গ্রাম লইয়া) প্রায় দুই শত। ভূতপূর্ব্ব ভন মহাশয় ইহাকে "মিসন ক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকারময় স্থান" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিকই আমাদের দীনহীন রাণাবন্দবাসিগণ নিতান্ত অশিক্ষিত; ও তাহাদের অধিকাংশের আচার ব্যবহার প্রায়ই মুসলমানদের ন্যায় ছিল।

রাণাবন্দের জন্য কোন সদুপায় করিতে ভন মহাশয়ের প্রগাঢ় আন্তরিক যত্ন ছিল। তিনি এই নব-নির্ম্মিত ভজনালয়ের ভিত্তি মূল সংস্থাপন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে; কিন্তু এতদুদ্দেশে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ, ভূমিক্রয় ও স্থান প্রভৃতি চিহ্নিত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পুরোহিতের মাসিক পরিদর্শন সময়ে রাণাবন্দে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহনের জন্য তিনি একটী ক্ষুদ্র বিশ্রাম গৃহও তথায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

উপাসনালয়টী অতি পরিপাটি ও দেখিতে সুন্দর। একটি উন্নত ভূখণ্ডের

উপর নির্ম্মিত ; যেন শিরোন্নত করিয়া আপনার চতুর্দ্দিকস্থ তৃণাচ্ছাদিত কুটীর গুলির প্রতি দৃকপাত করিতেছে। ইহাতে প্রায় এক শত কুড়ি জন লোক বসিতে পারে। গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জা সামান্য অথচ সুশোভন। ইংলণ্ড নিবাসিনী এক জন মিশনহিতৈষিণী কুমারীর করাঙ্কিত, বিবিধ বর্ণে অলঙ্কৃত শাস্ত্রীয় বচনে দেওয়াল গুলি কেমন সুশোভিত!

প্রথম উপাসনা সময়ে গৃহটী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল· গীত ও আরাধনায় বিলক্ষণ আন্তরিক অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। প্রাতঃকালে বল্লভপুর বাসী পাদ্রি কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন ; মূলবচন "ইহা ঈশ্বরের গৃহ ; ইহাই স্বর্গের দ্বার।" বক্তৃতার পর পুণ্য সম্ভাগ সম্পাদিত হয়। অপরাহ্নে মিশনাধ্যক্ষ রেভেরেণ্ড এ ক্লিফোর্ড একটী উপদেশ দেন।

পর দিবসে রাণাবন্দ, শিকড়া ও ভাতগাছী গ্রামের বহুসংখ্যক লোক একত্র মিলিয়া, উপাসনালয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে একটী মহা ভোজে উপস্থিত হন। এই বহু সংখ্যক আগন্তুকগণের সেবা শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যায় স্থানীয় উপদেশক শ্রীযুক্ত বাবু দানিয়েল বিশ্বাস যে আগ্রহ ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্তির যোগ্য সন্দেহ নাই।

ভরসা করি, কলিকাতার বিশপ্ যখন আমাদের মিশন সমূহে পুনঃপদার্পণ করিবেন, তখন এই মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবেন।

আমরা যদি ঈশ্বরকে আপনাদের হৃদয়ে ধারণ করি, তাহা হইলে সংসারের সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ অন্য রূপ ধারণ করিবে। যাহারা প্রভু যেশু খ্রীষ্টের মুকুটস্থিত কণ্টকে, ভূষিত হয়, তাহাদের পক্ষে সংসারের অন্য কোন কণ্টক কণ্টক বলিয়াই বোধ হয় না।

এই পৃথিবী পরীক্ষায় পরিপূর্ণ। যে দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই পাপের ভীষণ প্রলোভন। ঈশ্বরভক্ত সাধু কি করিবেন ? তিনি আপনার চক্ষু মুদ্রিত ও কর্ণ রুদ্ধ করিবেন। তিনি আপনার নিজের নহে ; পরন্তু বহু মূল্যে ক্রীত হইয়াছেন।

সাধু আনসেলম বলেন "তোমার বিশ্বাস যে খ্রীষ্টের মৃত্যু দ্বারাই তুমি মুক্তি পাইতে পার। তবে যত দিন জীবন থাকে তাঁহারই মৃত্যুতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর, আর কিছুতে ভরসা স্থাপন করিও না। এই মৃত্যু তোমার আবরণ স্বরূপ, এই মৃত্যু তোমার ভূষণ হউক।"

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড।] ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩। [সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

শোভা বাজারের রাজাদের হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করিয়া পাদরী হেষ্টী সাহেব হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে ষ্টেট্‌সম্যান পত্রে কিছু লিখিয়াছিলেন। হেষ্টী সাহেবের বিদ্যাবত্তা ও যোগ্যতাসম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের বোধ হয়, তিনি যে তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা যদি শান্তভাবে ও রুষ্ট না হইয়া করিতেন তাহা হইলেই ভাল হইত। সে যাহা হউক, বঙ্কিম বাবু তাহার প্রতিবাদ করিয়া যে কতকগুলিন পত্র লিখেন তাহার বিষয় দুই এক কথা বলা আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। বঙ্কিম বাবু প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে ইউরোপীয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা কোন কাজেরই নহে। তাঁহারা ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রাদি ভাল করিয়া বুঝেন না, তাহার গূঢ় অর্থ পরিগ্রহ করিতে তাঁহারা সমর্থ হন না। এতদ্দেশীয় লোকেরা খুব ভাল করিয়া সংস্কৃত ও অন্যান্য শাস্ত্র অভ্যাস করিলে যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিবেন, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহা ভবিষ্যতে হইতে পারে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অহংকার করা অর্ব্বাচীনের কার্য্য। জিজ্ঞাসা করি, দেশীয় পণ্ডিতেরা হিন্দুধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য কি করিয়াছেন? সব ত আমরা ইউরোপ হইতেই পাইয়া থাকি। হিন্দুধর্ম্মের কথাই বল, আর মুসলমান অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথাই বল, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া সেই২ ধর্ম্মের কথা আমাদিগকে বুঝাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে শত২ শিক্ষিত ভারতবাসী আপনাদের ধর্ম্ম বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ থাকিত। আমরা যে

কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া উপকৃত হইয়াছি, তাহা নয়, কিন্তু, যদি আমাদের দেশীয় লোকদের কৃতজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিবেন, যে, ভিন্ন২ ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞানালোক ইউরোপ হইতেই আসিয়াছে। যে ভারতবাসী সার উইলিয়ম জোন্‌স, কোলব্রুক, ব্যালানটাইন, উইলসন মক্ষমুলর, মনিয়র উইলিয়মস্‌, জন মিউর এবং অধ্যাপক ওয়েবের ন্যায় পণ্ডিতবর্গের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে শিক্ষা করেন নাই, তাঁহার সহিত তর্ক করা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমরা আর একটী কথা বলা বিহিত বোধ করি। কোন প্রাচীন গ্রন্থের অর্থ আধুনিক সংস্কার ও বিশ্বাস দ্বারা ব্যাখ্যা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি বাইবেলের নূতন নিয়মের ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে তৎ লেখকগণ যে ভাষায় লিখিয়াছিলেন, সেই সময় সেই ভাষান্তর্গত শব্দ সমূহের কি কি অর্থ ছিল, তাহাই নির্দ্ধারিত করিবার চেষ্টা করা যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত। তদানীন্তন পদ ও শব্দ সমূহে আধুনিক ভাব ও অর্থ সংযোজন করিলে প্রকৃত ভাব নির্ণীত হইতে পারেনা। বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদে অনেকগুলিন ইংরাজী শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, যাহা তদানীন্তন অন্যান্য ইংরেজ গ্রন্থকারদের ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থাদির অর্থ পরিগ্রহ করিতে গেলে, গ্রন্থকারদের কি অর্থ ও হৃদয়গত ভাব ছিল, তাহা আবিষ্কৃত করিতে হইবে। একটী দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের ভাব পরিস্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। যদি আমাদের দেশের প্রাচীন সর্ব্বেশ্বরবাদ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে আধুনিক পাশ্চাত্য সর্ব্বেশ্বরবাদ বিষয়ক ভাব বিবর্জ্জিত না হইলে ভ্রান্তি হইবার অনেক সম্ভাবনা। আমাদের সংস্কার এই যে, এ বিষয়ে এ দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেক ভুল করিয়া থাকেন। স্পিনোজার (Spinoza) সর্ব্বেশ্বরবাদ (Pantheism) দ্বারা আমাদের পূর্ব্বগত সর্ব্বেশ্বরবাদ বুঝিবার চেষ্টা করা যে বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা রেভরেণ্ড শাস্ত্রী গোরে সম্প্রতি কতক গুলি বক্তৃতা দ্বারা বিশেষ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকারগণের কি বিশ্বাস ছিল, তাহা বুঝিতে গেলে বর্ত্তমান ইউরোপীয় দার্শনিক ও শাস্ত্রবাদের সাহায্য না লইলেই ভাল। যাঁহারা এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে যান, তাঁহাদিগের এই বিষয়টি স্মরণ করা বিশেষ রূপে কর্ত্তব্য।

পরনিন্দা।

পরনিন্দা হইতে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয় তাহা বোধ হয়, আমাদের পাঠক মাত্রেই জানেন। পরনিন্দা হইতে সংসার ও সমাজের যে রূপ ক্ষতি হয়, তেমন ক্ষতি বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। পুরাকালে

এক রাজর্ষি ছিলেন, তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বসিত আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা এক্ষণে আধ্যাত্মিক সংসারের সম্পত্তি স্বরূপ হইয়াছে। যিনি সম্পদ ও বিপদে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের সেবাতে নিযুক্ত থাকিতেন, অপরের ওষ্ঠ বিনিঃসৃত পরনিন্দা ও অসূয়াবাদ লক্ষ্য করিয়া তিনি পর্যন্ত "কালসর্পের বিষ" হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বর সমীপে অনবরত প্রার্থনা করিতেন। পরনিন্দারূপ কাল সর্পের বিষ জগতে যে কত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যত প্রকার চৌর্য্য বৃত্তি আছে, পরের নিন্দা করা, পরের সুখ্যাতি হরণ করা, অন্যের অপযশ ঘোষণা করিবার চেষ্টার ন্যায় জঘন্য অপহরণ বৃত্তি আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পরনিন্দার বিষময় ফল ফলিবেই ফলিবে।

নিন্দুকের মুখ বন্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার দ্বারা যে নিন্দা ও মিথ্যা কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নিবারণ করিবে কে? তাহা নিন্দুক ও নিন্দিত ব্যক্তির হাত অতিক্রম করিয়াছে। কথিত আছে প্রাচীন কালে যুদ্ধ বিগ্রহের সময় গ্রীক বহ্নি জলের মধ্যে থাকিয়াও নির্ব্বাপিত হইত না। পরনিন্দাও সেই প্রকার। হিংস্রক বন্য জন্তুকে করায়ত্ত করা যাইতে পারে, গঙ্গার প্রবল স্রোত সংরুদ্ধ করিতে পারা যায়, কিন্তু যে হিংসা ও দ্বেষসম্ভূত নিন্দা কথা বলা হইয়াছে, তাহা এক মুখ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যের কর্ণে প্রবেশ করে, এবং এই প্রকারে ইহার ভয়ানক ব্যাপ্তি হইতে থাকে। তখন নিন্দুকের মুখ বিনিঃসৃত নিষ্ঠুর কথা বিষযুক্ত ফলের বীজ রোপন করিতে থাকে। যাহারা ধর্ম্মের ভাণ করে তাহাদের পক্ষে পরনিন্দা একটী অস্বাভাবিক দোষ বলিতে হইবে। ইহা স্বভাবের বিরুদ্ধ এবং যাহা স্বভাবের বিরুদ্ধ, তাহাই মন্দ। মন্দ অস্বাভাবিক বলিয়াই মন্দ। যে দ্রাক্ষা লতায় ডুম্বুর ফলে, যে চক্ষু নীল, পীত বর্ণ দেখে, বোধ হয়, সে দ্রাক্ষালতা, সে চক্ষু প্রকৃতিস্থ নহে। আমরা সচরাচর অস্বাভাবিক মাতা, অস্বাভাবিক পুত্র, অস্বাভাবিক কার্য্য ঘৃণার যোগ্য বলিয়া মনে করি। নৈতিক মন্দ বাস্তবিক স্বাভাবিক নহে। খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে মনুষ্যদিগকে প্রকৃতিস্থ করিতে আসিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা পরিপূর্ণ স্বভাব অতিক্রম করিয়া ঐশিক ইচ্ছানুযায়ী স্বভাবের সহভাগী যাহাতে হই, তজ্জন্য খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে আসিলেন। স্বভাবের অণুমাত্র ধ্বংস না হইয়া যাহাতে স্বভাব প্রকৃতিস্থ হয়, ইহাই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের আরাধনা করা, মনুষ্যের অভ্যন্তরে ঐশিক ভাব বিশিষ্ট বস্তুর আদর করা সকলের কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদিগকে জিহ্বা দিয়াছেন যেন তাহা দ্বারা আমরা সকলকে আশীর্ব্বাদ করি, সকলের স্তুতিবাদ করি। যাহারা পরনিন্দা করে, তাহারা আপনাদের স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করে, তাহারা সম্পূর্ণ রূপ শয়তানের সদৃশ হয়। শয়তানের প্রকৃত অর্থ পরীক্ষক ও নিন্দুক। যাহারা পরনিন্দায় রত তাহারা কাহার বংশোদ্ভব তাহা সহজে বলা যাইতে পারে।

ভালকে মন্দ বলা এবং মন্দকে ভাল

বলা—ঐশ্বরিক বস্তুকে শয়তানিক বিবেচনা করা—ইহা অপেক্ষা আর গর্হিত অবৈধ বিষয় কি আছে? যদি নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে প্রাণ নাশের আশঙ্কা করিয়া সতর্ক থাকা আমাদের কর্ত্তব্য। এই কু অভ্যাস ও কুপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া মানুষের এমন অবস্থা দাঁড়াইতে পারে যে বিশ্বজনীন ঘৃণায় ও সন্দেহে তাহার হৃদয় পরিপূরিত হওয়াতে নরকের প্রতিকৃতি বিলক্ষণ রূপে তাহার অন্তরে প্রতিভাত হয়। মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছে অতএব মনুষ্যের নিন্দা করা ও ঈশ্বরের নিন্দা করা একই। মনুষ্যে যাহা ভাল আছে তাহার শ্রদ্ধা করা ও পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে শ্রদ্ধা করা একই। প্রীতিই নিন্দার ঔষধ। ভাল যেখানেই প্রকাশিত হউক না তাহার আদর করিতে ঔদাস্য প্রকাশ করিও না। যদ্যপি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিতে চাও, যদ্যপি সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বাসনা কর, যদ্যপি ঈশ্বরের আরাধনায় আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিতে স্পৃহা থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট মনুষ্যের আদর করিতে শিক্ষা কর। দৃশ্য মনুষ্যকে যদি ভাল বাসিতে না পারিলাম, তাহা হইলে অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে পারিব কি রূপে? এ বিষয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা যেন না হয়, ইহার জন্য সতত আত্ম পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

মহম্মদ্ ও মুসলমান ধর্ম্ম।

(৫১ পৃষ্ঠার পর)

ইদানীং অস্মদ্দেশীয় নববৈধানিকগণ যেমন বলেন যে ভিন্ন২ যুগের উপযোগী ভিন্ন২ ধর্ম্ম-বিধান হইয়া গিয়াছে, তেমনি মহম্মদও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্বে, আদম, নোহ, ইব্রাহিম, মুসা এবং ঈশা (অর্থাৎ যেশু খ্রীষ্ট) এই পাঁচ ভবিষ্যদ্বক্তা (পৈগম্বর) দ্বারা আনীত পাঁচ ধর্ম্ম-বিধান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মবিধান যে অন্যান্য ধর্ম্ম বিধান অতিক্রম করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ (অতএব সর্ব্ব-জন-মান্য) বিধান হইয়া বিরাজ করিবে, সে বিষয়ে তিনি অণুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। মহম্মদের ধর্ম্ম-বিধানের নাম ইস্‌লাম্। ইস্‌লাম সম্বন্ধে কোরাণ, কিম্বদন্তীমালা এবং চারি প্রধান ইমামের ব্যবস্থা-সার, এই তিন প্রধান গ্রন্থ আছে। আমরা এক্ষণে কোরাণকে যে অবস্থায় দেখিতে পাই, মহম্মদ্ উহাকে সেই অবস্থায় লিখিয়া যান নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাহাতে অনেক বিষয় যোগ করিয়াছেন এবং অনেক বিষয় বাদ দিয়াছেন। কোরাণের বিষয়ে মহম্মদ এই শিক্ষা দেন যে ইহা ঈশ্বরের বাণী, এবং তিনি স্বয়ং বিশ্বাসীগণের আদর্শ, অর্থাৎ কোরাণে ঈশ্বরের যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে, কিরূপে সেই অভিপ্রায়ানুসারে ইস্‌লাম্‌বাদিগণের চলি-

তে হইবে, ঈশ্বর মহম্মদকে মনোনীত করিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। কোরাণে ১১৪ টী অধ্যায় আছে। গাভী, ইম্‌রাণের পরিবার, স্ত্রীলোক, লুণ্ঠনদ্রব্য, য়ুষফ, ইব্রাহিম, নিশাযাত্রা, গিরি-গহ্বর, বিবাহ-ভঙ্গ, পুনরুত্থান, ইত্যাদি অধ্যায়ের নাম সকল পাঠ করিলেই কোরাণে যে কত প্রকার বিষয় লেখা আছে, তাহা বোধ হইবে। কোন২ অধ্যায় কবিকল্পনায় পূর্ণ, কোন২ অধ্যায় বা বিষয়বর্ণনা ঘটিত, কোথাও বা পুরাতন ধর্ম্মনিয়ম হইতে উদ্ধৃত পদ সমষ্ঠি, কোথাও বা উদার ভক্তিরস, কোথাও বা ঈশ্বরস্তোত্র এবং অধিকাংশ স্থানেই মহম্মদের প্রাধান্যের বিষয়; সমস্তই অতি স্থললিত আরব্য ভাষায় লিখিত। এই রূপ এক প্রবাদ আছে যে, আরব দেশের এক প্রধান কবি মক্কার মন্দির সমক্ষে কোরাণ হইতে উদ্ধৃত, খোদিত এক পদ পাঠ করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ও লালিত্যে এত মুগ্ধ হয়েন যে তৎক্ষণাৎ তিনি কোরাণ ও মুসলমান ধর্ম্ম ঐশ্বরিক বলিয়া স্বীকার করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিম্বদন্তী মালায় মহম্মদের জীবন চরিত ও তাঁহার কথাবার্ত্তা সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকটিত আছে। এই সকল কিম্বদন্তী কোন্ সময়ে অথবা কোথা হইতে আসিল, তাহা ঠিক্ করা অতি দুরূহ। এক দেশের কিম্বদন্তী মালা অপর দেশের কিম্বদন্তী মালা হইতে অনেক প্রভেদ। কোন কোন কিম্বদন্তী প্রকৃত ঘটনা হইতে এত ভিন্ন যে সে সকল শুনিলে সকলেরই হাস্যের উদয় হয়। বাঙ্গালা দেশের কোন২ স্থানে একটী প্রবাদ আছে যে, মহম্মদ এক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। এই দুই গ্রন্থ ব্যতীত মৃত্যু, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, পরকাল প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে সকল দেশের মুসলমান-দিগের মধ্যেই অনেক গ্রন্থ আছে।

ইস্‌লাম ধর্ম্মে **ঈমান** অর্থাৎ বিশ্বাস ও ধর্ম্ম-শিক্ষা এবং **দিন** অর্থাৎ কার্য্য, এই এই উভয়ই আবশ্যক বলিয়া গণ্য হয়। "প্রকৃত ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই; মহম্মদ সেই ঈশ্বরের মনোনীত অনুচর" ইহাই মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান ঈমান।

"ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহার কার্য্য সকল দেখিয়াই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝা যায়; স্বভাবে যাহা কিছু ঘটিতেছে সকলই তাঁহার আজ্ঞামতে ঘটিতেছে; তাঁহার ইচ্ছা ও আজ্ঞার বিপরীতগামী হওয়া মূর্খতার কর্ম্ম," এই ঈমানানুসারে মুসলমানেরা, আরও কোন২ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায়, কপালের দোহাই দিয়া থাকে। "যে সকল অবিশ্বাসী ঈশ্বরের পথ হইতে মনুষ্যগণকে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা পায়, তাহারা সৎকার্য্যের নিমিত্তও ঈশ্বরের নিকট পুরস্কার পাইবে না। কিন্তু বিশ্বাসীগণ যদি ধর্ম্মাচরণ করে এবং মহম্মদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শিক্ষায় বিশ্বাস করে (কারণ সেই শিক্ষা সত্যময় ও ঐশ্বরিক), তবে তাহাদিগের মন্দ কার্য্য সকল মোচিত হইবে, এবং তাহাদিগের অন্তঃকরণ সৎপথে স্থির থাকিবে। অবিশ্বাসীগণকে দেখিলেই তোমরা তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিবে, অথবা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া, হয় তৎপরে

তাহাদিগকে একেবারে মুক্ত করিবে, অথবা মুক্ত করিবার পূর্ব্বে মোচনের মূল্যস্বরূপ প্রচুর অর্থ আদায় করিবে। এই রূপ করিতে২ অবিশ্বাসীদল তোমাদের নিকট পরাস্ত হইবে" (কোরাণ ১৪ অধ্যায়), ইহাও কোরাণোক্ত এক প্রধান ইমাম্।

দিন্ অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে চারিটী বিষয় বিশেষ আবশ্যক। ১ম, প্রার্থনা; ২য়, দান; ৩য়, উপবাস; এবং ৪র্থ, মক্কায় তীর্থ যাত্রা। আরবের বহির্ভাগে দেশ দেশান্তরে গিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচলিত হইবে, এই কথা মহম্মদ ভাবিলে, মক্কায় তীর্থ-যাত্রা বিশ্বাসীগণের এক প্রধান কার্য্য এরূপ মত কখনই প্রকাশ করিতেন না। প্রত্যহ পাঁচ বার করিয়া প্রার্থনা করা মুসলমানদিগের নিয়ম। অধিকাংশ মুসলমানই এই নিয়ম পালন অভ্যাস করিয়াছে। "প্রাণিগণের অধীশ্বর ও বিচার দিনের অধিপতি, ওহে সর্ব্ব দয়াময় পরমেশ্বর আমরা তোমার স্তুতিবাদ করিতেছি; তোমাকে পূজা করিতেছি এবং তোমার নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করিতেছি। আমাদিগকে সত্য পথে লইয়া যাও। যাহাদিগের উপর তুমি ক্রুদ্ধ অথবা যাহারা বিপথগামী, তাহাদিগের পথে আমাদিগকে লইয়া যাইও না,"—ইহা মুসলমানদিগের একটী সাধারণ প্রার্থনা।

এক ঈশ্বরে বিশ্বাস যে মুসলমান ধর্ম্মের কেবল একমাত্র ইমান্ তাহা নহে। স্বর্গীয় দূতগণে, কোরাণে, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণে (বিশেষতঃ মহম্মদে), মৃত্যুর পর শরীরের পুনরুত্থানে, বিচার দিনে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা বাক্য সকলে বিশ্বাসও ইস্লামের ইমান্। কোরাণে চারি জন প্রধান স্বর্গীয় দূতের কথা লেখা আছে;—গেব্রিয়েল মনুষ্যগণের নিকট ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রকাশক, মাইকেল য়িহুদিগণের বন্ধু, আজ্রেল 'যমদূত', এবং ইজ্রাজিল্ বিচার দিনের তূরী বাদ্যকর। দৈত্য দলের ও জিনি নামক এক প্রকার গন্ধর্ব্ব দলের বিষয়ও কোরাণে লিখিত আছে। প্রধান দৈত্যের নাম ইব্লিস্।

কোরাণে চারিটী বিবাহ ও যত গুলিন হউক উপবিবাহের ব্যবস্থা আছে। মুসলমানদিগের পক্ষে বিবাহ করাও যেমন সহজ, বিবাহ ভঙ্গ করাও তেমনি সহজ। কোন বিবাহিতা স্ত্রীকে তাহার স্বামী যদ্যপি রাগান্বিত হইয়া "তোমার সহিত আমার বিবাহ ভঙ্গ হইল" এই মাত্র বলে, তাহা হইলেই সে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইল। স্ত্রী পুরুষের দাসীর ন্যায় থাকিবে, ইহাই কোরাণের বিধি। আমাদিগের দেশে যে অন্তঃপুর কারাবাসের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে মুসলমান্ ধর্ম্মের পাশবত্বই তাহার মূল। কিন্তু, স্ত্রীলোকদিগের আত্মা নাই মুসলমানেরা যে এমন কথা মানিয়া থাকে, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক।

মদ্যপান, শূকর মাংস ভক্ষণ, অক্ষক্রীড়া এবং কুসীদ গ্রহণ, মুসলমান্ ধর্ম্মে পাপ বলিয়া গণ্য হয়। শুক্রবার আদমের সৃষ্টির দিন, একারণ ঐ বার মুসলমান্দিগকে পবিত্র ভাবে পালন করিতে হয়। উন্মাদ লোকদিগকে মুসলমানেরা সাধু এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া মনে করে, এবং উহাদিগের মধ্যে যে সহস্র২ সাধুলোকের হিসাব পাওয়া

যায়, তাহাদিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকেরই স্নায়ু যন্ত্র একবারে বিকৃত ছিল।

স্বর্গের সুখ ও নরকের দুঃখের বিষয় কোরাণে অনেক কথা লিখিত আছে। বিশ্বাসিগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম সেও শেষ বিচারের পর অশীতি সহস্র ভৃত্য এবং দ্বিসপ্ততি স্বর্গীয়া কামিনীর সেবা ভোগ করিবে। এই সকল স্বর্গীয়া স্ত্রী ভিন্ন পৃথিবীতে তাহার যে সকল স্ত্রী ছিল তাহারাও আবার স্বর্গে তাহাদিগের স্বামীর সেবায় রত থাকিবে। কিন্তু এই প্রকার শারীরিক সুখের বিষয় বর্ণনা থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বিশ্বাসিগণ দুই সন্ধ্যা সর্ব্বশক্তিমানের মুখাবলোকন করিবে, ইহাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় সুখ, ইহাও কোরাণের মত।

মুসলমানেরা শিয়া ও সুন্নি এই দুই দলে বিভক্ত। যে সকল মুসলমান্ কোরাণ মানিয়া থাকে, কিন্তু কিম্বদন্তী মালা অগ্রাহ্য করে, তাহারা শিয়া অর্থাৎ ধর্ম্মভ্রষ্ট নামে খ্যাত। আর যে সকল মুসলমান কোরাণ এবং কিম্বদন্তী মালা সমতুল্য ভাবে মান্য করে, তাহারা স্নুন্ন অর্থাৎ কিম্বদন্তীবাদী বলিয়া খ্যাত।

মুসলমানদিগের মতে রাজ্য ও ধর্ম্ম সমাজ, একই অনুষ্ঠান। অতএব কোন ধর্ম্ম-বিপ্লব ঘটিলেই তাহাদিগের মধ্যে রাজ্য বিপ্লবও ঘটিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়োহাবিনামক এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়। আবদুল্ য়োহাব নামে একজন শিক্ষিত পণ্ডিতের পুত্র মহম্মদ, কোরাণের গল্প সমস্ত অলীক বলিয়া প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহার শিষ্য সংখ্যা অধিক হওয়াতে আরবে এক ঘোর রাজ্য বিপ্লব উপস্থিত হইল। অনেক দিন পরে মিসরাধিপতি মহম্মদ আলিপাষা য়োহাবিদিগকে পরাস্ত করিয়া এই সম্প্রদায়কে নিস্তেজ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

অশ্রুপাত।

অশ্রুপাত করা কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় আমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। কাঁদেন নাই এমন ব্যক্তি কে আছে? পরন্তু চক্ষের জল প্রায় সকলেরই কাছে অতি মনোহর আকার ধারণ করে। দুর্ব্বলতার পরাকাষ্ঠা হইয়াও ইহা অতি আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ করে। ইহার বাস্তবিক ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে। দুর্ব্বলতার সীমান্তে স্থাপিত হইয়া ইহা যে রূপ অসীম বলের আধার, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। চক্ষের জল দুঃখ ও খেদ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় সকলেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করে। নীরব হইলেও ইহার বাগ্মিতা প্রতিবোধ করিতে পারে কাহার সাধ্য? যখন ইহা আমাদের সমক্ষ হয়, তখন আমাদিগকে পরাজয় ও পদ দলিত করিতে পারে কে?

কেমন করিয়া চক্ষের জল পতিত হয়, তাহা সংক্ষেপে দেখা যাউক। আমাদের শরীরের মধ্যে যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে চক্ষু সর্ব্বাপেক্ষা কোমল পদার্থ। অস্থি-নির্ম্মিত কোটর অথবা আধারে স্থাপিত হইয়া ইহা আ-

পনার নিরূপিত ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে। সূর্য্যের রশ্মিতে বাহ্য পদার্থের ছবি চক্ষুর তারার উপর পতিত হওয়াতে বাহিরের নানা পদার্থের অবয়ব, আকার ও সৌন্দর্য্যের জ্ঞান আমাদের জন্মে। কতক গুলি শিরা দ্বারা সেই চক্ষুর উপর দৃঢ় রূপে অঙ্কিত ভাব গুলি মনের মধ্যে প্রবিষ্ট ও সঞ্চারিত হয়, এবং এই প্রকারে বাহ্য বস্তুর জ্ঞানাদি আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। অপ্রতিহত প্রভাবে ও সুন্দর রূপে যাহাতে এই দর্শন কার্য্য সম্পন্ন হয়, এই জন্য চক্ষুর বাহির্ভাগে অতি স্বচ্ছ চামড়ার ন্যায় যে কোমল পদার্থ আছে তাহা জলে আর্দ্র ও সিক্ত হওয়া আবশ্যক। চক্ষু পরিষ্কার ও আর্দ্র রাখিবার জন্য যে তরল পদার্থের আবশ্যক তাহা আবশ্যক মতে চক্ষুর পার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করে। এই জলীয় পদার্থ নির্গত ও চক্ষুর সর্ব্ব স্থানে সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত চক্ষুকে সিক্ত ও পরিষ্কৃত রাখে। যখন নিদ্রার সঞ্চার হয় তখন আপেক্ষিক ভাবে চক্ষু যেন রক্তশূন্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। নিদ্রার ব্যাঘাত যেন না হয়, এই জন্য চক্ষু আপনা আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়। নিদ্রার সময় চক্ষুস্থিত জল-আকর্ষক বস্তু আপনার কার্য্য করিতে প্রত্যক্ষরূপে ক্ষান্ত হয়, এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের সর্ব্বাংশ এক প্রকার বিশ্রাম ভোগ করিতে থাকে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইয়া প্রাতঃকালে যখন চক্ষু খোলা যায়, তখন প্রথমে অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে জলীয় পদার্থের অসদ্ভাব হেতু চক্ষুর উপরিভাগ শুষ্ক প্রায় হইয়া রহিয়াছে। এই কারণে আমরা শয্যা হইতে উঠিয়াই চক্ষু মার্জন করিতে থাকি। রগড়াইতে২ আর স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ক্রমে২ দর্শনেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত ও সুচারু রূপে পরিষ্কৃত হইলে সূর্য্যালোকের উপযোগী হইয়া স্বীয় দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। দরকার হইলে চক্ষুস্থিত জলাকর্ষক পদার্থ হইতে ইহা জলে ভাসিয়া যাইতে পারে। শরীর-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে আমাদের নানা প্রকার হর্ষ অথবা বিষাদ জনক ভাবের প্রাবল্যানুসারে চক্ষের জলেরও নির্গমন হইয়া থাকে। যেমন কোন২ সুখাদ্য সামগ্রী মনে হইলে জিহ্বা স্বতঃ জলে প্লাবিত হইয়া যায়, সেই রূপ পূর্ব্বোক্ত কোন২ ভাব প্রবল হইলে জল স্বতঃ আকর্ষিত হইয়া ধারাবাহী হইয়া পতিত হয়। সেই জলকে আমরা সচরাচর অশ্রুজল বলিয়া থাকি। যখন ধূলা অথবা অন্য কোন পদার্থ চক্ষে পতিত হয়, তখনও চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হইয়া পতিত বস্তুকে চক্ষু হইতে নিষ্কাশিত করে এবং উহার সুরক্ষা সম্পাদন করে। অত্যন্ত দুঃখ কিম্বা সুখ হইলে চক্ষু স্বভাবতঃ জলে প্লাবিত হয়। কিন্তু কেবল ঘোর দুঃখের ভাব উপস্থিত হইলে চক্ষু হইতে যে জল বহে তাহাকেই প্রকৃত রূপে অশ্রুজল বলা যাইতে পারে।

অশ্রুজল অতি রমণীয় পবিত্র পদার্থ। ইহা প্রবাহিত হইলে অপরের মনে সহানুভূতি ও করুণা উদ্রেকের বিলক্ষণ সম্ভা-

বনা। চক্ষের জল পতিত হইতে দেখিয়াও যাহার হৃদয়ে করুণা ও সহানুভূতির সঞ্চার না হয়, তাহার ন্যায় কঠিনচিত্ত নির্ম্মম ব্যক্তির জীবন ধারণ করাতে কি লাভ?

যখন কেহ আমাদের সাক্ষাতে চক্ষের জল ফেলে তখন যেন আমরা নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হইয়া না থাকি। যাহাতে আমাদের সহানুভূতির সম্পূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশ হয় তজ্জন্য যেন আমরা যৎপরোনাস্তি সচেষ্ট হই। যদি কোন প্রকারে দুঃখির দুঃখ মোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার অনুতাপীর আশা সম্বর্দ্ধন এবং কাতর হৃদয়ের সন্তাপ হরণ করিতে পারি, তাহা হইলে আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিব। কিন্তু যদি ক্ষমতা সত্বেও আমরা এবম্বিধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে আমাদের নিজেরই ক্ষতি। যে পরিমাণে আমরা করুণচিত্ত হই সেই পরিমাণে যদি কার্য্যে ঐ প্রকার ভাব প্রকাশ না করি, তাহা হইলে উক্ত ভাব ক্রমে২ নিস্তেজ ও মলিন হইয়া যায়। কত সহস্র২ লোকের চক্ষুজলে এই ধরা প্লাবিত হইয়াছে ও হইতেছে, ভীষণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি প্রযুক্ত কত লোকই না বিধবা অনাথ ও নিরাশ্রয় হইয়া আপনাদের চক্ষের জল ফেলিতেছে! কত গৃহেই না আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন ধ্বনি প্রত্যহ উদ্ধে উত্থিত হইতেছে! শত২ ঘটনা সমবেত হইয়া এই পৃথিবীতে যে অশ্রু-স্রোত প্রবাহিত করাইয়াছে, তাহা আমরা কি রূপে বর্ণনা করিব? বর্ণনা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। আমরা একটী কার্য্য ইচ্ছা করিলে করিতে পারি, অর্থাৎ এই স্রোতের বেগ আর যেন সম্বর্দ্ধিত না হয়, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইতে পারি। অন্ততঃ যাহাতে অন্যের এক বিন্দু বৃথা অশ্রুপাতের কারণ না হই, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইতে পারি। যখন আমরা অপরের চক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন যেন তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করি। যদি তাহাতে দুঃখের লেশ মাত্র লক্ষিত হয়, আমরা যেন সযত্ন হইয়া তাহা হর্ষযুক্ত করিতে চেষ্টা করি। উপসংহারে বলি, যাহারা অনুতাপের চক্ষুজল নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা সাধু বার্ণার্ডের কথাটী স্মরণ করুন—"অনুতাপীর চক্ষের জল দূতগণের পেয়।"

কোমতের প্রত্যক্ষবাদ।

(৮৪ পৃষ্ঠার পর।)

প্রত্যক্ষবাদকে কেনই যে কতক গুলি লোক মানব অথবা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলেন তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। সে যাহা হউক মারাত্মক ভুল সত্ত্বেও প্রত্যক্ষবাদের কতকগুলি শিক্ষা দ্বারা খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-নিহিত সত্যই প্রমাণিত হয়। যাহা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়াছে তাহা দ্বারা যদি ইহা প্রকৃত মানব ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য না হয় তাহা হইলে আর কোন মনুষ্য-সংগঠিত মত প্রণালী যে কোন রূপে সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা কখনই সম্ভব না। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম,

উপদেশ, নীতি, দৃষ্টান্ত ও কার্য্য দ্বারা প্রকাশ করিয়াছে যে, ইহা ব্যতিরেকে অন্য কোন ধর্ম্ম কখনই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। জাতীয় সংস্কার অথবা স্বার্থপরতার উপর খ্রীষ্ট অর্থাৎ মানব ধর্ম্ম সংস্থাপিত নহে। সকল মনুষ্যকে সম্মান করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম্মে পাওয়া যায় তেমন আর কোথাও দৃষ্টি গোচর হয় না। সকল মনুষ্যকে সম্মান করিতে হইবে, সকলের আদর করিতে হইবে কেন, ইহার সমীচীন কারণ কেবল খ্রীষ্ট ধর্ম্ম হইতে পাওয়া যায়। কতক গুলি কারণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

প্রথম কারণ এই যে, সকলে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট। মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট, তাহার অর্থ এই যে মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিবেক আছে। সে আপনার সত্তার বিষয় গম্ভীররূপে চিন্তা করিতে পারে এবং তাহার ইচ্ছা সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন। ইতর প্রাণীদের হইতে সে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, সে অনেক বিষয়ে ঈশ্বরের সদৃশ। মানুষ আপনার সত্তার বিষয় ধ্যান করিতে পারে, ইতর প্রাণীরা তাহা বস্তুতঃ পারে না। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, তিনি আপনার সত্তা আপনি ধ্যান করেন। যদিও তিনি আপনার সত্তার অনন্ত নিয়ম অনুসারে সকল কার্য্য করেন, তথাপিও তিনি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন। মনুষ্যের ইতর স্বভাব সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে কতক পরিমাণে আপনার চতুর্দ্দিকস্থ জীবজন্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। উৎকৃষ্ট অথবা শ্রেষ্ঠ স্বভাব দ্বারা তাহার সম্বন্ধ অশরীরী ও আত্মিক জীবগণের সহিত সংস্থাপিত হইয়াছে। বিবেক, জ্ঞান ও স্বাধীনতা দ্বারা সৃষ্ট প্রাণী যত দূর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সদৃশ হইতে পারে, মনুষ্য তাহাই হইয়াছে। মনুষ্য কেবল দৈহিক জীবন বিশিষ্ট নহে, সে আত্মা বিশিষ্ট প্রাণী; সে আপনার সত্তার গূঢ়তর উদ্দেশ্য জানিতে এবং সৃষ্টি কর্ত্তার জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সে স্বাধীনতা পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিলেও করিতে পারে। এই জন্য মনুষ্য সম্ভ্রম ও আদরের পদার্থ। সকল মনুষ্যেরই অমর আত্মা এবং আশ্চর্য্য বৃত্তিনিচয় আছে। এটী যদিও অতি সহজ বিষয় তথাপি অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এটী জানেন না। তাঁহারা সমাজ ও পৃথিবীর নিয়ম ও গতি বিধি বুঝিলে বুঝিতে পারেন। কিন্তু যাহা সকলের অপেক্ষা অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য এবং যাহার জ্ঞান আপনাদেরই মধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে অপরিজ্ঞাত। তাঁহারা চিন্তা, ও বিচার করেন বটে, কিন্তু এ সকল যেন নিকৃষ্ট জীবগণের অনুকরণ করিয়াই হইয়া থাকে। এটী সাধারণের অধিকার। মনুষ্যের সম্বন্ধে আমাদের জানা উচিত যে তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বভাব আছে এবং তাহার কার্য্য এই নশ্বর জীবনে সমাপ্ত না হইয়া অবিনশ্বর ও অক্ষয় জীবন পর্য্যন্ত চলিবে। ঐশ্বরিক প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট. মনুষ্যের কার্য্য যে কিরূপ আশ্চর্য্য ও নিগূঢ় ভাবে চলিবে, তাহার আভাস ধর্ম্ম গ্রন্থের নানা স্থলে প্রাপ্ত হওয়া

যায়। স্থূল ভাবে দেখিতে গেলে আমরা সকলে সামান্য মনুষ্য মাত্র, কিন্তু আমাদের যে সকল আধ্যাত্মিক ও মানসিক বৃত্তি আছে, তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের যে কি উন্নতি হইতে পারে, তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, খ্রীষ্টই মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মনুষ্যের বেশভূষা, পরিচ্ছদ, আয়, ধন, আড়ম্বর, সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদি না দেখাইয়া যাহাতে মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব, সেই২ বিষয় সকল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বাহ্যিক আবরণ ভেদ করিয়া আন্তরিক ভাব, চরিত্র, প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্ব স্পষ্ট রূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। পিলাত, হেরোদ, নিকদিম, ধনবানযুবক, সমিরোনীয়া স্ত্রী, ম্যাগ্‌দালীন এই সকলেই খ্রীষ্টের নিকট ঘটনা ক্রমে আনীত হইয়াছিল; খ্রীষ্ট কিন্তু তাহাদের ধন, মান, মর্য্যাদা, বিদ্যা, অবনতি, সামাজিক স্বাধীনতা ইত্যাদি কিছুই দেখিলেন না। সাধারণ লোকে যাহা দেখে, তাহা তিনি না দেখিয়া তাহাদের অমর আত্মার অবস্থা ও গতি দেখিলেন। ঈশ্বরের সমক্ষে তাহাদের মনসিজ (ideal) অবস্থা দেখিলেন। তাহারা বাস্তবিকতা সম্বন্ধে কি রূপ হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া পরিণামে সম্ভবতঃ তাহাদের কি হইতে পারে, তাহাদের উন্নতি সম্বন্ধে ঈশ্বরের কি রূপ অভিপ্রায়, এই সকল তিনি বিলক্ষণ দেখিলেন; বাহ্যিক ভেদাভেদ না দেখিয়া আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ব্যক্তিগত সামর্থ্য তিনি দেখিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন, যাঁহারা তাঁহার মুখ বিনিঃসৃত মধুমাখা, অমৃতপূর্ণ গম্ভীরভাবসূচক কথা শুনিতেন, তাঁহারাও তাঁহার কথা সর্ব্বদা বুঝিতে পারিতেন না, কিন্তু তিনি মানুষের প্রকৃত স্বভাব ও আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় মর্ম্ম ব্যক্ত করিতে কদাপি ক্ষান্ত থাকিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে যদি মনুষ্য সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া প্রকৃত ও অক্ষয় জীবনে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহার কি লাভ হইল? তিনি আরও বলিতেন যে যদি মনুষ্য পবিত্রতা ও যাথার্থ্যের অন্বেষণে আপনাদের জীবন পর্য্যবসিত করে তাহা হইলে উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে তাহার সকল অভাব বিমোচিত হইবে। এই জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আরম্ভাবধি এখন পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনুষ্যে ঈশ্বরের যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার সম্যক আদর হইয়া থাকে। খ্রীষ্ট আপনার জন্ম, উপদেশ, শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও বহুমূল্য মৃত্যু দ্বারা ইহা শিখাইয়াছেন। মনুষ্যের স্বাভাবিক মহত্ত্ব জানিবার জন্য অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন নাই।

(ক্রমশঃ)

পবিত্রতা।

পবিত্র করিলে দেহ তৃপ্ত হয় মন।
মনেরে করিলে শুচি বিধি তুষ্ট হন ॥
স্বভাব আপনি আসি আলিঙ্গন করে।
বিশুদ্ধ স্বর্গের ভাব বিরাজে অন্তরে ॥
বিমল সলিলে যেন বিম্ব প্রকৃতির।
চঞ্চল মানব চিত্ত করিলে সুস্থির ॥
ঊর্দ্ধে নিম্নে পার্শ্বে আঁখি যে দিকে ফিরায়।
অতুল নির্ম্মল সুখ অকাতরে পায় ॥
পত্র পুষ্প গিরি নদী নক্ষত্র তপন।
হেরিয়া পবিত্র প্রেম ঝরে দুনয়ন ॥
মানব দেবতা হয়, স্বর্গ ধরাতল।
তিক্ত রস মিষ্ট হয় অমৃত গরল ॥
স্বভাবের দীপ্তি শোভা উজ্জ্বলে দ্বিগুণ।
দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে প্রেমের আগুন ॥
হেন প্রেমে মুগ্ধ হয়ে কল্পনা সুন্দরী।
মাতা সম কক্ষে লয় অতি যত্ন করি ॥
জননীর দেব অঙ্গ পরশিয়া কায়।
অজ্ঞান তিমির ঘুচে দিব্য চক্ষু পায় ॥
দেখে বিশ্বে জড় নাই সজীব সকলি।
নদী পুষ্প গিরি সূর্য্য চন্দ্র তারাবলি ॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ কথা কয়।
কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ মৌনে রয় ॥
অন্ধকারে আলো দেখে আলোকে আঁধার।
সমুদ্রে আকাশ দেখে শূন্যে পারাবার ॥
বিদ্যুতে রমণী হাসি গর্জ্জনে সঙ্গীত।
উল্কাপাতে ঝঞ্ঝাবাতে নাহি হয় ভীত ॥
এ হেন বিচিত্র ভাব থাকে যতক্ষণ।
বিষাদ সংসারে লিপ্ত নাহি হয় মন ॥

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

(৯২ পৃষ্ঠার পর।)

খ্রীস্ট ধর্ম্মোদ্ভবের পূর্ব্বে যে চারটী সাম্রাজ্য সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহাদের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যখন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রকাশিত হয় তখন গ্রীস ও রোম রাজ্যদ্বয়ের প্রাচীন ধর্ম্ম প্রায় হীনপ্রভ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যাহারা জ্ঞানবান ও পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিল, তাহারা কোন ধর্ম্মই মানিত না।

গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের বিস্তারে রোমীয়দের ধর্ম্ম বিশ্বাস যে কেবল দুর্ব্বল হইয়া পড়িল তাহা নহে, ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা দিন২ বাড়িতে লাগিল। গ্রীস দেশ হইতে যে সকল দর্শন প্রণালী রোমে প্রাপ্ত হইতে লাগিল তাহাতে সাধারণ লোকদের নৈতিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা রহিল না। যাঁহারা দার্শনিক বলিয়া খ্যাত তাঁহারা জীবন সংগ্রামে পরাস্ত বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেন না। স্তোয়িকীয় মতাবলম্বিরা দর্শনের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু এপিকিউরিয়েরা এতদ্বিষয়ে বিয়োজন প্রথা অবলম্বন করিল। তাহারা বলিল যে ধর্ম্মের সহিত দর্শনের কোন সম্বন্ধ নাই। এপিকিউরস দেবগণকে পৃথিবী হইতে নিষ্কাশিত করিলেন। তিনি বলিলেন আমাদের সহিত

দেবগণের কোন সম্বন্ধ নাই। এদিকে স্তোয়িকীয় লোকেরা বলিল, পৃথিবীর সহিত ঈশ্বরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই বলিয়া তাহারা তাঁহাকে অদৃষ্টবাদ রূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। এই দুই সম্প্রদায়স্থ দার্শনিকদের কথা প্রেরিতদিগের ক্রিয়া নামক পুস্তকে কিছু লেখা আছে।

সেনেকা (Seneca) নামক এক জন পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি স্তোয়িকীয় মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি যে সকল কথা মুখে ব্যক্ত করিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। যখন তিনি কর্সিকাতে নির্ব্বাসিত হন, তখন তিনি যে সকল আক্ষেপ পূর্ণ বচন ব্যবহার করেন, তাহা পাঠ করিলে দুঃখ ও অনুকম্পার উদ্রেক হয়। পাটমো উপদ্বীপে যোহন নির্ব্বাসিত হইয়া ছিলেন কিন্তু নির্ব্বাসিত যোহনের সহিত দার্শনিক সেনেকার কোন তুলনা হইতে পারে না। যে প্রগাঢ় শান্তি যোহনের ছিল, সে শান্তি সেনেকা কখন অনুভব করিতে পারেন নাই। স্তোয়িকীয় ও এপিকিউরিয় দার্শনিকেরা বহুধা আত্মহত্যা করিতেন। স্তোয়িকীয় ব্রুটস্ এবং এপিকিউরিয় ক্যাসিয়স ফিলিপি নগরে এবং সেনেকা রোম নগরে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। অরেলিয়স সম্রাট স্তোয়িকীয় ছিলেন, কিন্তু ঘোর পৌত্তলিকতা হইতে তিনি আপনাকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। অনেক স্তোয়িকীয় মতাবলম্বীদের চরিত্র অত্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহারা গুপ্ত ভাবে জঘন্য পাপে লিপ্ত থাকিত।

প্রাচীন গ্রন্থকারদের মতে গ্রীক পৌত্তলিকতা রোমীয় পৌত্তলিকতা অপেক্ষা নীতির অধিক উচ্ছেদ সাধন করিত। যদিও পৌত্তলিকতা সর্ব্বত্র প্রচলিত ধর্ম্ম ছিল, তথাপি ইতিহাসবেত্তা হিউম বিশদ রূপ দেখাইয়া দিয়াছেন যে জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত লোকেরা ধর্ম্মের বড় ধার ধারিতেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা সর্ব্বত্র বিরাজমান ছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে গ্রীস ও রোম দেশে সেই রূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, যে রূপ এ দেশে এক্ষণে হইয়াছে।

পলিবিউস্ নামক এক জন প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস থাকাতে রোম বলবতী ছিল। ইন্দ্রিয় বহির্ভূত ও অদৃশ্য শক্তি নিচয় দ্বারা আমরা যে শাসিত হইতেছি, ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের যে পরাজয়, এবম্প্রকার বিষয়ে অচল বিশ্বাস থাকিলে, সেই বিশ্বাস যতই ভ্রম মিশ্রিত হউক না কেন, উহার মধ্যে যাহা সত্য তাহা দ্বারা নানা প্রকার মঙ্গল সাধিত হয়। রোমের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা এমন অনেক পুরুষ ও স্ত্রীর বিষয় পাঠ করিব যাঁহারা সাহস, সহিষ্ণুতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সারল্য, শিষ্টাচার, দেশহিতৈষিতা, ত্যাগ স্বীকার, দয়া, পরিমিত চার, শুদ্ধতা, ইত্যাদি গুণে বিভূষিত ছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষে যে কত শত পুরুষ ও নারী উক্ত গুণের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এবম্প্রকার চিরস্মরণীয় লোকদের কথা প্রসিদ্ধ রোমকবাগ্মী সিসেরো আপনার রচিত পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লাটিন কবিদ্বয় ভর্জিল (Virgil]

ও হরেস (Horace) নানা স্থলে উক্ত প্রকার লোকেরা যে চিরস্মরণীয় তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের উল্লেখ ও প্রশংসা সাধু আগষ্টিনের (City of God) অর্থাৎ ঈশ্বরীয়-নগর নামক পুস্তকে বিলক্ষণ পাওয়া যায়। সাধু আগষ্টিন উক্ত পুস্তকে সিসেরোর একটী পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে রোমীয় ধর্ম্ম নীতির কত দূর পর্য্যন্ত অবনত অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়। রোমের ধর্ম্ম ও রোমের দর্শন রোমকদিগকে ঘোর অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। উক্ত কবি বলেন যে প্রাচীন নীতি ও মানবগণের উপর রোমের মহত্ত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সে মহত্ত্ব রহিল না। সিসেরো (Cicero) এক স্থলে বলেন, "আমরা ঐ প্রকার লোকদের ন্যায়, যাহারা পূর্ব্ব পুরুষদের নিকট হইতে কালে জীর্ণ প্রায় সুন্দর ছবি স্বরূপ একটী রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা আমরা কেবল যে পুনঃ সংস্কার করি নাই এমত নহে, ইহার ঠিক আকার ও গঠন রক্ষা করিতে চেষ্টাও করি নাই। প্রাচীন নীতি, আচার ব্যবহারের চিহ্ন মাত্রও নাই। সে সকল বিস্মৃতির পথে একেবারে গিয়াছে। নাম মাত্র আমাদের সাধারণ তন্ত্র আছে, কিন্তু আমাদের দোষে আসল জিনিষ কিছুই নাই। আমাদিগেতে পদার্থ আর নাই।"

অগষ্টস সম্রাট এই বিষয়টী ভাল রূপে জানিতে পারিয়া যাহাতে জাতীয় বিবেক আলোক পূর্ণ হয়, তাহার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাৎকালিক কবিগণও এ বিষয়ে সম্রাটের সাহায্য করিলেন। ভর্জিল ইতালীয় কৃষকদিগকে সর্ব্ব প্রথমে দেবতাগণের আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। হরেসও বলেন "দেবতাগণ যাহা আদেশ করেন, তাহা সর্ব্ব প্রথমে পালন কর।" তিনি আরও রোমীয়দিগকে তাহাদের ধ্বংস প্রাপ্ত মন্দির পুনরুদ্ধার করিতে বলেন। কিন্তু এ সব করিলে আর কি হইবে? গ্রীক শিল্প ও দর্শন রোমের নৈতিক ভাবকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছিল।

রোমকদের বিশ্বাসমূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছিল। পুরুষদের ধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রায় ছিল না, থাকিবার মধ্যে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যা কিছু ধর্ম্ম ভাব ছিল। স্ত্রীলোকদের কিছু ধর্ম্ম থাকা ভাল, এ কথা নাস্তিক ও অবিশ্বাসিরা তখন বলিত, বর্ত্তমান যুগেও অনেকে সেই রূপ বলিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে যেখানে এমন সংস্কার সেখানে যে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইবে,—সে খানে যে ইহা জীবন্ত বল স্বরূপ হইবে—তাহা কখন সম্ভবে না।

উপবাস।

শাস্ত্রে লেখা আছে, পরমেশ্বর মৃত্তিকা হইতে মনুষ্য দেহ সৃজন করিয়া তাহাকে প্রাণদান করিলেন, এবং মনুষ্য জীবিত প্রাণী হইল। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে

যে মনুষ্যের দুই প্রকৃতি, দৈহিক ও প্রানিক বা আত্মিক ; এবং এই দুই প্রকৃতির মূল ভিন্ন২ ; ইহাদের ধর্ম্ম বা গুণ পৃথক২ এবং কার্য্যেরও ভেদাভেদ আছে। আপাততঃ বিবেচনা করিলে এই দুইটীর এবম্প্রকার বিরুদ্ধভাব দেখা যায় যে, ইহারা পরস্পর পরস্পরের হন্তা বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র মন সংযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে ইহাদের মধ্যে যে বিশেষ নৈকট্য আছে তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। শরীর সুস্থ থাকিলে ও দৈনিক ক্রিয়া উপযুক্ত রূপে নির্ব্বাহ হইলে, আত্মা সম্বন্ধীয় কার্য্য গুলিও সুন্দর রূপে নিষ্পন্ন হয়। আত্মিক ভাবের সুশৃঙ্খলা থাকিলে শরীরের যে বিশেষ স্ফূর্ত্তি থাকে ইহা বলা বাহুল্য। অধিকন্তু একের বিকার প্রাপ্তি হইলে অন্যেরও বিষম বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়ে। কেবল সাংসারিক বিষয়ে শরীর ও আত্মায় এই প্রকার সহানুভূতি দেখা যায়, তাহা নয়, পারমার্থিক বিষয়েও আমরা এই রূপ দেখিতে পাই। এই কারণে শরীর শাসন ও ইন্দ্রিয় দমন প্রথা প্রায় সকল জাতির মধ্যেই আছে, ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনার্থে যে ইহার নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে নানা কুসংস্কার আছে, ও অনেক কুপ্রথা দেখাও যায়, এবং এই জন্য মনুষ্যের আত্মিক উন্নতি সাধন না হইয়া অবনতিই হইয়াছে, ও ধর্ম্মের নামে অনেক গর্হিত কার্য্যও হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবন ও উন্নতি সাধনের উপযোগী শরীর শাসন প্রণালীর মধ্যে উপবাস বা অনশন একটী প্রধান উপায় বলিতে হইবে। কি য়িহূদী কি খ্রীষ্টীয়ান কি মুসলমান সকলেই এই অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে। আমাদের দেশে যে এ প্রথা আছে তাহা বলা বাহুল্য। বোধ হয় ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যে রূপ অন্যান্য ধর্ম্মের নানা প্রথা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্রূপই এইটীও পালন করিতে ত্রুটি করেন না।

উপবাস তিন প্রকার। (১) অনাহারে অষ্ট প্রহর বা, তাহার ন্যূনাধিক কালযাপন ; (২) লঘু আহার অর্থাৎ নিয়মিত ভোজন পান না করিয়া বরং কিয়দংশ কম আহার করিয়া দিনপাত করা ; (৩) উত্তম ও সুস্বাদু দ্রব্য হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া যৎসামান্য আহারাদির দ্বারা শরীর রক্ষা করা। কিন্তু এ স্থানে ইহা বক্তব্য, যে উপরোক্ত বিধান গুলি সকলের পক্ষে পারমার্থিক উন্নতির উপযোগী নহে। স্বাস্থ্য, বয়ঃক্রম এবং উপজীবিকা বা বিষয়কর্ম্মের ভেদাভেদে যাহা এক জনের উপবাস, তাহা অন্যের অতি ভোজন এবং হয়ত অন্যতরের স্বাস্থ্য নাশের কারণ। যে স্থলে ঈশ্বর আরাধনা, শাস্ত্র আলোচনা, ধ্যান, আত্মপরীক্ষা ইত্যাদির উন্নতি সাধন উপবাসের উদ্দেশ্য, সেখানে কতদূর পর্য্যন্ত শরীর শাসন ও দমন প্রয়োজন, এ বিষয় প্রত্যেকের স্বীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজে স্থির করা বিধেয়। যাহাতে শরীরের হানি জন্মে ও নৈতিক কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি হয়, এবম্প্রকার উপবাস করা শাস্ত্রাদিষ্ট বা ভক্তিসম্ভূত হইতে পারে না। সুতরাং রুগ্ন বা দুর্ব্বল শরীরে উপবাস, পীড়িত অবস্থায় ঔষধ সেবন না করা, ও শরীরকে ক্লেশ দিয়া আত্মার বিঘ্ন ঘটান,

ইত্যাদি কার্য্য কখন জগৎপিতার প্রীতি-কর বা মনুষ্যের মঙ্গলজনক বলা যায় না। অধিকন্তু এ রূপ বিধান আশ্রয় করাতে উপবাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় ও বিলক্ষণ পারমার্থিক হানি জন্মে। এই জন্য অনেকের চরিত্র ব্যবহার মন্দ হইলেও উপবাসী বলিয়া অনেক অহংকার করিয়া থাকেন, ও তদ্দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় ও স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে ইত্যাদি কুসংস্কারে আপনাদিগকে জড়ীভূত করেন। আর একটী বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। অনেকে উপবাসের পূর্ব্বে ও পরদিনে আহারাদির জন্য বড় ব্যস্ত থাকে; কিন্তু সেটী নিতান্ত অবিধেয়, তাহাকে প্রকৃত উপবাস বলা যাইতে পারে না। এ স্থলে আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে শরীরকে শাসন করিয়া আত্মার অধীনস্থ করত, মনকে প্রার্থনাতে উত্তপ্ত ও আগ্রহ করা, আত্মপরীক্ষা করত স্বীয় অধর্ম্ম অবস্থা জ্ঞাত হওয়া ও তজ্জন্য পবিত্র ঈশ্বরের গোচরে যথোচিত খেদ প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় উপবাস দিনের প্রধান কার্য্য। অধিকন্তু আত্মপরীক্ষা, প্রার্থনা ও শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা নিজ অভাব, দৌর্ব্বল্য, ও বিশেষ কুপ্রবৃত্তি গুলি জ্ঞাত হইলে, প্রতি দিন সতর্ক হইয়া ও প্রার্থনা করিয়া সে সকল দূর করিতে যত্নশীল হওয়া অতি আবশ্যক। অনেকে উপবাসের দিনে ও আত্মপরীক্ষা কালে যে আত্মজ্ঞান পান তাহা ভুলিয়া গিয়া তদ্বিষয়ে পরেতে কিছুই চিন্তা করে না, সুতরাং সকলই প্রায় নিষ্ফল হইয়া যায়।

দুঃখ ও বিপদকালে উপবাস করা উচিত, কোন গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বা পরে উপবাস করা ভাল, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি প্রবল ও আধ্যাত্মিক জীবন দুর্ব্বল হইলে উপবাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সকলের এই রূপ অবস্থা এক কালে ঘটে না, সুতরাং এ সকল বিষয়ে উপবাসাদির জন্য সকলেরপক্ষে কোন নিরূপিত কাল বা দিন স্থির করা যায় না; অতএব নিজ২ আবশ্যক মতে প্রত্যেকের তাহা নির্দ্ধারিত করা বিধেয়। সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে যাহা প্রয়োজন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষেরাই আদেশ করিয়া থাকেন; উপবাসের দিন গুলি মণ্ডলী কর্ত্তৃক নিদ্ধারিত আছে ও তাহা প্রকৃত বাধা না থাকিলে মণ্ডলীস্থ লোকদিগের পালন না করা অতি দূষ্য। উপবাস দিনের তালিকা মণ্ডলীর সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত আছে। শেষ কথা এই যে, হিন্দু ও মুসলমানেরা এইটিপালন করেন বলিয়া ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাস্থা প্রকাশ করা উচিতনহে। প্রভু উপবাস করিয়াছিলেন ও উপবাসের আদেশ এক রকম দিয়াছেন। প্রৈরিতিক কালে ইহার অনুষ্ঠান হইত ও অতি প্রাচীন কাল হইতে মণ্ডলীতে ভক্তগণ উপবাস করিয়া আসিয়াছেন।

বিঘ্ন নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বঙ্গীয় মণ্ডলী সমূহে খ্রীষ্টীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধনোপায় নিরূপণ।

(৮২ পৃষ্ঠার পর।)

এই সময় কেহ বলিতে পারেন তবে কি আমাদেরও ব্যবস্থার অধীন হইতে হইবে? আমাদিগেরও ধার্ম্মিকতা লাভ করিবার যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইবে? আমাদের পরিত্রাণের সহিত কি আবার কার্য্যের কোন সম্বন্ধ আছে? আমরা না আত্মিক? আমাদের সহিত আর শারীরিক ও বাহ্যিক ভাব ও আচার ব্যবহারের সহিত সম্বন্ধ কি? আমরা না স্বাধীন? আমরা না অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াছি? এ কথার উত্তর দিতে গেলে একটী প্রশ্নোত্থাপন করা আবশ্যক। ব্যবস্থা অপেক্ষা কি অব্যবস্থা ভাল? শৃঙ্খলা অপেক্ষা কি বিশৃঙ্খলা ভাল? প্রেম ও বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়া সুশাসন প্রণালীর অধীন হইয়া কার্য্য করা অথবা সর্ব্ব বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা ভাল? স্বাধীনতা ও অধীনতা কাহাকে বলে এ যে ব্যক্তি জানেন, যে ব্যক্তি ইংরাজ রাজ-নীতির মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার প্রাধান্য মনেং অনুভব করিয়াছেন, আত্মিক জীবন সংক্রান্ত এই সকল প্রশ্নের উত্তর দান সম্বন্ধে সে ব্যক্তির অনুমাত্র সন্দেহও উপস্থিত হইবে না।

কিন্তু এ বিষয়ে ধর্ম্ম পুস্তকের শিক্ষা কি দেখা যাউক। অবশ্য বিশ্বাস ও প্রেম না থাকিলে কার্য্য করাও যা, না করাও তাই। "আমরা তো আত্মার গুণে বিশ্বাস হইতে ধার্ম্মিকতা লাভের আশার প্রতীক্ষা করিতেছি। কারণ খ্রীষ্ট যীশুর অধীনে ত্বকছেদ কি অত্বকছেদ উভয়ের কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু প্রেম দ্বারা স্বকার্য্য সাধক বিশ্বাসই ক্ষমতাপন্ন।" (গালা ৫। ৫, ৬।)

যেমন প্রেম ও বিশ্বাস না থাকিলে সকল কার্য্যই মৃত, তদ্রূপ উপযুক্ত কার্য্য না থাকিলে প্রেম ও বিশ্বাসও মৃত। "বিশ্বাসের গুণে হেবল্ ঈশ্বরের উদ্দেশে কয়িন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ উৎসর্গ করিলেন, এবং তাহা দ্বারা তিনি যে ধার্ম্মিক এমত সাক্ষ্য বিশিষ্ট হইলেন; ফলতঃ ঈশ্বর তাঁহার উপহারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা তিনি মৃত হইলেও অদ্যাপি কথা কহিতেছেন। বিশ্বাসের গুণে হনোক্ মৃত্যু না দেখিবার আশয়ে লোকান্তরে নীত হইলেন; তাহার উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না, কেননা ঈশ্বর তাহাকে লোকান্তরে লইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি লোকান্তরে নীত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র ছিলেন, এমত সাক্ষ্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নহে।' (ইব্রীয় ১১। ৪, ৬।) সে যাহা হউক সৎকার্য্য, ব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে ধর্ম্ম পুস্তকের কি শিক্ষা? ধার্ম্মিকবর পৌল ফিলিপীয় মণ্ডলীয় প্রতি পত্রে এই কথা লিখিয়াছেন, "তোমরা যাহাতে উত্তমাধমের পরীক্ষা করিতে পার, এমত জ্ঞানে

ও সর্ব্ববিধ সুবিচারে যেন তোমাদের প্রেম উত্তরোত্তর বাহুল্য রূপে ফলবান হয়; এবং তোমরা যেন খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত সরল ও নির্বিঘ্ন থাক, এবং যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা ও প্রশংসা প্রকাশ পায়, যীশু খ্রীষ্ট মুলক এমত ধর্ম্ম ফলে যেন সম্পূর্ণ হও, এই প্রার্থনা আমি তোমাদের নিমিত্ত করিয়া থাকি। (ফিলি ১। ১১।) আবার তিমথিয়কে পৌল এই কথা লিখিয়াছিলেন, যথা "যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস দ্বারা তোমার পরিত্রাণ জনক জ্ঞান দিতে সমর্থ যে ধর্ম্ম-শাস্ত্র, তাহাও বাল্যকালাবধি অবগত আছ। ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বর নিঃশ্বসিত, এবং উপদেশ ও অনুযোগ ও সংশোধন ও ধর্ম্ম শিক্ষার্থে এমত ফলদায়ক যে তাহাতে ঈশ্বরের লোক সিদ্ধ ও তাবৎ সৎকর্ম্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়।"(২ তীম ৩। ১৬) আবার ইফিষীয় মণ্ডলীয় প্রতি তিনি এই কথা লেখেন, "আমরা সকলে যাবৎ ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্যে মিলিয়া সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা অর্থাৎ খ্রীষ্টের পূর্ণতার যোগ্য বয়সের পরিমাণ না পাই, তাবৎ পরিচর্য্যা কর্ম্ম সাধনার্থে ও খ্রীষ্টের দেহ প্রতিষ্ঠিত করণার্থে পবিত্র লোকদিগকে পরিপক্ক করিবার এই উপায় তিনি করিয়াছেন। (ইফিঃ ৪। ১২, ১৩)। সাধু যাকুবের ও ঐ কথা। "যে কেহ হেঁট হইয়া মুক্তির সিদ্ধ ব্যবস্থাতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে নিবিষ্ট থাকে, সে বিস্মৃতি যুক্ত শ্রোতা না হইয়া কর্ম্মকর্ত্তা হওয়াতে আপন কার্য্যেতে ধন্য হইবে।" (যাকু ১। ২৫)। "ঊর্দ্ধ হইতে আগত যে জ্ঞান, সে প্রথমে শুচি, পরে শান্ত ও ক্ষান্ত ও আশু সন্ধেয়, এবং দয়াতে ও উত্তম ফলেতে পরিপূর্ণ, এবং পক্ষপাত ও কাপট্য রহিত।" (যাকু ৩। ১৭)। "হে ভ্রাতৃগণ, আমার প্রত্যয় আছে, এমন কথা যে বলে, তাহার যদি কর্ম্ম না থাকে, তবে সে কি ফল পাইবে? প্রত্যয় হইতে কি তাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? কোন ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী বস্ত্রহীন ও দিবসিক খাদ্য হীন হইলে, তোমাদের কোন এক জন তাহাদিগকে শরীরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিছুই না দিয়া যদি বলে তোমরা কুশলে যাইয়া উষ্ণগাত্র ও তৃপ্ত হও তবে তাহাতে কি ফল দর্শিবে? তদ্রূপ প্রত্যয় কর্ম্মযুক্ত না হইলে একাকী মৃতবৎ থাকে। কিন্তু কেহ বলিবে তোমার প্রত্যয় আছে, এবং আমার কর্ম্ম আছে; তোমার কর্ম্মহীন প্রত্যয় আমাকে দেখাও। আর আমি নিজ কর্ম্ম দ্বারা আমার প্রত্যয় তোমাকে দেখাইব। এক ঈশ্বর আছেন তুমি প্রত্যয় করিতেছ; ভাল করিতেছ; ভুতেরাও তাহাতে প্রত্যয় করিতেছে এবং কাঁপিতেছে। হে নির্ব্বোধ মনুষ্য, কর্ম্মহীন প্রত্যয় মৃতবৎ থাকে, ইহার প্রমাণ কি চাহ? আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম যজ্ঞবেদির উপরে আপন পুত্র ইসহাক্কে উৎসর্গ করিয়া কি কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান গণিত হয় নাই? তুমি দেখিতেছ প্রত্যয় তাহার ক্রিয়ার সহকারী হওয়াতে কর্ম্মদ্বারা তাহার প্রত্যয় সিদ্ধ হইল।" (যাকু ২। ১৪-২২) ক্রীতি উপদ্বীপস্থ মণ্ডলীর বিষয় পৌল এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, যথা, "বাক্যেতে তাহারা ঈশ্বরের জ্ঞান স্বীকার করে, কিন্তু কর্ম্মেতে

অস্বীকার করে, এবং গর্হিত ও অনাজ্ঞাবহ ও তাবৎ সৎক্রিয়াতে অকর্ম্মণ্য হয়।" (তীত ১। ১৬)। বিধি, ব্যবস্থা, নিয়ম ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে পুরাতন ও নূতন ধর্ম্ম নিয়মে কিছু বিশেষ ভেদ নাই। কেবল এই মাত্র ভেদ যে খ্রীষ্টীয়ানেরা যিহুদীগণের ন্যায় ব্যবস্থা দ্বারা চালিত হয় না, কিন্তু বিশ্বাস ও প্রেম দ্বারা চালিত হইয়া ব্যবস্থা অনুসারে গমন করে। বস্তুতঃ ব্যবস্থা খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষে আর ব্যবস্থাই বলা যায় না, তাহার পক্ষে উহা আচরণ। অবশ্য পুরাতন ধর্ম্ম নিয়মগত কতিপয় ব্যবস্থা বিশেষতঃ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় সকল ব্যবস্থা, আমাদের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক, কিন্তু আর সমস্ত ব্যবস্থা আমাদিগের পক্ষেও উপযোগী। ব্যবস্থা দ্বারা আমরা ধার্ম্মিকীকৃত হইতে পারি না, কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা, কেবলমাত্র তাঁহার পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা আমরা ধার্ম্মিকীকৃত হই, কিন্তু খ্রীষ্টীয় জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য যে ব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলানুসারে কার্য্য করা আবশ্যক, তাহা নূতন ধর্ম্মনিয়মেরও শিক্ষা। পৌল বলেন "ব্যবস্থা পবিত্র এবং আজ্ঞাও পবিত্রও যথার্থ," "ব্যবস্থা যে আত্মিক ইহা আমরা জানি, কিন্তু আমি শারীরিক এবং পাপের ক্রীতদাস।" স্বাভাবিক মনুষ্য ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু খ্রীষ্টাশ্রিত ব্যক্তি প্রেমদ্বারা চালিত হইয়া ব্যবস্থা রক্ষণে সমর্থ হয়, যে হেতু প্রেমই ব্যবস্থার সিদ্ধি।" (রোম ১৩। ১০)। "ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, মানুষের এই মাত্র সার, কেননা ঈশ্বর তাবৎ ভাল মন্দ ও তাবৎ গুপ্ত কথা বিচারে আনিবেন।" (উপ ১২।১৩), ইহাও অনাদি, সত্য ও নিত্য পরব্রহ্মের কথা।" "ধার্ম্মিকতা ঈশ্বরের দান, যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণ দ্বারা প্রাপ্য" (রোম ৩। ২২), যে পৌল এই কথা বলিয়াছেন, আবার সেই পৌলই বলিয়াছেন " ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই সার।" (১ করি ৭। ১৯)। অতএব প্রেম অথবা বিশ্বাস অথবা সৎকার্য্য ও সদাচরণই আত্মিক জীবনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এ সমস্তই এক কথা।

[ক্রমশঃ]

মহোপবাসের প্রথম দিন (ভস্ম বুধবার।)

জল সংস্কারের পর প্রভু যেশু স্বীয় পিতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে বিরলে প্রার্থনা ও ধ্যানে কিছু কাল অতিবাহিত করেন; ও তৎকালে তিনি চল্লিশ দিন ধরিয়া উপবাস করিয়াছিলেন। গুরুর অনুসরণ করা ও প্রভুর আদেশে ভৃত্যের কর্ম্মানুষ্ঠান করা সকলেই যুক্তি-সঙ্গত বোধ করিবেন। প্রভু আপনার জন্য উপবাস প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রভুভক্তগণের পক্ষে এই অনুষ্ঠান যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য। অতি পুরাকালাবধি এই ঘটনা

স্মরণার্থে মণ্ডলীতে চল্লিশ দিন উপবাসের প্রথা আছে। ইহাকে মহোপবাস নাম দেওয়া হইয়াছে।

"ভস্ম বুধবার" মহোপবাসের প্রথম দিন, এবং এই উপবাসের বিধান চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত হইলেও, পুনরুত্থানের ছেচল্লিশ দিন পূর্ব্বে ইহার আরম্ভ হয়। তাহার কারণ এই যে ঐ ছেচল্লিশ দিনের মধ্যে ছয়টী রবিবার থাকে, এবং রবিবার বা প্রভুর দিন, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দিন অর্থাৎ মহোৎসব বলিয়া, মণ্ডলীতে কখন ঐ দিন উপবাসের দিন মধ্যে গণ্য হয় না। অতএব এই ছয় দিন বাদ দিলে, উপবাসের দিন পূর্ণ চল্লিশ দিন হইয়া পড়ে। "ভস্ম বুধবার" বলিবার কারণ এই যে পূর্ব্বকালে (যিশাইয়, ৫৮। ৫) লোকেরা চট পরিধান করত মস্তকে ভস্ম ছিটাইয়া আপনাদের মন্দ অবস্থা ও নিজ নিজ পাপ হেতু ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নিতে ধ্বংস হইবার যোগ্য ইত্যাদি ভাব পূর্ব্বোক্ত বাহ্য ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশ করিত। খ্রীষ্ট নামধারী সকলেই এই দিনে আপনাদের পাপ স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের নিকটে ও মণ্ডলীর সাক্ষাতে খেদ ও বিলাপ করিত। মহাপরাধী ও গুরুতর, প্রকাশ্য দোষে দোষীদের, মণ্ডলীর শাসন প্রণালী অনুসারে অতি দীর্ঘ কাল ব্যাপীও কঠিন দণ্ড বিধান হইত। তৎকালের লোকেরা এইরূপ ধর্ম্ম পরায়ণ ও মণ্ডলীর বাধ্য ছিল যে কি দরিদ্র, কি ধনবান, কি ইতর কি সম্ভ্রান্ত, সকলেই মণ্ডলীর শাসন বশ্যভাবে পালনে তৎপর হইত, মণ্ডলীতে পুনর্গৃহীত না হইলে আপনাদিগকে অত্যন্ত অসুখী মনে করিত। আক্ষেপের বিষয় এই যে মণ্ডলীর শাসন প্রণালী এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে, ও অনেকে তাহা অবমাননার বিষয় মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। মণ্ডলীর বিধান অশ্রদ্ধা করিলে, মণ্ডলীর মস্তক প্রভুকে অশ্রদ্ধা করা হয়। অধিকন্তু ভক্তগণের পারমার্থিক উন্নতি সাধন ও খ্রীষ্টের শরীর সমান রূপে পরিশুদ্ধ রাখা উক্ত শাসন পদ্ধতির উদ্দেশ্য, সুতরাং ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা, আত্মগৌরব বা এবম্বিধ অন্য কোন ভাব প্রকাশ করা খ্রীষ্টীয় নামের নিতান্ত অযোগ্য। শাসন প্রণালীর অভাব অতি অমঙ্গলজনক ও শোচনীয় ও তাহার পুনঃস্থাপন যে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, ইহা আদাকার ব্যবহার্য্য "তর্জ্জন-পদ্ধতিতে" মণ্ডলী স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। মণ্ডলীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ও সর্ব্ব সাধারণের এই গুরুতর কার্য্য সাধনে যথাবিধ চেষ্টা, যত্ন ও প্রার্থনা করা উচিত।

"ভস্ম বুধবার" পালনের বিধান মণ্ডলীর প্রার্থনা পুস্তকে আছে ও সেই আদিষ্ট প্রথা এই দিনে সকলের পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। অনেকে মহোপবাসের অন্যং দিন, সামান্য দিনের ন্যায় যাপন করিয়া থাকে, কিন্তু মণ্ডলীর সে রূপ উদ্দেশ্য নহে। সমস্ত চল্লিশ দিন বিধি মতে পালন করা সকলের কর্ত্তব্য। এই সময় উচিত মতে কাটাইবার জন্য আমরা সকলকে অনুরোধ করি। পাঠকবর্গের আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাদের শিক্ষক, উপদেশক ও আচার্য্যগণের সহিত পরামর্শ করিলে জানিতে পারিবেন। প্রত্যেকেরই বৃথা

আমোদ প্রমোদ হইতে ক্ষান্ত থাকা উচিত। বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করা বা তদুপলক্ষে কোন স্থানে যাওয়া অবিধেয়; মহোপবাসের সময়ে ভোজ প্রস্তুত করা কিম্বা সেই কারণে স্থানান্তর যাওয়া অসঙ্গত। সকলের নিতান্ত পক্ষে প্রতি শুক্রবারে উপবাস করা উচিত। মৎস্য, মাংস বা মিষ্টান্নাদি হইতে চল্লিশ দিনের জন্য আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখা কিছু দুঃসাধ্য নহে। এ সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ব্যবহার আমাদের স্মরণ করা উচিত। তাহারা পিতামাতার বিয়োগে ও অন্যান্য কারণে কতদূর শারীরিক ক্লেশ সহ্য করে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অবশ্যই আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হইবে। মিথ্যা কার্য্যে বা গল্প করিয়া কিম্বা অপকারজনক পুস্তকাদি পাঠে সময় নষ্ট না করিয়া এই সময়ের উপযুক্ত ব্যবহারে কাল অতিবাহিত করা নিতান্ত শ্রেয়।

প্রার্থনাদি। তর্জ্জন পদ্ধতিতে যে চেতনা দায়ক বাক্য, প্রার্থনা ও পাপ স্বীকার আছে তাহা ব্যবহার করাতে বিশেষ লাভ। ভস্মবুধবার ও রবিবারের সঙ্কলিত প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করা উচিত। আপনার মনের ভাব বাক্যে ব্যক্ত করিয়া ঈশ্বর গোচরে প্রার্থনায় যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। মণ্ডলীর সাধারণ প্রার্থনায় যোগ দিবার সুযোগ থাকিলে তথায় উপস্থিত হওয়া বিধেয়।

শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তদ্বিষয়ে ধ্যান। মহোপবাসের রবিবারের ও ভস্মবুধবারের বিশেষ পাঠ ও সুসমাচার লিপির অংশচয় প্রার্থনা পূর্ব্বক পাঠ করা পরম লাভজনক। গীত সংহিতায় সাতটী (৬, ৩২, ৩৮, ৫১, ১০২, ১৩০, ১৪৩) অনুতাপসূচক গীত, বিশেষ ব্যবহার্য যোগ্য ও তদ্ধ্যান ও চিন্তনে বিশেষ মঙ্গল হয়। দাবিদ হইতে এখন পর্য্যন্ত ঈশ্বর ভক্তগণ এই গীত গুলি, বিশেষতঃ ৫১ গীতের দ্বারা আপনাদের পাপ স্বীকার ও তজ্জন্য খেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদেরও সেই রূপ করা আবশ্যক।

আত্মপরীক্ষা। মনেতে কি ভাব সর্ব্বদা উদয় হয়, কি চিন্তায় মন আনন্দিত ও তৃপ্ত হয়, কোন কার্য্যে আমরা তৎপর এবং আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি ও অনুরাগ দেখাই, কোন পাপ আমাদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে, সে সকলের দমনার্থে কি চেষ্টা বা যত্ন করিতেছি; প্রার্থনা শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি অভ্যাস বশতঃ করা হয়, কিম্বা আত্মার মঙ্গলজনক ও ঈশ্বরের প্রীতিকর জানিয়া তাহার অনুষ্ঠানে রত আছি; আমাদের স্বর্গস্থ পিতা যে অবস্থায় আমাদিগকে রাখিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া নিজ২ কার্য্য সন্তুষ্টমনা হইয়া নির্ব্বাহ করি, কিম্বা অবাধ্য সন্তানের ন্যায় অগত্যা ও অসন্তুষ্ট ভাবে সে সকল সম্পাদন করি—এই২ বিষয়ে আত্মপরীক্ষা করা বড় আবশ্যক। অনেকে সুখ ও স্বচ্ছন্দে থাকিলে অনায়াসে ধর্ম্মপরায়ণ হয় বা দেখায়, কিন্তু দুঃখ উপস্থিত হইলে, আপনাদের ইচ্ছামত সকল বিষয় না চলিলে, আপনাদিগ হইতে অধম বা অজ্ঞ ব্যক্তিগণের উন্নতি, যশ ও প্রশংসা শুনিলে, নিতান্ত

অধৈর্য্য ও হতাশ হইয়া, হে পিতঃ আমার ইচ্ছা নহে, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, এ কথা বলিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হয় ও অসাধ্য মনে করে।

পাপের জন্য খেদ ও পরামনন। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, কিন্তু আমরা দুর্ব্বল হইয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করি, পবিত্রময় ঈশ্বরের নিকটে কতবার অশুদ্ধ মনে ও অপবিত্র হস্তে উপস্থিত হই। তিনি সহ্য করিলেও পাপী মানব আরও দুঃসাহসী হইয়া পাপে রত হয় ও ঈশ্বরের দয়া অবজ্ঞা করে। আমরা পাপী ও দণ্ডযোগ্য, এ কথা কত বার মুখে স্বীকার করিয়াছি, কত বার ঈশ্বরের গোচরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সকল অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম পথে যত্ন পূর্ব্বক ধাবমান হইব, কিন্তু বাক্যে পাপ স্বীকার, মৌখিক পরামনন, বাহ্যিক অনুতাপে নির্ভর করাতে সকলই বৃথা হইয়াছে। মহোপবাসের সময় কতবার আসিয়াছে, কতবার চলিয়াগিয়াছে, কিন্তু বোধ হয় আমাদের তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় নাই। হইতে পারে এই শেষবার, এমন সুযোগ আর হইবে না। সুতরাং এখনই আমাদের যাহাতে চেতনা জন্মে, পাপের জন্য সত্য পরামনন হয়, ও পিতার নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারি, এই চেষ্টা ও সতর্কতা পূর্ব্বক প্রার্থনায় সতত রত থাকা বিহিত।

বিবিধ বিষয়।

টুরোর বিসপ রেভারেণ্ড ডাক্তার বেনসন্ সাহেব ক্যানটের বরির আর্চবিসপ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার অভিষেকে বিলাতের প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগ, কার্য্য প্রবণতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, জীবন্ত ধর্ম্মভাব. বিদ্যাবত্তা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। টুরোর বিশপ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অতি অল্প কাল মধ্যে তিনি যে প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই অতীব প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করেন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

টালিগঞ্জস্থ জনৈক গ্রাহক আমাদিগকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন;—

এক্ষণে আমাদের মণ্ডলী খ্রীষ্টীয় লোকদিগের ধর্ম্মোন্নতির আনুকুল্যার্থ চর্চ্চ কমিটী স্থাপন করণের যে পরামর্শ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা মণ্ডলীর যে বিস্তর উন্নতি হইবে, এমন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা অধিকাংশ মূর্খ, সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞানও অল্প, ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি ও উপকার তুল্যরূপে আবশ্যক। অতএব চর্চ্চ কমিটী তদুভয় বিষয়ে যে মনোযোগ দিয়াছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে। বোধ হইতেছে যে এই কমিটী দ্বারা এতদঞ্চলীয় খ্রীষ্টীয়ানদের অনে-

কাংশে শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে।

টালিগঞ্জ মিশনের অন্তর্গত ঝাঁজরা উপাসনালয় অত্রাঞ্চলের মধ্যস্থল বিবেচনা হওয়াতে, তথায় সভার অধিবেশনের স্থান নিরূপিত হইয়াছে। প্রতি মাসে এই কমিটীর অধিবেশন হইবে, স্থির হইয়াছে; ফলতঃ প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় বুধবারে এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে।

সেপ্টেম্বর মাসে এই কমিটীর প্রথম অধিবেশন হয়; এই অধিবেশনে কমিটীর প্রেসিডেন্ট, বাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটরি, জয়েন্ট সেক্রেটরি এবং মেম্বারগণের বিনিয়োগ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণ যে সকলেই মিসন কর্ম্মচারী তাহা নহে, পরন্তু মেম্বরদিগের মধ্যে পল্লি হইতে দেড়গুণ সংখ্যায় স্বাধীন মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অতঃপর প্রত্যেক পল্লি হইতে এক স্বাধীন মেম্বর মনোনীত হইয়া, মিসন কর্ম্মচারী মেম্বরদিগের সংখ্যা হইতে স্বাধীন মেম্বরদিগের সংখ্যা এক্ষণে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমশঃ যত অধিক স্বাধীন মেম্বর নিযুক্ত হয়, ততই কমিটীর কল্যাণ অনুমিত হইতেছে।

অক্টোবর মাসে এই কমিটীর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ইহাতে, সভ্যগণ কি প্রণালীতে কার্য সমাধা করিবেন, তদ্বিষয়ক কতকগুলি নিয়ম নির্ব্বাচিত ও লিপিবদ্ধ হয়। অধিকন্তু সভার প্রথম উদ্যমেই এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল যে, “প্রতি ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে, অর্থাৎ প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় পল্লিতে প্রতিদিন উপাসনা হওয়া বিহিত”। এই প্রস্তাব সভায় সাদরে গৃহীত হয়, এবং যাহাতে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় এতদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইবেন বলিয়া সভ্যগণ অঙ্গীকার করিয়াছেন।

নবেম্বর মাসের তৃতীয় অধিবেশনে, প্রত্যেক পল্লিতে প্রত্যহ প্রার্থনা প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া কমিটী বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে খ্রীষ্ট জন্মোৎসব ভোজ উপলক্ষে কয়েকটী প্রস্তাব হইয়াছিল। উপসংহারে বলি যে, ইহাও অতি সন্তোষের বিষয় যে আমাদের সভার এই কয়েক অধিবেশনে দুইজন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৭ ডিসেম্বরে কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ানদের একটী সমবেত সঙ্গীত সভা হয়। দেশীয়, বিদেশীয় আচার্য্যগণ বিশপ সাহেব মহোদয়ের প্রাসাদ হইতে ঈশ সঙ্কীর্ত্তন করিতে২ ক্যাথিড্রেল উপাসনালয়ে প্রবেশ করেন। তাহার পর সায়ংকালীন উপাসনা হয়। প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় তদুপলক্ষে যে একটী উপদেশ দেন তাহা অতি উপাদেয়, সারগর্ভ ও উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃত ঐক্যতা নিবন্ধন খ্রীষ্টীয়ানদের যত্ন ও পরিশ্রম স্মরণ করিয়া তিনি কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের বোধে উক্ত সভা-উপলক্ষে প্রায় ন্যূনাধিক চারি শত ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিল। যাহাতে খ্রীষ্টীয়ানদের প্রকৃত একতা ও প্রীতি উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য আমাদের সকলের একাগ্র প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

৫ই জানুয়ারী শুক্রবারে বেলা ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতাস্থ টাউনহলে একটী মিসনরী সভা হয়। কলিকাতার বিশপ সভাপতি হন। পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ মিসনরীদ্বয় ওয়েড ও হিউস সাহেব ও ফাদার রিভিংটন তদুপলক্ষে বক্তৃতা করেন। হিউস সাহেব সাহিত্য সংসারে পরিচিত; তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতক গুলিন পুস্তক লিখিয়াছেন। আফগানদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার কি রূপে হইয়া থাকে, তাহা তিনি কৌতুকজনক ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। অতি মোহিনী বাগ্মিতার সহিত ফাদার রিভিংটন যে একটী বক্তৃতা করেন, তাহা বড় উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় তেজ ও গম্ভীর ভাব পূর্ণ বক্তৃতা করিতে আমরা প্রায় কোন ইংরাজকে শুনি নাই। জড় ও ভৌতিক পদার্থের আকর্ষিণী শক্তিতে বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের পক্ষে কি ব্যাঘাত ও সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

গত ৬ই জানুয়ারী শনিবারে কলিকাতাস্থ অক্সফোর্ড মিসনের বাৎসরিক উৎসব হয়। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া অক্সফোর্ড মিসনের আচার্য্যগণের উৎসাহ সম্বর্দ্ধন করেন। এই দিবসে রেভরেণ্ড উইলিস, ব্রাউন ও আরগল্স সাহেব, ভারতবর্ষে শিক্ষিত লোকদের কাছে ধর্ম্ম প্রচারণ ব্রতে আপনাদিগকে একেবারে সমর্পণ করিলেন। যে নিয়ম দ্বারা তাঁহারা পরিচালিত হইবেন তাহা অতি সরল। ব্যাপ্তিস্ম সময়ে তাঁহারা যে রূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা দ্বারাই তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইবেন। তাঁহাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, শরীর ও সর্ব্বস্ব ভারতবর্ষে ঈশ্বরের কার্য্যের জন্যই পর্য্যবসিত হইবে।

মধ্যে ২ কোন ২ খ্রীষ্ট নাম ধারী জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে প্রার্থনা, উপবাস ও প্রভুর ভোজ দ্বারা কি প্রকারে খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে? এ কথার উত্তর বড় সহজ। যাঁহারা খ্রীষ্ট নিযোজিত উপায় দ্বারা আপনাদিগকে পবিত্র আত্মার আধার জানিয়া সর্ব্বদা পবিত্র থাকিতে যত্ন করেন, যাঁহারা ঐশিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত নিয়ত ব্যস্ত, তাঁহারা আপনাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা যে রূপ ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন, সে রূপ আর কিছুতে হইতে পারে না। তাঁহারা নীরব হইয়াও যাহা প্রচার করেন, তাহা অনেকে "পুলপিট" ভাঙ্গিয়া প্রচার করিলেও হইবে না। আজ কাল ধর্ম্ম প্রচার করা বড় সহজ কার্য্য বোধ করা হয়। বাস্তবিক তাহা নয়। জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে ঘটে না। ধর্ম্ম জীবন ছেলে খেলা নহে। কঠোর ব্রত, কঠোর ধ্যান, কঠোর পরিশ্রম, নিরতিশয় যত্ন, প্রকৃত আত্মসংযম ও ত্যাগ স্বীকার চাই। আপনারা পবিত্র না হইলে অপর লোকদিগকে পবিত্র করিতে পারিব কি রূপে?

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড।] ১লা মার্চ্চ ১৮৮৩। [৬ সংখ্যা।

মনোবিজ্ঞানের আলোচনা।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও পূজ্যপাদ ভ্রাতা রিভিংটন সাহেব সম্প্রতি টাউন হলে যে কতকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ "ইণ্ডিয়ান চর্চ্চম্যান" নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। স্ষ্টিতে ঈশ্বরের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য, মনুষ্যের উৎপত্তি, মুসা রচিত স্ষ্টি প্রকরণের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃত সামঞ্জস্য,ইত্যাদি বিষয় লইয়া তিনি যে২ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকের পক্ষে বিশেষ উপাদেয়. বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি বৈজ্ঞানিকদের মত সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহাতে আমাদের যেন স্পষ্ট বোধ হইল যে, তাঁহাদের নব আবিষ্কৃত নূতন২ মতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্ম-নিহিত মতে বিশ্বাস স্থাপন করা সহস্র অংশে সহজ। তাঁহাদের মত অপেক্ষা ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব গুলি আরও অধিক বিশ্বাস যোগ্য। নির্জীব পদার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সজীব পদার্থ উৎপন্ন করে—ইহা অপেক্ষা,ঈশ্বর স্বয়ং প্রাণীদিগকে জীবন-বিশিষ্ট করিয়া স্ষ্টি করিয়াছেন, এই মত অধিক যুক্তি-সঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতীত হয়। ফাদার রিভিংটন বক্তৃতাচ্ছলে যে একটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করা আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। তিনি বর্ত্তমান যুগে মনস্তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয়ে শৈথিল্য ও ঔদাস্যের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আমরাও তাহা মনে করি। বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাতে অপকারের পরিবর্ত্তে উপকার হইবারই সম্ভাবনা। বিজ্ঞান চর্চ্চায় জগতের অনেক উপকার হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া

যে আমরা ঈশতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং আর২ জ্ঞাতব্য বিষয়ে উদাসীন হইব,ইহা কোন্ যুক্তির কথা? হরবর্ট স্পেনসর বলিলে বলিতে পারেন যে, কেবল বিজ্ঞানেরই চর্চ্চা কর, কমত্ বলিবেন যে,ঈশতত্ত্ব,মনস্তত্ত্ব এবং ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়গোচর ও প্রত্যক্ষ বিষয়ের পর্য্যালোচনা কর, কিন্তু আমরা বলি প্রত্যক্ষ বিষয়ের সঙ্গে২ অপ্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়েরও আলোচনা করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করা এদেশীয়দের এক প্রকার উচ্চ অধিকার বলিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের কতকগুলি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের মত যেমন অসম্পূর্ণ বলিয়া আমাদের বোধ হয়, তেমনই আমাদের মধ্যে যাঁহারা কেবল মনোবিজ্ঞান একমাত্র আলোচ্য বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। ফাদার রিভিংটনের যেরূপ পরামর্শ, সেইরূপ আমাদেরও পরামর্শ; অর্থাৎ ব্যক্তিগত পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত তিন বিষয়ের অর্থাৎ ঈশতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের আলোচনা করা সম্পূর্ণ রূপে বিধেয়। এই তিনটীর সামঞ্জস্য রক্ষা না করিলে কেহ পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ বিষয়ের যেরূপ নিয়ম আছে, অপ্রত্যক্ষ বিষয়াদিরও সেইরূপ নিয়ম আছে। ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়াদির যেরূপ ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়াদিরও নিয়ম আছে। প্রত্যক্ষ বিষয় যেরূপ সাব্যস্ত করা যাইতে পারে, সেইরূপ অপ্রত্যক্ষ বিষয়াদিও সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানের যেরূপ সুশৃঙ্খলিত নিয়ম, মনোবিজ্ঞানেরও সেইরূপ সুশৃঙ্খলিত নিয়মাদি আছে। যেরূপ পরিদর্শন ও ভূয়োদর্শনদ্বারা বৈজ্ঞানিক সত্য সকল শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, সেইরূপ মনোবিজ্ঞানের সত্যগুলিও পরিশ্রম, আলোচনা, ভূয়োদর্শন ইত্যাদি উপায়দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। অদ্বিতীয় জর্ম্মাণ দার্শনিক কান্ট (Kant) আধ্যাত্মিক জগতের কতকগুলি, অকাট্য নিয়ম দ্বারা কতকগুলি নিশ্চয় আধ্যাত্মিক সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। যাঁহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক জগতের প্রকৃতি ও নিয়মাদি অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাও কান্টের ন্যায় সেই সকল সত্য আপনাদের জন্য আবিষ্কৃত করিতে পারেন। ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। ক্যান্ট বলেন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জগতের কতকগুলি সত্য আছে, যাহার পরিচয় ও জ্ঞান কেবল নৈতিক নিয়মের দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে। তাহাকে তিনি নৈতিক প্রকৃতির অসঙ্গ (absolute) নিয়ম বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। সেই নিয়ম এক প্রকারে পূর্ণ বলা যাইতে পারে এবং সেই নিয়ম পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট হইবার নিমিত্ত আর কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করে না। কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে জ্ঞান আছে, তাহা দ্বারাই এই নৈতিক ব্যবস্থার শক্তি প্রকাশিত হয়। কমত্ যেরূপ প্রত্যক্ষ বিষয় সম্বন্ধে নিয়মাদি নিরূপণ করিয়াছেন, ক্যান্টের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতেরা অপ্রত্যক্ষ বিষয় সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়মাদি প্রকাশিত করিয়াছেন। আবার পাস্কেল(Pascal),

বটলর (Bp. Butler), কার্ডেনেল নিউম্যান (Cardinal Newman) ইত্যাদি মহোদয়গণ অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক জগতের অপূর্ব্ব নিয়ম গুলি প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। অতএব যাহাতে আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিষয়ের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের সকলের যত্ন করা বিহিত।

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার প্রণালী।

সর্ব্ব সাধারণের নিকট ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা প্রভু যেশু খ্রীষ্ট আপনার শিষ্যদিগকে দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হয় অন্য কোন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্ম প্রচারের প্রথা প্রদর্শন করেন নাই। যিহুদী জাতীয়েরা অন্য পৌত্তলিকদিগের নিকট সর্ব্বশক্তিমান, নিরাকার, অচিন্ত্য, নিত্য পুরুষের জ্ঞান প্রদান করিতেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যে প্রকার অন্য জাতীয়দের সহিত সম্বন্ধ, যিহুদীয়দের ধর্ম্মের অন্য কোন ধর্ম্মের সহিত সে প্রকার সম্বন্ধ ছিল না। যিহুদীয়েরা আপনাদের গৃহস্থ, ভিন্ন জাতীয় দাসদের নিকট আপনাদের আরাধ্য পরম পিতার ব্যবস্থা প্রচার করিতেন। যাঁহাদের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহাদিগকে সত্য ঈশ্বরের বিষয় জানাইতেন। কিন্তু দেশ বিদেশে মিসনরী প্রেরণ করিয়া উদ্যম সহকারে মিসন কার্য্যে ব্রতী হইতেন না। ভিন্ন জাতীয়কে যিহুদীয় স্বত্বাধিকার প্রদত্ত হইত বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম যে প্রকারে সকল জাতিকে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্রূপ আর কোন ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে, লঙ্কা ও চিন ও সাগর মধ্যস্থ দ্বীপ সমুহে আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু সমুদয় জগতে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের উদ্যোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। মহম্মদ আপনার ধর্ম্ম জগতে বিস্তীর্ণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা আপেক্ষিক ভাবে আধুনিক। আর আজ কাল কেশব বাবুর ধর্ম্ম প্রচারের আদেশ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনুকরণমাত্র। খ্রীষ্টই কেবল সর্ব্ব স্থানে সর্ব্বজনগণের নিকট স্বীয় জীবন্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছেন, এবং সেই প্রভাববিশিষ্ট আদেশের বলে খ্রীষ্টের শিষ্যগণ এক শত বৎসরের মধ্যে প্রাণপণে পৃথিবীর চতুর্দ্দিগে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। আর এখনও সেই উদ্যম নির্ব্বাপিত হয় নাই। আজি কালি পৃথিবীর প্রায় সমুদয় অংশেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তার করিবার নিমিত্ত খ্রীষ্টের মণ্ডলী দৃঢ়রূপে চেষ্টা করিতেছেন। মিসন কার্য্যের উদ্যম এক্ষণে বিলক্ষণ রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। আর বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে খ্রীষ্টের রাজ্যান্তর্গত করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্য খ্রীষ্ট মণ্ডলীর বিশেষ যত্ন দেখিতেছি।

ভারতবর্ষে যদবধি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জ্ঞান বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি

এখন পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের রাজ্য এদেশে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় যে পরিমাণে বৃদ্ধির আশা করা যাইত, তত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। তাহার কয়েকটী কারণ নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ বিজাতীয় প্রচারকবর্গ দ্বারা এই কার্য্য আরম্ভ হওয়াতে অভীষ্ট সিদ্ধির অনেক বিঘ্ন ঘটিয়াছে। যাঁহারা এদেশে আপনাদের বল বিক্রম ও কৌশল ইত্যাদি সাংসারিক ভাবের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশ সম্ভূত লোক যে সাংসারিক ভাব বিসর্জন দিয়া পরমার্থ বিষয়ক উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা এতদ্দেশীয় লোকেরা সহজে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং অনেক লোকই তাঁহাদের শিক্ষা সত্য ও সঙ্গত হইলেও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করেন নাই। এখন যদিও এই সংস্কার অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে, তথাচ সাধারণ লোকে বিদেশীয় প্রচারক বর্গকে সম্পূর্ণ রূপে আপনাদের হৃদয়ের কবাট মুক্ত করিয়া দিতে সক্ষম নহেন। বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংসারের প্রতি যে ঔদাস্য ভাব অস্মদ্দেশীয় লোকের হৃদয় মধ্যে নিহিত আছে, অনেক বিদেশীয় রাজকুলজাত প্রচারকগণ সংসারের প্রতি সেই ঔদাস্য প্রদর্শন করিতে না পারাতে লোকে তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশে আস্থা করে নাই। ফলতঃ এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলেই বৈরাগ্য প্রদর্শন করিতে হইবে। আর যত দিন তাহা না হয়, তত দিন লোকেরা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক খ্রীষ্টের সুসংবাদ শুনিবে না। ভারতবর্ষে যে সকল বিদেশীয় মিসনরীগণ আসিয়া আপনাদের ত্যাগস্বীকার দ্বারা পারমার্থিক ভাবের পরিচয় দিয়া আপনাদের অবলম্বিত ব্রত পালন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জ্যোতি প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, বিদেশীয় মিসনরীগণ খ্রীষ্টধর্ম্ম এদেশে সংস্থাপনের আশয়ে হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণ অলীক ইহা গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা ও প্রচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ সতর্কতা সহকারে এই কার্য্যে ব্যাপৃত না হওয়াতে হিন্দুদের ভ্রম সংশোধন না হইয়া মিসনরিরা নিন্দুক ও ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া হিন্দুদিগের অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। বিশেষতঃ অজ্ঞ দেশীয় প্রচারকবর্গ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষে কেবল হিন্দু দেবতাদিগের নিন্দা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে রাগান্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মূল সত্য আগ্রহের সহিত প্রচার করিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহাদের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের যথেষ্ট নিন্দা করা হইয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল শিক্ষা কেবল নাম মাত্র উচ্চারণ করা হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের তাবৎ শিক্ষাই ভ্রমসঙ্কুল—ইহাই ইহাঁদের মত। হিন্দুদের ও মুসলমানদের সব মিথ্যা, ইহাদের মধ্যে কিছুই সত্য নাই। হিন্দু ধর্ম্মে কিছু সত্য আছে বলিলেই অনেকে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। হিন্দু ধর্ম্মান্তর্গত যে সকল সত্য বা সত্যের ইঙ্গিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় সত্য প্রচার করিলে বোধ হয় এত দিন অনেক হিন্দু খ্রীষ্টান

হইয়া যাইতেন। ফলতঃ হিন্দু ধর্ম্মে যে সকল ঐশিক সত্য আছে, তাহা স্বীকার করিলে হিন্দু ধর্ম্মের ভ্রম সকল অনায়াসে উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করা যাইতে পারে। তাহা করিলে বিবেচক হিন্দু মাত্রেই খ্রীষ্টীয় প্রচারকবর্গকে ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতে ও পক্ষপাত দোষেও দোষী করিতে পারেন না। খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ যে হিন্দুদিগের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, ইহা বিশেষ যত্ন করিয়া প্রতিপন্ন করা উচিত। অতএব হিন্দু ধর্ম্মের বিষয় কথা কহিতে হইলে, হিন্দু শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত; তর্কচ্ছলে বা সত্যের অনুরোধে যখন হিন্দু ধর্ম্মের ভ্রম প্রদর্শন করা প্রয়োজন হয়, তখন যেন তাঁহাদের মনে কষ্ট দেওয়া না হয়। খ্রীষ্টীয় প্রচারক বিবেচনা পূর্ব্বক আপনার কার্য্য সাধন করিলে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিশেষ গৌরব হইবার সম্ভাবনা। মিসনরিগণ সতর্কতা পূর্ব্বক প্রচারক নিযুক্ত করিলে ও আপনারা তাহাদের সঙ্গেং থাকিয়া প্রচারাদি করিতে পারিলে প্রচার কার্য্যের অনেক দোষ সংশোধিত ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনেক বিঘ্ন দূর হইবে।

তৃতীয় বিঘ্ন দেশীয় খ্রীষ্টানদের ধর্ম্ম বিষয়ে অনৌদার্য্য। বিদেশীয় প্রচারক ধর্ম্মের তাবৎ ভূষণে ভূষিত হইলেও এবং দেশীয় প্রচারকগণ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রচার করিলেও যদি দেশীয় খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণ আচার, ব্যবহার ও চরিত্রে খ্রীষ্টধর্ম্মের ভাব রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে যে সর্ব্বৈব বৃথা, বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয় সমাজস্থ ভক্তবৃন্দের এই বিষয়টী সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত। তাঁহারাই খ্রীষ্টের সাক্ষী, অতএব তাঁহাদের আচরণ দ্বারা তাঁহাদের সাক্ষ্য অপ্রামাণিক হইলে খ্রীষ্টের নামে কলঙ্ক হয়। অতএব সমাজ মধ্যে যাহাতে বিচ্ছেদ ও অপ্রেম ভাব তিরোহিত হইয়া, প্রেম ও সহিষ্ণুতা ও পরোপকারের বৃদ্ধি হয়, তন্নিমিত্তে বিশেষ যত্ন ও প্রার্থনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয় সমাজে আন্তরিক ধর্ম্মভাবের বৃদ্ধি হইলে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার বিশেষ সুগম হইবে, এবং অনেকে বিনা অনুরোধে, বিনা বেতনে সেই গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সাহস ও আগ্রহের সহিত অনেক দেশীয় লোকের পারমার্থিক মঙ্গলে কৃতসংকল্প হইবেন।

বিঘ্ন নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বঙ্গীয় মণ্ডলী সমূহে খ্রীষ্টীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধনোপায় নিরূপণ।

(১১৫ পৃষ্ঠার পর।)

এ সকল ত সাধারণ উপদেশের কথা। এ সকলের সহিত এ সভার বিশেষ সম্বন্ধ কি? আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিতই বা এ সকলের সংস্রব কি? অদ্যকার প্রস্তাবিত বিষয় বিঘ্ন নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বঙ্গীয় মণ্ডলী সমূহে খ্রীষ্টীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধনোপায় নিরূপণ। ঐ সকল সাধারণ উপদেশ কথার সহিত

এই প্রস্তাবিত বিষয়ের কিছু বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ঐ সকল কথা কিছু বাহুল্য রূপে বলা হইল। বঙ্গদেশস্থ খ্রীষ্টীয় সমাজের বর্ত্তমান আত্মিক অবস্থা কি রূপ? প্রবাদ এই যে, পৃথিবীতে যত মণ্ডলী আছে। বঙ্গীয় মণ্ডলী তন্মধ্যে এক অপকৃষ্ট মণ্ডলী; ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশের খ্রীষ্টীয়ানেরা না কি আচার, ব্যবহার, স্বভাব, চরিত্র, ভাব, ভক্তি, দান, ধ্যান সর্ব্ব প্রকারে হিন্দুদিগের অপেক্ষা অপকৃষ্ট। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে এ বড় ভয়ঙ্কর কথা। কিন্তু আমরা ভরসা করি যে এ কথা মিথ্যা। কিন্তু এ কথা মিথ্যা হইলেও ইহা সম্পূর্ণ অমূলক নহে। পৃথ্বীতলে কোন মণ্ডলীই সিদ্ধ নহে, কিন্তু বঙ্গদেশের মণ্ডলী অসম্পূর্ণ ও অসিদ্ধভাবাপন্ন, তাহার কি এই মাত্র দোষ, অথবা অন্যান্য মণ্ডলী অপেক্ষা বঙ্গীয় মণ্ডলীর কোন২ বিষয়ে বিশেষ ত্রুটি আছে? আমার বোধ হয় বঙ্গীয় মণ্ডলীর কতক গুলি বিশেষ ত্রুটি আছে, এবং কতক গুলি বিশেষ অসুবিধা প্রযুক্ত এই মণ্ডলী নিস্তেজ, নিরুৎসাহ এবং অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মণ্য। আমরা ভিন্ন২ মিসন-সম্প্রদায় দ্বারা সংগৃহীত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু সমাজ বন্ধন ও সমাজ নিয়ম সকল হইতে মুক্ত হইয়া, ছত্রভঙ্গ ভাবে বিশৃঙ্খলা পাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। হিন্দু সমাজের বাহ্যিক ভাব, বাহ্যিক কার্য্যাদি দেখিলে হঠাৎ বোধ হইতে পারে, বুঝি হিন্দুগণ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের অপেক্ষা আত্মা সম্বন্ধে উন্নত। কিন্তু এরূপ বিবেচনা ভ্রমাত্মক। আমরা বিশ্বাস বিহীন নহি, আত্মিক জীবন বিহীন নহি, কিন্তু নিয়ম বিহীন, শৃঙ্খলা বিহীন, কার্য্যবিহীন। হিন্দুগণের অভিপ্রায়ের পবিত্রতা বিশ্বাসের স্থিরতা অথবা সে বিশ্বাসের শক্তি থাকিতে পারে না, হিন্দুগণ কার্য্যক্ষম পবিত্র প্রেম কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারে, তথাপি তাহারা ফরীশিগণের ন্যায় ব্যবস্থার দাসত্ব করিতেছে বলিয়া তাহাদিগের বাহ্যিক অবস্থা আমাদিগের অপেক্ষা ভাল। তাহাদিগের নিয়ম ও শৃঙ্খলা কোন২ বিষয়ে এত চমৎকার, যে তাহাদিগের ভাব, ভক্তি, আচার, ব্যবহার, চরিত্র দেখিলে আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাহাদিগের মধ্যে যাহা ভাল সে সমাজ-নিয়মের উৎকৃষ্টতা-প্রযুক্ত, তাহাদিগের মধ্যে যাহা মন্দ তাহা আত্মিক জীবনের অভাব প্রযুক্ত; অভিপ্রায়-পবিত্রতার অভাব প্রযুক্ত। আমাদিগের মধ্যে শাসন ও শৃঙ্খলার অভাব থাকিলেও, আমরা স্বাধীনতার অপকৃষ্ট সীমার আশ্রয় লইলেও, আমাদিগের মধ্যে যে অল্প পরিমাণ ভক্তি ভাব ও সৎকার্য্য লক্ষিত হয়, তাহাতে খ্রীষ্টীয় জীবনের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে, যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের আশ্চর্য্য ফল সম্বন্ধে, তাঁহার প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়। বাহ্যিক উন্নতি সম্বন্ধে যে আমাদের সমাজ হিন্দু সমাজ অপেক্ষাও অপকৃষ্ট, তাহা স্বীকার করিলেও যে আমাদিগের সমাজে আত্মিক জীবন নাই, অথবা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাহা আমি স্বীকার করি না। আত্মিক জীবন কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা প্রাপ্ত

হওয়া যায়; সেই জীবন হিন্দু সমাজে নাই, সেই জীবন অন্যান্য খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ন্যায় আমাদেরও মধ্যে আছে। মণ্ডলী মাত্রেই ঈশ্বরের সদাত্মা নিবাস করিতেছেন। কিন্তু আমাদের সমাজে সেই জীবনের অত্যন্ত অবনত অবস্থা। এক অভিন্ন সুদৃঢ় শাসন স্থাপন, এবং ভক্তি, দয়া অথবা প্রেমের কার্য্য সম্বন্ধে সুদৃঢ় নিয়মাবলী শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা সকল স্থাপন করা এই অবনত অবস্থার উন্নতি সাধনের এক মাত্র উপায়। প্রেম ও বিশ্বাস আমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু শাসনাভাব ও বিশৃঙ্খলতা প্রযুক্ত সেই প্রেম ও বিশ্বাস মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বাস ও প্রেম দ্বারা চালিত হইয়া যদি আমরা শাসন ও শৃঙ্খলাধীন হইয়া চলিতে পারি, তবে আমাদের সেই বিশ্বাস ও প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং সততা ও পবিত্রতা ক্রমশঃ আমাদিগের স্বভাব সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতার নামে যদি কেহ স্বাতন্ত্র্যের অথবা বিশৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তবে তিনি সমাজের প্রকৃত মন্দ চেষ্টায় হস্তোত্তোলন করিয়াছেন। যদি কেহ সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া শাসন ও শৃঙ্খলানুসারে (শাসন ও শৃঙ্খলা দ্বারা নহে) সমাজ বন্ধন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন তবে তিনিই বঙ্গীয় সমাজের প্রকৃত বন্ধু।

কথায় বলে "ভাব ভক্তি"। ভক্তির অনুযায়ী ভাব হওয়া উচিত। ভাব বিবর্জ্জিত ভক্তি অসম্পূর্ণ। ভাব ভক্তির উন্নতি সাধন করে, ভক্তিও ভাবের উন্নতি সাধন করে। ভাব ও ভক্তির সমবায়ে প্রকৃত ধর্ম্মোন্নতি হয়। ভক্তির কার্য্য, ভক্তির উপযোগী ভাব, ভক্তির উন্নতি সাধনকারী দয়া ও প্রেমের কার্য্য, এ সমস্তই খ্রীষ্টীয়ান মাত্রেরই পালন করা কর্ত্তব্য। মত সকল লইয়া আন্দোলন মাত্র করা যদি প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, পুরাতন ধর্ম্ম নিয়ম অথবা নূতন ধর্ম্ম নিয়মের অংশ বিশেষ প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য ভাবে অপ্রয়োজনীয় অথবা অসত্য বলিয়া গণ্য করা যদি প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, সহানুভূতি, দয়া ও প্রেম, কার্য্যেতে তুলিয়া দেওয়া যদি প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, জাগতিকতা ও স্বার্থপরতার প্রশ্রয় দেওয়া যদি প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তবে, হে বঙ্গীয় মণ্ডলী! প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্ম তোমার ধর্ম্ম নহে, প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্ম তোমার সখা নহে, প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্ম তোমার মহান শত্রু। লুথার যদি সাধু যাকুব লিখিত পত্র ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, কালভিন্ যদ্যপি ব্যবস্থা ও সৎকার্য্যকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তবে, হে বঙ্গীয় মণ্ডলী! লুথার ও কালভিনের ধর্ম্ম তোমার ধর্ম্ম নহে। কিন্তু যদি প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্ম প্রকৃত স্বাধীনতা দান করিতে পারে, লুথার যদি সুসমাচারের বিস্তারের আবশ্যকতা প্রচার করিয়া গিয়া থাকেন, এবং কালভিন্ যদ্যপি আধুনিক মণ্ডলীর ধর্ম্মোৎসাহের প্রবর্ত্তক হয়েন, তবে সেই প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্ম, সেই লুথারের ধর্ম্ম সেই কালভিনের ধর্ম্ম প্রকৃত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই বঙ্গীয় মণ্ডলীর প্রকৃত সখা। যে খ্রীষ্টধর্ম্ম পৌল ও যাকুবকে এক ভাবে, যে

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ভক্তি ও ভক্তির কার্য্য উভয়ই আত্মিক জীবনের উন্নতির কারণ আবশ্যক বলিয়া প্রকাশ করে ও তদনুসারে শাসন, নিয়ম ও প্রথা সমুদায় স্থির করিয়া বিশ্বাসীগণকে তদনুসারে চলিতে আহ্বান করে, সেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মই বঙ্গমণ্ডলীর ধর্ম্ম, কারণ সেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মই তাহার আত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনে সমর্থ।

মাতার অবাধ্য সন্তান।

কোন এক নগরে জনৈক বৃদ্ধা বিধবা ছিলেন। তাঁহার ধন সম্পত্তি দাস দাসী কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেই ধন সম্পত্তি ভোগ করিবার তাঁহার একমাত্র পুত্র ভিন্ন আর কেহ ছিল না। সুতরাং পুত্র যখন যে বিষয় মাতার নিকট প্রার্থনা করিত তৎক্ষণাৎই তাহা পূর্ণ হইত। সন্তান ক্রমে ক্রমে যৌবন অবস্থাতে পদার্পণ করিল, এবং তাহার সঙ্গে২ ইন্দ্রিয় সকলও সতেজ হইতে লাগিল। মাতা অপত্য স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া পুত্রের দোষের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সর্ব্বক্ষণ পুত্রের গুণ কীর্ত্তনই করিতেন। এমন কি, সন্তান যদি কখন কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া মাতার নিকট আসিয়া "মা" এই মধুর রবটী শুনাইত, মাতা তন্মুহূর্ত্তেই পুত্রের চাঁদমুখ দর্শনে সে সকল বিস্মৃত হইতেন।

ক্রমে পুত্র কুসংসর্গে বাস করিয়া মাতার অবাধ্য সন্তান মধ্যে গণ্য হইল। একদা পুত্র কোন এক প্রতিবাসীর প্রতি এমন কুব্যবহার করিয়াছিল যে মাতা তাহাকে উপদেশ স্বরূপ ভর্ৎসনা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। পুত্র তদ্দণ্ডেই সেই স্নেহময়ী জননীর নিকট হইতে পলায়ন করিয়া অতি দূর দেশে গমন করিল।

বিদেশে ধনী সম্ভ্রান্ত যে কেন হউন না, অর্থাভাবে এবং সৎচরিত্ররূপ পরিচ্ছদ পরিধান না করিলে তাঁহাকে অশেষ ক্লেশে দিন যাপন করিতেই হয়। অতএব পুত্র যে দুঃখেতে পড়িল ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ক্রমে যত দিন গত হইতেছে, ক্লেশেরও বৃদ্ধি হইতেছে, শেষে দুঃখই তাহাকে সর্ব্ব প্রকারে আচ্ছন্ন করিল। যখন শরীর দুর্ব্বল, জীর্ণ হইয়া পড়িল, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না. তখন সে মাতাকে স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিল, হায়! আমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছি? যে মা আমার নিমিত্ত কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আমাকে মানুষ করিয়াছেন, যিনি এক নিমেষ আমার মুখ না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না, যিনি সর্ব্বদা আমার শুভ, অশুভ, মঙ্গল, অমঙ্গল, সম্পদ, বিপদ, মান, অপমান, সুখ্যাতি, অখ্যাতির অংশী হইতেন, যিনি আমার সুখেই আপনাকে সুখী মনে করিতেন, হায়! কেন সে মায়ের কথা শুনি নাই।

যদি মায়ের নিকট থাকিয়া মায়ের বাধ্য থাকিতাম, তবে আমার এ দশা কখনও ঘটিত না। আহা! আমি মায়েরই একমাত্র স্নেহের ধন, যাহা হউক মায়ের নিকট যাইব, মায়ের চরণ ধরিয়া একবার না হয় শত২ বার কান্দিব, এবং সকল অপরাধ স্বীকার করিব। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসেন, কতবার আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, এবার অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই প্রকারে ভাবিতে ভাবিতে পুত্র আপনাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূপ রজ্জুতে বদ্ধ করিল যে ভবিষ্যতে মায়ের পদানত থাকিবে। পরন্তু হেথায় কোন সঙ্গতি নাই যে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারে, সুতরাং তাহাকে কোন এক বণিকের নৌকাতে পরিচারকের পদে নিযুক্ত হইয়া স্বদেশ যাত্রা করিতে হইবে। তরণী এক দিন নিশীথ সময়ে পুত্রকে জন্ম ভূমিতে আনয়ন করিল। তাহার মাতাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়াতে সে সেই নিশীথ সময়েই মাতার নিকট গমন করিল। শীঘ্র বাটীর দরজাতে উপনীত হইল। দেখিল যে দ্বারে দ্বারবান সর্ব্বক্ষণ প্রহরীর কর্ম্ম করিত সে নাই, দ্বার খোলা। এই পরিবর্ত্তনে তাহার মনে এক চমৎকার ভাবের উদয় হইল, "বোধ করি মা এই বাটী ত্যাগ করিয়াছেন।" কিন্তু আপনার উপর নির্ভর করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, গৃহেরও কপাট সকল খোলা, ক্রমে এক কুটীর হইতে অপর কুটীরে প্রবেশ করিল, দেখে দাস দাসী কেহই নাই। কেবল একটী কুটীরে মাতা শয়ন করিয়া আছেন। পুত্র মাতার পালঙ্কের নিকট দাঁড়াইয়া নম্রতা পূর্ব্বক অতি মৃদুস্বরে বলিল, "মা মা!" মাতা নিরুত্তর; পরে, মাতার চরণ ধরিয়া কান্দিতে২ বলিতে লাগিল, "মা মা মাগো" আমি আপনার অবাধ্য সন্তান আসিয়াছি। মাতার কর্ণকুহরে "মা" শব্দটী প্রবেশ করিবামাত্র মাতা চমকিয়া উঠিলেন, এবং কান্দিতে২ বলিলেন, কেরে আমাকে মা বলিল, কেরে আমার বাছা আসিয়াছিস্? আহা! মাতার যে সন্তানের প্রতি স্নেহ তাহা আর ভুলিবার নয়! হে পাঠক! যদি তোমার সন্তান হইয়া থাকে, তবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সন্তানের প্রতি তোমার কিরূপ স্নেহ! হে পাঠিকাগণ! যদি তুমিও সন্তানের মা হইয়া থাক, তবে বেশ বুঝিয়াছ যে, সন্তানের স্নেহ কি? তোমার সন্তান মূর্খ হউক আর জ্ঞানী হউক, ধনী হউক আর দরিদ্র হউক, সৎ হউক আর অসৎ হউক, সুন্দর হউক, আর কদাকারই হউক, তোমার স্নেহের কখনও তারতম্য হইবে না। "সন্তান যদ্যপি হয় অসিত বরণ, প্রসূতীর কাছে সেই কসিতকাঞ্চন"। তোমার স্নেহের স্রোত একই ভাবে বহিতে থাকিবে। অতএব যদি পুত্র মাতার অবাধ্য ছিল, তথাপিও মাতার স্নেহের লাঘব হয় নাই। মাতা তাঁহার সন্তানকে কোলে করিয়া মস্তকে শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্তান অতি বিনীতভাবে বলিল, "মা আমি জানি যে আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, তাই আপনার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বাটীর যে একটী

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। মা দ্বারেতে যে দ্বারবান ছিল সে কোথা? দাস দাসী সকলই বা কোথা? আর এ নিশীথ সময়ে ঘরের কবাট সকল খোলা কেন বলুন দেখি? মাতা গদ্গদ স্বরে বলিলেন, "বাছা! যে দিন হইতে তুই আমার ঘর ছাড়িয়াছিস আমি সে দিন হইতে দাস দাসী সকলকে বিদায় দিয়াছি। যদি তুই কখনও ফিরিয়া আসিস, তাই দরজা খোলা রাখিয়াছি, যেন আমার কাছে আসিতে কোন বাধা না থাকে।

আমাদেরও মাতার মাতা এক জন বিশ্ব জননী আছেন, তবে কেন আমরা মাতৃহীন শিশুর ন্যায় দেশ বিদেশে রোদন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছি? যদি আমরা তাঁহার অবাধ্য সন্তান, তাঁহার কথা শুনি নাই বটে, তবুও তাঁহার স্নেহ স্মরণ করিলে দেখিতে পাইব যে আমাদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ। তবে আইস, আমরা আমাদের সেই স্নেহময়ী জননীর নিকট যাইয়া আমাদের হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিই। এ মায়ের নিকট যাইতে টাকা কড়ি, ধন, সম্পত্তি কিছুরই প্রয়োজন নাই। যদি একবার ভক্তির দাস হইতে পারি, এবং বিশ্বাসকে কাণ্ডারী করিয়া আশা তরণীতে আরোহণ করিতে পারি তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যেই এ সংসার সাগর পার হইতে পারিব। আমাদের যখন ইচ্ছা তখনই যেন আমরা মায়ের নিকট যাইতে পারি, এই জন্য মাও ঘরের কপাট সকল খোলা রাখিয়াছেন।

চল যাই, একবার না হয় শত শতবার তাঁহার চরণ ধরে কাঁদি, অঞ্চল ধরে থাকি, তিনি অবশ্যই আমাদিগকে কোলে লইবেন।

নদী ও কাল।*

কালের যেমন গতি নদীর তেমন।
উভয়ে অস্থির বেগে করিছে গমন॥
যখন আপন পথে চলিছে নীরবে।
না মানিবে অর্থ লোভ, না ভুলিবে স্তবে॥
যাইলে উভয়ে কেহ ফিরিবে না আর।
উভয়ে গ্রাসিবে শেষে বিশাল সাগর॥
মিলেছে সর্ব্বাংশে বটে উভয়ে উভয়।
দেখেন প্রভেদ কিন্তু ভাবুক যে হয়॥
ব্যর্থ নাহি বহে নদী যেমন তেমন।
শস্য পূর্ণ করে যথা করিবে গমন॥
সময়ে জ্ঞানীর মন উন্নত করিবে।
অযতনে মরু সম পড়িয়া রহিবে॥

*কাউপর হইতে অনুবাদিত।

কেষ্টরাইল তৈল দ্বারা মৃত্যু সংঘটন।

আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত অনেকে মনে করেন যে কেষ্টরাইল তৈলের জোলাপ লওয়া বড় ভাল। তাহাতে শরীর সুস্থ থাকে। এই রূপ ভ্রমে পতিত হইয়া অনেকে সময়ে সময়ে জোলাপ লইয়া থাকেন ও শিশু সন্তানদিগের পীড়া হইলেই প্রায় জোলাপ দিয়া থাকেন। ইহা যে কত অনিষ্টকর, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটী* পাঠ করিলে পাঠকবর্গ অবগত হইতে পারিবেন।

ইংলণ্ডের সেন্টারেল মিডল্‌সেক্স নামক পল্লিতে জনৈক স্ত্রীলোক তাঁহার নবপ্রসূত ২ বা ৩ মাস বয়স্ক সন্তানের পেটের পীড়া কারণ কেষ্টরাইল তৈলের জোলাপ দেন। মনে করিয়াছিলেন শিশুটীর দুই একবার দাস্ত হইয়া শরীর সুস্থ হইবে। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল—শিশুটীর অত্যন্ত রসতড়কা উপস্থিত হওয়াতে অনতিকাল মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। একজন ডাক্তরকে তৎকালে ডাকান হয়, তিনি উপস্থিত হইয়া এই স্থির করিলেন যে বিরেচক প্রয়োগ করাই শিশুর মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। শিশুরা যখন বমন করিতে থাকে, তৎকালে তাহাদের পাকস্থলী ও অন্ত্র সমুদায় একেবারে খালী হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ রক্তপূর্ণ নাড়ী দ্বারা পেশিত হইলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। অতএব ইহাতে পিতা মাতার বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত এবং এইটী জানা উচিত যে, অনেক সময়ে বাজারে যে কেষ্টরাইল বিক্রয় হয়, সে সকল ঘোড়াকে খাওয়াইবার জন্য প্রস্তুত হয়; সেই তৈল বড় উত্তেজক। যদি শিশু সন্তানকে খাওয়ান হয়, তাহা হইলে অতিশয় খেচনী উপস্থিত করে, এবং তদ্দ্বারা শিশু সন্তানগণের মৃত্যু হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিষ মেডিকেল জার্নেল নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে, উক্ত তৈলের বৃক্ষপত্র সকল বিষাক্ত। কারণ, এম্ রাফোর্ড নামক জনৈক লম্বেকো হর্টিকলচারেল সভার সভ্য বলেন যে একটী ঘরে অনেকগুলি মাছি ছিল, এমন সময়ে তৎস্থানে একটী ভেরেণ্ডাবৃক্ষ আনয়ন করায় চকিতের ন্যায় মাছিগুলি অদৃশ্য হইল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করায় আরো দেখা গেল যে অনেক গুলি মাছি উক্ত বৃক্ষ পত্রের নিম্নদেশে মরিয়া রহিয়াছে। ইহাতে এই স্থির হইল যে, উহার পত্রে কোন না কোন বিষাক্ত দ্রব্য আছে যদ্দ্বারা এইরূপ সংঘটন হইয়াছে। বাস্তবিক ভেরেণ্ডা গাছের যদি এতাদৃশ গুণ থাকে তাহা হইলে একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ইহা প্রায় সকলকার বাগানে জন্মায় ও যে সকল *ফল ফুল বৃক্ষে বড় পোকা লাগে তাহাতে ইহার কত্ বাহির করিয়া ছিটাইয়া দিলে সমুদয় বিনষ্ট হইতে পারে।

এই জন্যই বুঝি এদেশীয় চিকিৎসকেরা ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা ক্যাষ্টরাইল জোলাপ দিতে বড় ভাল বাসেন না। "মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ" এই কথাটী ইহার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

(১১০ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নানা কারণে রোমের ভয়ানক নৈতিক দুর্গতি হইয়াছিল। রঙ্গশালা, নাট্যশালা, বধভূমি এবং অন্যান্য স্থানে পুরুষ ও স্ত্রী উপস্থিত থাকিয়া যে সকল ভয়ানক দৃশ্য দেখিত, তাহাতে তাহাদের মন্দ বই ভাল হইবার যো ছিল না।

সাধু পৌল তাৎকালিক ঘোরতর নৈতিক অবনতি লক্ষ্য করিয়া রোমকদের প্রতি পত্রের প্রথম অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এই সকল বিষয় ভাল করিয়া জানা যায়। তাৎকালিক অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তাগণ এতদ্বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লেখা যাইবে।

ভরজিল্ এবং হরেশ কবিদ্বয়ের প্ররোচনায় এবং সাহায্যে কেবল অগষ্টস্ সম্রাট নহে, নিরো এবং দমিশিয়ানও ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। এমন দুর্দ্দান্ত ও নৃশংস এবং দুষ্ট লোকেরা যখন ঈশ্বরের আসন পরিগ্রহ করিবার মানস দেখাইল, তখন যে অধর্ম্মের জয় ও পাপাত্মার পূজা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার কোন সংশয় নাই।

লুক্রেশিয়স নামক এক জন প্রসিদ্ধ কবি সাধারণ লোককে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আপনার "পদার্থের প্রকৃতি" নামক পুস্তক যদিও বিনসকে (Venus) উপহার স্বরূপ অর্পণ করেন, তথাপি তাঁহাকে মার্সের (Mars) কাছে মধ্যস্থতা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। প্রথমে তিনি আপনার দেবভক্তির পরিচয় প্রদান করেন বটে, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ পরেই বলেন, দেবগণের ভয়রূপ অত্যাচার হইতে মানুষিক মনকে মুক্ত করাই জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। তিনি আর বলেন, যে মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জয় লাভ করিতে এবং নাস্তিকতা দ্বারা আপনাকে স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নীত ও করিতে পারে। যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তাহারা তাঁহার কাছে উপহাসের পদার্থ। প্রসিদ্ধ বাগ্মী সিসেরো বলেন যে, দার্শনিক পণ্ডিতেরা প্রায়ই অবিশ্বাসী ছিলেন। সিসেরোর বন্ধু ভ্যারো বলেন যে লৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম্ম রঙ্গশালার জন্যই আবশ্যক, এবং রাজনৈতিক ধর্ম্মে কতক গুলি রাজ্য সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য সাধিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরবাদই সত্য ধর্ম্ম। সাধু আগষ্টিনের "সিটি অব্ গড্" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থের ষষ্ঠ পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে। টাসিটস্ (Tacitus) এ সব বিষয়ের উল্লেখ সতর্কতা পূর্ব্বক করিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে এক প্রকার দৈব শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যদিও পৃথিবীর কি প্রকারে শাসন হয়, এতদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক বড় প্লিনী প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থ পাঠ করিলে এমন

বোধ হয় না যে মানুষের কোন প্রকৃত আশা অথবা আনন্দস্থল থাকিতে পারে। তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার মতের আবশ্যকতা নাই। তাঁহার মতে আত্মঘাতী হওয়াই বরঞ্চ শ্রেয়ঃ। পৃথিবী যে ঈশ্বর কর্তৃক শাসিত এবং দেবতাগণ যে মানুষের কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন, এ সকল তিনি অবিশ্বাস ও উপহাসের বিষয় মনে করিতেন। যদিও তিনি লৌকিক বিশ্বাস এবং উপাসনা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তথাচ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে প্রকৃতি "সকল বস্তুর জননী" এবং কোন২ স্থলে তাহা ঈশ্বরীয় গুণ বিশিষ্ট বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু কুইন্টিলিয়ান (Quintilian) অন্য প্রকার ধাতুর লোক ছিলেন। আজ কাল আমাদের দেশে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী অনেকে যেমন প্রাচীন পৌত্তলিকতার ব্যাখ্যা বর্ত্তমান বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত মত ও সংস্কার দ্বারা করিয়া থাকেন, সেই রকম কুইন্তিলিয়ানও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসদ্বারা প্রাচীন রোমীয় পৌত্তলিকতার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইতেন। ভাবী পুরস্কার ও দণ্ড সম্বন্ধে হোমর, ভর্জ্জিল ইত্যাদি কবিগণের পুস্তকে কিছু২ আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকাশ্য রূপে তাহা অস্বীকার করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইত না। জুভেন্যাল (Juvenal) নামক কবি প্রায় যোহন প্রেরিতের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার সাময়িক ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে, পারলৌকিক বিশ্বাস সামান্য বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের মন হইতেও উৎপাটিত হইয়াছিল। যাহারা লৌকিক পৌত্তলিকতা ও উপধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিয়া জ্ঞানীদিগের অনুসরণ করিত, তাহাদের পক্ষে কি কর্ত্তব্য? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসিদ্ধ সিসেরোর গ্রন্থাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দর্শন সম্বন্ধীয় যত পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছেলন, সেই সকল হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তিনি ভিন্ন২ সম্প্রদায়স্থ লোকদের নীতি ও শিক্ষা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

খ্রীষ্টের আগমনে পাপীর প্রার্থনা।

হে জগদীশ্বর! তুমি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। কুক্কুটী যেমন পক্ষ বিস্তার করিয়া শাবক সকলকে রক্ষা করিয়া থাকে, তুমি ও সেই রূপ তোমার দুঃখী সন্তানদিগকে রক্ষা করিতেছ। হে করুণানিধান! তোমার করুণা অপার! তোমার সেই অপার করুণা দ্বারা পাপী তাপী, রোগী দুঃখী সকলকে রক্ষা করিতেছ। আমি তাই শুনিয়া তোমার সেই করুণা ছায়াতে আশ্রয় পাইবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। হে নাথ! তুমি অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, আমি বলহীন দীন দুঃখী, পাপে তাপে তাপিত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, আমার এ পাপ তাপকে তোমার কৃপা বারিবিন্দু দিয়া শীতল কর। হরি হে! শুনিয়াছি তুমি নাকি পাপকে হরণ করিবার কারণ এ জগতে আসিয়াছ, যদি পাপকে হরণ করাই

তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমা হইতে পাপী আর কোথাও পাবে না। আমি কাম ক্রোধ আদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া কত যে অসংখ্য পাপ করিয়াছি, তাহা আর তোমার নিকট কি বলিব? হে অন্তর্যামী, তুমি আমার অন্তরের সকলই জান; পাপের যে অসহ্য যন্ত্রণা তাহা আর সহিতে পারি না। পাপেতে আমার অস্থি পর্য্যন্ত কাঁপিতেছে এবং শরীর শুষ্ক হইয়াছে, অতএব আমার সকল পাপ হরণ কর। তুমি যে অগতির গতি, তাও অধম জন হইতে শুনিয়াছি, তবে আমি যে অধম, আমার গতি বিধান কর। হে প্রভো! এ দুঃখী সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। হে যোগেশ্বর! আমাকে যোগ শিক্ষা দাও। আমি এ অপার সংসার সাগরে আর কত কাল সন্তরণ করিব? আমার শরীর অবশ হইয়াছে, আমাকে বৈরাগ্য শিক্ষা দাও। আমি কেবল ধূলি ও ভস্ম মাখিয়া বৈরাগী হইতে ইচ্ছা করি না, আমি প্রেমের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া যেন বৈরাগী হইতে পারি! হে দেবের দেব! তুমি ত কত লোককে দেবত্ব দিয়াছ, আমি তাহা পাইবার উপযুক্ত নয়। আমি নরাধম, কিন্তু তোমার দয়াতে সকলই সম্ভবে; তুমি ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পার; অতএব এ পাপীকে পরিত্রাণ কর। হে রাজাধিরাজ! তুমি যখন এ রাজ্যে রাজত্ব বিস্তার করিতে আসিবে, আমি যেন তখন তোমার সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য হইতে পারি। আমার এ প্রার্থনা তোমারই নামের গুণে পূর্ণ কর। তথাস্তু।

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ।

সে গেৎসেমানিতে, সে ঘোর নিশিতে
  কানন মাঝারে, নিভৃত স্থানে,
মর্ম্মভেদি দুঃখে, কাতর শরীরে,
  প্রার্থনায় রত, পিতার ধ্যানে—

ত্রাণপতি প্রভু. বলিছেন ধীরে—
  "হে পিতঃ যদ্যাপি সম্ভব হয়,
দূরে যাক্ এই দুঃখ-পান পাত্র
  যদি তব মনে বাসনা হয়।"

"নতুবা পীয়ব, পাপীর লাগিয়া—
  প্রায়শ্চিত্ত হেতু যে দুঃখ স'ব,
আত্ম বলিদান, রুধির নিপাতে,
  বিমুখ নহিব, নিস্তার ভব।"

অবসন্ন দেহ,—সে দুরন্ত শীতে—
  দুর্ব্বল, বিষণ্ণ, মনের দুঃখে,
কম্পিত শরীর, বহে স্বেদ-নীর—
  রক্ত ফোঁটাসম; অপার দুঃখে।

দিব লোক-বাসী দূত একজন,
  শক্তি দান হেতু আসিল তথা,
সান্ত্বনা করিতে, আদেশিল যবে,
  সে স্বর্গীয় দূতে দয়ালু পিতা।

অদূরে নিদ্রিত, বসি শিষ্যত্রয়,
  প্রার্থনা সমাপ্তে আসিয়া তথা।
কহিলেন প্রভু, সকরুণ স্বরে
  "জাগ সবে জাগ, ঘুমান বৃথা।"

"পরীক্ষা-পতনে ভয় রাখি' মনে,
  জাগিয়া প্রার্থনা করহে সবে,
সমীপে আগত, দেখহ চাহিয়া,
  শত্রু-করে মোরে যে সমর্পিবে।"

দূরে কোলাহল, কানন বাহিরে,
　বিস্ময়ে দেখিল, নয়ন খুলে,
পাপিষ্ঠ যিহুদা এনেছে সঙ্গেতে
　যিহুদী-পদাতি ফিরূশীদলে।

ডামস, প্রদীপ, খড়্গের সহিত,
　যীশুকে ধরিয়া হানন স্থানে,
বিচারে সঁপিল ; দোষ নাহি পেয়ে,
　" ঈশ্বর-নিন্দক" দোষ বাখানে।

পরে সমর্পিল, পীলাত সমীপে,
　বিচারিয়া সেই দেশাধিপতি—
নির্দ্দোষ বাখানে ; কিন্তু অবিচারে—
　"ক্রুশে হত কর" বলে দুর্ম্মতি।

কণ্টক-মুকুট, শিরোপরি দিয়া,
　নলাঘাত করে মস্তকোপরি ;
ঝরিল রুধির, চাপড় মারিল,
　থুথু মুখে দিল, কোন বা অরি !

লয়ে গিয়ে তাঁরে, কাল্‌ভেরি গিরি,
　হাতে, পায়ে, প্রেক বিদ্ধিল জোরে ;
ঝরিল শোণিত, কত ব্যথা তায়,
　ম্লান মুখ, কেহ না দেখে ফিরে।

বিশ্বপতি যিনি, জীবন আকর,—
　সৃজন, কারণ ; ফুকারে যাঁর—
ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত, পায় জীব লয়—
　মুহূর্ত্ত সময়ে কি দুঃখ তাঁর ! !

কার জন্য এত দুঃখ, অপমান,
　সহিছেন বল, ত্রাণাধিপতি ?
কেন বা তাঁহার রুধির পতন ?
　কার জন্য তিনি ব্যথিত অতি ?

নির্দ্দোষ হইয়া, পাপীর লাগিয়া,
　পাপী-নিস্তারিতে সহেন দুখ।
পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ ধর শ্রীচরণ
　দিবেন তোমায় অনন্ত সুখ।

বল্লভপুর।
১৮৮৩। ১৮ ফেব্রুয়ারি।　　শ্রীশান্তিনাথ বিশ্বাস।

শুভ শুক্রবার।

মহোপবাসের শেষ সপ্তাহ, "মহা" এবং "পবিত্র" সপ্তাহ বলিয়া অতি পুরাকালাবধি বিখ্যাত। ভক্ত লোকেরা এই কএক দিন বিষয় কর্ম্মে নিরস্ত থাকিয়া অতি কঠিন উপবাস ও প্রার্থনাতে কাল যাপন করিতেন, প্রায় সকলেই স্ব২ অবস্থানুসারে দান করিতেন, ও অন্য২ দয়ার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সপ্তাহ উপযুক্ত রূপে পালনের জন্য বিশেষ২ পাঠ, লিপি ও সুসমাচার মণ্ডলী কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব ঈশ্বরালয়ে উপস্থিত হইয়া এই সকল শ্রবণ, ধ্যান ও অন্তরে পরিপাক করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ; কিন্তু এরূপ সুযোগের অভাব হইলেও উপরোক্ত কার্য্য নিজে২ পালন করা সকল ভক্ত লোকের পক্ষে নিতান্ত বিধেয়।

এই সপ্তাহের প্রথম দিনে অর্থাৎ পুনরুত্থানের পূর্ব্ব রবিবারে মহাপ্রভু খ্রীষ্ট গর্দ্দভারূঢ় হইয়া আমাদের জন্য প্রাণ দান করিতে যেরূশালম নগরে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে মহাসমারোহ হয়। লোকেরা তাল ও খর্জ্জুর পত্র লইয়া অগ্র পশ্চাৎ ধাবমান হইল, বালকেরা জয়২ ধ্বনি করিতে লাগিল, ফিরূশী ও অন্যান্য যিহুদী সম্প্রদায় ভুক্ত লোকেরা বিরক্তি দেখাইল ; কিন্তু তিনি যেরূশালম নিবাসিদের পাপ প্রযুক্ত ভারি দুর্দ্দশা হইবে মনে

করিয়া অশ্রুপাৎ করিলেন। (মথি ২১, ১-১০; মার্ক ১১, ১-১১; লূক ১৯, ২৯-৪৪।) হে মন! তোমার অবস্থা কি রূপ, প্রভু তোমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, না রোদন করিবেন? তুমি আনন্দ পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ কি না, এই সকল বিষয় চিন্তা কর। এই দিনে মানবাবতার যেশু অতি নম্রভাবে গর্দ্দভারূঢ় হইয়াছিলেন, বিচার দিনে দিব্য দূতগণ বেষ্টিত হইয়া তিনি মহা গৌরবে উপস্থিত হইবেন ও সকলের বিচার করিবেন। এখন যে ভাবে তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর, তাঁহার যেরূপ আদর কর, বিচার দিনেও তিনি তোমার প্রতি সেই ভাবে দৃষ্টিপাত করিবেন। দিন থাকিতে ভাবিয়া দেখ ও প্রস্তুত হও।

দ্বিতীয় দিন, সোমবার। অদ্য প্রাতঃকালে প্রভু যেরুশালম নগরে যাইবার সময় ফল বিহীন বৃক্ষকে অভিশাপ দিয়াছিলেন; এবং মন্দিরে উপস্থিত হইয়া "আমার গৃহ প্রার্থনা গৃহ" এই কথা বলিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। (মথি ২১, ১৮, ১৯; ১২, ১৩; মার্ক ১১, ১২-১৯; লূক ১৯, ৪৫-৪৬।) হায় কি পরিতাপের বিষয়! আমরা পত্র স্বরূপ বাক্যে প্রচুর, ফল স্বরূপ কার্য্যে পরাঙ্মুখ। আমাদের গতি কি হইবে! আমরা কতবার সাংসারিক ও কুচিন্তা-পূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনালয়ে উপস্থিত হইয়া তাহা দস্যুর গহ্বর তুল্য করিয়াছি! কিন্তু প্রভুর কি অপার কৃপা! তিনি এখনও আমাদিগকে দূর করেন নাই, এখনও আমরা প্রার্থনাদি করিতে পাইতেছি।

তৃতীয় দিন, মঙ্গলবার। অদ্য প্রভু শেষ বার মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, অতি নিগূঢ় ও গম্ভীর বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে নষ্ট করিবার জন্য সমস্ত দিন কুকল্পনা ও চক্রান্ত করিতেছিল। তিনি এই মন্দিরে আর প্রবেশ করেন নাই, লোকেরা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আর চেতনা ও শান্তিদায়ক বাক্য শুনে নাই। (মথি ২৫, ২৫; মার্ক ১৩, লূক ২১, ৫-৩৭)। হে মন! তুমি প্রভুর বাক্য শুনিয়া ও তাঁহার উপদেশ পাইয়াও কত বার তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছ। হইতে পারে প্রভু আর তোমার নিকট প্রকাশিত হইবেন না, আর তোমাকে উপদেশ দিবেন না, এই শেষ বার।

চতুর্থ দিন, বুধবার। এস্কারীতীয় যিহূদাকে প্রভু অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, অনেক স্নেহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুরাত্মা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া জগৎ কর্ত্তা প্রভুকে অদ্য ৩০ রৌপ্য মুদ্রাতে (ক্রীত দাসের মূল্য) শত্রু হস্তগত করিতে স্বীকার পাইল। (মথি ২৬, ১-১৬; মার্ক ১৪, ১-১১; লূক ২২, ১-৬।) লোভ সম্বরণ কর; লোভ সকল পাপের মূল। লোভে যিহূদার পতন হইয়াছিল, সাবধান সেই দুর্দ্দশা যেন তোমার না ঘটে!

পঞ্চম দিন, বৃহস্পতিবার। অদ্য সায়াহ্নে প্রভু পাস্কা ভোজ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তৎপরে তিনি শিষ্যদের চরণ ধৌত করিয়া গামছা দিয়া মুছাইয়াছিলেন এবং নিজ পবিত্র শরীর ও রক্তের নিগূঢ় সংস্কার বিধান করিয়া আপন শান্তি দান করিলেন, ও "পরস্পর প্রেম

কর” এই নূতন আজ্ঞা শিষ্যদিগকে দিয়া তাহাদের হইতে বিদায় লইলেন। কি আশ্চর্য্য, বিনয়! কি অপার প্রেম! কি অসীম সহিষ্ণুতা! ঈশ্বরের পুত্র পাপিষ্ঠ মনুষ্যের—শত্রু হস্তে সমর্পণকারী যিহূদারও চরণ ধুইয়া দিয়াছিলেন। প্রভুর প্রতি প্রেম বশতঃ আমাদের স্বভাব কত দূর নম্র হইয়াছে, এবং কি পর্য্যন্ত ভ্রাতৃগণের প্রতি নম্রতাসূচক কার্য্য করিয়াছি ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত। পবিত্র ভোজ সংস্থাপন কালে প্রভু বলিয়াছিলেন “আমার স্মরণার্থে ইহা কর” আমরা কি তাহা করিয়া থাকি? কতবার করিয়াছি, কি ভাবেই বা করিয়াছি?

তৎপরে প্রভু এই রাত্রে গেথসিমানি বাগানে গিয়া ঘোর দুঃখ ও মনোবেদনা সহ্য করিলেন (মথি ২৬, ৩৬; ৪৬)। তাঁহার পবিত্র শরীর হইতে রক্ত বিন্দুর ন্যায় ঘর্ম্ম নির্গত হইয়াছিল। (লূক, ৪১, ৪১; ৪৬।) এই দুঃখের সময় যিহূদা আসিয়া তাঁহাকে চুম্বন করত শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল। (মথি ২৬, ৪৭; ৫৬, লূক ২২, ৪৭; ৫৩।) এবং শিষ্যগণ ভয়ে ভীত হইয়া প্রভুকে একক ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যে কত দুঃখ প্রভু সহ্য করিলেন, কত যন্ত্রণা ভোগ করিলেন! আমরা স্বর্গস্থ পিতার জন্যে, সেই প্রভুর প্রেম বশতঃ কত ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি, কি ক্লেশ ও মনোদুঃখ সহ্য করিয়াছি! যিহূদা চুম্বন করতঃ প্রভুকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, আমরাও প্রকারান্তরে কতবার সেই দোষ করিয়াছি, কে বলিতে পারে? সকলে প্রভুর বিপদের সময়ে তাঁহাকে ফেলিয়া পালাইয়াছিল, তিনি যদি পাপ সঙ্কটে আমাদিগকে ফেলিয়া যাইতেন, তবে আমাদের গতি কি হইত?

প্রভুকে ধৃত করিয়া প্রথমে আনা তৎপরে কিয়ফা মহাযাজকের নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহার শত্রুরা মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা তাঁহাকে দোষী করিল। দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে এক জন চপেটাঘাত করিল, এক জন তাঁহার মুখে থুথু দিল, কেহ২ তাঁহার চক্ষু বন্ধন করিল ও চপেটাঘাত করিয়া ব্যঙ্গভাবে কহিল, প্রবাচনা দ্বারা বল দেখি, কে তোমাকে মারিয়াছে? এই সময়ে পিতর প্রভুকে অস্বীকার করেন। আমরা যেন প্রভুর মতন ধৈর্য্য পূর্ব্বক লজ্জা ও অপমান সহ্য করিয়া তাঁহার প্রকৃত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করি! আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধীদের প্রতি যেন সেই ভাব দেখাই! পিতরের মতন আপনার উপর নির্ভর করিয়া যেন মহাপাপে পতিত না হই!

ষষ্ঠ দিন। শুভ শুক্রবার।

প্রাতঃকাল। প্রধান যাজকদ্বয় ও প্রাচীনেরা প্রভুকে নষ্ট করিবার ইচ্ছায় পিলাতের নিকটে তাঁহাকে উপস্থাপিত করিল। ইতিমধ্যে যিহূদা মনের দুঃখে ব্যথিত হইয়া আত্মঘাতী হইল। পিলাতের নিকটে যিহূদীরা প্রভুর নানা অপবাদ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না। নানা কথা পিলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না এবং আপনাকে নির্দ্দোষী করিতেও চেষ্টা করিলেন না। পিলাত এই রূপ ভাব দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। গালীল

প্রদেশের নাম শুনিয়া, যেশু হেরোদ রাজার অধীনস্থ বুঝিয়া তাঁহাকে হেরোদের নিকটে পাঠাইলেন। হেরোদ রাজা খ্রীষ্টের বিষয় শুনিয়াছিলেন ও তাঁহাকে দেখিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অলৌকিক ক্রিয়া দেখিবার বাঞ্ছাও প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সে সকলে হতাশ হইতে হইল; প্রভু তাঁহার কোন কথার উত্তর দেন নাই। এস্থলেও প্রধান যাজক ও প্রাচীনগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিল। হেরোদ ও তাঁহার যোদ্ধারা প্রভুকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল ও বিদ্রূপ করত একটী উৎকৃষ্ট পোষাক পরাইয়া তাঁহাকে পিলাতের নিকট পুনর্ব্বার পাঠাইল। লূক ২৩, ১; ১২। প্রভুকে চোরের ন্যায় স্থানে২ লইয়া বেড়াইল, ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র ও জগতের বিচার কর্ত্তা পাপী মনুষ্য কর্ত্তৃক বিচারিত হইলেন এবং নির্দোষ হইলেও দোষীর মত কত দুঃখ, তিরস্কার ও লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন।

এক প্রহরের সময়। পিলাত তাঁহাকে বাঁচাইতে আরবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু লোকেরা, যাজক ও প্রাচীনগণের কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যেশুকে অগ্রাহ্য করিয়া হত্যাকারী বরব্বার উদ্ধার জন্য প্রার্থনা করিল এবং পিলাত ভীত হইলেও যীহুদিদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিয়া প্রভুকে কশাঘাত করত ক্রুশে মৃত্যু বিধান করিলেন। তৎপরে প্রহরীরা যেশুর বস্ত্র খুলিয়া লইয়া এক লোহিত বস্ত্র তাঁহাকে পরাইল, তাঁহার মস্তকে কন্টক মুকুট, হস্তে এক গাছি নল দিয়া "হে যীহুদিদিগের রাজন!" বলিয়া তাঁহার সম্মুখে ব্যঙ্গ করিয়া জানুপাত করিল। তৎপরে তাঁহার গাত্রে থুথু দিয়া সেই নল দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। এই রূপ বিদ্রূপ করিয়া ঐ বস্ত্রাদি সকল খুলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে নিজ বস্ত্র পরাইয়া দিল। লূক ২৩, ১৩, ২৫।

পিলাতের ন্যায় কত লোক মানুষের ভয়ে ও মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া, ঈশ্বরের ক্রোধ ও অসন্তোষ যোগ্য কার্য্য করিয়া থাকে, ও জগতের ধন মান ও সম্ভ্রম প্রাপ্তির আশায় অমূল্য ও সত্য ধন হারায়। অজ্ঞান দুরন্ত সেনা ব্যঙ্গ ভাবে প্রভুকে রাজা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি এখন প্রকৃত রাজা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, এবং শত২ বীর ও মহারাজ চক্রবর্ত্তিগণ তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন।

মধ্যাহ্নের পূর্ব্ব। প্রভু নিজ ক্রুশ স্কন্ধে বহন করিয়া যাত্রা করিলেন, কিন্তু বহনে অক্ষম দেখিয়া লোকেরা শিমোন নামে এক ব্যক্তিকে ধরিয়া ঐ ক্রুশ বহাইয়া লইয়া চলিল। অনেক লোক পশ্চাৎ২ যাইতেছিল, নারীগণ প্রভুর দুঃখ দেখিয়া খেদ ও রোদন করিতেছিল, কিন্তু প্রভু নিজ যন্ত্রণা যেন ভুলিয়া গিয়া সেই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সান্ত্বনা ও চেতনার বাক্য কহিলেন। লূক ২৩, ২৬, ৩২। হে প্রভুর বহনকারী শিমোন তুমিই ধন্য, তোমারই জীবন সার্থক! হে প্রেমময় যেশু তোমার ক্রুশ বহন করিতে আমাদিগকে শক্তি দাও।

মধ্যাহ্ন হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত যেশু ক্রুশ লইয়া গলগথায় বিদ্যমান।

লোকেরা তাঁহাকে অম্ল রস পান করিতে দিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। সেনারা তাঁহার বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্তপদাদি প্রেকের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহা মাটিতে পুতিয়া দিল এবং দুই জন ঐ রূপ দণ্ডগ্রস্তের মধ্য স্থলে প্রভু ভয়ঙ্কর লজ্জাস্পদ যন্ত্রণা এক প্রহর পর্য্যন্ত সহ্য করিতে লাগিলেন। যোহন ১৯. ১৭, ২৪। "অন্যকে রক্ষা করিয়াছ এখন আপনাকে বাঁচাও।" "তুমি যদি ঈশ্বর পুত্র ও ইস্রায়েলের রাজা হও, তবে ক্রুশ হইতে অবতীর্ণ হও এবং আমরা তোমাতে বিশ্বাস করিব," ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া লোকে তাঁহাকে বিদ্রূপ ও পরিহাস করিতে লাগিল (লূক ২৩,৩৫, ৩৮)। অতঃপর নিম্নলিখিত সাতটী কথা বলিয়া ঈশ্বরের পুত্র নিজ পবিত্র শরীর ও আত্মা ঈশ্বরের উদ্দেশে আহুতি দিয়া পাপের জন্য নরমেধ যজ্ঞ সমাধা করিলেন।

"হে পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর,কেন না ইহারা কি করিতেছে জানে না।" কি অপরূপ ক্ষমাশীলতা! "হে নারী ঐ তোমার পুত্র, (হে বৎস) ঐ তোমার মাতা।" এরূপ মাতৃভক্তি কে কোথায় দেখিয়াছে? "অদ্য আমার নিকট সুখধামে উপস্থিত হইবে।" পরামননকারী পাপীর আর কি আশঙ্কা? "হে আমার ঈশ্বর হে আমার ঈশ্বর কেন আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?' পাপের কি মহা প্রায়শ্চিত্ত! "আমি তৃষ্ণাতুর।" কি ঘোর যন্ত্রণা!

"সিদ্ধ হইল।" বিশ্বমণ্ডলে এরূপ কার্য্য কখন হয় নাই, আর হইবেও না। "হে পিতঃ তোমার হস্তে নিজ আত্মা সমর্পণ করি," কি চমৎকার ঈশ্বর ভক্তি ও অপূর্ব্ব বিশ্বাস!

তোমার ঘোর পাপবন্ধন মুক্ত করিবার জন্যে প্রভুর হাত বাঁধা গিয়াছিল। প্রভুর ধার্ম্মিকতা রূপ বস্ত্রে তুমি যেন বিভূষিত হও,এই কারণ তিনি বস্ত্র বিহীন হইয়াছিলেন, এবং লোহিত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তোমাকে অমৃত জল দিয়া তৃপ্ত করণার্থে প্রভুকে তিক্ত অম্লরস পান করিতে হইয়াছিল। অক্ষয় মুকুট তোমার শিরে দিবার জন্যে তিনি কন্টক মুকুট পরিয়াছিলেন। তোমাকে জীবন দিবার জন্য তিনি আপনার প্রাণ দান করিলেন।

ক্রুশোপরী ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখিয়া দিবাকর লজ্জিত হইয়া মুখাচ্ছাদন করিয়াছিল, তোমার কি ইহাতে পাপ করিতে লজ্জা হইবে না? ধরা,ভয়ে অধীরা হইয়া কাঁপিতেছে, তোমার কি নিজ পাপের জন্যে ভয় হয় না? কঠিন,ভূধরের হৃদয় ফাটিয়া গিয়াছে, তুমি কি জড় পদার্থ হইতেও কঠিন? মৃত লোকদের উত্থান হইল, তুমি আর কত দিন মৃতের ন্যায় থাকিবে? ক্রুশে হত প্রভুর প্রতি নিরীক্ষণ কর। দেখ,তিনি মস্তক নমন করিয়া তোমাকে ডাকিতেছেন, তাঁহার রব শ্রবণ কর। তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্যে ক্রুশে তাঁহার করুণাধার হস্ত বিস্তার করিয়াছেন, ত্বরা করিয়া তাঁহার নিকট যাও। তোমাকে স্থান দিবার জন্যে তাঁহার কক্ষদেশ মুক্ত রহিয়াছে। তাঁহার পবিত্র দেহ হইতে জল প্রবাহিত হইয়াছে, তুমি স্নান করিয়া পুনর্জন্ম লাভ

কর; রক্তধারা নিপতিত হইয়াছে পান করিয়া সবল হও। হে প্রিয় ভ্রাতঃ, তুমি আমার, আমি যেন অনন্তকালের জন্য তোমারই হই। আমেন।

পুনরুত্থান দিন।

শুভ শুক্রবারে তৃতীয় প্রহরের সময়ে যেশু প্রাণ ত্যাগ করেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরে একজন পদাতিক সৈন্য তাঁহার কুক্ষিদেশে আঘাত করাতে, সেই ক্ষতস্থল হইতে জল ও রক্ত নির্গত হইয়াছিল। অতঃপর অরমথিয়াবাসী যূষফ নামে এক জন ভদ্র লোক ও প্রভুর শিষ্য, পিলাতের নিকটে তাঁহার শব চাহিয়া লইল। উত্তম বস্ত্রে ঐ দেহ জড়াইয়া সন্নিকটস্থ উদ্যানে আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রস্তর নির্ম্মিত কবরে যেশুর সমাধি ক্রিয়া সমাপ্ত করিল। খ্রীষ্টের নিকটে রাত্রিকালে আগত নিকদীম নামে এক জন শিষ্য, দেশের রীতানুসারে সুগন্ধ দ্রব্যাদি আনিয়া ঐ সমাধি কার্য্যে যোগ দিয়াছিল।

প্রভু আপনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে, তিন দিনের দিন তিনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া শিষ্যদিগকে দর্শন দিবেন। শুক্রবারের শেষভাগে তাঁহার কবর হয়, শনিবারের দিবারাত্র (আমাদের শুক্রবারের রাত্রি ও শনিবারের দিবাভাগ) অষ্টপ্রহর কবরে ছিলেন, রবিবারের নিশি (আমাদের শনিবারের রাত্রি) ভোরে, তিনি পাপ, মৃত্যু ও শয়তানকে জয় করিয়া জয়ীর তুল্য প্রকাশমান হইলেন। প্রভুর মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ কবরে ছিল, কিন্তু তাঁহার অমর আত্মা পরলোকে গিয়াছিল, অর্থাৎ মৃত্যুর পর মনুষ্যের আত্মা যেখানে থাকে, সেই স্থানে তাঁহারও আত্মা উপস্থিত হইয়াছিল। (১ পি, ৩: ১৮, ২০। প্র, ৬, ১১।) কিন্তু তিনি নিষ্পাপী; সুতরাং পাপীদের আত্মা যেখানে ভয়ঙ্কর বিচারের অপেক্ষাতে আছে সেস্থানে তাঁহার আত্মা যায় নাই, কিন্তু ভক্ত লোকদের আত্মা যথায় পরকালের সুখ অনুভব করিতেছে ও নিত্য সুখের আশায় রহিয়াছে, সেখানে তাঁহার আত্মা কিঞ্চিৎকালের জন্য ছিল। কিন্তু যিনি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে হত হইলেন, তিনি স্বীয় অসীম শক্তির প্রভাবে নিজ শরীর ও আত্মাবিশিষ্ট হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পুনরুত্থান দিন পালনের প্রথা শাস্ত্রে যে পাওয়া যায় তাহা বলা বাহুল্য। মণ্ডলীর ইতিবৃত্তে পলিকার্প (১৫৮) ইউসিবীয়, তর্ত্তুলিয়ান ও কুপ্রিয়ান ইত্যাদি সকলেই এই পর্ব্ব উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান পর্ব্ব দিবস মণ্ডলীর প্রকৃত বড় দিন! যেহেতুক এই দিনে পরিত্রাণের কার্য্য সমাপ্ত হয় এবং খ্রীষ্টের ঐশিক শক্তি বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। অধিকন্তু এই পর্ব্ব দ্বারা সকল অস্থির পর্ব্ব গুলির দিন স্থির হইয়া থাকে। খ্রীষ্টীয়গণের এই মহানন্দের দিন এবং সকলেরই এই দিন উপযুক্ত রূপে

পালন করা বিধেয়। "মহা পবিত্র পর্ব্ব," "বড় দিন," "পর্ব্বের রাত্রি" ইত্যাদি নাম এই দিনকে দত্ত হইয়াছিল।

২১ মার্চ্চ বা তাহার সন্নিকটস্থ পূর্ণিমার পরে, প্রথম রবিবার পুনরুত্থান দিন। কিন্তু রবিবারে পূর্ণিমা পড়িলে তাহার পর রবিবারে ঐ পর্ব্ব পালন হইয়া থাকে। পুনরুত্থান দিন পালন লইয়া আদি মণ্ডলীতে কিছু মতান্তর হইয়াছিল। আসিয়াস্থ মণ্ডলীতে যীহুদীয় খ্রীস্টীয়গণের প্রাদুর্ভাব থাকাতে তাহাদের নিসান মাসের চতুর্দ্দশ দিবসের পর তৃতীয় দিনে ঐ পর্ব্ব পালিত হইত; সেই দিবস রবিবার হউক বা অন্য কোন দিন হউক তাহাতে আসিয়া যাইত না। পাশ্চাত্য মণ্ডলীতে উক্ত ১৪ দিনের পর রবিবারে এই পর্ব্ব পালিত হইত। পলিকার্প বলেন যে, প্রথম মতটী সাধু যোহনের, কিন্তু রোম নগরের বিশপেরা বলিতেন যে সাধু পৌল ও পিতর দ্বিতীয় মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। রোমের বিশপ অনিসিতঃ এবং স্মার্ণার সুবিখ্যাত পলিকার্প এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; তথাচ তাঁহাদের খ্রীস্টীয় সদ্ভাবের ও ঐক্যের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। এই স্থলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, আধুনিক রোমান কাথলিকেরা রোমের বিশপের অর্থাৎ পাপার যে একাধিপত্যের কথা লইয়া বড় আস্ফালন করেন, তাহার কিছুমাত্র আভাস আদি মণ্ডলীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কাল ক্রমে বিপশগণ আর্লস্ মহাসভার (৩১৪) ১ কাননে এই স্থির করিলেন যে একই দিনে সকল স্থানে পুনরুত্থান পর্ব্ব পালিত হইবে এবং নৈকিয় মহাসভা (৩২৫ খ্রীঃ অব্দে) এই বিধান দিলেন যে সেই দিন রবিবার হইবে। অষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্বাবধি এই বিধান ইংলণ্ডের মণ্ডলীতে সর্ব্বতোভাবে পালিত হয় নাই।

অদ্যকার প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ, বিশেষ২ গীত সংহিতার প্রাতঃকালে, ২, ৫৭, ১১১ ও সায়ংকালে ১১৩, ১১৪, ১১৮ গীত ব্যবহার্য্য। "বেনিতের" স্থলে এই দিনের সঙ্কলিত প্রার্থনার পূর্ব্বে শাস্ত্রের কতকগুলিন উদ্ধৃত পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সাধু অথনিসিয়ের বিশ্বাস বাক্য পাঠ করিবার আদেশ আছে, ও প্রভুর ভোজ পদ্ধতিতে নিরূপিত আভায বিধিবদ্ধ আছে। এই সপ্তাহের সোম ও মঙ্গলবার পবিত্র দিন রূপে পালনীয় ও ইহাতে বিশেষ পর্ব্বাদি আছে এবং পুনরুত্থানের পর পাঁচটী রবিবারের বিধান আছে।

পুনরুত্থানের পর চল্লিশ দিন প্রভু এই জগতে থাকিয়া শিষ্যদিগকে নানা প্রকার উপদেশ ও নানা সময়ে দর্শন দিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষ্য তাঁহার শিষ্যগণ হইতে পাওয়া যাইতেছে, (মথি ২৮, ৮, ৯; প্রেঃ ১, ৩; ৫, ৩৩; ১, ২১, ২২; ১ক, ১৫; ৬।) শত্রু পক্ষেও ইহার পোষকতা করিয়াছে, (মথি ২৮, ৩, ৪; ১১।)

পুনরুত্থানের পর নানা দর্শন। ১, মগদলনী মরিয়ম ও আর এক মরিয়মের কাছে। (মথি ২৮, ১, ৯; ১০।) ২, এম্মায়ু নগরে যাত্রাকারী দুই জন শিষ্যের নিকট। (লূক ২৪, ১৩-৩৫।) ৩, একা-

দশজন প্রেরিতের কাছে। (মার্ক ১৬, ১৪ ; লূক ২৪, ৩৬-৪৩ ; যোহ ২০, ১৯-২৫।) ৪, থোমাকে (যো ২০, ২৬-২৯।) ৫, তিব্রীয় হ্রদের নিকট। (যো ২১, ১-২৪) ৬, গালীল পর্ব্বতে (মথি ২৮, ১৬-২০ মার্ক ১৬, ১৫-১৮) ইত্যাদি।

পুরাকালে পুনরুত্থানের পূর্ব্ব সন্ধ্যা প্রার্থনা ও জাগরণে লোকে অতিবাহিত করিত ও ঈশ্বরালয়ে এবং আপনাদের গৃহাদিতে দীপাদি জ্বালাইয়া রাত্রিকে দিনমান করিয়া তুলিত। "খ্রীষ্ট উঠিয়াছেন" এই কথা বলিয়া তাহারা বন্ধু বান্ধবকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক সম্বোধন করিত, এবং "তিনি সত্যই উঠিয়াছেন" এই কথা উত্তর স্বরূপ বলা যাইত। বাপ্তিস্মের এই একটী প্রধান দিন, এবং তাহারা পবিত্র হইয়াছে ও জ্ঞান জ্যোতিঃ পাইয়াছে এই ভাব বাপ্তিস্মের নবগৃহীতারা আপনাদের শুভ্র বস্ত্র পরিধান ও হস্তে দীপ ধারণ দ্বারা প্রকাশ করিত। এই দিনে প্রভুর ভোজ গ্রহণাদেশ মণ্ডলীতে আছে এবং সকলের তাহা পালন করা উচিত। প্রাচীন কালে লোকেরা বিশপের গীর্জ্জাতে (কাথিড্রেলে) তজ্জন্য অতি দূর হইতেও আসিতে চেষ্টা করিত।

এই দিনে জগত্ত্রাতা কবর হইতে উঠিলেন, শয়তানের আধিপত্য নষ্ট হইল, মৃত্যুর বন্ধন খোলা গেল, অনন্ত জীবনের দ্বার মুক্ত হইল। এক্ষণে আমরা দিব্য দূতগণের সহবাসী। ভক্তের পক্ষে মৃত্যু এখন নিদ্রামাত্র, এবং বিশ্বাসীগণ মরিলেও খ্রীষ্টেতে নিদ্রিত থাকে। আমাদের মস্তক স্বরূপ খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হইয়াছে, অতএব তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে আমরা, আমাদেরও শেষ দিনে সশরীরে উত্থান হইবে।

হে যেশু! তুমি অন্ধকারের শক্তিকে পরাভব করিয়াছ ও তোমার অসীম বলে নরক ও কবর পরাজিত হইয়াছে। তোমার গৌরবান্বিত পুনরুত্থান দ্বারা তোমার ঐশিক শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, এবং তুমি যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিষিক্ত, ইহাও প্রমাণ হইয়াছে। এই বিশ্বাসে আমাকে দৃঢ় কর, যেন এই প্রকৃত ও সজীব বিশ্বাসের ফল প্রতি দিনের কার্য্যে প্রকাশ পায়। পাপের মৃতাবস্থা হইতে আমাকে উত্থিত করিয়া ধর্ম্ম সাধনে সজীব ও সত্বর কর; আমি যেন তোমার সহিত বাপ্তিস্মে কবরস্থ হইয়া আমার সকল কু-ইচ্ছা ও অপবিত্র অভিলাষ ধ্বংস করিতে সক্ষম হই। ইহ জগতের সুখ সম্পত্তির মোহন শক্তি হইতে আমাকে রক্ষা কর, অসার ও অনিত্য বিষয়ে আমার মন সংলগ্ন হইতে দিও না, আমাতে তোমার প্রতিমূর্ত্তি পুনঃস্থাপিত কর, এবং তোমার পথে আমাকে চালাও। তোমার পুনরুত্থানের প্রভাবে আমার আত্মিক উত্থান হউক ও পার্থিব বিষয়ে আমার মন আসক্ত না হইয়া স্বর্গীয় বিভবের আশায় ও অনুরাগে সতত নিযুক্ত থাকুক। আমার জন্য সকল সুখ তুমি সঞ্চয় করিয়াছ ও সকলিই দিতে প্রস্তুত আছ। আত্মিক শত্রুগন যেন তাহা হরণ করিয়া না লয়, এই জন্য তোমার বলে আমার দুর্ব্বলতা হরণ কর ও তাহাদিগকে পরাভব করিতে আমাকে শক্তি দাও। তুমি মৃত্যুকে

পরাভব করিয়াছ, মৃত্যুর হুল যে পাপ তাহা তোমা কর্ত্তৃক উৎপাটিত হইয়াছে, তবে মৃত্যুকে আমার আর কি ভয়, মৃত্যু আমার আর কি করিতে পারে? মৃত্যু দ্বারা আমি পাপ ও দুঃখ হইতে রক্ষা পাই, মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নহে, সত্য ও প্রকৃত জীবনের আরম্ভ মাত্র। তুমি পুনরুত্থানের প্রথম ফল স্বরূপ যেমন তোমার পুনরুত্থান হইয়াছে তেমনি আমারও হইবে। তুমিই সত্য ও নিত্য জীবনের আকর, আমি যেন তোমাতে সংলগ্ন থাকিয়া শেষ দিনের সাধারণ উত্থান কালে, হে জীবনের জীবন, তোমা হইতে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হই। আমেন।

বিবিধ বিষয়।

বঙ্গীয় খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ব্যবহারার্থ গীত পুস্তকের সংশোধন ও সংবর্দ্ধনের জন্য একটী সভা নিযুক্ত হইয়াছে। এখন সেই সভার অধিবেশন প্রত্যেক সপ্তাহেই হইয়া থাকে। যাঁহাদের কাছে নূতন গীত আছে তাঁহারা যদি সাধারণের উপকারার্থে অনুগ্রহ করিয়া সেই গীতগুলি বঙ্গবন্ধুর কার্য্যালয়ে পাঠান, তাহা হইলে আমরা বিশেষ রূপে বাধিত হইব।

৯ই ফেব্রুয়ারীতে অক্সফোর্ড মিশনালয়ে কতকগুলি বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কতকগুলি ব্রাহ্ম বন্ধুকে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে সিংহল দ্বীপের বিশপ ডাক্তার কপ্লেষ্টন সাহেব, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে কিং অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত নিচয় উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে একটী প্রগাঢ় প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি যেরূপে এই গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা ও মীমাংসা করেন, তাহা শুনিয়া সকলেই বোধ হয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তিগুলিন সম্পূর্ণ রূপে নূতন রকমের হইয়াছিল। অশেষ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ পণ্ডিতদ্বয় বিশপ কল্‌ডওয়েল এবং ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রবন্ধের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন ইহাতে তাঁহাদেরও শিক্ষা লাভ হইয়াছে। যাহারা একদা বিশপ কপ্লেষ্টনকে "বালক বিশপ' বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, তাহাদের অনেক বৎসর ধরিয়া উক্ত বিশপ জ্ঞানদাতা হইতে পারেন। আমাদের একটী অতি প্রাচীন শ্লোক মনে পড়িতেছে যথা;—

অজ্ঞোভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেবতু মন্ত্রদং॥

অর্থাৎ অল্প বয়স্ক হইলেই বালক হয় না, যে মূর্খ সেই বালক, আর যে জ্ঞানদাতা সেই পিতার মতন। পণ্ডিতেরা মূর্খকে বালক এবং জ্ঞানদাতাকে পিতা বলিয়া থাকেন।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। বঙ্গীয় খ্রীস্টীয়ানদের ব্যবহারার্থে প্রতি মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালীন ও পুণ্য সহভাগের সেবার্থে সরল প্রার্থনা। কলিকাতা অক্সফোর্ড মিসন যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই রকম পুস্তকের যে অনেক দরকার আছে, তাহাতে আমাদের কিছু সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী খ্রীস্টীয়ানেরা যে এতদিন এতাদৃশ পুস্তকাদি রচনা করে নাই, তাহা তাহাদের লজ্জারই বিষয়। এই জন্য এই অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যাহারা চেষ্টা পান, তাঁহারা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র। এই "সরল প্রার্থনা" খানিতে অনেকের উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই পুস্তক সম্বন্ধে আমরা দুই একটি কথা বলিতে চাহি। ইহার যেরূপ নাম সেরূপ ফলে হয় নাই। যতদূর পর্য্যন্ত সম্ভব, ততদূর ইহার ভাষা সরল হওয়া উচিত। ইহাতে একটীও শক্ত কথা থাকা উচিত নহে, যদি থাকে তাহার অর্থ করিয়া দেওয়া উচিত। যে প্রকার লোকদের ব্যবহারের জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকটী সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহারা বাঙ্গালা এক প্রকার জানে না, আর, বাঙ্গালা জানুক আর না জানুক প্রার্থনা পুস্তকের ভাষা সর্ব্বদা সরল হওয়াই বিধেয়। আমাদের আর একটী পরামর্শ এই যে ভবিষ্যতে যেন ইংরাজি সুরের গান গুলি ইহা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। সুর ভাব বজায় রাখিয়া ইংরাজি হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করার ন্যায় বিষম ব্যাপার আর নাই। নিম্নলিখিত পদটী পাঠ অথবা গান করিলে কাহার লাভ হইতে পারে, আমরা বলিতে পারিলাম না। ৫ম পৃষ্ঠায় লেখা আছে,

> "প্রতি দিবসের গতিতে
> সকল কষ্টে শুদ্ধ চিতে,
> ঈশ্বরে উৎসর্গ তরে
> অগণন রত্ন পাই করে।"

ইহার অর্থ কি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এই রকম প্রায় সবই। উপরোক্ত দুইটী বিষয় সংশোধিত হইলে এই পুস্তক খানিতে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

২। কুসুমহার। কলিকাতা, ২১০। ৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সাধারণ যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত। "ধর্ম্মবন্ধু" পত্রে যে সকল জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশ পূর্ণ বচন মধ্যে২ প্রকাশিত হয়, তাহা এই পুস্তকে একত্র সংগ্রহ করা গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টীয়ান সকলে এই পুস্তক পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। যাহারা কাজ কর্ম্মে বড় ব্যস্ত এবং ধর্ম্ম ও ভক্তি উদ্দীপক পুস্তকাদি পাঠ করিবার সময় যাহাদের অতি অল্প, তাহারা যদি প্রাতঃকালে এক একটী কুসুম চয়ন করিয়া সমস্ত দিন হৃদয়ে ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার সৌরভ সকল বিষয় কর্ম্মেও ব্যাপ্ত হইবে। চয়ন করিতে বড় সময়ও লাগিবে না। আমরা ভরসা করি এমন পুস্তকের সংখ্যা দিন২ বৃদ্ধি হইবে।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড।] ১লা এপ্রেল ১৮৮৩। [৭ সংখ্যা।

ইউরোপীয়দিগের বিচার প্রণালীর পরিবর্ত্তন।

একটী পুরাতন কথা আছে, সে কথাটী এই—"প্রেম অনেকগুলি পাপ আচ্ছাদন করে।" যেরূপ প্রেমের গুণে অনেকগুলি অপরাধ ও দোষ আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ আমরা আজ কাল দেখিতেছি যে রঙ্গের গুণেও অনেক দোষ ও পাপ আচ্ছাদিত থাকে। আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকে দেখিতে পাই যে, শ্বেত চর্ম্মের গুণ ও শক্তি অতি আশ্চর্য্য। গবর্ণমেন্ট কার্য্যক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া দেখ, অথবা মিশন কার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে শ্বেত চর্ম্মের কি ঐন্দ্রজালিক মোহিনী শক্তি। এক জন অদূরদর্শী, অবিবেচক, উদ্ধতস্বভাব ইংরাজ এ দেশে আসিলেন, তাহাকে দেশীয়েরা মান্য, বিদ্বান ও পণ্ডিত বলিয়া না মানিলে বিষম গণ্ডগোল! শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ যাইবার জিনিস নহে! যখন মিসন ক্ষেত্রেও এই প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে, যখন দেশীয়দিগকে মিসন কার্য্যে নিয়োগ করা এক রকম কেনা বেচার মতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন যে অপরাপর ইংরাজদের মধ্যে এই শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ ভাব থাকিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই দূষিত, এই ধর্ম্ম-বিনিন্দিত জঘন্য ভাবের মস্তকে পদাঘাত করিবার নিমিত্ত সদাশয় ও মহাত্মা রিপণ দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। বর্ত্তমান উদারনীতিক গবর্ণমেন্ট কেবল কথায় নহে, কার্য্যেও উদারতার পরিচয় দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ভারতে জাতি ভেদের উপরে ইংরাজ মিশনরীরা ও অপরাপর ইউরোপীয়গণ বিরক্ত ও খড়্গহস্ত, কিন্তু আপনাদের মধ্যে যে জঘন্য জাতিভেদ এবং বিজাতীয় ঘৃণা রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় তাঁহারা দেখিতে পান না। এই

অন্যায় জাতি ভেদের উপর বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পাঠক বোধ হয় জানেন যে, যেখানে সম্পূর্ণ ন্যায়ের আশা করা যায়, সেই বিচারালয়েই জাতিভেদ আছে। বর্ত্তমান একটী ফৌজদারি বিধির ধারানুসারে এ দেশীয় মাজিষ্ট্রেট ইংরাজের ফৌজদারি বিচার করিতে পারেন না। দেশীয় মাজিষ্ট্রেট যতই কেন বিদ্বান, যোগ্য, আইনজ্ঞ হউন না, তিনি বর্ত্তমান আইনানুসারে ইংরাজের বিচার করিতে অসমর্থ। যাঁহারা সিবিলিয়ান পদের যোগ্য, তাঁহারা ইংরাজের বিচার করিবার যোগ্য বিবেচিত হইলেন না! যাহাদের সহজ জ্ঞান আছে, তাহারা একেবারে এই আইনটী যে কতদূর পর্য্যন্ত এক-দেশ-দর্শী এবং অন্যায় বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর স্যার অ্যাস্‌লী ইডেন এইটী বিলক্ষণ বুঝিয়া এই দূষিত আইনের সংশোধন চেষ্টায় ছিলেন। সর জর্জ কাম্বেল, সর রিচার্ড টেম্পল, লর্ড নেপিয়রের ন্যায় দূরদর্শী, বিবেচক মহাত্মাগণেরও এই মত। লর্ড রিপণের ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও সদাশয় ব্যক্তি যে এমন ধর্ম্ম-বিগর্হিত জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া খ্রীষ্টান ইংরাজ গভর্ণমেন্টের মান রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহারা লর্ড রিপণকে জানে, যাহারা লর্ড রিপণের জীবনের প্রধান২ ঘটনা শুনিয়াছে, এমন সাধু সংকল্প যে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, ইহা তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে। কিন্তু যেমন সাধু ও মহৎ কার্য্য সাধনে অনেক বাধা প্রতিবন্ধক রূপ কণ্টক আসিয়া পড়ে, সেইরূপ এখনও ঘটিয়াছে। সে দিবস ব্যবস্থাপক মন্ত্রী মাননীয় ইল্‌বার্ট সাহেব প্রাদেশিক গবর্ণরগণের মত লইয়া এবং গবর্ণমেন্টের অনুমত্যনুসারে ইউরোপীয়দিগের বিচার প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করাতে দেশের সব সাহেব, ফিরিঙ্গি, যিহুদী, আর্ম্মাণী, পর্টুগিজবংশধরেরা ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। একটী সুসংবাদ এই যে এখন ইংরাজেরা আপনাদের পরিত্যক্ত আত্মীয় কুটুম্বগণকে গ্রাহ্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। ফিরিঙ্গিদের আজ কাল বড় সুযোগ! দেশীয় হইয়া তাহারা ইংরাজদের সহিত সমস্বরে বলিতেছে, বাঙ্গালী আমাদের মতন সাহেবদিগের বিচার করিবে! তাহা কখনই হইবে না! ইংরাজ বণিক, উকিল, ব্যারিষ্টর, চা-কর, নীলকর, কেরাণী, অর্দ্ধ ফিরিঙ্গী ও সম্পূর্ণ ফিরিঙ্গী একত্রিত হইয়া এই প্রশস্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার জন্য গত মাসে টাউন হলে একটী রাক্ষস সভা করে। সেই সভায় মিলর, কেশউইক, ব্রান্‌সন্, পাদ্রি ফিন্টর ইত্যাদি সাহেবেরা বক্তৃতা করেন। তর্ক ও যুক্তির নাম গন্ধও তাহাদের বক্তৃতায় ছিল না; কেবল ছিল বিজাতীয় আক্রোশ, দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা ও অহঙ্কার। তর্কের সার এই, "আমরা ইংরাজ, আমরা বিজেতা; ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেটগণ কর্ত্তৃক বিচারিত হওয়া আমাদের স্বত্বাধিকার। এখন যদি আমাদের বিচার প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা হয়, যদি কাল বাঙ্গালীরা আমাদিগের বিচার

করে, তাহা হইলে আমাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার ও অন্যায় করা হয়, তাহা হইলে এদেশে আমরা তিষ্ঠিতে পারিব না। তাহা হইলে আমাদের গৌরব, মান, সম্ভ্রম, ব্যবসায় অধঃপাতে যাইবে। বাঙ্গালী বিচারকর্ত্তার সম্মুখে আমাদের সুন্দরী ললনাগণকেও আসিতে হইবে, এ কি আমরা প্রাণ থাকিতে সহিতে পারি? সূর্য্য যাহাদের মুখ দেখিতে পান না, তাহাদের মুখ কি এক কৃষ্ণ স্থূলকায়, মেদযুক্ত বাঙ্গালী বিচারকর্ত্তা দেখিবে? এ সকল চিন্তা করিলে আমাদের ইংরাজী, ফিরিঙ্গী, আর্ম্মানী ও যিহুদী শোণিত গরম হইয়া উঠে, ইত্যাদি।" এমন যুক্তিহীন, কর্কশ, দম্ভপূর্ণ, উদ্ধতভাবপরিচায়ক অহঙ্কারযুক্ত ও অসার বক্তৃতা টাউনহলে বোধ হয় কস্মিন্ কালে শ্রুত হয় নাই। কখন বাঙ্গালীরা যদি টাউনহলে সভা করেন, সভার পূর্ব্বে যেন কোন উপায়ে টাউনহলটী সংস্কৃত ও শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। এখনও নানা স্থানের ইংরাজেরা লর্ড রিপণের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছে, অসংখ্যা বিপক্ষদল গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লিখিতেছে। কিন্তু লর্ড রিপণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যে ন্যায়ানুমোদিত প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা তাঁহার একান্ত বাসনা। তবে যদি কোন যুক্তিযুক্ত আপত্তি থাকে তাহাও তিনি ভাল করিয়া বিবেচনা করিবেন। কিন্তু একটী কথা ইংরাজ সম্প্রদায়কে বুঝাইতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; সে কথাটী এই যে, ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে স্খলিত করিবার চেষ্টা যাহারা করে, তাহাদের ন্যায় মূর্খ ও অজ্ঞান পৃথিবীতে আর নাই।

এই দূষিত আইন পরিবর্ত্তিত হইবে কি না, এখন স্থির হয় নাই। বিলাতের বর্ত্তমান উদার দলের রাজনীতিজ্ঞেরা ও আমাদের মহামান্য ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভারত শাসনকর্ত্তা ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ যে ধাতুর লোক তাহাতে বোধ হয় না যে এই আইন আর অনেক দিন ধরিয়া ইংরাজ শাসনের কলঙ্ক একইভাবে সাধন করিবে।

ইলবার্ট সাহেব যে বিলের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা এখন বিধিবদ্ধ হইবে না। এখন সকল ভাষায় উক্ত বিল অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইবে। তাহার পর আবার সমস্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মতামত গ্রহণ করা যাইবে। তাহার পর ইংলণ্ডে ইহার সবিশেষ আন্দোলন ও মীমাংসা হইবে। আগামী নবেম্বর মাসে ইহার চরম সিদ্ধান্ত হইবে। আমাদের আশা এই যেন শেষে মিথ্যা ও অসার যুক্তির আশ্রয় লইয়া ভারতের পঁচিশ কোটীর প্রতি অবিচার করা না হয়। যদি বাঙ্গালীকে ইংরাজের বিচার করিতে অযোগ্য মনে করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে আর সিবিলিয়ন করিবার দরকার কি? ন্যায় ও সত্যের ভাণ করিয়া অবিচার করার অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া বল, আমরা বিজেতা, আমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব; যাহার বল আছে, ন্যায় তাহারই সঙ্গে। ন্যায় ও সুবিচার রক্ষা করিবার কথা আর মুখে আনিও না।

প্রকৃত কবি কাহারা ?

আজ কাল আমাদের দেশে অনেক সুলেখক—উপন্যাস লেখক ও কবিতা লেখক জন্মিয়াছেন। মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে যাঁহারা দৃঢ়-সংকল্প ও যত্নবান, তাঁহারা আমাদের বিশেষ প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র। অনেকে বলিবেন যাহারা মাতৃভাষার আলোচনা করে, তাহারা একটী স্বাভাবিক ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, তাহাতে আবার প্রশংসার দরকার কি ? মাতৃভাষা আলোচনা করিলে যদি প্রশংসার পাত্র হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা আহার করে, নিদ্রা যায়, বলিয়া ত প্রশংসার পাত্র হইতে পারে ? যাঁহারা এ প্রকার বলেন, তাঁহারা যে একটা ভারি অন্যায় কথা বলেন, তাহা আমাদের বোধ হয় না, তবে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনেক দিনের অশ্রদ্ধা ও ঔদাসীন্য দেখিয়া আমরা এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিতে এমন অভ্যস্ত হইয়াছিলাম যে যাহা অস্বাভাবিক তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতীত হইত। সুখের বিষয় এই যে এখন এভাব ক্রমে২ তিরোহিত হইতেছে। মাতৃভাষার প্রতি বঙ্গবাসীদের স্নেহ মমতা জন্মিতেছে। এটী বড় সুলক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই! যাঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্যা ও জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁহাদের টান মাতৃভাষার দিকে বিলক্ষণ পড়িয়াছে। উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা পরিচায়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেকে কবিতা রচনা করিবার শক্তিও দেখাইতেছেন। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে অনেকে এমন কবিতা লেখেন, যাহা 'কবিতা নামের কোন রূপে যোগ্য নয়। কবিতা কি, কবি কাহারা, এই সকল বিষয় বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই; কিন্তু প্রকৃত কবি হইবার জন্য যে কতক গুলি উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমাদের বোধে একটী অত্যাবশ্যকীয় উপায় নির্দ্দেশ করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। পাঠক বর্গকে বলিয়া দিতে হইবে না যে কবিতায় প্রচুর পরিমাণে হৃদয়ের গভীর ভাব সকল প্রতিভাত না হইলে কবিতা কবিতা বলিয়াই বিবেচিত হইবে না। কবিতায় যে মতের আভাস থাকে, তাহা নূতন কি পুরাতন, সত্য কি মিথ্যা, তাহা আধুনিক দর্শন অথবা বিজ্ঞানানুমোদিত কি না, এ সকল বিবেচনা না করিয়া তাহাতে ভাবের তরঙ্গ কি রূপে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা দেখাই বিধেয়। যাহা পড়িলে হৃদয়ের কোন ভাব উত্তেজিত হয় না সে কবিতাই নহে। কবি যখন লেখেন তখন তিনি আপনার মনের ছবি কবিতা রূপ দর্পণে আমাদিগকে দেখিতে দেন। ভাষা কেমন হয়, কেমন শব্দ, কেমন পদলালিত্য হয়, সে দিকে তাঁহার তত দৃষ্টি থাকে না। কেমন করিয়া আপনার মনের তরঙ্গায়িত ভাব সকল ব্যক্ত করিবেন, তাহার দিকেই তাঁহার দৃষ্টি থাকে! কবিরা যখন লিখিতে আরম্ভ করেন,

তখন তিনি ছাড়া আর যে কোন লোক জগতে আছে, এ কথাটী তাঁহার স্মরণে থাকে না। আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে,যেখানে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হয় নাই, সেখানে কবিতার প্রকাশ হয় নাই। এটী বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু আর একটী বিষয়ে আমাদের অণু মাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে উচ্চ দরের প্রকৃত কবি হওয়া অনেক ক্লেশ, আয়াস ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। বিশুদ্ধ নৈতিক ভাবের উপর স্থাপিত না হইলে কবিতা কখন হৃদয়গ্রাহিণী পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট হইতে পারে না। আমরা বলি না যে, কবি হইলেই ধর্ম্ম ভাব যুক্ত হইতে হইবে, কিন্তু আমরা বলি ধর্ম্ম-ভাব-বিযুক্ত হইলে ভাল কবিতা হইবার সম্ভাবনা নাই। মন্দ লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও যাহারা ভাল কবিতা রচনা করিয়াছে, তাহাদের ভাল লেখা কতকগুলি অবশ্য প্রশংসনীয় গুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মন্দ লোকেরা যদি কখন ভাল কবিতা লেখে, তাহা হইলে জানা যাইবে যে যাহা ভাল বাহির হইয়াছে, তাহা তাহাদের কতকগুলি ভাল গুণ হইতেই বাহির হইয়াছে। বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত না হইলে ভাবগুলি প্রকৃত রূপে তেজোযুক্ত ও কবিত্বপূর্ণ হইতে পারে না। সেক্সপিয়র, মিল্টন, স্পেনসর্, কাউপর, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সদী, ইত্যাদি ইংরেজ কবিগণকে এই নৈতিক আদর্শ হইতে বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের মতের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ধর্ম্ম ও বিশুদ্ধ ভাবেরউপর সংগ্রথিত না হইলে কবিতা কখন হৃদয় স্পর্শী হইতে পারে না। সেই ধর্ম্ম মিথ্যা হউক, সত্য হউক, সে স্বতন্ত্র কথা ; কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মের ভাব চাই। গ্রীক কবি হোমরের গ্রন্থে অনেক কুসংস্কার ও ভ্রমাত্মক মত থাকিলেও উহাতে প্রকৃতি ও বিবেকের ধর্ম্ম সুন্দর রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। বাইরণ এক জন খুব ভাল কবি ছিলেন বটে, কিন্তু যদি তাঁহার ধর্ম্ম থাকিত, তাঁহার চরিত্র সর্ব্ব বিষয়ে বিশুদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাঁহার কবিতা গুলি নিঃসন্দেহে আরও ভাল, আরও সহস্র গুণে উপাদেয় হইত। ধর্ম্মভাব ও কবিত্বের যে সম্বন্ধ, তাহা প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা হিউম্ ও গিবনের জীবনে বিশেষ রূপে দৃষ্টিগোচর হয়। হিউম ও গিবনের কবিতা লিখিবার শক্তি কিছু মাত্র ছিল না। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অনৈসর্গিক গুণ সকল চিন্তা করিলে যেমন প্রসাদবিশিষ্ট উত্তেজক-ভাবযুক্ত কবিতা সমুদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ আর কিছুতে হইবার যো নাই। যখন ধর্ম্মের স্তম্ভ ও মূলস্বরূপ বিশুদ্ধভাব দ্বারা আপনাদিগকে চালিত হইতে দিই, তখন আমাদের ধারণা ও কল্পনা শক্তির যেরূপ বিকাশ হয়, তেমন আর অন্য কোন কারণে হইতে পারে না। বিশ্বাস নেত্রে দেখিলে আমাদের আধ্যাত্মিক গুণ এবং ভৌতিক পদার্থ সমূহ আশ্চর্য্য রূপ ধারণ করে। বিশ্বাস চক্ষে দেখিলে দেখিব যে, আমরা যে সকল বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহারা এক রকম অপার্থিব ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য্যে

ভূষিত। তাহা হইলে সমস্ত প্রকৃতি এক অপূর্ব্ব অনৈসর্গিক রূপ ধারণ করিবে। তাহা হইলে নবং ভাব উদিত হইয়া হৃদয়কে শান্তিযুক্ত ও প্লাবিত করিবে। তাহা হইলে উপরি উক্ত ভাব হইতে নিঃসৃত কবিতা অনেকের সুখ, শান্তি, পবিত্রতা, উদ্দীপনা, আনন্দ ও উত্তেজনার কারণ হইবে।

সাংসারিকতা।

ধর্ম্ম ও নীতি এক নহে। নীতি ধর্ম্মের ভিত্তিমূল বলা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের কার্য্য স্বতন্ত্র। ধর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরের সহিত নিগূঢ় গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইংরাজী শব্দ religion এর ব্যুৎপত্তিতে এই বন্ধন সূচিত হয়। যাহা দ্বারা ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ হয়, যাহা দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগেতে, আমরা তাঁহাতে অবস্থান করি, যাহা দ্বারা আমরা জগতের অসীম পরমাত্মাকে উপভোগ করি, যাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র সসীম হৃদয় বিশাল অসীম হৃদয়ের সহিত দৃঢ় রূপে আবদ্ধ হয়, তাহাকে প্রকৃত রূপে ধর্ম্ম বলা যায়। প্রেমই সেই অমূল্য সংযোগের বন্ধনী। যাহারা প্রেমময় পিতাকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি করে, তাহারাই প্রকৃত ভক্ত উপাসক বলা যাইতে পারে। যাহারা সংসার-প্রিয় তাহারা অনেক বিষয়ে ভাল লোক হইলে হইতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্টোল্লিখিত "রাজ্যের" সন্তান তাহারা নয়। কতদূর পর্য্যন্ত গেলে সাংসারিকতায় পতিত হওয়া যায় তাহা নিরূপণ করা বড় সহজ নয়। কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা, যাহা নিষিদ্ধ নয়, তাহাকে সাধারণতঃ নিষিদ্ধ বলিয়া থাকে। শিথিলমনা ও ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীনেরা, যাহা দোষ বর্জ্জিত নহে, তাহাকে অনেকবার দোষশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তবে সাংসারিকতা কাহাকে বলে, এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। যখন আমরা ইহ জগত অথবা সংসারের নাম উল্লেখ করি, তখন এই সুন্দর, নানা বর্ণে রঞ্জিত, নানা পদার্থে পরিপূরিত পৃথিবী স্বভাবতঃ আমাদের মনে উদয় হয়। কিন্তু এ পৃথিবীর ভাল বাসা কি আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ? বোধ হয় তাহা নহে।

তিনটী উপায়ে আমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারি। প্রথমতঃ আমাদের মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা। প্রেম, ন্যায়, দয়া, কোমলতা ঈশ্বরে কি রূপ অবস্থিত, তাহা যদি আমরা বুঝিতে চাই, তাহা হইলে সেই সকল গুণ আমাদিগেতে কি কি রূপে বিদ্যমান, কি রূপে প্রকাশমান, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ হওয়াতে আমরা যদি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সাদৃশ্য হইতে ঈশ্বরের বিষয় শিক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষম ভুল ও ভ্রম হইবে। এই জন্য তিনি এই সাদৃশ্য ছাড়া আর একটী অবিকল সাদৃশ্য ও প্রতিমূর্ত্তি আমাদিগকে দিয়াছেন। সেই সাদৃশ্য ও প্রতিমূর্ত্তি ঈশ্বরীয় ও মানবীয় বিষয়ের সন্ধি স্থল বলা যাইতে পারে। সেই

প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরেরই স্বভাব যেরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, অন্য কোন বস্তুতে সে প্রকার হইতে পারে না।

আর এক রকমে আমরা ঈশ্বরের ভাব হৃদয়ে পরিগ্রহ করিতে পারি। সমস্ত সৃষ্টিতে ঈশ্বর জাজ্জ্বল্যরূপে প্রকাশিত। যাহা বাহিরে প্রকাশিত দেখি, তাহারই বিষয় আমরা চিন্তা ও আন্দোলন করিতে পারি। বস্তুর প্রকৃত সত্তার বিষয় আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু ধর্ম্ম আমাদিগের কাছে আসিয়া উত্তর দেন যে, যে সত্তা ইন্দ্রিয়ের গোচর ও বিষয়ীভূত নন, তিনিই পরম সত্তা অর্থাৎ পরমেশ্বর। বাহিরের সকল দৃশ্য বস্তুর মূলীভূত কারণ তিনিই। এমন সুন্দর সৃষ্টিকে ভাল বাসা যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে, যাহা দ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা অবগত হওয়াও নিষিদ্ধ হইল। এই মনোহর পৃথিবী অদৃশ্য পরমেশ্বরের বাহ্য পরিচ্ছদ স্বরূপ। ঈশ্বর মনুষ্যকে এই পৃথিবীতে রাখিয়াছেন যেন দৃশ্য বস্তু দ্বারা অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান লব্ধ হয়। যে চক্ষু দেখিতে পায়, যে হৃদয় বোধ করিতে পারে, তাহার পক্ষে ঈশ্বর সর্ব্বস্থানে দেদীপ্যমান। সমস্ত সৃষ্টি তাঁহাতে পরিপূর্ণ। সৃষ্টিরূপ দর্পণ দ্বারা আমরা সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখিতে পাই। কিন্তু সচরাচর আমরা কি করিয়া থাকি? আমরা স্বার্থপরতা রূপ পারদ ঐ দর্পণের পশ্চাতে লেপন করিয়া রাখি, এবং এই প্রকারে দর্পণ অস্বচ্ছ হওয়াতে ঈশ্বরকে না দেখিতে পাইয়া আপনাদিগেরই প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। আপনাদের বোধ ও স্বভাবের প্রতিবিম্ব পড়ে, এবং আমরা ঈশ্বরকে না দেখিয়া আপনাদের নিজের বিকৃত ভাব ও বিকৃত স্বভাবই অবলোকন করিতে থাকি।

এই সুন্দর সৃষ্টি, এই সুন্দর পৃথিবীর নানা প্রকার জীব জন্তু, এই পৃথিবীর নানা প্রকার ব্যবসায় কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলে যে সাংসারিকতা দোষে দূষিত হওয়া যায় ও নিষিদ্ধ কার্য্য করা হয় তাহা বলা বিহিত নহে। জীবনের ভাব, গতি ও লক্ষ্যের উপরে সাংসারিকতা নির্ভর করে। যে সকল পদার্থে আমরা বেষ্টিত, সাংসারিকতা সেই সকলের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। শরীর, ইন্দ্রিয়, জীবন, ইহাদের মধ্যে একটীও মন্দ নহে, কিন্তু "মাংসের অভিলাষ," "চক্ষুর অভিলাষ," এবং "জীবনের গর্ব্বই" সকল অনর্থের মূল। এই পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ বিষয় যে রূপে দেখি, যে রূপে ভাল বাসি, তাহাতেই সাংসারিকতা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। ইন্দ্রিয় সম্ভূত সুখ দ্বারা প্রকৃত সাংসারিকতা রূপ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। ইন্দ্রিয় সম্ভূত সুখ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যে বাহ্য রূপ, আকার, গঠন, ও সৌন্দর্য্যে চক্ষু আকর্ষিত হইয়া মোহিত হয়, সেই বাহ্য বস্তু ক্ষণস্থায়ী, সে সকল চিরকালের সত্তা নহে। জীবনের গর্ব্বও সেই রূপ। ইহা দ্বারা নৈসর্গিক পদার্থের প্রতি মমতা জন্মে। সনাতন ও নিত্য পুরুষের প্রতি আসক্তি না জন্মিয়া যদি বাহ্য, ক্ষণস্থায়ী এবং অবাস্তবিক বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে সেই আসক্তি ও মমতা, সাংসারিকতা বলিয়া উক্ত হইতে পারে। যদি আধ্যাত্মিক

বিষয়ে প্রীতি থাকে, তাহা হইলে বাহ্য বস্তুর প্রতি প্রীতি থাকিতে পারে না। সেই রূপ আবার যদি বাহ্য বস্তু হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক বিষয়ক বলের হ্রাস হয়। "যদি কেহ জগতকে প্রীতি করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রেম তাহাতে অবস্থিতি করিতে পারে না," ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিলে বলা যাইতে পারে। ঐশিক রাজ্যের পরিচয় যখন কেহ পায়, তখন সুখ ও আমোদ তাহার পক্ষে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। যিনি পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাকে বাহ্যিক ক্ষণপ্রভ, ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্য আকর্ষণ করিবে কি রূপে? পিতার প্রেম অন্য সব প্রকার অন্যায় প্রেমের উচ্ছেদ সাধন করিবে। রাত্রির পর যেমন দিন হয়, জাগতিক প্রেমান্ধকারের পর সেই রূপ ঐশ্বরিক প্রেমরূপ দীপ্তিরও উদয় হয়। আমাদিগকে কাহাকেও না কাহাকে ভাল বাসিতেই হইবে। ভাল বাসা আমাদের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক। বাস্প নির্গত হইবেই হইবে। কোন্ পথ দিয়া বাস্প নির্গত হইবে, তাহাই কেবল স্থির করিতে হইবে। বাস্প বন্ধ করিবার যো নাই। বাস্প বন্ধ করিয়া রাখিলে আধার ফাটিয়া যাইবে। হৃদয়ও সেই প্রকার। ইহা যে গুপ্ত প্রেমের আধার, তাহাতে খুব ভাল হইতে পারে অথবা খুব মন্দও হইতে পারে। হৃদয়গত প্রেমের বাস্প পরমেশ্বরের দিকে প্রধাবিত হউক তাহা হইলে অবশেষে জগদীশ্বরের বিশাল হৃদয়ে ইহা স্থান পাইবে। নতুবা যে অধোগতি, যে অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশ, তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে। যে হৃদয় ঈশ্বরকে উপভোগ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই হৃদয় যদি সৃষ্ট বস্তুতে পরিতৃপ্ত থাকে, তবে তাহার অপেক্ষা আর দুর্দ্দশা কি আছে?

মহম্মদ্ ও মুসলমান ধর্ম্ম।

(১০৩ পৃষ্ঠার পর।)

মহম্মদের জীবনচরিত্র ও তাঁহার ধর্ম্ম নিয়মের সারভাগ বিবৃত হইল। এক্ষণে এই দুইয়ের সমালোচনা দ্বারা শীর্ষ লিখিত প্রস্তাব সমাপ্ত হইবে। সমালোচনা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়, ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য; অর্থাৎ যে২ বিষয় ভাল বলিয়া লওয়া যাইতে পারে, সে সকল বিষয়ও, যে কোন প্রকারে হউক, মন্দ বলিয়া প্রমাণ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাহা ভাল, তাহা ভাল বলিয়া মানিব; যাহা মন্দ, তাহা প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ প্রায়ই শঠতা দোষে দোষী, অনেক আধুনিক ধর্ম্ম-সমালোচকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। আমাদিগের সেরূপ মত নহে। তাহারা শঠ না হইলেও যে তাহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সকল ভ্রান্তিপূর্ণ হইবে, একথা কিছুই বিচিত্র নহে। ভ্রান্তি দ্বিবিধ।—মত

(Opinion) সম্বন্ধে ভ্রান্তি অথবা বিষয় বিবরণ (Facts) সম্বন্ধে ভ্রান্তি। মনুষ্য মাত্রেরই কোন না কোন মত ভ্রান্ত হওয়াই সম্ভব। অতএব যদি কোন ধর্ম্ম-প্রচারক ভ্রান্ত মত অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করেন এবং সেই প্রচার বিষয়ে যদি অনেক যত্ন, পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে শঠ ও প্রতারক বলা নিতান্ত অন্যায়। তবে যদি কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বিষয়-বিবরণ সম্বন্ধেই ভুল করিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর সন্দেহ হইতে পারে। সেই সন্দেহ নিরাকরণ করিবার যদি কোন উপায় থাকে, তবে সেই উপায়াবলম্বন দ্বারা সন্দেহ দূর করাই কর্ত্তব্য। যদ্যপি কোন প্রকারে এরূপ দেখান যাইতে পারে যে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের প্রতারণা করা অভিপ্রেত নহে, তিনি স্বয়ংই প্রতারিত হইয়াছেন, তবে তাঁহার উপর সন্দিগ্ধ হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য ও সৌজন্য-বিরুদ্ধ। মুসলমান ধর্ম্ম যে ভ্রান্তিপূর্ণ, তদ্বিষয়ে আমাদিগের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি মহম্মদকে আমরা প্রতারক বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি। মত সকল সম্বন্ধে মহম্মদ্ যে ভুল করিয়াছেন, সে ত মানব স্বভাব সুলভ, কিন্তু বিষয় বিবরণ সম্বন্ধে তিনি যে ভুল করিয়াছেন, সে সকল অন্য প্রকারে, বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে প্রবঞ্চনা দোষে দোষী করা কখনই বিধেয় হইবে না। মহম্মদ্ 'বাল্যকালাবধি মৃগীরোগাক্রান্ত ছিলেন।' মৃগীরোগ স্নায়ু যন্ত্রের রোগ। অতএব বাল্যকালাবধি মহম্মদের স্নায়ু যন্ত্র বিকৃতভাবাপন্ন ছিল। তাঁহার জীবনচরিত বিবরণ কালে যে সদোষ অথবা নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে এই বিকৃত স্নায়ু-যন্ত্রের ফল স্বরূপ বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়। শরীরে কোন প্রকারে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ ভাবিলেও যে তিনি কাতর হইতেন, অথবা তিনি যে কল্পনা শক্তির অদ্ভুত প্রখরতা দেখাইয়া ছিলেন, সেও উহারই ফল বলিয়া বোধ হয়। অনেক সময় এমনও দেখা গিয়াছে যে স্নায়ু যন্ত্রের সম্পূর্ণ বিকৃতি হেতু লোকে একেবারে উন্মত্ত হইলেও, তাহাদিগের কল্পনা শক্তির হ্রাস না হইয়া বরং তাহার অস্বাভাবিক বিকাশ পাইয়াছে। একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে কবিগণের মধ্যে অনেকেরই স্নায়ু যন্ত্রের সাম্যভাব কিয়ৎ পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মনের অন্যান্য শক্তির ক্ষীণতার সহিত কল্পনা শক্তির প্রাচুর্য্য প্রায়ই লক্ষিত হয়।

বাল্যাবস্থায় পিতৃমাতৃহীন এবং স্বভাবতঃ কল্পনাসক্ত বলিয়াই বোধ হয় মহম্মদের ধর্ম্মানুরাগ প্রথমাবধি এতাদৃশ প্রবল ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার আত্মীয়েরা অনেকে দেশের পৌরহিত্যে নিযুক্ত থাকাতে মহম্মদ্ ধর্ম্ম বিষয় জ্ঞাত হইবার প্রবৃত্তি ও সুবিধা পাইয়াছিলেন। দেশে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল সেই সকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি সমস্তই ভ্রমাত্মক বলিয়া স্থির করিলেন; এবং হানিফদের ন্যায় দেশের ধর্ম্মোন্নতি কিসে হয়, কিসে সত্যেশ্বরের পূজা আরবের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃঢ় সংস্থাপিত হয়, সেই বিষয় সর্ব্বদা

চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনের এইরূপ অবস্থায় যে অন্ধকারাবৃত নির্জ্জন গিরি-গহ্বর মধ্যে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি; এবং সেই স্বপ্ন কোন প্রকারে যদি সেই চিন্তার সহায়তা করে, তবে যে উহা দৈব বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইবে তাহারই বা বিচিত্রতা কি? মহম্মদ যে পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তক ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা কোরাণ পড়িলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। কল্পনাসক্ত বলিয়া ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গম্ভীর বাক্য সকল অপেক্ষাকৃত তাঁহার অধিক ভাল লাগিত। এই অবস্থায় যে যিশায়াহর গ্রন্থের ৪০ অধ্যায় লিখিত ঘটনা স্বপ্নে তাঁহার সমক্ষ নবীভূত হইবে তাহাও কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। হানিফ্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তিনি মতামত এক প্রকার স্থিরই করিয়াছিলেন, এবং দেশের ধর্ম্মোন্নতি করণার্থে উদ্যোগ করিবারও তাঁহার সবিশেষ অভিলাষ ছিল; তবে ঈশ্বরের অভিপ্রায় যদি তাঁহার সমক্ষে স্পষ্ট ব্যক্ত হয়, তবে তিনিও যিশায়াহ, এলিয় প্রভৃতি প্রাচীন মহাত্মাগণের ন্যায় স্থিরচিত্তে কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন। একারণ কোন দৈব চিহ্নের জন্য তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় নিদ্রিত আছেন এমন সময়ে "ঘোষণা কর," "ঘোষণা কর," এই শব্দ যেন তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। তিনি যে ঐ সময় জাগিয়াছিলেন, তাঁহার এ বিশ্বাস ভ্রম মাত্র। স্বপ্ন দেখিবার সময় সর্ব্বদাই এই ভ্রম হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার মনে হইল, হয় ত ঐ ঘটনা স্বপ্নমাত্র; হয় ত আমার ভ্রমই হইয়া থাকিবে। এই রূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে ইহা অপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট দৈব চিহ্নের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার চিন্তা ও সন্দেহ এত বাড়িতে লাগিল যে, ইহ জীবন নিতান্ত অপদার্থ ও পর জীবনই সার, প্লেটোর শিষ্য ক্লিয়ম্ব্রটসের ন্যায় এই রূপ বিবেচনা করিয়া, আত্মহত্যা করিতে স্থির সংকল্প করিলেন। ইহাও যে স্নায়ু যন্ত্রের অসমভাবাবস্থা-ঘটিত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। শরীরের কষ্ট, মনের কষ্ট আর তাঁহার সহ্য হয় না; সন্দেহের অবস্থায় আর তিনি থাকিবেন না, পরলোকে গিয়া সকল সন্দেহ মিটাইবেন। কিন্তু আত্মহত্যা করিবারই বা শক্তি কোথায়? সে কথা ভাবিলেও যে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হয়; মুহূর্ত্ত মাত্রও যে তিনি কষ্ট সহ্য করিতে বিমুখ; কল্পনা শক্তির প্রাখর্য্য ও সংকল্পের ক্ষীণতা এই উভয়ে যে তাঁহাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। "ভাল, পর্ব্বত শিখরে উঠিয়াই দেখি, হয়ত সংকল্প মৃত্যুর মধুর আলিঙ্গনাশায় শেষ মুহূর্ত্তে আমার প্রতি সদয় হইবে।" উঃ! মহম্মদের আর সহ্য হয় না। মস্তিষ্ক যেন একেবারে ফাটিয়া যাইতেছে, সমস্ত শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। মহম্মদের এখন কি অবস্থা? মহম্মদ্ এখন উন্মাদ। চিন্তা (Imagination) ও বাহ্যজ্ঞানের (Perception) প্রভেদ আর তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। "কোন স্বর্গীয় পুরুষ আসিয়া এই সময় আমার সংশয় দূর

করেন, তবেই আমার জীবনের আশা সফল হয়, আর নতুবা বাঁচিয়া বিন্দুমাত্র সুখ নাই," এতক্ষণ ইহা চিন্তার বিষয় মাত্র ছিল, কিন্তু সেই চিন্তা এক্ষণে মহম্মদের সমক্ষে বাহ্যবেশ ধারণ করিল। সেই ভ্রম মহম্মদের বিপদের সময় সহায়তা করিল এবং মহম্মদ সম্পূর্ণ সান্ত্বনা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ দৈব ঘটনার কথা তিনি আত্মীয় স্বজনকে বলিলেন। কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বিশ্বাস দেখাইল, কেহ বা কিছুই বিশ্বাস করিল না। নির্জনে থাকিলেই তিনি প্রায় দৈব ঘটনা সকল দেখিতেন, নিদ্রাবেশ হইলেই প্রায় অলৌকিক স্বপ্ন দেখিতেন, ও সেই সমস্ত সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতেন। ২০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে থাকেন এবং মক্কার অনেকে তাঁহাকে ঐশ্বরিক পুরুষ বলিয়া মানিতে থাকে। তাহারা নিজে যে কিছু অলৌকিক ঘটনা দেখিয়াছিল, এমত নহে, কিন্তু মহম্মদ যে তাহাদিগকে ঠকাইবে ইহাও তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিত না; এবং মহম্মদ যে বায়ু বৃদ্ধি প্রযুক্ত ঐরূপ করিয়া থাকেন, তাহাও তাহারা মনে করে নাই। উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে এক বায়ু মাত্র তাঁহার মধ্যে হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা না ভাবিয়া তাহারা মনে করিল, সকল বিষয়েই ত মহম্মদ সহজ লোক; তবে কি এই বিষয়েই কেবল বেঠিক? এমন কখনই হইতে পারে না। নিশ্চয়ই ঈশ্বর ইহাঁর উপর কিছু বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার খুল্লতাত আবু তালিব বুদ্ধিমান লোক; মহম্মদের কি হইয়াছে, তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন; অলৌকিক ঘটনা সকল মহম্মদের চিন্তাপ্রসূত, ইহা সবিশেষ বুঝিয়া তিনি মহম্মদকে বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রত্যক্ষবাদ।

(১০৭ পৃষ্ঠার পর)

মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি বিশিষ্ট, এই জন্য মনুষ্য আদর ও সম্ভ্রম যোগ্য। এতদ্বিষয়ে মানুষের যে শ্রেষ্ঠতা তাহা খ্রীষ্ট আপনার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত ও জীবন দ্বারা শিখাইছেন। কিন্তু তিনি যে কেবল আপনার জীবন দ্বারাই এই সত্যটী প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি আপনার বহুমূল্য মৃত্যুদ্বারা আরও জীবন্ত ভাবে তাহা শিখাইয়াছেন। ঈশ্বরের গৌরব ও মাহাত্ম্য রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে প্রত্যেক মনুষ্যের অমর আত্মার মূল্য প্রদর্শিত হয়। মনুষ্যের আত্মা, মন, বিবেক এবং শরীর পর্য্যন্ত যে কত মূল্যবান তাহা শিখিবার নিমিত্ত কোমতবাদ কিম্বা অন্য কোন প্রকার মতের আবিষ্কার অপেক্ষায় পৃথিবীকে বড় থাকিতে হয় নাই। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অনেক অগ্রে অতি স্পষ্টরূপে এতদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যদি আমরা বলি যে খ্রীষ্টের মৃত্যুতে প্রত্যেক মনুষ্যের

গৌরব ও মূল্য অবধারিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে যে যিনি দণ্ডকাষ্ঠে আপনার বহুমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন তিনি বাস্তবিক ও প্রকৃত ঈশ্বর। তিনি যদি বাস্তবিক ঈশ্বর না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার আত্মবিসর্জ্জন ও মৃত্যু নৈতিক ভাবে দেখিতে গেলে কখনই আমাদের অনুমোদনীয় হইতে পারিত না। তিনি যদি ঈশ্বর না হন, তাহা হইলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার আত্মসমর্পণ ও প্রাণ দান কতদূর পর্য্যন্ত ন্যায্য ও বিধি-সঙ্গত তাহা সন্দেহের বিষয় হইতে পারে। তাঁহার প্রকৃতি যদি ঐশিকতায় পরিপূর্ণ না হইত, তাহা হইলে তাঁহার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ এক রকম আত্মবিনাশ বলিয়া অভিহিত হইলেও হইতে পারিত। তিনি ত ইচ্ছা করিলে, য়িহুদীদের হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারিতেন, য়িহুদীয় মহাসভার বিচার স্থগিত রাখিতে পারিতেন। তিনি সত্য ও অনাদি কাল হইতে স্বয়ম্ভূ হওয়াতে তাঁহার সকল কার্য্য, সর্ব্ব প্রকার মহাত্ম্য, অশেষ গুণযুক্ত হইয়াছিল। যখন তিনি অসীম কষ্ট ভোগ করিয়া আপনার প্রাণ দিলেন, তখন তিনি মনুষ্যের পরিত্রাণ কার্য্য সিদ্ধ করিলেন। তিনি কেবল কতক গুলি মনোনীতদের জন্যে মরিলেন, এমন নহে, তিনি সকলের জন্য মরিলেন। সকলের জন্য মরিয়াছেন বলিয়া যে তিনি কাহার ইচ্ছা শক্তির উপর বল প্রয়োগ করেন, এমন নহে। সকলেই স্বাধীন।

যেমন খ্রীষ্টের জীবনে তেমনি তাঁহার বহুমূল্য মৃত্যুতে আমরা সমগ্র মানুষের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য এবং গৌরব প্রকাশিত দেখি। ক্রুশের নিম্নদেশে থাকিয়া আমরা দেখি যে, যে মানুষের জন্যে এমন অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত করা গিয়াছে, সে মানুষ অবশ্যই অতীব সম্ভ্রম ও সম্মানের যোগ্য। মনুষ্যের বিবেক আলোকপূর্ণ; তাহার আত্মাকে নিষ্কলঙ্ক, প্রকৃত ও তাহাকে স্বভাবজাত মাহাত্ম্যে পুনরানয়ন করিবার জন্য জ্ঞানেশ্বর প্রাণ দিলেন। যে২ ঘটনা খ্রীষ্টের সম্বন্ধে ঘটিয়াছিল, সেই২ ঘটনা দ্বারা পরিমাণ করিলে, মানুষ যে প্রকার অবস্থান্বিত হউক না, সব অবস্থায় তাহার মাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহাতে জানা যাইবে, এক জন অত্যন্ত অবনত মানুষের উদ্ধারের জন্য যদি বহুমূল্য জীবন উৎসর্গ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ।

আবার যদি আমরা মানুষের এই পৃথিবীতে উন্নতি সাধক প্রবৃত্তি ও সাধু হইবার ইচ্ছা এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করি, তাহা হইলে মানুষ যে কতদূর সম্ভ্রম যোগ্য তাহা বুঝিতে পারিব। আগামী বারে কিছু বিস্তার করিয়া এ বিষয় আলোচিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

পরিচারকের পদ।

ইউরোপে "ধর্ম্ম সংস্কারের" সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত কত যে খ্রীষ্টীয়ান দল ও সম্প্রদায় হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। এই দলের সংখ্যা নিত্যং বাড়িতেছে। এখন স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত; এখন যে সে এক একটী দলের সংগঠন করিতে পারেন। খ্রীষ্টীয়ানেরা স্বাধীন চিন্তা করেন, ভাল; বরং না করিলে প্রত্যবায় আছে; কিন্তু স্বাধীনতার নামে ঐশিক নিয়ম অতিক্রম করিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহাদের বিষয়ে সতর্ক থাকা আমাদের উচিত। লোকে যেং বিষয়ে স্বাধীনতা দেখাইয়া থাকে, তাহা একেবারে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য; কিন্তু অদ্য আমরা কেবল একটী বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব। খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে পরিচারকত্ব আমাদের আলোচ্য বিষয়। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম একটী ঐতিহাসিক ধর্ম্ম—ইতিহাসের উপর ইহা দৃঢ় রূপে সংস্থাপিত। এই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর যাহাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে, তাহারা সম্পূর্ণ রূপ স্বাধীনচেতা হইলেও ইতিহাসের শিক্ষা ও সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিতে পারে না। কিন্তু আজ কাল অনেক খ্রীষ্টনাম ধারীকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা নিজের আদর্শ নিজেই। ঈশ্বরের বাক্য, ইতিহাসের সাক্ষ্য, যদি এই আদর্শের অনুরূপ না হয়, তাহা হইলে তাহা দূরে নিক্ষেপ করা হয়। বিখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক লুথর এই প্রকার গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন। সাধু যাকুবের পত্র তাঁহার মনের মত না হওয়াতে তিনি তাহা অক্লেশে অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও তাহাই করিয়া থাকেন। এতাদৃশ লোকেরা স্বাধীনতার ভাণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যেরূপ অধীনতার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ, তাহা বলিবার নহে। উদারতার নাম করিয়া যত দূর পর্য্যন্ত অনুদার হওয়া যাইতে পারে, তাঁহারা তাহাই হইয়াছেন।

আমাদের পাঠক বর্গের মধ্যে কেহং জানিলে জানিতে পারেন যে, আজ কাল কতকগুলি এ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান, মণ্ডলীতে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পরিচারক থাকিবে কি না, এই বিষয় লইয়া কতক দিনাবধি আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের অপসিদ্ধান্ত এই যে, মণ্ডলীতে কোন স্বতন্ত্র পরিচারকের দরকার নাই। সকলেই পরিচারক, সকলেই আচার্য্য, সকলেই স্বচ্ছন্দে সংস্কারাদি বিধি সম্পাদন করিতে পারে। যাঁহারা এ বিষয়ে প্রৈরিতিক নিয়ম মানেন, তাহাদিগকে "পোপিষ্ট" "রিটুয়ালিষ্ট" "স্যাসেরডোটেলিষ্ট" ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যাত করা হয়। তাঁহারা মনে করেন এরূপ কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ করিলেই তাঁহাদের প্রস্তাবের মীমাংসা হইল; তর্কের আর বড় প্রয়োজন রহিল না। এরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনা মন্দ নহে।

বিশপ, পুরোহিত, সেবক, এই তিনটী পদ প্রৈরিতিক প্রথা অনুসারে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে। এটী ঐতিহাসিক সত্য। যে ইতিহাস-মূলক সত্যের সাহায্যে ধর্ম্ম পুস্তকের অবি-

কলতা ও সত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই ইতিহাস-মূলক প্রমাণ দ্বারা উক্ত ঐপ্রেরিতিক প্রথার বিদ্যমানতাও অকাট্য রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত ঐপ্রেরিতিক নিয়ম অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা তর্ক শাস্ত্র ও সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা চালিত হইলে ধর্ম্ম পুস্তকও অগ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন। আজ আমরা পাঠকগণকে কেবল অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখেন যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ঐতিহাসিক মূল ও ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। আমরা বাইবেল সম্বন্ধে যাহা তাহা মনে করি তাহা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম নহে, কিন্ত পবিত্র আত্মার সাহায্য দ্বারা সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে এখন পর্য্যন্ত প্রধান২ ধর্ম্ম বিষয়ে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই খ্রীষ্টীয়ান সার্ব্ব মত ও শিক্ষা। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম বিষয়নিষ্ঠ (Subjective) নহে, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রকৃত রূপে *আশ্রয়-নিষ্ঠ (Objective)*; তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রত্যেক মানুষের মনগড়া নহে। ইহা সম্পূর্ণ রূপে ঐতিহাসিক। যে ধর্ম্ম ঐতিহাসিক নহে, সে ধর্ম্ম সমগ্র মনুষ্য জাতিকে চালিত ও উন্নত করিতে পারে না। যে ধর্ম্ম কেবল মাত্র বিষয়-নিষ্ঠ অর্থাৎ যাহা মানুষের ব্যক্তিগত অনুমান ও বোধ হইতে উদ্ভূত, তাহা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি অথবা অবনতি প্রকাশক মাত্র। ইহার ফল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। যাহারা সেই প্রকার উন্নতি অথবা অবনতি বিশিষ্ট, তাহারাই ইহার ফলাফল জানিতে পারে। বিষয়-নিষ্ঠ ধর্ম্মে উন্নতির বীজ নাই এবং ইহা মনুষ্যকে ঈশ্বরের দিকে উন্নীত ও প্রধাবিত করিতে পারে না। ঐতিহাসিক ধর্ম্মই ঈশ্বরকে ব্যক্তিগত প্রেমের পদার্থ স্বরূপ নিরূপণ করে। ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় ও অনন্ত শক্তি বাহ্য জগৎ হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জানা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক ধর্ম্মের সাহায্য ব্যতিরেকে জানা যায় না যে আমরা অতি পবিত্র সূত্রে ঈশ্বরের সহিত আবদ্ধ। ঐতিহাসিক-ভিত্তি-বিচ্যুত একেশ্বরবাদিতা হইতে জীবন্ত ধর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না। মহম্মদীয় ধর্ম্ম অল্প কালের মধ্যে ধর্ম্মনৈতিক বল হারাইল; কিন্তু যিহুদীয় ধর্ম্ম নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে পবিত্র ঐতিহাসিক খ্রীষ্ট *ধর্ম্মে যেন বিলীন ও সংযুক্ত হইয়া গেল।* ঐতিহাসিক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সার্ব্বত্রিক মণ্ডলী হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঈশ্বর স্বয়ং সার্ব্বত্রিক মণ্ডলীর সহিত যে সংযোগে আমাদিগকে সংযুক্ত করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধ হইতে আমরা যদি অহঙ্কার ও অধৈর্য্য বশতঃ বিচ্ছিন্ন হই, তাহা হইলে পরিণামে আমাদের কি হইবে, ইতিহাস আমাদিগকে তদ্বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

একতা।

যাঁহারা ভাল করিয়া সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র সুনিয়ম দেখিতে পান। প্রথমং অনেকে মনে করিতে পারেন যে, হয় ত অনেক বিষয়ে সুনিয়ম বা শৃঙ্খলা নাই। কিন্তু যতই আমরা সৃষ্টির কার্য্য পর্য্যালোচনা করি, ততই ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছা ও সুনিয়মের ভাব আমাদের মনে উদয় হয়। সকলই নিয়ম দ্বারা চালিত; সকলেই যেন এক প্রকার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আজকাল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা প্রত্যহ প্রাকৃতিক নিয়মের সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহাতে অনেক সুফল ফলিয়াছে। মানুষ সৃষ্টির ভূষণ স্বরূপ। ঈশ্বর মানুষকে আপনার সাদৃশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বরের যেং গুণ আছে তাহা মনুষ্যেতে অন্ততঃ আংশিক রূপে ছিল। মানুষের অন্তরে সামঞ্জস্য ছিল। কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা এবং অন্যায় করিবার প্রবৃত্তি থাকাতে মনের মধ্যে যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা এক সময়ে ছিল না। মনুষ্য যখন পবিত্র ও নির্ম্মল অবস্থায় ছিল, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে তাহার ইচ্ছা বেশ মিলিত। ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করিতেন, মনুষ্য তাহাই ইচ্ছা করিত। কোন প্রকার বিরুদ্ধভাব ছিল না। কিন্তু এমন কমনীয় অবস্থা চিরকাল রহিল না। ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, মানুষ সেই স্বাধীনতা আপনার সর্ব্বনাশের জন্য প্রয়োগ করিল। যে স্বাধীন ইচ্ছা ও আরং সকল উচ্চ অধিকার ঈশ্বর তাহাকে দিয়াছিলেন, তাহা কিছু কালের পরে সে আপনার সেবা, ইন্দ্রিয়ের সেবা, শয়তানের সেবার জন্য প্রয়োগ করিল। এই প্রকারে পাপ ও পতনের পর ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইলে, মানুষের মনে সংগ্রাম হইতে লাগিল। মনুষ্য অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার দাস হইয়া পড়িল। দেব ভাব ও পশুর ভাব মানুষের হৃদয়কে একেবারে অধিকার করিল। পাপের ভাব ক্রমাগত প্রবল হইতে লাগিল। ক্রমেং মানুষ ঈশ্বর রূপ কেন্দ্র হইতে স্খলিত হইতে লাগিল। ঈশ্বর ইহকাল ও পরকালের আশ্রয়, তিনি আমাদের কেন্দ্র ও মধ্য বিন্দু, কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া আপনাদিগকে কেন্দ্র স্বরূপ করিলাম। মানুষ স্বার্থপর, ভ্রষ্ট ও একেবারে মন্দ হইয়া গেল। দেব ভাব একেবারে গেল না, কিন্তু ক্রমেং উহা অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। চারি হাজার বৎসর এই রূপে চলিয়া গেল। ঈশ্বর কোথায় আর মানুষ বা কোথায়? কিন্তু এমন ঘোর অন্ধকারময় অবস্থার মধ্যেও কি ঈশ্বরের করুণাকীরণ প্রবেশ করে নাই? মানুষ ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছিল বটে, ঈশ্বর কিন্তু মানুষকে ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি কাহাকেও সহজে ত্যাগ করেন না, তিনি মনুষ্যকে দিবারাত্রি অনুসন্ধান করেন। তিনি অলক্ষিত ভাবে আমাদের পশ্চাৎং থাকিয়া আমাদিগকে পাপ ও সর্ব্বনাশের পথ হইতে বাঁচাইতে চান। ইস্রায়েলদের ইতিহাস স্মরণ কর। মনুষ্য জাতির ভ্রষ্টতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, গভীর অন্ধকার ও পাপের ভিতরে গভীরতর অন্ধকার ও পাপের সঞ্চার হইল। ঈশ্বর, পবিত্র দূত ও

অন্যান্য দিব্য লোকদের পক্ষে এটী কি ভয়ানক দৃশ্য!

কিন্তু অবশেষে সময়ের পূর্ণতা উপস্থিত হইল। আমাদের স্বভাব ধারণ করিয়া ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র আসিলেন। তাঁহাতে সকল গুণের সমাবেশ ছিল, সকল পূর্ণতা ছিল। স্বাধীনতা, শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য তাঁহাতে সম্পূর্ণ রূপে ছিল। তিনি আসিয়া আমাদের মনুষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, আমাদের অভিশাপ দূর করিলেন, নিদারুণ ও অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যু ভোগ করিলেন। তাহার পর মৃতাবস্থা হইতে পুনরায় উঠিলেন, এবং তাহার পর আমাদের স্বভাব লইয়া তিনি স্বর্গে আরোহণ করিলেন। আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগকে খ্রীষ্টে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে চাহিলেন। স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু তিনি আপনাতে যেন সংগ্রহ করিলেন। পুনর্জ্জন্ম দিবার জন্য, আমাদিগকে সকল প্রকার আত্মিক বর ও দানে ধনী করিবার জন্য খ্রীষ্ট আপনার মণ্ডলী স্থাপন করিলেন। এই মণ্ডলী তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মণ্ডলী তাঁহার দেহ, তিনি উহার মস্তক। সাধু পৌল বলেন, (ইফি ১,২৩) মণ্ডলী তাঁহার পূর্ণতা। খ্রীষ্টের কার্য্য সিদ্ধির জন্য মণ্ডলীর আবশ্যক। মণ্ডলী তাঁহার প্রসাদের পদার্থ। ইহা দ্বারাই একতা স্থাপিত হইল। ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের গূঢ় সম্বন্ধ, একজন মনুষ্যের সহিত অপর মনুষ্যের সম্বন্ধ, এবং মনুষ্যের নিজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। আমাদের চিরধন্য, অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা সর্ব্বপ্রকার ঐক্যের মূলাধার। যখন আমরা মণ্ডলীকে অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তখন আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, খ্রীষ্ট মণ্ডলীর নিমিত্ত আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বপ্রকার আত্মিক বর তাহার প্রতি অঙ্গীকার করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ।)

আরোহণ দিন।

আমাদের পরিত্রাণ সাধনার্থে জীবদ্দশায় মহাপ্রভু সম্বন্ধে যে সকল ঘটিয়াছিল, সেই গুলিন মণ্ডলীর বর্ষ মধ্যে পালিত হইয়া থাকে। তিনি স্বর্গ হইতে অবরোহণ করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন, ও নরদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যের উদ্ধারের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জন্ম, পরিচ্ছেদ, দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান ইত্যাদি প্রধান২ ঘটনা গুলিন আমরা ইতি পূর্ব্বে স্মরণ করিয়াছি। মুক্তির জন্যে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য। অদ্য সেই মহোৎসব বিষয়ক ধ্যান ও চিন্তায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। পবিত্র মণ্ডলীর আদেশও এই প্রকার। পুনর্জ্জীবিত হইয়া মহাপ্রভু চল্লিশ দিন ইহ জগতে ছিলেন এবং শিষ্যেরা ঐ মহৎ ব্যাপারের অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলেন, এই সময়ে তাহাদিগকে অনেক ধর্ম্ম উপদেশও তিনি

দিয়াছিলেন। তাহার পরে যেরুশালম নগরের অনতিদূরে, জৈতুন পর্ব্বত পার্শ্বস্থ বৈথনিয়া গ্রামের সন্নিকটে শিষ্যগণ একত্র হইলে তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে২ উজ্জ্বল মেঘে পরিবেষ্টিত হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করিলেন। ঈশ্বরের নিত্য ও অদ্বিতীয় পুত্র যে শরীর ও আত্মাবিশিষ্ট হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন, সেই ভাবেই তিনি এই পৃথিবী হইতে যাত্রা করিলেন, এবং বায়ুমণ্ডল ও গ্রহগণাদি পশ্চাতে রাখিয়া ঊর্দ্ধস্থ স্বর্গে উপস্থিত হইয়া, যথায় স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর বিরাজমান, তথায় তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে আসীন হইলেন।

খ্রীষ্ট পুনরুত্থানের পর, শিষ্যদিগকে দর্শনাদির দ্বারা ঐ ঘটনার অকাট্য প্রমাণ দিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাদের জন্যে উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু স্বর্গারোহণের পরে তাহারা প্রভুর দর্শন পায় নাই, এই জন্যে তাহাদের সাক্ষাতে ঐ ঘটনাটী হইয়াছিল, অর্থাৎ ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ তিনি শিষ্যদিগকে দিয়াছিলেন। দিব্য দূতগণ হইতে তাহারা প্রমাণ পাইয়াছিল। (প্রে, ক্রি ১ : ১১।) প্রভু আপনি পূর্ব্বে এ বিষয় তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন (যো ১৪ ; ২৮-২৯)। পবিত্র আত্মার আগমন ইহার আর একটী প্রমাণ বলিতে হইবে, কেননা প্রভু বলিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ঐ অলৌকিক ব্যাপার ঘটিবে (যো ১৫ ; ২৬)।

১। *মূসার ব্যবস্থামতে মহাযাজক বৎসরের এক দিন অর্থাৎ মহা প্রায়শ্চিত্তের দিনে বলিদান লইয়া মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতেন, ইহাতে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ বিলক্ষণ প্রতিবিম্বিত হইত।* যেমন মহাযাজক তাম্বু হইতে পবিত্রস্থান দিয়া মহা পবিত্র স্থানে বলিদানের রক্ত ছিটাইয়া দিতেন, সেইরূপ আমাদের ম যাজক তাম্বুরূপ এই জগতে আপনাকে বলিদান করত শূন্যমার্গ দিয়া মহা পবিত্র স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে আমাদের জন্যে পৌরহিত্য করিতেছেন। (ইব্রীয় ৯ ; ১১-১২)।

২। দাবিদ রাজা এ বিষয়ে ভাবীবাক্য বলিয়া গিয়াছিলেন, "তুমি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া বন্দীগণকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছ এবং লোকদের জন্যে তুমি বর পাইয়াছ" (গীত ৬৮ : ১৮)।

৩। এলিয়ের স্বর্গারোহণ বিবরণে আমরা প্রভুর স্বর্গারোহণের এক প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি, বলা যাইতে পারে (২ রা ২; ৯-১১)।

অদ্য একটী প্রধান মহোৎসবের দিন, অদ্য খ্রীষ্ট জয়লাভ করিয়াছেন, আমাদের স্বভাব ধারণ করিয়া সেই স্বভাবে দূতগণ ও প্রধান দূতগণকে পরাজয় করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসন-পার্শ্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। আজ আমাদের পরম আনন্দের দিন, এই দিনে মানব প্রকৃতি স্বর্গ লাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ আমাদের উন্নতির কারণ, কেননা তিনি আমাদের মস্তক, আমরা তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আমাদের মস্তক খ্রীষ্ট যেখানে গিয়াছেন, আমরাও সেই খানে তাঁহার পরে যাইতে পারিব। আমাদের মহাযাজক করুণাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান

হইয়া আমাদের জন্য মধ্যস্থের কার্য্য করিতেছেন, আমাদের দৌর্ব্বল্য জ্ঞাত আছেন, পিতার নিকটে আমাদের অভাব জানাইতেছেন এবং আমাদের অসম্পূর্ণ ও সামান্য প্রার্থনা ও সেবা তাঁহার সর্ব্ব-বিজয়ী প্রায়শ্চিত্তের সহিত পিতাকে উৎসর্গ করিতেছেন। যে স্থলে এমন মহা-যাজক, সেখানে সত্য পাপমননকারীর ক্ষমার কিছু সন্দেহ নাই; দুর্ব্বল ভক্তের আর কোন দুর্ব্বলতা থাকিবে না, ক্লিষ্ট ও উৎপীড়িত ব্যক্তি শান্তি লাভ করিবে ও সকলেই সাহস করিয়া এখন হইতে করুণার সিংহাসনের সম্মুখে নিজ২ অভাব জানাইবার জন্যে উপস্থিত হইবে।

খ্রীষ্টের আরোহণে নিম্ন লিখিত ফল উৎপন্ন হয়।

(১) আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কেননা তিনি যথার্থ ঈশ্বরপ্রেরিত ও ঈশ্বর-পুত্র না হইলে স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ্য ভাবে তাঁহাকে এই রূপে স্বর্গে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মান করিতেন না।

(২) আমাদের আশা বলবতী হয়। যেহেতু তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি আমাদের নিমিত্তে স্বর্গে স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছেন এবং তাঁহার ভক্তগণকে সেই স্থানে লইয়া যাইবার জন্যে পুনরায় আসিবেন। আমরা ধূলি ও ভস্মমাত্র এবং স্বভাবতঃ আমাদের সেই পবিত্র ও সুখময় স্থানে যাইবার আশা নাই ও ভরসা হয় না। কিন্তু প্রভুর বাক্য ব্যর্থ হইবে না, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ করিবেন। তিনি সকল উৎকৃষ্ট দানের আকর। আমাদের সকল অভাব ও অযোগ্যতা দূর করিয়া যে স্থানে তিনি বিরাজমান আছেন, তথা আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া স্থান দান করিবেন।

(৩) আমাদের অনুরাগেরও বৃদ্ধি হয়। ঈশ্বর আমাদের পিতা, স্বর্গ আমাদের গৃহ ও বাসস্থান, একথা যদি সত্য হয় ও আমরা নিতান্ত বিশ্বাস করি, তাহা হইলে আমরা কখন এই চঞ্চল ও ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব বিষয়ে আমাদের মন আসক্ত হইতে দিব না। নিত্য ধন ও প্রকৃত সুখ যেখানে সেই স্থানের বিষয় আমরা সর্ব্বদা চিন্তা করিব ও কি প্রকারে তাহা লাভ হইবে, সতত এই ভাবনায় মন ব্যস্ত থাকিবে। স্বর্গ পবিত্র ও সুখের স্থান; ইহ কালে আপনাদিগকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ না করিলে সেখানে আমরা কখনই যাইতে সক্ষম হইব না। প্রভু আমাদিগকে লইতে আসিবেন, কিন্তু কখন আসিবেন, আমরা জানি না। তবে আমাদের সতত সচেতন ও প্রস্তুত হইয়া থাকা বিধেয়, পাছে প্রভু অকস্মাৎ উপস্থিত হইলে আমাদিগকে অপ্রস্তুত দেখিয়া অগ্রাহ্য করেন।

প্রভুর স্বর্গারোহণ একটী অস্থির পর্ব্ব। কোন্ সময় অবধি ইহার পালন হইয়া আসিতেছে, তাহা বলা যায় না; কিন্তু এইটী যে অতি প্রাচীন মহোৎসব, তাহার সন্দেহ নাই। সাধু খ্রুসস্তম (৩৯৮) ও সাধু আগষ্টিনের (৩৯৬) গ্রন্থে এই দিনের উপদেশ পাওয়া যায়; এবং অন্যান্য পুরাতন বিশপ ও গ্রন্থকারেরা বলেন যে, তাঁহাদের সময়ে এই পর্ব্ব অতি পুরাতন বলিয়া গণ্য ছিল। সাধারণ্যে এই দিন "পবিত্র বৃহস্পতিবার"

নামে খ্যাত। প্রাতঃ ও সায়ংকালীন দুই পাঠই বিশেষ রূপে নিরূপিত হইয়াছে। প্রাতঃকালের, বিশেষ গীত ৮,১৫,২১; সায়াহ্নের গীত ২৪,৪৭,১৪৮। অদ্য সাধু অগস্টিনের প্রণীত বাক্য ব্যবহার্য। পুণ্য সহভাগ সম্পাদনের বিশেষ আভাস আছে। এই আভাস আট দিন ধরিয়া ব্যবহার্য।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

(১৩১ পৃষ্ঠার পর)

অসাধারণ রোমক বাগ্মী সিসেরোর ধর্ম্ম বিষয়ে কি রূপ মত ছিল, তাহা নিশ্চয় রূপে বলা বড় সুকঠিন। তিনি বোধ হয় এমন প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন যাহাদের মতের কোন স্থিরতা ছিল না। সকল প্রচলিত মানুষিক ধর্ম্মমত, সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত। কিন্তু "দে আমিসিতিয়া" (বন্ধুত্ব) এবং "দে সেনেকতুতে" (বার্দ্ধক্য কাল) ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে আভাস পাওয়া যায় যে, তিনি প্লেটোনিক ও স্তোইকীয় মতদ্বয়েরও পক্ষপাতী ছিলেন। নৈতিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় পুস্তকে তিনি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে প্রকৃতির অনুগামী হওয়াই সত্য ধর্ম্ম। তিনি বলেন, "Si naturam sequimur ducem numquam aberrabimus," অর্থাৎ যদি স্বভাবকে আপনাদের নেতা স্বরূপ মান্য করি তাহা হইলে বিপথগামী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা অদ্বিতীয় বিশপ বটলরের মানবীয় প্রকৃতি সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ বলিতে পারিবেন, বটলর কেমন সুন্দর রূপে সেই কথার উপর খ্রীষ্টীয় ভাব ঘটাইয়াছেন। কিন্তু সাধু কার্য্য সাধন সম্বন্ধে উক্ত নীতি কতদূর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ, সাধু আগষ্টিন আপনার "দে সিবিতস একেলেসিই ক্যাথলিকি" নামক পুস্তকে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভিন্ন২ সম্প্রদায় হইতে কত পারিমাণে সত্য গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা দুই জন সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি দেখাইয়া দিয়াছেন। খ্রীষ্টের কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভার্জ্জল তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লুক্রেসিয়সের মত অতি ভয়ানক মনে করিয়া প্লাতোনিক মতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি মানিতেন যে একটী পরম আত্মিক সত্তা হইতে সমস্ত জীবনী শক্তি নিঃসৃত হইয়াছে। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এমন এক সময় আসিবে, যে সময়ে এই দুঃখপরিপ্লুত পৃথিবী সত্যের আলোকে পরিপূর্ণ হইবে, এবং এক মহান্ উদ্ধারকর্ত্তা আসিয়া সকল লোকের আকাংক্ষা পরিতৃপ্ত করিবেন। তাঁহার সুহৃদ্ হরেসের কিছু কালের জন্য ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস হয় নাই। এক সময়ে তিনি নাস্তিকতার প্রশ্রয়দাতা, অপর সময়ে তিনি লৌকিক আচার ও ব্যবহার সমর্থন করিয়া প্রচলিত দেবপূজা সংরক্ষণের পক্ষপাতী। এক সময়ে তিনি আরিষ্টার্কসের অনুগামী, অন্য সময়ে স্তোইকীয়

মতের পরিপোষক। আবার তিনি কখনং এপিকিউরসের স্থূল জড়াত্মবাদ ও বিলাসপ্রিয়তার অনুগামী বলিয়া পরিচিত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

অগষ্টস সম্রাটের রাজত্বকালে যত বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হরেস একজন সর্ব্ব প্রধান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রীক ও লাটিন ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল; অনুমান ও কল্পনা শক্তি তাঁহাতে প্রকৃষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল; ভাষায় তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছিল; এবং তাঁহার পদ ও শব্দ বিন্যাস, শব্দ লালিত্য, রুচি ও শিষ্টাচারে উক্ত সম্রাট মোহিত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। কেবল সম্রাট কেন, পারিষদ্বর্গ ও অনুচরেরা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করিত। মানসিক ও শারীরিক আমোদ প্রমোদ সম্ভোগার্থে যাহা২ আবশ্যক, রাজপ্রসাদে তিনি সেই সকলেরই অধিকারী হইয়াছিলেন। হরেস স্বীয় প্রণীত গ্রন্থাদিতে সাংসারিক সমস্ত বস্তুর অসারতা এবং ইন্দ্রিয় সম্ভূত সুখ ভোগের অবশ্যম্ভাবী অসন্তোষজনক ফল যে রূপে বর্ণিত করিয়াছেন, সেরূপ তাৎকালিক অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তাগণের পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। মানসিক জ্ঞানের অতৃপ্তিকর ভাব, এবং দার্শনিকদের পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের বিরুদ্ধেও তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে নিজে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের মধ্য দিয়া বিচরণ করিয়া অনেকবার পথভ্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা কখন ভুলিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, যাহা সত্য ও প্রিয়, যাহা স্থায়ী সুখের উৎপাদক, তাহাই আবিষ্কার করা এবং তাহাতে মনঃসংযোগ করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

তাঁহার লেখাতে অনেকবার প্রকাশ পাইয়াছে যে, তিনি এমন একটী বস্তুর অন্বেষণে ছিলেন যাহা অনেক খুঁজিয়াও পান নাই, এবং সেই জন্য তাঁহার মনে সন্তোষ ও তৃপ্তিও জন্মে নাই। তিনি বলিয়াছেন যে সর্ব্বপ্রকার ধন সম্পত্তি, সম্ভ্রম, সুখভোগ এবং কবিতা শক্তির অপেক্ষা সত্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়া শ্রেয়। তিনি আর বলিয়াছেন যে, লৌকিক উপধর্ম্মে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস ছিল না।

প্রসিদ্ধ তর্ত্তুলিয়ান কথিত একটী কথা স্মরণ করিলে আমাদের বিশেষ শিক্ষা লাভ হইবার সম্ভাবনা। তিনি একস্থলে নানা মিথ্যা ধর্ম্মের প্রসঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক প্রাণী খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সত্যতা সম্বন্ধে স্বভাবতঃ সাক্ষ্য প্রদান করে। ঘোর অন্ধকার ও পাপের মধ্যে থাকিয়াও অনেকে সত্য ঈশ্বরের আশ্রয় লইবার জন্য আকাংক্ষা প্রকাশ করিয়াছে। তিনি "দে আনিমা" নামক পুস্তকে এতদ্বিষয়ে যাহা২ লিখিয়াছেন তাহার সহিত রোমীয়দের প্রতি সাধু পৌলের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ পদদ্বয় তুলনা করিলে ইহার সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে।

প্রথম শতাব্দীতে এমন অনেকের বিষয় পাঠ করা যায় যাহারা অজ্ঞাতসারে ও আগ্রহপূর্ব্বক সত্য ঈশ্বরের দিকে আপনাদিগকে উন্নত করিয়াছিল। তাঁহাকে পাইবার জন্য তাহা-

দের বিশেষ যত্ন, আকাংক্ষা ও আগ্রহ ছিল। "তুমি আমাদিগকে তোমার নিমিত্ত স্থষ্টি করিয়াছ, এবং তোমাকে না পাইলে আমাদের আত্মার বিশ্রাম হয় না," সাধু আগষ্টিনের এই বচনটী যেন তাহাদের জীবন সম্বন্ধে সার্থকতা লাভ করিতেছিল। জ্ঞানবান, বিদ্বান, ধর্ম্মশীল ও ভক্ত প্লুটার্কের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে আমাদের এ সংস্কারটী আরও বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। তিনি কেরোনিয়া নামক স্থানের সুপ্রসিদ্ধ দর্শনবিৎ ছিলেন। অসাধারণ পণ্ডিত প্লেটোর নামে যে মত সংগঠিত হইয়াছিল, তিনি তাহা সমস্ত হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন। যাঁহারা সত্য ও বাস্তবিক প্লেটোনিক, তাঁহারা লৌকিক উপধর্ম্মাদিতে বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহারা অপরাপর দর্শন প্রণালী গ্রাহ্য করিতেন না, তাঁহারা জড়াত্মবাদ মূলক বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে অনবরত চেষ্টা করিতেন এবং সমস্ত জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্ত পরব্রহ্মের সহিত যাহাতে নিগূঢ় সংযোগ স্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্নবান হইতেন।

নানা জাতির সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও অন্যান্য শাস্ত্রে প্লুটার্ক বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র ভাল করিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। কেহ২ অনৈসর্গিক ও অতীন্দ্রিয় বিষয় অবিশ্বাস যোগ্য বলিয়া, সংসার ও স্বষ্ট পদার্থে সম্পূর্ণ রূপে লিপ্ত থাকিত, লুসিয়নের ন্যায় কেহ২ ধর্ম্মকে জঘন্য ব্যঙ্গ ও উপহাসের পদার্থ মনে করিত, আর কেহ২ বা প্রচলিত ধর্ম্ম প্রণালী সম্পূর্ণ অবিশ্বাস যোগ্য মনে করিয়াও প্রাচীন কিম্বদন্তী, আচার ব্যবহার এবং পূর্ব্ব পুরুষদের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য আপনাদের সময়ে প্রচলিত ধর্ম্ম সংরক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিত। যে দেবতাদের সাহায্যে রোম নগর সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিল তাহাদিগকে অসম্ভ্রম ও ত্যাগ করা অনেকে যুক্তিযুক্ত ও বিহিত মনে করিল না। যাহারা এরূপ মনে করিত, পসেনিয়স্ নামক এক গ্রীক পর্য্যটক তাহাদের মধ্যে এক জন। তিনি স্বদেশীয়দের অবিশ্বাস ঘৃণার বিষয় মনে করিয়াও তথাকার মন্দির, বেদি ও অন্যান্য স্মরণার্থক চিহ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়াছেন। বর্ণনার সময় যত দূর পর্য্যন্ত সহানুভূতি দেখাইতে হয়, তিনি তাহা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই।

[ক্রমশঃ]

প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। এস, পি, জি (S. P. G.) মিসনের ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্য বিবরণী।

উক্ত কার্য্য বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই মিসনের কার্য্য বড় ভালরূপে চলিতেছে বোধ হয় না। যে কতকগুলি নীতি অবলম্বন করিয়া এ দেশে কার্য্য করা হয়, তাহা আমাদের অনুমোদনীয় নহে। বারান্তরে তাহার প্রসঙ্গ করা যাইবে। একটী আশাপ্রদ বিষয় এই যে সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা

যেন কিছু? আপনাদের দূষিত নীতির ফল টের পাইয়াছেন। কার্য্য বিবরণীর প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে যে, ১৮৮২ সালে যেরূপে কার্য্য হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষকর নহে। এরূপ লেখা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। বিশপস কালেজের পুনরুদ্ধার করা সোসাইটীর একান্ত বাসনা। কিন্তু নানা কারণে কর্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে সফলমনোরথ হইতে পারিতেছেন না। মহাত্মা কে সাহেবের যাওয়া অবধি এই কালেজের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। শীঘ্র যে ইহার পুনঃসংস্কার হয়, আমরা ত তাহার চিহ্ন দেখি না। আমরা এক স্থানে পড়িয়াছি যে ইংরাজেরা ভূমণ্ডলের যে দেশে যান, সেই খানে সর্ব্ব বিষয়ে আপনাদের প্রাধান্য দেখাইতে চান। কোন দেশের আচার, ব্যবহার, নীতি, তাঁহাদের ভাল লাগে না। কোন বিদেশীয় লোকদের সংস্কার ও মত তাঁহারা ভাল মনে করেন না। আপনারা যাহা মনে করেন, তাহাই সনাতন সত্য বলিয়া তাঁহাদের সংস্কার। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া না চলিলে বোধ হয় বিশপস কালেজ একেবারে মাটি হইয়া যাইত না।

মিসন সংক্রান্ত সাধারণ বিষয় বল, বিশপস কালেজ এবং অন্যান্য মিসন সংক্রান্ত বিদ্যালয়ই বল, দেশীয় শিক্ষিত লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিলে বোধ হয় মিসনের অনেক উন্নতি হইত। তাহা না করিয়া যথেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য করা হয়। বিলাতে শত শত গরীব, ভক্ত লোক ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক চা-চিনির দাম বাঁচাইয়া যে টাকা ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য দান করেন, তাহার যেরূপ ব্যবহার হয়, তাহা মনে হইলে যুগপৎ বিষাদ ও বিস্ময় উপস্থিত হয়। সে যাহা হউক আমরা প্রার্থনা করি, বিশপস কালেজ পূর্ব্বের ন্যায় শোভা ও সৌন্দর্য্যযুক্ত হইয়া ভারতীয় মিসন ক্ষেত্রের মুখ উজ্জ্বল করিবে। যে কালেজ অনেক বিষয়ে একদা অক্সফর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের সমতুল্য ছিল, যে কালেজে মিল, উইলেরস, কে সাহেবদের ন্যায় প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন মহাত্মারা অধ্যক্ষ ছিলেন, সে কালেজের বর্ত্তমান শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া কাহার না মনে দুঃখ হইবে? আমরা বিনীতভাবে কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ লর্ড বিশপকে অনুরোধ করি, তিনি যেন ইহার উন্নতি জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া ইহার পূর্ব্বতন গৌরব পুনঃস্থাপন করিতে সমর্থ হন। যদি বিশপস কালেজ দ্বারা ইহার প্রসিদ্ধ স্থাপয়িতার উদ্দেশ্য সাধিত না হয় তাহা হইলে একেবারে ইহা উঠাইয়া দেও। ইহাকে সামান্যশ্রেণীর স্কুলে পরিণত করিয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। আমরা এ সম্বন্ধে চর্চ্চ মিশনরী সোসাইটীর কর্তৃপক্ষীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি, যখন একটী পুরাতন থিয়লজিকাল কালেজ রহিয়াছে, তখন দুই একটী ছাত্রের জন্য আবার একটী নূতন কালেজ ফাঁদিবার দরকার কি? মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিলে কি ভাল হয় না? ইউরোপীয় মিসনরীগণ! তোমরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া এ দেশে আসিয়াছ, তোমাদের উদ্দেশ্যও ভাল, কিন্তু তোমরা যে ভাবে সচারাচর কার্য্য করিয়া থাক, তাহাতে আমাদের মঙ্গল না হইয়া

বরং অমঙ্গল ও ক্ষতিই হইয়া থাকে। তোমাদের দৃষ্টান্তে একতাসূত্র দৃঢ় না হইয়া আরও শিথিল হইয়া যায়। তোমরা অন্ততঃ আপনাদের মণ্ডলীস্থ ভ্রাতৃগণকে যত দিন পর্য্যন্ত না ভ্রাতৃভাবে দেখিবে, তত দিন তোমাদের পরিশ্রম, তোমাদের যত্ন, শিক্ষা ও প্রার্থনা পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। "তোমাদের অন্তরস্থ দীপ্তি যদি অন্ধকারময় হয়, তাহা হইলে সেই অন্ধকার কি ভয়ানক!" আমরা বিশপ্স কালেজের বিষয় এতখানি বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, এই কালেজ উপযুক্ত রূপে চলিলে এদেশে সমগ্র ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর অশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। মিসন কার্য্যের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই কার্য্য বিবরণী সম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলিবার বাসনা রহিল।

২। খ্রীষ্টে আমাদের নূতন জীবন, ইংরাজী হইতে অনুবাদিত। কলিকাতা অক্সফর্ড মিসন যন্ত্রে মুদ্রিত।

"Our new life in Christ" নামক এক খানি উৎকৃষ্ট ইংরাজী পুস্তক হইতে এইটী অনুবাদিত হইয়াছে। এ খানি অবিকল অনুবাদ বলিয়া বোধ হইল। প্রকৃত খ্রীষ্টীয় জীবন কাহাকে বলে, এই জীবন কিরূপে আমাদের নিকট আসিয়াছে, এই নূতন জীবন আনিতে কি মূল্য লাগিয়াছিল, প্রভুর আত্ম সমর্পণ, তাঁহার আত্মপ্রদান ইত্যাদি বিষয় বিশদ রূপে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। প্রভুর ভোজ অতি প্রাচীন কাল হইতে যেরূপে উপাসনার একটী শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই রূপে উক্ত পুস্তকেও বিবেচিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে প্রভুর পবিত্র ভোজ "অনন্ত জীবনের আহার" বলিয়া উক্ত হইত, এবং এত দূর পর্য্যন্ত ইহার প্রাধান্যের সংস্কার ও বিশ্বাস লোকদের মধ্যে জন্মিয়াছিল যে, উপাসনা বলিলে সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ প্রভুর ভোজই বুঝাইত। ইংরাজী শব্দ Liturgy লিটর্জী এখন সমগ্র সাধারণ প্রার্থনা পুস্তককে বুঝায়, কিন্তু যখন ঈশ্বরের নিয়োজনের উপর মনুষ্যের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, তখন লিটর্জী শব্দে তাহারা ঐশিক নিয়োজিত এই মহা পবিত্র সংস্কার সম্পাদনের বিধি স্বভাবতঃ বুঝিত। খ্রীষ্টীয় জীবনের পুষ্টি ও সিদ্ধি লাভার্থে এই সংস্কারের যে সম্পূর্ণ প্রয়োজন, তাহা এই পুস্তকে ভাল করিয়া দেখান হইয়াছে। খ্রীষ্ট মণ্ডলীর এদেশীয় সভ্যেরা এই পুস্তক পাঠে যে প্রীত ও উপকৃত হইবেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই পুস্তক খানি ক্রয় করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিতে আমরা খ্রীষ্ট ভক্তদিগকে অনুরোধ করি। ভাষা আর একটুকু সহজ ও প্রাঞ্জল হইলে ভাল হইত। কোন২ স্থল স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না। ভরসা করি, দ্বিতীয় সংস্করণের সময় ইহার দিকে দৃষ্টি থাকিবে।

বিবিধ বিষয়।

কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ লর্ড বিশপ সাহেব ২৬ মার্চ, ছয় মাসের জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

অক্সফোর্ড মিসনের শ্রদ্ধেয় আচার্য্য আরগল্‌স সাহেব রুগ্ন হওয়াতে কিছু দিনের জন্য বিলাত গিয়াছেন। সম্প্রতি স্মিথ নামে এক জন সুযোগ্য আচার্য্য এবং অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র কলিকাতাস্থ অক্সফোর্ড মিশনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

গত ২০শে মার্চ্চ কলিকাতা কেথিড্রেল গির্জ্জায় হস্তার্পণ বিধি সম্পাদিত হয়। বহু সংখ্যক বঙ্গীয় খ্রীষ্ট ভক্তেরা এই সময় ঈশ্বরের প্রসাদের সহভাগী হইয়াছিল। ধর্ম্ম, ভক্তি ও উত্তেজনায় তাঁহারা যেন উত্তরোত্তর অগ্রসর হন, ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

কতক গুলি কৃতবিদ্য, বহুদর্শী হোমিয়প্যাথিক চিকিৎসকের যত্নে কলিকাতায় একটী উৎকৃষ্ট হোমিয়প্যাথিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, শুনিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এখন অনেক অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার হোমিয়প্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী অনুসারে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সাধারণে উক্ত প্রণালীর আদর দিন২ বাড়িতেছে। কলসীর২ ঔষধ সেবনে এবং তাহার সঙ্গে টাকার শ্রাদ্ধে দেশ শুদ্ধ লোক উৎসন্ন যাইতেছে। যদি হোমিয়প্যাথিক চিকিৎসা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে আমাদের বোধে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

এক আউন্স ক্রিম অব টার্টার আধ বোতল গরম জলে মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে খাইলে ভয়ানক রকমের বসন্ত রোগ না কি আরোগ্য হয়। ইহাতে রোগীর গায়ের দাগ পর্য্যন্ত হয় না। একখানি বিলাতী সংবাদপত্র এই কথা বলেন।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে "নববিধান" মত প্রচার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। কৃত্রিম নববিধানে অনুরাগ দেখিয়া বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়গণ কি লজ্জা বোধ করিবেন না?

কলিকাতার স্থানে স্থানে জনরব যে রাজা শিবপ্রসাদের প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া সহরে সহরে পোড়াইতে হইবে, এরূপ কল্পনা করা হইতেছে। শিবপ্রসাদ আপনার জাতিকে যে ভেড়া বলেন, এরূপ হইলে তাহার প্রতিফল হয়।

শ্বেত দূর্ব্বার শিকড়ে অনেক কাজ হয়। সিদ্ধি ধুতরা খাইয়া পাগল হইলে শ্বেত দূর্ব্বার শিকড় মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইলে পাগলামি সারিয়া যায়। অঙ্গের কোনও স্থানে চিতি চাটিলে শ্বেত দূর্ব্বার শিকড় বাটিয়া দিলে ফুলা ও ব্যথা ভাল হয়। বক্ষঃ বা পার্শ্ব বেদনায় দুগ্ধের সহিত শ্বেত দূর্ব্বার শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা ভাল হয়।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড।] ১লা মে ১৮৮৩। [৮ সংখ্যা।

অসভ্য জাতিগণের নিকট ধর্ম্ম প্রচার।

আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকি যে, যে মিসনরীকে সভ্য, বহুদর্শী ও বিদ্বান্ লোকদের কাছে ধর্ম্ম প্রচাব করিতে হয়, তাঁহার তৎপরিমাণে সভ্য, বহুদর্শী, ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া উচিত। ইহা সত্য কি মিথ্যা, এ বিষয় মীমাংসা করা আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু অজ্ঞানান্ধ ও অসভ্য লোকদের কাছে ধর্ম্ম প্রচার করা যে দুরূহ কর্ম্ম,তাহা বোধ হয় বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কোন বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী-স্থ বালকদিগকে শিক্ষ দান করা যদি কষ্ট; যত্ন ও পরিশ্রম সাধ্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে উহার শেষের শ্রেণীস্থ বালকদিগকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা দান করা যে কম ক্লেশ ও পরিশ্রম সাধ্য, তাহা কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না। আমাদের বোধে বিবেচক, জ্ঞানবান, সহিষ্ণু, ধীরপ্রকৃতি ও বহুদর্শী শিক্ষক না হইলে অল্প-বয়স্ক সুকুমারমতি বালক বৃন্দের প্রকৃত উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি বিদ্বান ও জ্ঞানবান লোকদের জন্যে বিদ্বান ও জ্ঞানবান ধর্ম্ম প্রচারকের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে অজ্ঞান ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য সেই প্রকৃতর প্রচারকের যে আবশ্যকতা নাই, তাহা কখন বলা যাইতে পারে না। এতৎ সম্বন্ধে আফ্রিকা মহাদেশের এক জন ইংরাজ মিশনরী সম্প্রতি অসভ্য জাতিগণের নিকট ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে যে এক খানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি। উক্ত পুস্তিকায় লেখকের চিন্তাশীলতা ও বহু-দর্শিতা সুচারুরূপে প্রতিফলিত হই-

য়াছে। তিনি আফ্রিকার নানা অসভ্য জাতিগণের উল্লেখ করিয়া, কি প্রকারে প্রচার করিলে সত্য তাহাদের হৃদয়-গ্রাহী হইতে পারে, তাহা বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে বলেন যে আফ্রিকা নিবাসী অথবা অন্য কোন দেশ বাসী হউক, প্রচার করিবার অগ্রে সকলের স্বভাব, চরিত্র ও মনের ভাব ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রগত ভাব গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম এমন করিয়া প্রচার করিতে পারি না যাহাদ্বারা তাহা তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালে একই ভাবে বিদ্যমান, তাহার একটী সত্যও উপেক্ষিত হইবার নহে। কিন্তু উক্ত ধর্ম্মান্তর্গত সত্য গুলিন প্রচার করিবার নানা প্রকার উপায় ও পন্থা আছে। খ্রীষ্ট এক ব্যক্তির কাছে এক উপায়ে, অন্য ব্যক্তির কাছে অন্য উপায়ে আগমন করেন। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ, বিশেষ২ জাতি সম্বন্ধেও সেই রূপ হইয়া থাকে। এক জন হয়ত খ্রীষ্টের কোমল মনুষ্যত্ব দ্বারা আকর্ষিত হইল, আর একজন হয়ত তাঁহার শক্তি ও ক্ষমতার বিবরণ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল। পবিত্র আত্মাই মনুষ্যের মনঃপরিবর্ত্তনের এক মাত্র মূল কারণ স্বরূপ; কিন্তু তিনি আমাদিগকে যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে আমরা কি রূপে ফলের আশা করিতে পারি? যাঁহার পুস্তিকা আমরা সমালোচনা করিতেছি, তিনি বিশপ্ সেলউইন নামক এক জন প্রসিদ্ধ সাধুর যে কথা গুলি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক মিশনরীর হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা এবং তদনুসারে কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উক্ত বিশপ বলিয়াছেন যে যিনি ভাল করিয়া মিশনরী কার্য্য করিতে চান, তাঁহাকে একেবারে কুসংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়া, যাহাদের কাছে প্রচার করিতে যান, তাঁহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে মিশিতে হইবে। তাঁহাদের সহিত গভীর বন্ধন ও সহানুভূতিতে আবদ্ধ হওয়া তাঁহার পক্ষে বিহিত। তিনি বলেন, "আমরা ওবেরলিন (Oberlin) এবং ফিলিক্স নেফের (Felix Neff) ন্যায় লোক চাই। যাঁহারা আপনাদের মান মর্য্যাদা রক্ষা করা অকিঞ্চিৎকর বিষয় মনে করিয়া আপনাদের অপেক্ষা অনেক নিম্ন পদস্থ লোকদের সহিত মিশিতে পারেন, তাঁহারাই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। তাঁহারাই কেবল লোকদের চরিত্র পাঠ করিতে পারেন। তাঁহারাই কেবল বলিতে পারেন, কি রকমে প্রচার করিলে সত্য হৃদয়স্পর্শী হইতে পারে। তাঁহারাই তাহাদের প্রকৃত আপত্তি ও বিঘ্ন বুঝিতে পারেন।" প্রচারকের দেখা উচিত শ্রোতৃবর্গের কি রূপ স্বভাব, খ্রীষ্টের বিষয়ে কোন কথা বলিলে প্রথমে ও সহজে তাহাদের মন আকর্ষিত হইবে। আর২ সত্য যে উপেক্ষিত হইবে এমন নহে, ক্রমে২ সে সকল বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। সমালোচ্য পুস্তিকা লেখক এক জন

প্রসিদ্ধ মিশনরী। তাঁহার নাম রেভেরেণ্ড মেপলস। তিনি বলেন, সাধারণতঃ আফ্রিকা নিবাসীদের ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপ ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টের বিশুদ্ধ প্রেম, দয়া, কোমলতা, বাৎসল্য ভাব, দুঃখে সহানুভূতি ইত্যাদি বর্ণনা করিলে সাধারণতঃ তাহারা আকৃষ্ট হয় না; এ জন্য উক্ত মিশনরী সাধারণতঃ খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র, তিনি যে মনুষ্য ও দূতগণের একমাত্র ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, এই সবল শক্তি-সূচক কথা বলিয়া তাহাদিগকে আকর্ষিত করেন এবং অনেক বার এবিষয়ে কৃতকার্য্য হন। এ সম্বন্ধে তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। চরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে প্রচার কার্য্য প্রত্যেক মনুষ্যের উপযোগী হইতে পারে না। অনেক সময়ে উপাসনালয়ে এমন উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায় যাহাতে অতি অল্প লোকের উপকার হইবার সম্ভাবনা। যদি উপদেশক শ্রোতৃবর্গের চরিত্র, ভাবগতি, দুর্ব্বলতা, ইত্যাদি ভালরূপে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তৎকর্তৃক প্রচারিত সত্য উপযুক্ত বীজ স্বরূপ হইয়া তাহাদের অন্তরে কার্য্য করিবে। কোন চিকিৎসক যদি রোগ নিরূপণ করিতে যত্ন না করিয়া ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা দেন, তাহ হইলে স্বভাবতঃ যে ফল হয় তাহা সহজে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তদ্রূপ যে মিশনরী অথবা প্রচারকের অন্তর্দৃষ্টি (insight) নাই, তিনি ঠিক রকম মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক ঔষধের ব্যবস্থা করিতে অক্ষম হওয়াতে, বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

উক্ত পুস্তিকার শেষে যে কতক গুলি কথা আছে, তাহা মিশন কর্ম্মচারীদের বিশেষ করিয়া ধ্যান করা উচিত। কেহ২ মনে করেন, খুব ভাল ও সাধু মিশনরী হইলেই অনেক দৃশ্য ফল পাওয়া যাইবে। এবং যাঁহারা অনেক লোকের মনঃপরিবর্ত্তনের কারণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিসনরী সচরাচর বলা যায়। কিন্তু এটী বিষম ভুল। আমরা জানি, অনেক পবিত্র ও সাধু ব্যক্তি অনেক পরিশ্রম করিয়া আপনাদের কার্য্যের দৃশ্য ফল দেখিতে পান নাই। দৃশ্য ফল না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সাধু চেষ্টা ও পরিশ্রমের যে নিশ্চয় ফল হইবে তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। সাধু ইচ্ছা, সাধু কল্পনা ও সাধু কার্য্য কোন প্রকারে ব্যর্থ হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক জগতের এই নিয়ম। সব বিষয়ে কার্য্য কারণ নির্ণয় করা সামান্য ব্যাপার নহে। মনঃপরিবর্ত্তনের ন্যায় বিষয় মানুষিক ও সসীম বুদ্ধি দ্বারা পরিমিত হইতে পারে না, কত রকম উপায় প্রয়োগে মনঃপরিবর্ত্তন হইতে পারে কে বলিতে পারে? এক জন প্রচার দ্বারা কাহাকে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, আর এক জন হয়ত প্রার্থনা ও অপূর্ব্ব পবিত্র স্বভাব দ্বারা কতকগুলির মনে ধর্ম্ম বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহই উপেক্ষনীয় নহেন। ঈশ্বর সকলকে সমান রূপে আপনার দান বিতরণ করেন নাই। যাঁহাকে যে রূপ শক্তি

দিয়াছেন, তাঁহার তদ্রূপ কার্য্য করিলেই যথেষ্ট হইল, তদপেক্ষা অধিক চাহেন না।

একটী সামাজিক অত্যাচার।

মনুষ্য সমাজে অনেক গুলিন অমঙ্গলজনক বিষয় আছে। তাহার মধ্যে সামাজিক অথবা পারিবারিক উৎপীড়ন অথবা অত্যাচার যে বিশেষ রূপে অকল্যাণকর, সে বিষয়ে বোধ হয় পাঠকবর্গের কোন সন্দেহ নাই। যাহারা ঘোর অন্যায় এবং অত্যাচার পূর্ব্বক পৃথিবীকে মনুষ্য শোণিতে প্লাবিত করিয়া বল পূর্ব্বক রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, অথবা যাহারা প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া আপনাদের ক্ষমতা ও শক্তি অসংখ্য মনুষ্যের সর্ব্বনাশের জন্য পর্য্যবসিত করিয়াছে, আমরা এখন তাহাদের বিষয় আন্দোলন করিতেছি না। আমরা এমন লোকদের কথা বলিতেছি, যাহারা সম্রাট, রাজা অথবা শাসনকর্ত্তা না হইয়াও আপনাদের পরিবারের উপর একাধিপত্য বিস্তার করত ক্ষুদ্র২ বিষয়ে আপনাদের অত্যাচার-প্রিয়তা প্রদর্শন করিতে বিলক্ষণ পটু। ভগবান তাহাদিগকে সম্রাট করেন নাই, কিন্তু তাহাদের বিবেচনায় নিরো (Nero) সম্রাট বা কোথায় এবং তাহারাই বা কোথায়? তাহারা স্ব২ গৃহ ও পরিবার মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র নিরো বিশেষ। এমন লোকদের সহিত আমাদের সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। কার্য্যসূত্রে হয়ত তাহাদের সহিত আমাদের প্রত্যহই দেখা শুনা হয়, কিন্তু তাহারা যে সকল উপকরণে নির্ম্মিত, তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে অবাক্ হইতে হয়।

পারিবারিক অত্যাচারের কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

এক জন প্রবীণ, বৃহৎ পরিবার দ্বারা পরিবেষ্টিত মানুষকে মনে কর। তাঁহার সংস্কার আছে যে, তিনি এক জন জ্ঞানবান ও বিদ্বান পুরুষ, খপরের কাগজ প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকেন, ইউরোপ ও ভারতের ভাবী রাজনৈতিক অবস্থা সাহস পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম, এক শত বৎসর পরে পৃথিবীর দশা কি রূপ হইবে, তদ্বিষয়েও মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ। বাণিজ্য বিষয়ে হউক, যুদ্ধ বিপ্লব সম্বন্ধে হউক, সকল বিষয়েই তাহার মন্তব্য ও বক্তব্য আছে। স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তানগণের কি কর্ত্তব্য, তাহা বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু এত জ্ঞান ও বিদ্যা থাকিলেও তিনি কিছুতে সন্তুষ্ট নন। দিবাবসানে কার্য্যক্ষেত্র হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া যাহা কিছু দেখেন কিছুতেই সন্তুষ্ট নহেন। সায়ংকালিক ভোজনে বসিলেন, কিছুতেই যেন পরিতৃপ্ত নন। হয়ত মৎস্য ভাল করিয়া ভাজা হয় নাই, না হয়ত মাছের ঝোলে অনেক লবণ দেওয়া হইয়াছে, না হয় আর কিছু অব্যবস্থা হইয়াছে। যদি কিছু দোষ নাও হইয়া থাকে, তবু দোষ বাহির করিতেই হইবে। যদি শুনিলেন, গৃহস্বামিনী আদর করিয়া ছেলেদের জন্য একটি জিনিষ কিনিয়াছেন, তাহা হইলে এমন চটিয়া উঠিলেন যে, তাহার কথা নাই! যদি স্ত্রী কোন বিষয়ে মতা-

মত প্রকাশ করেন, তিনি অমনি বলিয়া বসিলেন, "তুমি এ বিষয় কিছু বুঝ না, চুপ করিয়া থাক"। তাহার পর কেহ শুনুক বা না শুনুক, তিনি বিস্তারিত করিয়া আপনার মতামত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এই রূপ ব্যবহারে কি ফল হয়? ইহাতে সাধারণতঃ ভার্য্যার বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে। অনেকবার এই রূপ হইলে তাহার মন ভাঙ্গিয়া যায়। অবশেষে ঝগড়া উৎপন্ন হইয়া অশান্তি, অপ্রেম ও অসুখের বীজ বপন করে। তাহার পরে কখন২ চিরস্থায়ী মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ উৎপন্ন হয়।

উপরোক্ত ব্যবহারকে আমরা অত্যাচার বলি, এবং এই রকম অত্যাচারে যে কত অমঙ্গল ও ক্ষতি হয়, তাহা বলা যায় না। সন্তানেরা পিতার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখিয়া লক্ষিত অথবা অলক্ষিত ভাবে তাহার অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে, এবং এই প্রকারে ভ্রাতা ভগিনীকে ভগিনী ভ্রাতাকে উৎপীড়ন করিতে উত্তেজিত হইতে থাকে। হে গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীগণ! তোমরা সাবধান হও। তোমাদের বাক্য ও কার্য্য ভাল হউক, বা মন্দ হউক, কোন প্রকারে তাহা নিরর্থক নহে। তাহাতে এক প্রকার না এক প্রকার ফল ফলিবে। ক্রোধপূর্ণ স্বভাব বশত কেবল শান্তির হানি হইবে এমন নহে, তাহা দ্বারা অকল্যাণের বীজ বপন করা হইবে। কুদৃষ্টান্তের ফল ভবিষ্যতে তোমাদের অশেষ পীড়া ও শোকের কারণ হইতে পারে।

স্বামী অত্যাচারী হয় বলিয়া কি ভার্য্যা ও মাতার কোন অত্যাচার নাই? যাহারা এ সংসারে "পরিচর্য্যাকারী দূত" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, তাহারা উৎপীড়নকারিণী যদি হয়, তাহা হইলে সেটী এক ভয়ানক দৃশ্য বলিতে হইবে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এমন দৃশ্য সচরাচর দেখাও গিয়া থাকে। "দৌর্ব্বল্য! তুমি স্ত্রীজাতি বলিয়া আখ্যাত হইতে পার।" (Frailty! thy name is woman) এই কথাটী সেক্সপিয়ার ঠিকই বলিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি যে, এই পৃথিবীতে অনেক অশেষ গুনশালিনী স্ত্রীলোককে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। যদি আমরা এটী অস্বীকার করি, তাহা হইলে অরফিউসের (Orpheus) যে দশা হইয়াছিল সেই দশা আমাদেরও প্রতি ঘটিবে! কিন্তু আমাদের এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে যে, অনেক স্ত্রীলোক আপনাদের স্বাভাবিক শক্তি ও অবস্থা বিস্মৃত হইয়া, গৃহস্বামীগণের যাহা করা সাজে, তাহাই করিতে প্রস্তুত হন। ইহাতে কলহ ও অশান্তি ব্যতিরেকে আর কি ফল হইতে পারে? যে পরিবারে ভার্য্যা সর্ব্বময় কর্ত্রী, সে পরিবারের যে কি দুর্দ্দশা, তাহা আমরা বলিতে চাহি না। তাহা উপন্যাস ও অন্যান্য পুস্তকে ভাল করিয়া বিবৃত হইয়া থাকে। অতএব আমরা যখন বড়২ রাজনৈতিক উপদ্রবের কথা পাঠ বা শ্রবণ করি, তখন আমাদের পরিবার মধ্যে যে উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা, তাহা বিবেচনা করিতে যেন কখন ক্ষান্ত না হই। যাহারা সামান্য২ গৃহ ও দৈনিক কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারে না, তাহাদের অন্য২ বড় বিষয়ে হস্তার্পণ করিবার দরকার কি?

পবিত্র আত্মার অবতরণ।

খ্রীষ্টের অঙ্গীকারানুসারে এই দিনে প্রেরিতদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ হয়। খ্রীষ্ট শারীরিক ভাবে পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান হইলে, মণ্ডলীর শিক্ষা শাসন ও শান্তির জন্য, পবিত্র আত্মা ভক্ত সমাজে চিরকাল বিরাজমান। বিহুদীয় খ্রীষ্টীয়গণ তাঁহাদের পঞ্চাশৎ নামক পর্ব্ব দিনে এই দিন প্রথমাবধি পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভিন্ন দেশীয়দের মধ্যে এইরূপ পালন প্রথার উল্লেখ অরিজিন (২৩০) টর্টালয়ন (১৯২) ও আইরিনিয়ের (১৬৭) গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গারোহণ পর্ব্বের দশ দিন পরে ও পুনরুত্থানের পঞ্চাশ দিনের দিন পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হয়।

পঞ্চাশৎ নামক পর্ব্ব যিহূদিদের তিনটী প্রধান উৎসবের মধ্যে একটী। কথিত আছে যে, সিনয় পর্ব্বতে মূসা কর্তৃক ঈশ্বরের ব্যবস্থা দান, এই দিনে তাঁহারা স্মরণ করিতেন; কিন্তু প্রধানতঃ এইটী তাঁহাদের শস্যচ্ছেদন পর্ব্ব। পাস্কাপর্ব্বীয় বিশ্রামবারের পরপ্রাতে নব শস্যের এক আটী লইয়া ঈশ্বরোদ্দেশে তাঁহারা উৎসর্গ করিতেন ও শস্যচ্ছেদন শেষ হইলে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দিন হইতে পঞ্চাশ দিনের দিন, নূতন গোমের দুইটী রুটী প্রস্তুত করতঃ ঈশ্বরের নিকট নৈবেদ্য দিয়া এই পর্ব্বের শেষ হইত।

পঞ্চাশত্তমী পর্ব্ব দিনে ভক্তলোক একত্রে আছেন, এমন সময়ে আকাশ হইতে দ্রুতগামী প্রচণ্ড বায়ুর শব্দে সেই গৃহ ব্যাপ্ত হইল; এবং বিভজ্যমান অগ্নিজিহ্বা তাহাদের মস্তকে অবস্থিতি করিলে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া নানা ভাষায় কথা কহিবার শক্তি পাইলেন। (প্রে, ২ ; ১-৪)। কিন্তু লোকেরা এ বিষয়ে ব্যঙ্গ প্রকাশ করাতে, সাধু পেত্র তাঁহাদের নিজ গ্রন্থ হইতে দেখাইয়া দিলেন যে, এই ঘটনার কথা প্রবাচক ও অন্য শাস্ত্রকারদের গ্রন্থদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু এই উপলক্ষে তিনি একটী চেতনা ও গম্ভীর ভাবসূচক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিন সহস্র লোক নিজ২ পাপ স্বীকার ও পরামনন করিয়া প্রভুতে বিশ্বাস করিলে বাপ্তিস্মদ্বারা মণ্ডলীভুক্ত হইল। (২ ; ৫-৪১)।

পবিত্র আত্মা অনন্ত ও চিরধন্য ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি; তিনি পিতা ও পুত্র হইতে নির্যায়ী এবং সকল বিষয়ে পিতা ও পুত্রের সমতুল্য। পিতা ও পুত্রের ন্যায় তিনি ঈশ্বর, অনন্ত, অসীম, সর্ব্বশক্তিমান, এবং সকল বস্তুর স্রষ্টা ও সকলের প্রভু। তিনি বিশ্বাসের মূলাধার, সত্য জ্ঞানদাতা, প্রেমের আকর, পবিত্রতার উৎস ও সকল সদ্গুণের আকর। প্রভুর শরীর গ্রহণ, মরণ, পুনরুত্থান ও তাঁহার গৌরবান্বিত মনুষ্যত্বের আরোহণের পূর্ব্বে মানব হৃদয়ে পবিত্র আত্মা সম্পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হন নাই। শরীর ধারণ কালে ঈশ্বর মনুষ্য হইলেন, যেন অবতীর্ণ ঈশ্বরকে মানব হৃদয় ধারণ করিতে পারে।

পবিত্র আত্মার অসাধারন বা অলৌকিক দান দ্বারা প্রেরিতগণ নানা ভাষায় কথন শক্তি পাইয়াছিলেন ও অলৌকিক

ক্রিয়া করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সর্ব্ব কালে পরিত্রাণার্থে প্রয়োজনীয় অভ্রান্ত জ্ঞান তাঁহাদিগকে দত্ত হইয়াছিল এবং সেই জ্ঞান পাইয়া তাঁহারা সর্ব্ব সাধারণের নিকট তাহা প্রচার করেন। সুসমাচার রচক ও অন্য শাস্ত্রকারেরা সেই আত্মার আবির্ভাবে সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব স্থানে ও সকল লোকের প্রয়োজনীয় ও সম্পূর্ণ প্রচুর জ্ঞান দায়ক শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। মণ্ডলী স্থাপনার্থে এই সকল বিশেষ দানের প্রয়োজন হেতু প্রেরিতগণ ও অন্যান্য ভক্ত লোকদিগকে ঈশ্বর কর্ত্তৃক এই সকল দত্ত হইয়াছিল, এবং সেই কার্য্য সমাধা হইলে এই অসাধারণ দানও এক রকমে স্থগিত হইয়া গেল। কিন্তু পবিত্র আত্মার কতকগুলিন সাধারণ দান সদা কাল সকলের জন্য আবশ্যক, সুতরাং সে গুলি পূর্ব্বেও দত্ত হইয়াছিল, এখনও লোকে প্রাপ্ত হইতে পারে এবং মণ্ডলীর শেষ পর্য্যন্ত সকলের তাহাতে অধিকার আছে। পবিত্র আত্মার দ্বারা লোকে পাপের প্রকৃত জ্ঞান ও পরামনন করিবার শক্তি পায় ও জলসংস্কারে খ্রীষ্টেতে নূতন জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহার আবির্ভাবে শাস্ত্রের বাক্য সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে ও প্রার্থনায় পারমার্থিক লাভ হয় ও পুণ্য সংস্কারে খ্রীষ্টের শরীর ও রক্ত আমাদের প্রকৃত পারমার্থিক ভক্ষ্য ও পেয় জানিয়া আমরা হৃদ্রুয় গ্রহণ করি। তিনি কঠিনমনাকে কোমল করেন, পতিতকে উঠান, দুর্ব্বলকে বল দেন। তিনি দুঃখীর শান্তনাকারী। অপবিত্র ও ভ্রষ্ট স্বভাব তাঁহার দ্বারা শুদ্ধ ও পবিত্রীকৃত হয় ও তাঁহার কৃপায় সকল সৎকর্ম্মে ফলবান হইয়া, আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, এই প্রমাণ আমরা আপনারা প্রাপ্ত হই।

হে পবিত্র আত্মন্! আমাকে প্রকৃত বুদ্ধি প্রদান কর যেন স্বর্গীয় বিভব অমূল্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিয়া সকল পার্থিব বিষয় অপেক্ষা তাহারই আদর করি ও তাহাতেই আমার নিত্য অনুরাগ থাকে; সেই নিত্য ধন পাইবার পথ আমাকে দেখাও, এবং আমাকে তাহার নিত্য অধিকারী কর।

হে পবিত্র আত্মন! যথার্থ রূপে বিবেচনা করিবার শক্তি আমাকে দাও ও আমার মন উজ্জ্বল কর, আমি যেন পরিত্রাণের নিগূঢ় বিষয় গুলি বুঝিয়া তাহা অন্তঃকরণে ধারণ করি। তুমি অনন্তজ্যোতি, তুমি আমাকে সত্য জ্যোতি দান করিলে আমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব ও তোমার বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হইব।

হে পবিত্র আত্মন! তুমি আমাকে সুমন্ত্রণা দান কর। এই অনিত্য চঞ্চল জীবনে নানা দুঃখ ও বিপদের সময়ে তুমি আমাকে চালাও, মন্দ হইতে মন ফিরাইয়া সত্যের দিকে আমাকে আকর্ষণ কর; এবং সংকীর্ণ দ্বার দিয়া আমাকে চালাইয়া তোমার নিত্য স্থায়ী আবাসে লইয়া যাও।

হে পবিত্র আত্মন! আমাকে বল প্রদান কর এবং ক্লেশ ও দুঃখের সময়ে আমাকে সাহস দিয়া আমার হৃদয় সবল কর; যেন আত্মিক শত্রুগণ আমাকে কখনও পরাভব করিতে না পারে ও পাপ

প্রযুক্ত যেন তোমার সহিত কোন প্রকারে বিচ্ছেদ না হয়!

হে পবিত্র আত্মন্! আমাকে জ্ঞান শক্তি দান কর, ইহ জগতের অস্থিরতা ও অসারতা আমাকে বুঝাইয়া দেও, যেন সে সকলে মত্ত না হইয়া বরং তদ্দ্বারা নিজ পরিত্রাণ ও তোমার মহিমা সাধন করি ও সর্ব্বাপেক্ষা নিত্য সুখের আশাতে সতত আনন্দিত থাকি!

হে পবিত্র আত্মন্! তুমি সকল ধর্ম্মনিষ্ঠার আকর। আমার হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগকে রোপণ কর, তাহাকে সতত উত্তেজিত কর, যেন আমি তোমার পবিত্র প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া সকল কার্য্যে তোমাকে অন্বেষণ করি ও তোমাকে প্রাপ্ত হইলে আমার হৃদয় যেন প্রকৃত আনন্দ লাভ করে!

হে পবিত্র আত্মন্! তুমি আমার অন্তরে ঈশ্বরের-ভয় জন্মাও, সকল পার্থিব অনুরাগ যেন তোমার ভয়ের অধীন থাকে, সকল কার্য্যে যেন আমি তোমাকে সম্মুখে রাখি, ও তোমার গোচরে যে কিছু অপবিত্র, তৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যেন কোন প্রকারে তোমাকে অসন্তুষ্ট না করি!

ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর প্রাচীন ইতিহাস।*

আজকার সভায় উপস্থিত সভ্যদিগের নিকট ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর বিষয় একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। যাহাতে আপনাদের শ্রুতি ও মনের তৃপ্তি হয়, এমন প্রবন্ধ লেখা আমার সাধ্যাতীত। তবে কেবল অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম বলিয়া উক্ত বিষয়ে যথাসাধ্য লিখিয়া আনিয়াছি এবং বিষটীর অবতারণা করণার্থে তাহা পাঠ করিতেছি।

ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর বিষয় কিছু বলিতে গেলে, প্রথমে একটী প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক। তাহা হইলে এতৎ সম্বন্ধে আজ কাল লোকে যাহা বলিয়া থাকে তাহার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

কোন এক সম্প্রদায় খ্রীষ্ট স্থাপিত প্রৈরিতিক মণ্ডলী হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সার্ব্ব (Catholic) মণ্ডলীর মত ও শিক্ষা অগ্রাহ্য করিলে তাহাদিগকে মণ্ডলী ভগ্নকারী (ইংরাজীতে Schismatics) বলে। খ্রীষ্টীয় ১৬০০ শতাব্দীতে যে মণ্ডলীর সংস্কার হয়, সেই সংস্কারের নাম করিয়া কেহ২ বলিয়া থাকেন যে, সেই সময়ে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী উক্ত দোষে দোষী হইয়াছিল, কেননা সেই সময়ে এই মণ্ডলী আপনাকে প্রৈরিতিক রোম মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। একথা যদি সত্য হয়, সেই সংস্কারের পূর্ব্বেও ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর অস্তিত্ব ছিল, অতএব সে সার্ব্বমণ্ডলী হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নাই, ইহা যদি প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে সার্ব্বমণ্ডলী ত্যাগী ডিসেণ্টারদিগের বিরুদ্ধে আপনাদের একটী কথা বলিবারও পথ থাকে না। কিন্তু যদি

* রেভরেণ্ড বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত খ্রীষ্টীয় সম্মিলনী সভাতে এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন।

ইতিহাসের সাহায্যে কোন বিষয় প্রমাণ করা সম্ভব হয়, তবে ইহা নিশ্চয় যে ঐ সংস্কারের বহুকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর অস্তিত্ব ছিল। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত সংস্কারের ১০০০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে এই মণ্ডলীর অস্তিত্ব ছিল, এবং তৎকালে রোম মণ্ডলীর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। সংস্কারের সময় ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী আপনার সেই স্বাধীন অস্তিত্ব সাব্যস্ত করিয়া রোম মণ্ডলীর সহিত যে বাহ্যিক সম্বন্ধ ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহাতে এমন বলা যায় না যে, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী আপনাকে তখন প্রৈরিতিক সার্ব্ব মণ্ডলী হইতে পৃথক করে এবং তদবধিই এই মণ্ডলীর অস্তিত্ব, তৎ পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না।

সত্য বটে যে ৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের বিশপ গ্রেগরি দ্বারা প্রেরিত হইয়া আগস্তিন নামে এক জন মিসনরি ইংলণ্ডে আগমন করেন। কিন্তু তাহাতে এরূপ বলা যায় না যে তিনি ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছিলেন, অথবা ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী রোম মণ্ডলীর এক শাখা, এই কারণ তাহা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করাতে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী মণ্ডলীভগ্নকারীর দোষে দোষী। কেননা আগস্তিন যখন ইংলণ্ডে আগমন করেন, তখনও ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর অস্তিত্ব ছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সেখানে সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব এবং সুনিয়মবদ্ধ খ্রীষ্টের মণ্ডলী বিদ্যমান। তাঁহার উপস্থিতি কালে ইংলণ্ডে এক জন আর্চ বিশপ এবং তাঁহার অধীনে কয়েক জন বিশপ ছিলেন। ৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স দেশের অন্তর্গত আরলস নগরে এক সভা হয়, এই সভায় ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর তিন জন বিশপ, কয়েক জন পুরোহিত ও ও ডিকন্ সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন, ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে। আপনাকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে সাধু আলবান্ নামক এক ব্যক্তিকে মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। ৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। ৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী যখন তিন জন বিশপকে প্রতিনিধি রূপে আরলসের সমবেত সভায় পাঠাইয়াছিল, তখন ইহাতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাহার বহু কাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডে খ্রীষ্ট মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল। কেননা যেখানে তিন জন বিশপের (আর যে বিশপ ছিল না তাহাই বা কে জানে?) প্রয়োজন, তথাকার মণ্ডলী যে বহু বিস্তীর্ণ এবং সুনিয়মবদ্ধ তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই বহু বিস্তীর্ণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইতে অধিককাল লাগিয়াছিল। অতএব ৩১৪ খ্রীষ্টাব্দের বহুকাল পূর্ব্বে যে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই, কাযেং ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী যে অতি প্রাচীন তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

১৬০০ শতাব্দীতে কেবল এই মণ্ডলীর সংস্কার হইয়াছিল মাত্র। যাহার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ বিকৃতি হইয়াছে, তাহারই সংস্কার হয়। যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার আবার সংস্কার কি? ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর সংস্কার হইয়াছিল, এই কথা বলিলে স্বতঃই প্রতিপন্ন

হয় যে তৎ পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল।

উপরে বলা হইয়াছে যে, ৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সাধু আগস্তিন্ ইংলণ্ডে মিসনারী হইয়া আগমন করেন। তদবধি রোম মণ্ডলীর সহিত ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর সম্বন্ধ হয়। রোম তৎ কালে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল, কেননা রোম নগরেই সম্রাটের বাসস্থান ছিল। এই নিমিত্ত রোমের বিশপ আপনাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিশপ মনে করিতেন। ফলতঃ রাজ্য সম্পর্কীয় কোন বিষয় মীমাংসা করিতে হইলে, অন্যান্য দেশের লোকে রোমীয় বিশপের সাহায্য লইত। এই সুযোগে রোমীয় বিশপ ক্রমে আপনার আধিপত্য এত বাড়াইয়া লন যে, তিনি এক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তৎ স্থানে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। সাংসারিক বিষয়ে এই রূপ প্রভূত ক্ষমতা হওয়াতে, খ্রীষ্ট মণ্ডলীর আভ্যন্তরিক বিষয়েও আপনাকে অভ্রান্ত এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিশপ বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি অভ্রান্ত অতএব তাঁহার মুখ নির্গত কথাকে দৈব কথা বলিয়া মান্য করিতে হইবে; এই তাঁহার আদেশ। বহুকালাবধি সাধারণতঃ লোকে এক প্রকার তাঁহার এই কথা মানিয়া ছিল। তাহাতে মণ্ডলীর মধ্যে অনেক কুসংস্কার ও ভ্রান্তি প্রবেশ করে। কিন্তু আবার স্থানেং এমন লোক ছিল, যাহারা এই কথা মানে নাই। ক্রমে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন এই প্রকার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং প্রকাশ্য রূপে তাহারা রোমের পোপের কথা অগ্রাহ্য করে। ১৬০০শতাব্দীই সেই সময়।

১৫২০ অব্দেতে জর্ম্মান দেশে লুথার প্রকাশ্য রূপে পোপের আধিপত্য অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার ভ্রান্তি ও কুসংস্কার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, এবং অল্পকাল মধ্যে অনেকে তাঁহার সহিত এই কার্য্যে যোগ দেয়। এ দিকে ইংলণ্ডে উইক্লিফ, টিণ্ডেল, এবং আর কয়েক জন লোক গুপ্ত ভাবে সেই কার্য্য করিতেছিলেন। তাহাতে মণ্ডলী সংস্কারের পথ সুগম হইয়া থাকে। এই সময়ে অষ্টম হেনেরি ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। কোন কারণে পোপের সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়াতে তিনিও পোপের আধিপত্য অস্বীকার করেন।

যাঁহারা মণ্ডলী সংস্কারের বিষয়ে উদ্যোগী, তাঁহারা ইহাতে সাহস পাইয়া আর গুপ্ত থাকিলেন না। একেবারে প্রকাশ্যরূপে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী রোম মণ্ডলী দ্বারা স্থাপিত নয়। কেবল ৫৯৬ অব্দ হইতে তাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ হয়। সেই সময়ের পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল। অতএব রোমীয় মণ্ডলীর ন্যায় ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীও প্রৈরিতিক সার্ব্ব মণ্ডলীর এক শাখা। তৎকালে ইহাতে প্রৈরিতিক শিক্ষা, প্রৈরিতিক মত ও প্রৈরিতিক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। রোমের মণ্ডলীর সহিত সম্বন্ধ হওয়াতে সেই সমস্ত প্রৈরিতিক শিক্ষা ও রীতিনীতিতে পোপের ভ্রান্তি ও কুসংস্কার সংযুক্ত হয়। মণ্ডলী সংস্কারের সময়ে এই সমস্ত ভ্রান্তি ও কুসংস্কারাদি

পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা প্রৈরিতিক কেবল তাহাই রক্ষা করা হয়।

(ক্রমশঃ।)

সাধু ইগনেতিয়স।

যে সময়ে পৃথিবীর শাসন কর্ত্তারা পৌত্তলিক ছিলেন, তৎকালে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে যৎপরোনাস্তি তাড়না সহ্য করিতে হইত। সাধু স্তিফানের হত্যা হইতে কনস্তান্তাইনের রাজত্ব পর্যন্ত ৩০০ বৎসর ব্যাপিয়া অতি বিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থানেই খ্রীষ্টীয়ানদিগকে অল্প বা অধিক পরিমাণে অকথ্য যন্ত্রণাদায়ক উৎপীড়ন ভোগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে আপনাদিগের বিশ্বাস ও ভক্তির প্রমাণ দিতে হইয়াছিল। এই রূপে যে কত লোক অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। যদিচ লোকে এই সকল সাধুলোকের বিষয় স্মরণও করে না, তথাচ যে বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের গৌরব স্থাপনার্থে তাঁহারা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই।

ঐ তাড়না কালে যত লোক হত হইয়াছিল, আন্তিয়খ নগরের বিশপ ইগ্নেতিয়স তন্মধ্যে অতি সুপ্রসিদ্ধ। প্রেরিতদের ক্রিয়ার ১১অধ্যায়, ২১ পদ, পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই নগরেই খ্রীষ্টভক্ত লোকে প্রথমে খ্রীষ্টীয়ান নামে অভিহিত হয়। প্রেরিতদের ক্রিয়া ১১ অধ্যায়, ২৬ পদ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সাধু পৌল বহুকাল এই নগরকে আপনার প্রধান বাসস্থান নিরূপণ করিয়া, এই স্থান হইতেই অন্যান্য স্থানে সুসমাচার ঘোষণা করিতে যাইতেন। যে ইগ্নেতিয়সের বিষয় আমরা লিখিতে মনস্থ করিয়াছি, প্রেরিত পৌল এবং পিতরের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ আলাপ ছিল। অধিকন্তু সাধু যোহনের সহিতও তাঁহার আলাপ ছিল। ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ইনি প্রেরিতদের দ্বারা আন্তিয়খ নগরের বিশপ পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দিগে খ্রীষ্টীয়ানদিগের উপর ভয়ানক তাড়না হইতেছে, তাহাতে কত দুর্ব্বল খ্রীষ্টীয়ান প্রাণ ভয়ে প্রভুকে অস্বীকার করিতেছে। এদিকে আবার কত খ্রীষ্টীয়ান অবলীলাক্রমে প্রভুর জন্য প্রাণ দিতেছেন। এমন সময়ে খ্রীষ্টের একটী পাল রক্ষা করা যে কত দুরূহ ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। পাছে তাঁহার পালের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, যন্ত্রণা ও প্রাণ ভয়ে তাহারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে, এই চিন্তাতে ইগ্নেতিয়সের মন সতত উদ্বিগ্ন থাকিত। তাহাতে তিনি অনবরত ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন।

খ্রীষ্টীয় ১০৭ অব্দে রোম সম্রাট ট্রেজান সিথিয়ানদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া আন্তিয়খে আগমন করেন। এই স্থানে থাকিয়া তিনি পার্থিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে তাহার আয়োজন করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার

মনের ধারণা এই ছিল যে, যতক্ষণ খ্রীষ্টীয়ানেরা আরং লোকের সহিত মিলিয়া মিথ্যা দেব পূজা না করে, ততক্ষণ তাঁহার সম্পূর্ণ জয় হইবে না। এই বিশ্বাসে তিনি ঘোষণা করিয়া দেন যে, খ্রীষ্টীয়ানেরা দেব পূজায় যোগ না দিলে যন্ত্রণা দ্বারা তাহাদের প্রাণ বধ করা যাইবে। এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা শ্রবণে ইগনেতিয়সের মনে যে কিরূপ ভাবনার উদয় হইয়াছিল, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

নানা চিন্তার পর ইগনেতিয়স্ স্থির করিলেন যে, তিনি স্বয়ং সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহাতে কি জানি সম্রাটের মন নরম হইতে পারে। এই রূপ স্থির করিয়া তিনি ট্রেজানের নিকট গমন করিলেন, তাহাতে ট্রেজান তাঁহাকে এই বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন "ভূতের আত্মাবিশিষ্ট তুমি কে? তুমি নিজে আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, অন্যকেও তাহা করিতে শিখাইতেছ। ইহাতে তোমার এবং তাহাদের অমঙ্গল ঘটাইতেছ, তাহা কি জান না?" এই কথার উত্তরে ইগনেতিয়স্ নিঃশঙ্কচিত্তে বলিয়া উঠিলেন "ভূতগণ যাঁহার ভক্তের নিকট হইতে পলায়ন করে, সেই প্রভু যাহার অন্তরে, তাহাকে কেহই ভূতের আত্মাবিশিষ্ট বলিতে পারে না।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া ট্রেজান কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে যখন জানিতে পারিলেন যে, ইগনেতিয়স্ ক্রুশেবদ্ধ যেশুকে অস্বীকার করিবে না, তখন এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "আমার ইচ্ছা এই যে ইগনেতিয়স্ ক্রুশেবদ্ধ যেশুকে অন্তরে স্থান দেওয়াতে, শৃঙ্খলে হস্ত পদ বদ্ধ করিয়া রোম নগরে তাহাকে হিংস্র জন্তুর সম্মুখে নিক্ষেপ করা যাইবে।"

সম্রাটের আদেশ পাইয়া কয়েক জন সৈনিক পুরুষ তাহাকে রোম নগরাভিমুখে লইয়া চলিল। ইগনেতিয়স এই বলিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, "হে ঈশ্বর তোমার নামের গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া যে আমার এই দশা হইয়াছে, এই কারণ তোমার ধন্যবাদ করি।"

এই রূপে গমন করিতেং যখন তাহারা স্মার্ণা নগরে উপস্থিত হয়, তখন তথাকার বিশপ্ পলিকার্পের সহিত ইগনেতিয়সের সাক্ষাৎ হয়। এই শোচনীয় ঘটনা দেখিয়া তদঞ্চলস্থ সমুদয় মণ্ডলীর খ্রীষ্টীয়ানেরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিল এবং কোন প্রকারে যদি ইগনেতিয়সকে বাঁচাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান্ হইয়াছিল। কিন্তু ইগনেতিয়স্ বিনীতভাবে সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, যেন প্রভুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করণ বিষয়ে তাহারা বাধা না দেয়। "আমি দৌড়িতেং শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছি। এখন তোমরা বাধা দিলে পুনরায় আমাকে দৌড়িতে হইবে, অতএব তোমরা এ বিষয়ে বাধা দিও না।" এ ভাবের কথাতে সকলকে সান্ত্বনা দিয়া ইগনেতিয়স্ হৃষ্টমনে রোম নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথে ভিন্নং স্থানের মণ্ডলীকে কয়েক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্র গুলিতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে,

যেখানে খ্রীষ্টের মণ্ডলী আছে সেই খানেই বিশপ্, পুরোহিত এবং ডিকন এই তিন শ্রেণীর পরিচারক থাকিবে। এই তিন শ্রেণীর পরিচারক ভিন্ন খ্রীষ্টের মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে না।

ক্রমে ইগনেতিয়ন্ যখন রোম নগরে উপনীত হইলেন, তখন খ্রীস্টীয়ানদিগের বিপদাশঙ্কা থাকিলেও নগরবাসী সমস্ত খ্রীস্টীয়ান এই সাধু ব্যক্তির সম্ভাষণ করিতে তাঁহার নিকটে আসিল। তাহাদিগকে দেখিয়া ইগনেতিয়স পূর্ব্বের ন্যায় অনুরোধ করিলেন, যেন তাঁহার প্রাণ উৎসর্গ করণ বিষয়ে তাহারা কোন মতে বাধা না দেয়। কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস ও ধৈর্য্য!

যে স্থানে রোমবাসী লোক একত্র হইয়া মল্ল যুদ্ধাদি দর্শন করিত, ইগনেতিয়সকে সেই স্থানে আনয়ন করা হইল। তাহার চতুর্দ্দিগে হাজার২ বিলাস-প্রিয়, নিষ্ঠুর পুরুষ এবং স্ত্রী বসিয়া আছে, এমন সময়ে সাধু ইগনেতিয়সকে সিংহের সম্মুখে নিঃক্ষেপ করা হইল। ইগনেতিয়স নিঃশঙ্কচিত্তে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এই কথা গুলি বলিতে লাগিলেন—"ঈশ্বরের নিজের বীজ, এখন মৃত্তিকাতে, রোপিত হইল যেন তাহা খ্রীষ্টের বিমল রুটি হয়।" পরে ক্ষুধার্ত্ত সিংহেরা আসিয়া ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এইরূপে সাধু ইগনেতিয়সের মৃত্যু হইলে পর, খ্রীষ্টের প্রকৃত ভক্ত লোকেরা তাঁহার অস্থি সংগ্রহ করিয়া আন্তিয়খ নগরে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করিল। ট্রেজান যখন এই সাধু ব্যক্তির ধৈর্য্য ও যন্ত্রণার বিষয় শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ খ্রীস্টীয়ানদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

একেই বলে বিশ্বাস, একেই বলে ভক্তি, ইহারই নাম প্রকৃত খ্রীষ্টান।

পথের ভিখারী।

প্রকৃত ভিক্ষুক কাহাকে বলা যায়? যাহারা এক মুষ্টি অন্নের জন্যে দ্বারে২ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কি "পথের ভিখারী" বলে? না, যাহারা ভিক্ষোপজীবী অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অর্থ লালসায় ভিক্ষা যাহাদিগের বৃত্তি, তাহাদিগকে ভিক্ষুক বলিব? আমার বোধে এতদুভয়ের কেহই প্রকৃত পক্ষে ভিক্ষুক নামে অভিহিত হইতে পারে না; কেন না এমন অনেক ভিখারী দেখা গিয়াছে, যাহাদের সংসারাশ্রম আছে, সন্তানাদি আছে, বাগানবাটী প্রভৃতি সকলিই আছে; এ দিগে দেখি, তাহাদের গলে, হরিনামের মালা, বিভূতি-লেপিত দেহ, ভিক্ষা পাত্র হস্তে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, —তথাপি পথে২."ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ফিরিতেছে; তাই বলিয়া যে ইহারা "পথের ভিখারী" নামধারী হইল, তাহা নয়; তবে ইহাদিগকে জাত' ভিক্ষুক বলিলেই যথেষ্ট হইল। পক্ষান্তরে, যাহার মস্তক রাখিবার স্থান নাই, কি খাইবে, কি পরিবে, তাহার বিন্দুমাত্র সংস্থান নাই; কোথায় রাত্রি যাপন করিবে তাহার ঠিকানা নাই; সঙ্গে এক কপর্দ্দক

মাত্র সম্বল নাই, এবং কষ্টে বারেকাধিক দিন পাতের কিছুমাত্র যোত্র নাই, এমন যদি কোন ব্যক্তিকে এক মুষ্টি অন্নের তরে দ্বারেং লালায়িত হইতে দেখা যায়, আমার মতে তাহাকেই প্রকৃত "ভিক্ষুক" বলিলে কোন মতে অত্যুক্তি হয় না।

পাঠক! তোমার কি মনে পড়ে যে, এবম্প্রকার জনৈক দরিদ্র লোক, প্রায় দুই হাজার বৎসর হইতে চলিল, এই ধরাধামে তেত্রিশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন? তাঁহার নাম কি তোমার মনে পড়ে? যদি না পড়ে, তবে তোমার সহিত আমার আর অধিক বক্তব্য নাই; এবং যদি পড়ে তবে ক্ষণিক অপেক্ষা কর—চলচ্চিত্ত হইও না, আমি তোমাকে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইব, তাহা হইলে, তিনি প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র "পথের ভিখারী" ছিলেন কি না, তোমার স্পষ্টই উপলব্ধি জন্মিবে। প্রথমতঃ আইস, আমরা সেই বৈৎলেহমস্থ পান্থ নিবাসে যাই। আমরা সৈনিক দলভুক্ত; অবাধে যথায় তথায় যাইতে পারি, অতএব আইস আমরা ঐ পূর্ব্বদেশীয় যাত্রিকগণের সহিত ভিতরে প্রবেশ করি। বল দেখি, ঐ যাবপাত্রে শয়ান শিশুটী কে? এতক্ষণের পর আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল—উনি আমাদের সেই "ভিখারী"। আজ ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য বৈৎলেহম নগরীতে লোকে লোকারণ্য—পান্থনিবাসে স্থানাভাব প্রযুক্ত গোশালা তাঁহার শয়নাগার ও যাবপাত্র তাঁহার শয়নাধার হইয়াছে। আহা! যথার্থ দরিদ্র লোকের জন্ম এই রূপেই হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে তাহার জন্ম এই প্রকার হীনতায় হইয়াছে? সহস্রগুণে দরিদ্র হউক না কেন, জন্ম কালে কেহ কখন এমন দুরবস্থাপন্ন হয় না। যাহার কিছুই সঙ্গতি নাই, সেও কোন না কোন প্রকারে ভাবি সন্তানাদির জন্মের কিছু না কিছু অগ্রিম ব্যবস্থা করিয়া থাকে। পূর্ব্ব হইতেই সূতিকাগৃহের বন্দোবস্ত হয়, পূর্ব্ব হইতেই ভাবি শিশুর প্রয়োজনীয় সামগ্রী গুলি যত্ন পূর্ব্বক সংরক্ষিত হয়। কিন্তু আমাদের এই গোশালাস্থ শিশুটীর পিতামাতা কি এমনি হতভাগ্য ছিলেন যে কিছুই করিতে পারেন নাই? যাহা হউক, সে বিষয়ে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই—তবে তাঁহার নিজের দারিদ্র্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এখন কিছু কালের মত শিশুটীকে এই অবস্থায় রাখিয়া আইস, আমরা আপাততঃ বিদায় লই।

পাঠক! আর সে দিন নাই। আজ ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; আমাদের ভিক্ষুক আজ কাল পূর্ণবয়স্ক হইয়াছেন। তাঁহার থাকিবার কোন নির্দ্ধারিত স্থান নাই; আহারেরও কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই; কোথায় থাকেন, কোথায় যান, কি পরেন, কি খান, কিছুই ঠিকানা নাই; এমন কি সম্প্রতি তাঁহাকে অনশনে চল্লিশ দিবারাত্রি প্রান্তরবাসী হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, আইস আমরা তাঁহার ভিক্ষা কার্য্যের প্রতি অবলোকন করি। চল, আমরা "সিকেমস্থ যাকুবের কূপ" সন্নিধানে যাই। আহা, ইনি হয় ত আজ

পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, তৃষ্ণা নিবন্ধন কণ্ঠ বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে; অপরিমিত ক্লান্তি বোধ হওয়াতে হয় ত বিশ্রাম লাভার্থে আজি এই কূপ তটে বসিয়াছেন। না, না, ইনি পিপাসিত হইয়াছেন; হয় ত কিঞ্চিৎ জল পানার্থে কাহারও অপেক্ষা করিতেছেন। সত্যই বটে, ঐ যে একটী স্ত্রীলোক কক্ষে কলস লইয়া এদিগেই আসিতেছে; আকৃতিতে বাস্তবিক বোধ হইতেছে, স্ত্রীলোকটী শোমিরোনীয়া—যাহা হউক আমরা একটু অন্তরালে দাঁড়াই, কি জানি স্ত্রীলোক—তায় ভিন্ন জাতীয়া, আমাদিগকে দেখিয়া অপ্রতিভ হইতে পারে। এই যে ইনি যথার্থই ইহার নিকট হইতে জল প্রার্থনা করিতেছেন। হায়, ভিখারীর অবস্থায় এই প্রকারই ঘটিয়া থাকে; তৃষিত হইলে পানীয়, ক্ষুধার্ত্ত হইলে আহারীয়, ও বস্ত্রহীন হইলে পরিধেয় দিবার এবং পীড়িত হইলে শুশ্রূষা করিবার কেহই নাই; পথশ্রমে ক্লান্ত হইলে আমার বলিবার বা একবার চক্ষু তুলিয়া দেখিবার একজনও নাই। যাহা হউক আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, ইনি একজন পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, এক সময়ে কোন ব্যক্তি সুখের লালসায় ইহাঁকে বলে যে, "হে গুরো! আপনি যথায় যাইবেন, তথায় আমিও আপনকার অনুগামী হইব।" লোকটী পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই যে, ইনি কতদূর দরিদ্র; পরে যখন দেখিল যে ইহার সহগামী হইতে গেলে আমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তখন ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। "শৃগালের গর্ত্ত আছে, খেচর প্রাণিগণের বাসা আছে, কিন্তু আমার মস্তক রাখিবার স্থান নাই।" এই প্রত্যুত্তর শুনিয়াই লোকটী বিষণ্ণচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কি আশ্চর্য্য! জগতীস্থ লোকদের এই কথা গুলি কেবলমাত্র শুনিলেই বিঘ্ন উপস্থিত হয়—না জানি কার্য্যে পরিণত হইলে আরো কি হইবে!!! হায়, যাহার মস্তক রক্ষা করিবার স্থান নাই, তাহাপেক্ষা নিরাশ্রয় আর কি কেহ আছে? আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইনি অত্যন্ত পবিত্র ছিলেন, যত দিন জগতে ছিলেন, সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এমন কি অন্যের উপকার হেতু ইনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। জগতের গতিই এই যে, যাঁহারা ভাল মানুষ হন, তাঁহাদিগেরই এই দশা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু পাষণ্ড মানব জাতি প্রায়ই এবম্প্রকার ব্যক্তিদিগকে হতাদর করিয়া থাকে, তাহারা জানে না যে এক জন অনন্ত, অনাদি ও বিশ্বব্যাপী পুরুষ সর্ব্বদা এবম্প্রকার ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে এই শেষোক্ত বাক্যগুলি আমাদের এই পূতাত্মা "ভিখারীর" প্রতি সর্ব্বতোভাবে ঘটিয়াছিল।

পাঠক! আইস, আমরা ঐ সম্মুখবর্ত্তি ডুম্বুর বৃক্ষান্তরালে গোপন ভাবে থাকি। ঐ দেখ, আমাদের পবিত্র "ভিখারী" এদিগেই আসিতেছেন। আহা, হয় ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকিবেন! কেহ কিছু খাইতে দেয় নাই, কোথাও কিছু পান নাই, সুতরাং গাছে হয় ত ফল ধরিয়া থাকিবে (যদি বল ডুম্বুর কি কাঁচা খায়? তা নয়, ডুম্বুর জাতীয় ফল বিশেষ, খাইতে অতি

সুমধুর লাগে,(দুঃখের বিষয় এদেশে হয় না) মনে করিয়া এদিগেই আসিতেছেন। দরিদ্র ভিক্ষুকেরা যেমন ক্ষুধার্ত্ত হইলে ফল মূলাদি দ্বারা উদর পূর্ত্তি করণাশয়ে অরণ্যাভিমুখে দৌড়ায়,তদ্রূপ ইনিও জঠরাগ্নিতে পীড়িত হইয়া এই দিগেই ধাবমান। কি আশ্চর্য্য এমন পবিত্র হইয়াও এই দশা! ধন্য রে কাল, তুই ধন্য! দরিদ্রদিগের যেমন এক দ্বার বন্ধ, দ্বারান্তর মুক্ত, তদ্রূপ ইনিও এক স্থানে দুর্দ্দান্ত অত্যাচারীগণ কর্তৃক তাড়িত হইলে স্থানান্তরে পলায়ন পর হইতেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জগৎ সম্বন্ধে ইনি যৎপরোনাস্তি দারিদ্র্যে কাল হরণ করিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

আইস, এখন আমরা তাঁহার অন্তিম কালের বিষয় ক্ষণকাল পর্য্যালোচনা করি। ঐ দেখ, লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া বিচারালয়ে লইয়া যাইতেছে। যদি বা তাঁহার সঙ্গে দুই চারি জন লোক ছিল, তাহারা পলায়ন করতঃ নিজ২ প্রাণ বাঁচাইয়াছে। এমন কেহ নাই যে তাঁহার হইয়া প্রত্যুত্তর করে, এমন আর কেহই নাই যে, তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করে। আশ্রয়হীন, দুরদৃষ্ট ও পথের কাঙ্গালী যদি কেহ বিচার সভায় সমর্পিত হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে যে২ দোষ প্রকটিত হয়, তাহাকে সেই২ দোষে দোষণীয় হইতে হয়, কেননা তাহার এমন কোন অর্থ সঙ্গতি নাই যে কোন উকিল তদীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ জন্য তাঁহার পক্ষ হইয়া খানিকক্ষণ বক্তৃতা করে, সুতরাং সভাস্থগণ তাঁহাকে যথাভিরুচি দণ্ড প্রদান করিয়া থাকে, অগত্যা তাহাকে সেই দণ্ডেই দণ্ডিত হইতে হয়। আহা! আমাদের এ লোকটীরও সেই দশা। একি? ইনি কি দোষ করিয়াছেন? এমন কি জঘন্য পাপে ইনি কলঙ্কিত হইয়াছেন—এমন কোন্ রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন যে, হঠাৎ বিচারপতির মুখ হইতে এমন নিদারুণ প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা (ক্রুশীয় মৃত্যু) নির্গত হইল। হায়, কি ঘোরতর অপরাধে ইহার প্রাণ দণ্ড হইবে? শুনিলে কাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ না হয়? কাহার না হৃৎকম্প হয়? চল পাঠক, আমরা তাঁহার বধ্য ভূমিতে যাই, ঐ দেখ উনি সৈন্য দলে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রুশ স্কন্ধে এই দিকে আসিতেছন। দেখ দেখি উহাঁর মুখ-কমল কেমন মলিন হইয়াছে! শরীর নিস্পন্দ হইয়া আসিতেছে! ক্রুশ বহনে অসমর্থ হইয়া ঐ দেখ পড়িয়া গেলেন! সৈন্যগণ আর এক জনকে বেগার ধরাতে, ঐ দেখ অগত্যা তাহাকে বধ্য ভূমিতে ক্রুশ পৌঁছাইয়া দিতে হইতেছে। একি বিভ্রাট! ভূমি কাঁপে কেন? সূর্য্য মেঘান্তরালে লুকাইল কেন? জগৎ অন্ধকারময় হইল কেন? এ কি বিভীষিকার লক্ষণ? না, তবে এ সকল কি দুঃখ প্রকাশক চিহ্ন? বাস্তবিক তাই বটে! এমন পাষণ্ড কে আছে যে এ হেন নির্দ্দোষী ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডে শোকাকুলিত না হয়? পাঠক! তুমি কি পাঠক না পাঠিকা? যাই হও না কেন, একবার ঊর্দ্ধদিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ, বারেক মনের চক্ষে দেখ দেখি, ক্রুশ বৃক্ষোপরি উনি কে? উঃ! কি

অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণাই না ভোগ করিতেছেন! ঐ দেখ, দেখিতে বুক ফেটে যায়! "হাতে পায়ে প্রেক গাঁথা," ইহা দেখিয়া কাহার না চক্ষে জল আইসে, কাহার না বুক ফাটে, কাহার প্রাণ না বিদারিত হয়? কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—হায়! বলিই বা কাকে—সংসার বোঝে না—কার জন্য কে কাঁদে? তুমি অনাথা—পতি-বিয়োগ-বিধুরা—অশ্রাভাবে দ্বারেং রোরুদ্যমানা; কিন্তু বল দেখি, তোমার দুঃখে পৃথিবীর কয়টা লোক কাঁদে? যে তোমায় দেখিল, হয় ত সে একবার "আহা" বলিল, বা এক মুষ্টি চাউল দিল, বা যৎসামান্য সাহায্য করিল। জগতে সহানুভূতি স্রোত এই পর্য্যন্ত প্রবাহিত। কিন্তু বল দেখ—কে তোমার হৃদয়ের সহিত নিজ হৃদয় মিশাইয়া বিরলে বসিয়া কাঁদিল? বল দেখি, কে তোমার দুঃখকে নিজ বিবেচনায় তাহা বিদূরিত করিতে বিচেষ্টিত হইল? তোমার ক্লেশ রাশিতে কাহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইল? এরূপ কাঁদিবার লোক এ জগতে বড় কম। যদি এই পাপ, স্বার্থ, লোভ ও দুরাকাঙ্ক্ষাময় ধরণীতলে সেইরূপ লোক দেখিয়া থাক, নিশ্চয় জানিও তিনি দেবতা, তিনি এ জগতের লোক নহেন—সাধারণ উপাদানে তাঁহার হৃদয় নির্ম্মিত নহে। তিনিই সাধু, উদার, মহৎ ও পরম শ্রদ্ধেয়।

কাহার জন্য কে কাঁদে? আজি আমি প্রাণাধিক প্রিয়তম আত্মীয় বিয়োগে উন্মত্তবৎ অধীরতা সহকারে ধূলি ধূসরিত কায়ে চীৎকার করিয়া মেদিনী বিদীর্ণ করিতেছি, সংসার কেবল যন্ত্রণার আলয় বলিয়া বোধ করিতেছি, চতুর্দ্দিক শূন্য ও নিরানন্দময় দেখিতেছি, কিন্তু ঐ দেখ, আমার পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীর নবকুমার হইয়াছে, তাঁহার আনন্দের সীমা নাই, তিনি বাটীতে নহবৎ বসাইয়াছেন, আনন্দ ধ্বনিতে তাঁহার বাটী তোলপাড় হইতেছে। কাহার জন্য কে কাঁদে? আবার ঐ দেখ, আমার শোক বিকম্পিত চীৎকারে তাঁহার আনন্দের বিঘ্ন জন্মিতেছে বলিয়া তাঁহার লোক আসিয়া আমাকে কাঁদিতে বারণ করিতেছে—হায়, এ সংসারে কার জন্যে কে কাঁদে? কাঁদিলে কি কাঁদার সীমা হইবে? মানুষ কত কাঁদিবে? প্রত্যেকের জন্য যদি প্রত্যেককে কাঁদিতে হয়, তবে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সংসার ক্রন্দনের বিরাম পাইবে না? মানুষকে অহর্নিশি কাঁদিতে হইবে। সুতরাং সংসার ক্রন্দন রোলে পরিপূরিত হইয়া উঠিবে। কাঁদিয়া পার পায় না, এ জন্য কেহ কাঁদে না—কি দুঃখ! পাঠক আমার হৃদয় বড় কঠিন—লাটি মারিলেও চোকে জল আসে না, তথাপি বলিব কি হৃদয়—এ পাষাণ হৃদয়—দ্রবীভূত হইতেছে—আমার পক্ষে আর এ সংসার জীর্ণ অরণ্য সম বোধ হইতেছে—জানি না তুমি কি প্রকার প্রকৃতির লোক; যাহা হউক কাঁদিও না, কারণ উনি ইতি পূর্ব্বেই ক্রুশ বহনকালে বলিয়াছিলেন "তোমরা আমার তরে কাঁদিও না" তবু কি মন বোঝে? পাঠক! আর তোমাকে বেশী কষ্ট দিব না, অনেক হয়েছে, তবে আইস উভয়ে মিলিয়া, নিস্পন্দ ভাবে, ক্ষণকাল নিমীলিতলোচনে, অবনত বদনে বাষ্পগদগদস্বরে বারেক ক্রুশতলে গিয়া

তারস্বরে গাই—"এ ঘোর সংসার, অকুল পাথার" "সোনামুখী তরীখানি ডোবো ডোবো তায়।"

উপসংহার কালে আমি এই বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে আমাদের সেই দরিদ্র "পথের ভিখারি," যিনি অকথ্য যন্ত্রণা-সহ, ক্রুশীয় মৃত্যু সহ্য করিয়া পাপিষ্ঠ মানব জাতির তরে এক মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, যিনি মৃত্যুকে পরাভব করত, পুনরুত্থিত হইয়া স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক এখনও আমাদের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট আছেন, যিনি অবশেষে আর দরিদ্রভাবে না আসিয়া সগৌরবে মেঘ রথারূঢ় হইয়া, দুষ্টমতি, ধর্ম্মবিদ্বেষী ও স্বর্গপথভ্রষ্ট লোকদিগের দণ্ড বিধান করিতে পুনরায় এই জগতে আসিবেন, তাঁহাকে আজ ন্যূনাধিক ১৮৫০ বৎসর অতীত হইল, এ ক্ষিতি তলে কেহ কখন সে প্রতিমূর্ত্তিতে দেখে নাই।

শ্রী অ, চ, বিশ্বাস।

মহম্মদ্ ও মুসলমান ধর্ম্ম।

(১৫৫ পৃষ্ঠার পর।)

এদিকে মহম্মদের শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। মক্কাবাসিরা, মহম্মদ্ দেশীয় ধর্ম্ম লোপ করিতে বসিয়াছেন, দেখিয়া প্রথমে তাঁহার শিষ্যগণের উপর এবং পরে তাঁহার নিজের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। মহম্মদ্ ও তাঁহার শিষ্যগণ এই উৎপীড়ন দ্বারা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহম্মদ্ যদ্যপি বাস্তবিকই ঐশ্বরিক পুরুষ হইতেন, তবে এই সময়ে ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় অভিভূত হইয়া ঈশ্বরকে অস্বীকার ও নিজ করণীয়ের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেন না। বিপদে পড়িলে সচরাচর মনুষ্য যাহা করিয়া থাকে মহম্মদ্ তাহাই করিলেন। উৎপীড়নের জ্বালায় মহম্মদ্ মক্কা হইতে মেদিনায় পলায়ন করিলেন। য়িহুদীয়েরা ঐ সময়ে মেদিনায় অত্যন্ত প্রবল। তাহারা ভুলক্রমে তাঁহার সহায়তা করাতে মেদিনায় তাঁহার ধর্ম্ম অতি স্বল্পকাল মধ্যে এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠে। আপনার কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইবার পরে মহম্মদ্ মেদিনাবাসিগণকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে য়িহুদীয় ধর্ম্ম তাঁহার ধর্ম্ম হইতে অনেক ভিন্ন। এক ঈশ্বরবাদী ও পুনরুত্থান বিশ্বাসকারী সকলেই মুক্তি পাইবে, প্রথমে এই মত প্রচার করিয়া,য়িহুদীয়দিগকে নিজ কুহকে মুগ্ধ করিয়া, এবং তাহাদের সাহায্যে কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইয়া মহম্মদ্ আত্ম-গরিমায় পূর্ণ হইলেন; এবং ঠিক তাঁহার মতে মত দিতে না পারিলে আর মুক্তি নাই,—য়িহুদীয় ও খ্রীষ্টীয়ান, ইহারা এক ঈশ্বরবাদী হইলেও ঈশ্বরের শত্রু, অতএব উচ্ছেদযোগ্য, এক্ষণে তিনি এবম্বিধ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শিষ্য সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মহম্মদের ধর্ম্ম ভাবও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে লাগিল। রাজ্যলালসা, মানলালসা, ধনলালসা ও আর সকল প্রকার ঐহিক ভোগ লালসায় পূর্ণ হইয়া তিনি এক্ষণে ধরাকে সরার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। অশ্ব-

মেধের ঘোটক ছাড়িয়া বসিয়া রহিলেন; কেহ রোধ করিলেই তাহার সহিত যুদ্ধ। এই সকল যুদ্ধ যদ্যপি ঐশ্বরিক অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে ঘটিয়া থাকে তবে মহম্মদ সকল স্থানেই জয়লাভ করিতেন। কিন্তু তিনি যে কোন২ স্থানে পরাজিত হয়েন এবং কোন২ দৃঢ়সংকল্পিত অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হয়েন, গ্রীশ দেশ জয় করিবার উদ্যোগ করিতে২ যে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়েন, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহার কার্য্য ও সংকল্প সমস্ত মানবীয়, তন্মধ্যে অলৌকিক ভাব কিছু মাত্র নাই। বাদর্ নামক স্থানে এক সহস্র শত্রুকে পরাজয় করিবার জন্য মহম্মদ্ ও তাঁহার তিন শত শিষ্যের সাহায্যার্থে ৪০০০ স্বর্গীয় দূতের আবশ্যক হইল, ইহা কল্পনা মাত্র। ইহা মহম্মদের নিজের কল্পনা; অথবা ইহা তাঁহার নিজ লিখিত বিবরণ নাও হইতে পারে। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মহম্মদ যে অবস্থায় কোরাণ রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা উহা ঠিক সেই অবস্থায় প্রাপ্ত হই নাই। প্রথমতঃ হাফসা নাম্নী তাঁহার বিধবার হস্তে অনেক দিন পর্য্যন্ত উহা গচ্ছিত থাকাতে কোরাণের কতক ভাগ যে বিনষ্ট হইয়াছে ইহা অনেকেই সন্দেহ করেন। উহা পুস্তকাকারে থাকিলে এরূপ হইবার কোন বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু খণ্ড২ কঙ্কালরাশির উপর বচন সমস্ত লিখিত হওয়াতে কতক পরিমাণে বিনষ্ট হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ হাফ্সার হস্তে আসিবার পূর্ব্বেই আবু বাক্র্ ও ওথ্মান এই দুই ব্যক্তির দ্বারা কোরাণ সংশোধিত ও সংস্কৃত হয়। তৃতীয়তঃ সিয়ারা বলিয়া থাকে যে কোরাণের প্রায় একচতুর্থাংশ ওথ্মান কর্ত্তৃক বিযুক্ত হয়। চতুর্থতঃ মহম্মদের মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শত বৎসরকাল পর্য্যন্ত কেহই মহম্মদ্ অথবা কোরাণের বিষয় লেখে নাই; অথবা যদি কখন কিছু লেখা হইয়া থাকে, সে সমস্ত এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ কোরাণের কত পরিমাণ মহম্মদের নিজের, তাহা স্থির করা বড় দুরূহ। হয়ত বাদ্রের অলৌকিক ঘটনা জনশ্রুতি ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং হয়ত ইহা মহম্মদের মৃত্যুর অনেক পরে কোরাণের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সে যাহা হউক ৩১৯ ব্যক্তি ধর্ম্মোৎসাহে ক্ষেপিয়া যে ১০০০ লোককে পরাস্ত করিবে এবং এই রূপ সংগ্রামে শত্রুপক্ষে পাঁচ গুণ অধিক লোক হত হইবে ইহা বড় আশ্চর্য্য ঘটনা নহে। এরূপ ঘটনা অথবা ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য ঘটনা সকল ঐতিহাসিক বিবরণ মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

মহম্মদের জীবন আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া দেখিলে উহার মধ্যে অস্বাভাবিক ভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। অলৌকিক কার্য্য তিনি নিজে কখন করেন নাই এবং না করিবার কারণও দেখাইয়াছেন। তবে কোরাণে যে কয়েকটী অলৌকিক বিষয় বর্ণিত আছে, মহম্মদের বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে সে সমস্ত সম্পূর্ণ লৌকিক বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মহম্মদের নৈশ যাত্রা সম্বন্ধে কোরাণে এই রূপ বর্ণনা আছে;—"নিশীথ সময়ে

মক্কার পবিত্র মন্দির হইতে যেরুশালেমের আদিম মন্দিরে যিনি আপনার ভৃত্যকে (অর্থাৎ মহম্মদকে) লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তিত হউক” (সূঃ ১৭)। মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তারা মনে করেন যে ঐ রাত্রে মহম্মদ্ সপ্তভুবন ভেদ করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসন সমক্ষে উপস্থিত হয়েন। মহম্মদ্ নিজে সুস্পষ্ট ভাবে এবিষয় কিছুই বলেন নাই। এই বাণের যাহাই অর্থ হউক না কেন, মহম্মদের প্রগাঢ় চিন্তা অথবা স্বপ্ন যে উহার উদ্ভাবক, তাহাব আর সন্দেহ নাই। কোন২ পুরাতন মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তাদগের পুস্তকে উহা দৈবস্বপ্ন বলিয়াই বর্ণিত আছে। আবার ইহাও কথিত আছে যে মহম্মদের পত্নী হাফসা ঐদিন সমস্ত রাত্রি তাঁহার সহিত একত্রাবস্থান করিয়াও তাঁহাকে উঠিয়া যাইতে দেখেন নাই। মহম্মদ্ ভিন্ন আর কেহ এই ঘটনার সাক্ষ্য নহে এবং মহম্মদের মস্তিষ্কের অবস্থা বিবেচনা করিলে ঐ সাক্ষ্যর যে কত মূল্য তাহা সহজেই ধারণা হইবে। কোরাণে আর একটী অদ্ভুত ঘটনার কথা লেখা আছে। একদা মহম্মদ্ উচ্চৈঃস্বরে কোরাণ পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে গন্ধর্ব্বগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া ঐ পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিল এবং শ্রবণ মাত্রে বিশ্বাস করিল। ঐ সকল গন্ধর্ব্ব আপন২ বন্ধুবান্ধব ও পরিবার বর্গের মধ্যে আপনাদের বিশ্বাসের কথা বলিয়া সবংশে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই গন্ধর্ব্বদল বাস্তবিক আছে কি না, ইহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। আরবদেশে প্রেত গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ভূতযোনির প্রতি বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে মহম্মদ্ উহাদিগের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশও করেন নাই। এ ঘটনাও হয় স্বপ্ন মাত্র, আর নয় কবি-কল্পনা।

অতএব বাহ্যিক প্রমাণ (External Evidences) বিচার করিলে মুসলমান ধর্ম্ম যে অলৌকিক ধর্ম্ম, ইহা কোন প্রকারেই বোধ হয় না। অন্যান্য অনেক ধর্ম্মের ন্যায় ইহাও মনুষ্যের কল্পনা-সম্ভূত। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক প্রমাণ (Internal Evidences) দেখিলেও বোধ হইবে যে উহা মানুষিক এবং দোষগ্রস্ত। যদ্যপি কোন ধর্ম্মের ব্যবস্থা ও নিয়ম দ্বারা মনুষ্যের ও সমাজের সর্ব্বপ্রকারে ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তবে সে ধর্ম্মের মধ্যে কোন অলৌকিক ভাব না থাকিলেও তাহাকে ঐশ্বরিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের নিয়মাদি দেখিয়া এবং মুসলমান রাজ্য সমুদায়ের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখা যায় যে ইস্লাম লোকের অথবা লোক সমাজের উন্নতি না করিয়া বরং সর্ব্ব প্রকারে অবনতিই করিয়াছে। যে ধর্ম্ম পৃথিবীকে নিশ্চল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে এবং বৃহৎ২ পর্ব্বত সমূহই এই নিশ্চলতার কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছে, সে ধর্ম্ম তো বিজ্ঞানের মস্তকে কুঠার লাগাইয়া বসিয়া আছে (সূ; ১৬, ৩১)। যে ধর্ম্ম স্ত্রীজাতির অবনতি স্থাপন ও বহু বিবাহ প্রচলন করিয়াছে সে ধর্ম্ম সামাজিক উন্নতির পথে কণ্টক দিয়া রাখিয়াছে; যে ধর্ম্ম বল পূর্ব্বক বিশ্বাস করাইবার বিধি দান

করিয়াছে, সে ধর্ম্ম মনুষ্যের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বিদ্বেষী, এমন কি স্বাধীনতা মাত্রেরই বিদ্বেষী; এবং যে ধর্ম্ম স্বর্গের ভাবী সুখের মধ্যে ইন্দ্রিয় সেবা এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে সে ধর্ম্ম নিশ্চয় মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া পাশবত্বের প্রশ্রয় দান করিতেছে। মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে যাহাই কিছু ভাল বিষয় থাকুক না কেন, ইহার প্রবর্ত্তকের যতই ভাল উদ্দেশ্য হউক না কেন, সমাজের অবনতি ইহার অবশ্যম্ভাবি ফল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ বিষয়।

কলিকাতায় সমবেত বিশপদিগের পত্র বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নয় জন বিশপ্ ভিন্ন২ রুচিসম্পন্ন হইয়াও যে চর্চ্চ অব ইংলণ্ড সম্বন্ধে কতক গুলি গুরুতর বিষয়ে এক মত প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা কম আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় নহে। স্থানাভাবে এবারে আমরা এ বিষয় বিস্তারিত করিয়া লিখিতে পারিলাম না, আগামী বারে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইতিমধ্যে উক্ত পত্র যাঁহাদের হস্তগত হইবে, তাঁহারা যেন চিন্তা ও মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করেন।

ডাক্তার পিইসীর নাম প্রায় সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। তিনি এক জন অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন, ধীরপ্রকৃতি ও সাধু ব্যক্তি ছিলেন। এই অদ্বিতীয় পণ্ডিতের, নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে তাঁহার একটী আশ্চর্য্য প্রতিভাসম্পন্ন গুণবান পুত্র ছিলেন। শুনা গিয়াছে তিনি চিররুগ্ন ছিলেন। তিনি না কি বধির ও খঞ্জ ছিলেন! আরও তাঁহার নানা প্রকার শারীরিক দৌর্ব্বল্য ছিল। এই সকল সত্ত্বেও তিনি ক্যালাড, সিরিয়াক, ইব্রীয় ইত্যাদি ভাষা ও ঈশতত্ত্বাদিতে আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সুস্থশরীরবিশিষ্ট লোকেরা যে কার্য্য করিতে পারিতেন না, তিনি সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, চিত্তসংযোগ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দ্বারাই সেই সকল অক্লেশে করিতে পারিতেন। সাধু সিরিলের (S. Cyril) গ্রন্থাদি যখন ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার কথা হয়, তখন ডাক্তার পিইসী সাধু সিরিলের অতি প্রাচীন হস্তলিপি পাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে সফল-মনোরথ হওয়া সামান্য ব্যাপার নহে। প্রাচীন হস্তলিপি অন্বেষণার্থে এক জনকে সমস্ত ইউরোপ ও অন্যত্রে পর্য্যটন করিতে হয়। ফিলিপ পিইসী চিররুগ্ন হইলেও সেই গুরুতর ও বহু পরিশ্রম সাধ্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া ভক্তিভাজন পিতার ইচ্ছা সাধন করিলেন এবং আপনার আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম-প্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিলেন। কয়জন ভারতবাসী এরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইবেন?

যখন বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিলাত গমন করেন, তখন তিনি এক দিন ডাক্তার পিইসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ডাক্তার পিইসির ন্যায় ব্যক্তি কেশব বাবুকে যে আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কথোপকথনে ডাক্তার পিইসী শুনিতে পাইলেন যে প্রার্থনা দ্বারাই কেশব বাবু পৌত্তলিকতা ত্যাগ ও অন্যান্য ত্যাগস্বীকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইটী শুনিয়া ডাক্তার পিইসী না কি কেশব বাবুকে বলিয়াছিলেন "আপনি প্রার্থনা করিতে থাকুন, কখন ক্ষান্ত হইবেন না।" কলিকাতার একজন অপরিণাম-দর্শী ইউরোপীয় মিশনরী ইহা শুনিয়া বড় চটিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তার পিইসীকে প্রায় অখ্রীষ্টান মনে করিয়া এ কথার সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার জন্য তাঁহাকে একখানি পত্র লেখেন। আমরা বোধ করি সে পত্রের জবাব আসে নাই। প্রকৃত খ্রীষ্টীয় ঔদার্য্য ইহাকেই বলে!

একটী বাঙ্গালা খ্রীষ্টীয়ান কাগজে চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড ও থিয়লজী অর্থাৎ ঈশতত্ত্বের বিলক্ষণ নিন্দা বাদ দেখিতে পাওয়া যায়। লেখকেরা মধ্যে২ স্যালভেষণ আর্ম্মির যশ কীর্ত্তন করিয়া বলিয়া থাকেন "থিয়লজীর মস্তকে তাঁহারা পদাঘাত করিয়াছিলেন। মুক্তি ফৌজের সাহায্যে তাঁহারা থিয়লজীর মস্তকে খড়্গাঘাত করিয়াছেন" ইত্যাদি। আমরা তাঁহাদের সন্তোষের জন্য বলি, তাঁহারা যেন এ সব কথা বলিয়া আর কষ্ট না পান। থিয়লজীর মস্তকে পদাঘাত না করিলে এমন সুন্দর২ লেখা তাঁহাদের কাগজে বাহির হইত না। থিয়লজীর সঙ্গে তাঁহাদের যত দূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা আমরা বেশ বুঝিয়া লইয়াছি।

একদা এক জন অশিক্ষিত ধর্ম্মাচার্য্য বিখ্যাত প্রচারক রবর্ট হলের কাছে জ্ঞান ও বিদ্যার অসারতা ও অকার্য্যকারিতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া বলিল যে জ্ঞান সম্বন্ধে গর্দ্দভ তুল্য হইলেও ঈশ্বর তাহার মুখ খুলিয়া দেন। রবর্ট হল প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন, "জগতের ইতিহাস পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর কেবল একবার গর্দ্দভের মুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন। জ্ঞানেতে যদি ঈশ্বরের প্রয়োজন না থাকে, অজ্ঞানতাতে যে কি প্রয়োজন, তাহা ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

সঙ্গীত সংশোধন সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা পাঠ করিয়া কতকগুলি সহৃদয় পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের নিকট কতকগুলি নূতন গীত পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজী সুরের আমরা যড পক্ষপাতী নহি। ইহার অনেক কারণ আছে। ইংরাজী সুরের গান যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। বাঙ্গলা সুরের কতকগুলি ভাল, হৃদয়স্পর্শী, ভক্তি ও ভাবোদ্দীপক গান পাইলে আমরা বড় কৃতজ্ঞ ও বাধিত হইব।

কলিকাতা বিশপস্ কালেজের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য অধ্যক্ষ স্কেফটন সাহেবের নিস্বার্থতাপূর্ণ কার্য্য শুনিয়া আমরা বড় প্রীত ও আনন্দিত হইয়াছি। গুণী ব্যক্তিই গুণের পরিচয় পান। লিনকনের বিশপ ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ সাহেব তাঁহাকে যে চিনিতে পারিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যত মিশনরী ভারতে আসিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের একজন অগ্রণীর মধ্যে। ধন মানের আশা পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে কার্য্য করিতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই কার্য্যে বাহুল্য রূপে আশীর্ব্বাদ করেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

গত ১৬ই এপ্রেল সোমবার একটী পারিবারিক ঘটনা উপলক্ষে টালিগঞ্জ মিসনের সবু ডিকন বাবু চন্দ্রনাথ দে ন্যূনাধিক দুই তিন শত খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তদুপলক্ষে একটী প্রীতি ভোজ হইয়াছিল। আমরা তথায় উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিশেষ প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আচার্য্য লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র মহাশয় যে সঙ্কীর্ত্তনের দল করিয়াছেন, তাহাতে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহাদের উদ্যোগ দেখিয়া আমাদের আশা হইতেছে যে, ক্রমেই দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মিশন সংক্রান্ত লোকেরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন।

গত ১৮ই এপ্রেল বুধবার প্রপাগেশন সোসাইটীর দক্ষিণাঞ্চলের মিশনরীদের একটী কনফরেন্স হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে সেণ্ট পল্‌স কেথিড্রেলের চাপ্‌লেন রেভরেণ্ড আত্রে সাহেব মহাশয় একটী সুন্দর ও সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় একটী ধর্ম্ম সমিতি (Synod) হইয়া গিয়াছে। সেই সভায় যে কতকগুলি নিয়ম করা হইয়াছে তাহা কালক্রমে ভারতবর্ষীয় মিশন সম্বন্ধে কার্য্যকারি হইতে পারে।

একটী অসাম্প্রদায়িক জাতীয় মণ্ডলী সম্বন্ধে এক খানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যাঁহারা জাতীয় মণ্ডলীর কথা উত্থাপন করেন, তাঁহারা যেন কলিকাতায় সমবেত বিশপদের পত্রখানি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন। যে সাম্প্রদায়িক খ্রীষ্টীয়ান বাস্তবিক অসাম্প্রদায়িক হইতে চান, তিনি স্বচ্ছন্দে খ্রীষ্টের সার্ব্বজনীনমণ্ডলীভুক্ত হইতে পারেন। তাহা হইলেই গোলমাল মিটিয়া গেল। ঐতিহাসিক নিয়ম ও পদ্ধতি রক্ষা করিয়া যদি আমরা আপনাদের টাকা খরচ করিতে ও দেশীয় কতকগুলি উত্তম আচার ব্যবহার রক্ষা করিতে অভিলাষী হই, তাহা হইলে ক্ষতি কি? সামান্য আচার ব্যবহার ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে প্রত্যেক বিশেষ মণ্ডলী যে স্বাধীন, ইংরাজী প্রার্থনা পুস্তকের ভূমিকা পাঠ করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে।

আরোহণ পর্ব্বের পূর্ব্ব বুধবারে মিসন ক্ষেত্রের প্রকৃত উন্নতির জন্য অপরাহ্ণ ৬টার সময় মিরজাপুরস্থ ট্রিনিটী চর্চ্চে সমবেত উপাসনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। রেভরেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদুপলক্ষে একটী উপদেশ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি, সেই দিবস অনেক লোকের সমাগম হইবে।

প্রভুর জন্ম ও পুনরুত্থান দিন যে রূপে সচরাচর পালিত হইয়া থাকে, আরোহণ দিন সে রূপে পালিত হয় না। তাহার কারণ কি আমরা বিশেষ করিয়া বলিতে পারি না। অন্যান্য প্রধান পর্ব্বের ন্যায় আরোহণ পর্ব্বেরও পালন হওয়া যুক্তি সঙ্গত বলিয়া আমাদের বোধ হয়। এই দিবসে আমাদের মনুষ্যত্ব, ধন্য জগত্রাতা দ্বারা উচ্চতম স্বর্গে উন্নত হইয়াছে। এ দিনে ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ না করিয়া আমরা কি রূপে থাকিব ?

কে স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, যে দেশস্থ মণ্ডলীর বিশপ একদা সাধু আগষ্টিন ছিলেন, সেই মণ্ডলীর এমন ঘোরতর দুর্দ্দশা হইবে ? যে সভ্য জগতের মিসর একটী তারকা স্বরূপ ছিল, তাহার যে এখন এমন দুর্গতি হইবে, কে তাহা ভাবিয়াছিল? এখন মিসরদেশে অনেক অজ্ঞানান্ধ (Coptic) কপটিক খ্রীষ্টীয়ান আছে। সেই সকল খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিকট জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটী সভা হয়। সেই সভায় স্থির হইয়াছে যে তথায় সুসমাচারের বিমল জ্যোতি বিস্তার করিবার নিমিত্ত নূতন অনুরাগ ও যত্ন করা যাইবে। তদুপলক্ষে এক্ষণে চাঁদা সংগ্রহ করা যাইতেছে। ইংলণ্ড আপনার গুরুতর দায়িত্ব জানিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আমাদের আশার সঞ্চার হইল।

তিনজন ভারতবর্ষীয় বিশপ অর্থাৎ বিশপ জনসন, বিশপ ফ্রেঞ্চ ও বিশপ কলডবেল বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা বিলাতে যে গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর তাঁহাদের সহিত থাকিয়া আপনার কার্য্য সিদ্ধ করিবেন, আমাদের বিলক্ষণ ভরসা আছে।

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড।] ১লা জুন ১৮৮৩। [৯ সংখ্যা।

মানব জাতির উন্নতি।

যখন আমরা বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও অন্যান্য বিদ্যার অদ্ভুত [illegible] উন্নতি দেখি, তখন স্বভাবতঃ অতীত কালের বিষয় আমাদের মনে পড়ে। তখন পৃথিবীর নানা প্রাচীন জাতির [illegible] কথা আমাদের মনে উদয় হয়। [illegible] যদি মনুষ্যের ক্রম- [illegible] উন্নতি হইয়া আসিতেছে, তবে এখন [illegible] প্রাচীন ভারত, গ্রীস, রোম এবং মিসরের উন্নতি কোথায় গেল? যাহাদিগকে তাহারা অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহারাই বা কেন আপনাদিগকে সভ্যতম জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করে? ভারত, গ্রীস, রোমের উন্নতি কি অবনতিতে পরিণত হইয়াছে? যদি অবনত হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি? এ বিষয়ে আমাদের [illegible] বলিবার এই আছে যে, প্রকৃত উন্নতি দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে,

জন সাধারণের সামাজিক [illegible] উন্নতি এবং ব্যক্তি বিশেষের উন্নতি। সাধারণ লোকের উন্নতি চাই এবং ব্যক্তি বিশেষেরও উন্নতি চাই। ব্যক্তি বিশেষের উন্নতির অর্থ এই যে, প্রত্যেক দেশে অল্প [illegible] বড় লোক থাকিবে। মিসর, গ্রীস [illegible] কতকগুলি বড় [illegible] প্রকাশ পাইয়াছিল; সাধারণ জন সমাজের উন্নতি তাহা প্রকাশিত হয় নাই। দার্শনিক ও বিজ্ঞানী [illegible] আর কেহ দেশে কিছুই নহে, এই [illegible] ভাব পূর্ব্বে বড় প্রচলিত ছিল। সমাজ সমুদয়কে নহে, কিন্তু বিশেষ ব্যক্তিকে উন্নত করাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই জন্য [illegible] মধ্যে যাহারা বড় বড় লোক ছিলেন, যখন তাঁহাদের মৃত্যু হইল, তখন জাতীয় [illegible]

ও গৌরব যেন তাঁহাদের মৃত্যুতে বিলীন হইয়া গেল। অনেক সময় উক্ত প্রাচীন দেশ সকলের সভ্যতা অন্যায়ের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। যাহা অন্যায়ের উপর স্থাপিত তাহা কখন চিরকাল তিষ্ঠিতে পারে না। যাহা ন্যায়-সঙ্গত, যথার্থ ও সত্য, তাহাই কেবল নিত্য-স্থায়ী। প্রাচীন সভ্যতার আর একটী বিশেষ দোষ এই যে, সেই সময়ে বুদ্ধি বিবেকের উন্নতি জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইত বটে, কিন্তু যাহাতে লোকে হৃদয়-বান হয়, এমন চেষ্টা প্রায় কেহ করিত না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তখন মস্তিষ্ক ছিল, হৃদয় ছিল না। মনুষ্যের যদি কোন একটী বিশেষ প্রবৃত্তির কেবলই চালনা হয়, এবং আর সমস্ত প্রবৃত্তির চালনা সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পূর্ণতা সম্ভবে না।

মানুষের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর উন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উদয় হইল। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শিক্ষানুসারে কেবল মস্তিষ্কবান্ হইলে চলিবে না— হৃদয়বান্ হইতে হইবে। ইতিহাস ভাল করিয়া পড়িলে দেখিবে যে পৃথিবীতে যত রকম প্রকৃত রাজনৈতিক, ও সামাজিক উন্নতি হইয়াছে, তাহা কেবল খ্রীষ্ট ধর্ম্ম দ্বারাই হইয়াছে। ইউরোপে যত রকম উন্নতি হইয়াছে, সব খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রযুক্তই। কিন্তু ইউরোপ সাবধান হও! বস্তুর দিগন্ত মিলন হয়, এটী স্মরণে রাখ। যাহারা খুব সভ্য হইয়াছে, তাহারাই আবার সময়েং অসভ্যের ন্যায় আচরণ করে। যাহারা জ্ঞান ও বিদ্যা জ্যোতিতে আলোকময় হইয়াছে, তাহারাই আবার সময়েং ঐশ্বরিক বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞান ও মূর্খের ন্যায় আপনাদিগকে প্রকাশ করে। ইহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। গ্রীস, রোম এবং মিসরের প্রাচীন ইতিহাস ধ্যান কর। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয় আজকাল কি সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়িক হইতেছে? মিসর, গ্রীসের দেবপূজা ছাড়িয়া দিয়া কি অন্য প্রকার পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতেছে? অন্যায়, অযাথার্থ্য, অসত্য এবং পাশব বলের উপর যাহা স্থাপিত, তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের উপর যাহা স্থাপিত, তাহাই চিরকাল স্থায়ী। আকাশ ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু এই নিশ্চয় সত্যের লোপ কখন হইবে না।

মানব জীবন।

মনুষ্যের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে মনুষ্যের জীবন বলা যায়; তবে কাহারও জীবন দীর্ঘ, কাহারও অল্প। কবিগণ মনুষ্য জীবনকে তরিরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায়, যখন নরজীবন তরিরূপে কল্পিত হইল, তখন এই সংসারধামকে অনন্ত স্রোতরূপে কেন না কল্পনা করা যাইবে? অতএব সর্ব্ববাদি-সম্মতি ক্রমে এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইল যে, মনুষ্যের জীবন-

তরি এই বিশ্বরূপ অনন্ত স্রোতে ভাসমানা রহিয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্য নিজ২ জীবনতরির কাণ্ডারী। যেমন মাঝি পাকা হইলে নৌকা নিরাপদে পরপারে পৌঁছায়, তদ্রূপ আমরা যদি পাকা মাঝি হই, তবেই রক্ষা, নতুবা ঘোর বিপদ!

মনুষ্যের জীবনে পদে২ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা; তাই বলিয়া একেবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। এই প্রকার করিয়া অনেকে অকালে জলধির অতল সলিলে নিমগ্ন হইয়া ইহকাল, পরকাল—দুই কালই হারাইয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, কি করিলে সকল দিক্ বজায় থাকে? উত্তর এই যে, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া অচল ভাবে থাকিলে কার্য্য সিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। নৌকা চালাইতে দাঁড়ের আবশ্যক, হাইলের আবশ্যক। বায়ু অনুকূল হইলে এমন কি পাইলও চাই। পক্ষান্তরে, শরীরে বল না থাকিলে দাঁড়ও বৃথা হাইলও বৃথা। কায়িক শক্তি সকলের না থাকা বরং সম্ভব, কিন্তু এ বল সাধারণ বল। করুণাময় পরমেশ্বর এ বল হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মনুষ্য নিজ মূঢ়তাবশতঃ স্বেচ্ছাক্রমে এ শক্তি হইতে বঞ্চিত হয়, সুতরাং সে যে জলধির মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া আপনার জীবনতরিকে ডুবাইয়া ফেলে, ইহা স্থিরনিশ্চয়। যদ্যপি সে নৌকা পাড়ি দিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য সহকারে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে, যদি তাহারা কোন্ পথ দিয়া গেলে অল্পায়াসে ও নিরাপদে অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিবে, এ বিষয় অগ্রে কৌশলপূর্ব্বক অবগত হইতে পারে, এবং যদি সে বুদ্ধি সহকারে ঝড় তুফানের অনুকূলতানুসারে এমন করিয়া বাদাম তুলিয়া দেয় যে, বায়ু প্রতিকূল হইলেও তাহাদের কিছু করিতে না পারে, তবে ইহা বলা কেবল অত্যুক্তিমাত্র যে সে অক্লেশে ঈপ্সিত স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উত্তরিবে।

মনে কর, আমি কলিকাতানিবাসী; আন্দুলে কোন বন্ধুর বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছি। কোন বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হওয়াতে, মনে কর হাবড়ার পোল পার হইয়া শকটারোহণে যাইতে পারিলাম না। মনে কর, বাণিজ্য-নিবন্ধন জাহাজ গমনাগমন হেতু অদ্য সেতুটী ৫ ঘন্টা কালের নিমিত্ত উদ্ঘাটিত থাকিবে। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না, কেননা চারি ঘন্টার মধ্যে আমাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে হইবেই হইবেক। কি করি—নিরুপায়! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে নৌকারোহণে জলপথে যাওয়াই স্থির হইল। এ দিগে শুনি, আজ বান ডাকিবে, জোয়ার আইলে মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না, আবার বান ডাকিবার পূর্ব্বে নৌকা ছাড়িলে কি জানি পথেই হয় ত বান খাইয়া পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাই, এই ভয়ে অগত্যা নৌকা হইতে তীরে উঠিলাম—ভাবিলাম—কি করি, এই উভয়শঙ্কটে কোন্ দিগে যাই, আবার বিলম্ব হইতেছে, নির্দ্দিষ্ট সময় ভোজে উপস্থিত না হইলেই নয়। আরো ভাবিলাম, স্থল পথে মেটিয়াবুরুজ বা আখড়া বারুদখানা

পর্য্যন্ত যাই ; ততক্ষণ পর্য্যন্ত হয় ত বান ডাকিয়া যাইতে পারে—তার পর না হয় আড়খেয়া পার হওয়া যাইবে। আবার ভাবিলাম, না এখনও বান ডাকিবার বিলম্ব আছে, নৌকা যোগেই যাওয়া যাউক, বান আসিতেং ঘাটে পৌছব ; ইত্যাকার অনেক ভাবিয়া, অনেক বুদ্ধি খাটাইয়া, অনেক যুক্তি ও কৌশল প্রদর্শন করিয়া, অবশেষে কোন প্রকারে সফলমনস্ক হইলাম, অর্থাৎ অভিলষিত স্থানে পৌঁছাইতে পথে কোন প্রকার দুর্যোগ উপস্থিত হয় নাই।

যাহা হউক, পক্ষান্তরে, মানবজাতি যে এক মহা ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছে, তাহা কি কাহারও স্মৃতি পথে পতিত হয় ? জীবনতরি ব্যতীত তথায় উপনীত হইবার যো নাই, ইহা কি কাহারও মনে আন্দোলিত হইয়া থাকে ? মৃত্যুবান ডাকিয়া গেলে জোয়ারে মনস্কাম সিদ্ধ হইবে না, ইহা কি কেহ বিবেচনা করে ? কিম্বা পথিমধ্যে অকস্মাৎ বানরূপী মৃত্যু ঘোরতর গর্জ্জন করত, অশনি রূপে মস্তকে পতিত হইলে, সকল আশা ভরসা যে সমূলে উৎপাটিত হইবে, ইহা কি কেহও মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হয় ? কি আক্ষেপের বিষয় ! মনুষ্যজাতিকে ধিক !

এখন মানব জাতির জীবনতরি আমাদের বিবেচ্য। জীবনতরি ভাসাইতে হইলে বিশ্বাসকে কর্ণধার, প্রত্যাশা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়কে তিনটী দাঁড়, এবং প্রেমরূপ বন্ধনীতে প্রত্যেক মনুষ্যের তরণী দৃঢ়ভাবে ও সমসূত্রে বন্ধন করত পাইল তুলিয়া দিতে হয়, নতুবা পর্ব্বত সদৃশ বীচিমালা সহ, দ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ সম, বেগবান অনন্ত স্রোত বিশিষ্ট, এবং প্রলয় কালের ন্যায় ঝড় তুফান সমেত, এই সংসার সমুদ্র পার হওয়া বড়ই দায়। বিশ্বাসকে হাইল ধরিলে আর কোনই ভাবনা নাই ; ইহা স্থির নিশ্চয় যে আমরা তাহা হইলে কখনই সরল মার্গ ব্যতীত বিপথে যাইব না। যতই স্রোতের বেগ হউক না কেন, কাণ্ডারী যদি বহুদর্শী হয়, তবেই হাল দৃঢ় বদ্ধ থাকিবে, কাজেং সুখধামে পৌঁছিতে আমাদের আয়াস নিতান্ত ব্যর্থ হইবে না। এ অনন্ত সমুদ্রে আমরা জানি না কোন পথে যাইব, কিন্তু একটী অতি গোপনীয় পথ আছে, সে পথ অধিকাংশ লোকের চক্ষুর অগোচর, অতএব সাবধানে যাইতে হইবে, কেননা বিশ্বাস বল ব্যতিরেকে সে পথে প্রবিষ্ট হইতে কাহারও সাধ্য নাই। সে পথে ইতি পূর্ব্বে অনেক মহান ব্যক্তি গিয়াছেন, পদচিহ্ন এখনও আছে, বিলীন হয় নাই, অতএব বিশ্বাস বলে সেই পদচিহ্ন ধরিয়া গেলে অতঃপর আমরা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই সেই সর্ব্বপ্রধান প্রেরিত নামধারী সাক্ষ্যমবের ন্যায় বলিতে পারিব, "আমি গন্তব্য পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িতে সক্ষম হইয়াছি।"

প্রত্যাশা নামক একটী দাঁড়ের আবশ্যক। কেননা আশা না থাকিলে এ সংসারে কেহই সুখী হইতে পারিত না। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়া কি অপরিসীম কৌশল প্রকাশ না করিয়াছেন ? আমাদের যতই বিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন, জগৎ রসাতলে

যাউক না কেন, এবং পৃথিবী সমুদ্র-জলে প্লাবিত হউক না কেন, আমাদের তরিতে আশাক্ষেপণী সংলগ্না আছে, অতএব আইস আমরা—

"কি ভয়, কি ভয়, এবে কি ভয় তোমার;
যতকাল আছে আশা, এ ভবে? পরাণ"

বলিয়া গান গাহিতে২, জীবনতরি বাহিয়া অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাই।

ধৈর্য্যরূপ দ্বিতীয় দাঁড়ের আবশ্যক। প্রবাদ আছে যে "সবুরে মেওয়া ফলে" অবশ্য কোন কার্য্যকালে অধৈর্য্য হইলে ব্যাঘাত ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এমন কি, ঈশ্বর আমাদিগকে ধৈর্য্যশিক্ষা সর্ব্বপ্রথমেই দিয়াছেন। তিনি এক দিন কি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই পৃথিবী ও তন্নিবাসী সমস্তই সৃষ্টি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও এই ভূমণ্ডল সৃজন করিতে ছয়দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব মনুষ্যজাতি যে আমরা, আমরা যখন সর্ব্ব কর্ম্মে অসমর্থ, তখন কি ধৈর্য্য অবলম্বন করা আমাদিগের উচিত নয়? অবশ্য; নতুবা ব্যতিব্যস্ত হইলে এই সংসাররূপী অনন্ত বারিধিতলে ধৈর্য্যরূপ দ্বিতীয় দাঁড় বাহিতে হস্ত দ্বয় কম্পিত হইবে, তাহা হইলে এমন বলা যাইতে পারে যে, আমাদের ভাবি আশালতা সমূলে উৎপাটিতা হইবে, সুতরাং জলধির অতল সলিলে আমাদের নশ্বর দেহকে অগত্যা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। তবে ধৈর্য্যকে সহায় করত, "ত্রাহি জগদীশ্বর" বলিয়া স্রোত মধ্যে যদি বারেক পশিতে পারি, বলা বাহুল্য যে তাহা হইলে আমাদিগের ইহকাল ও পরকাল উভয় দিক্ বজায় থাকিবে।

তৃতীয় দাঁড় অধ্যবসায়, এ দাঁড়টী বিশেষরূপে আবশ্যক; ইহারই বলে প্রাগুক্ত দাঁড়দ্বয়ের কার্য্যকারিতা প্রবল হয়। স্থির প্রতিজ্ঞা, কোন গুরুতর কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার প্রধান সহায়। আমরা সকলেই এক২ গুরুতর কার্য্যে ব্রতী আছি।

জীবনতরিকে অভিমত স্থানে পৌঁছান বাস্তবিক গুরুতর বিষয়। কেননা এমন কি অনেকে শতবর্ষ ধরিয়াও দাঁড় টানিতে২ নানা বিপদুত্তীর্ণ হইতে হয়, অনেক হাবুডুবু খাইতে হয়, বিবিধ দায় এড়াইতে হয়, এবং এমন হইতে পারে যে পথিমধ্যে হঠাৎ গতিরোধ হয়। এস্থলে যে ব্যক্তির অধ্যবসায় নাই, তাহার আর গত্যন্তর নাই। তাহার জীবন-পথ কণ্টকাকীর্ণ হইল, এ বাধা অতিক্রম করা তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল, তাহার সম্মুখে এক সুদুস্তর অতলস্পর্শ খাত ব্যবধান জন্মিল এবং নৈরাশ্যপঙ্কে তাহাকে জন্মের তরে মগ্ন হইতে হইল, সুতরাং "গন্তব্য পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়ান" তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল—কাজেই তাহার ভাবি সুখের আশালতিকা আশ্রয়-তরু-সহ বাত্যাভিহতা কদলীর ন্যায় ধরাশায়িনী হওয়াতে, ক্ষণেক পরে সূর্য্য কিরণে দগ্ধপ্রায় হইয়া বিশুষ্ক হইল।

অবশেষে প্রেম রজ্জুতে পাইল খাটান আবশ্যক। প্রেমের গরিমা আমরা সর্ব্ব কালে সর্ব্বস্থানে দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি প্রেমের গৌরব না করে সে মনুষ্যমধ্যে গণ্য নহে। প্রেমের মাহাত্ম্য কে না স্বীকার করিবে? সাধু পৌল প্রেমের

যথার্থ গৌরব করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর জগতের প্রতি প্রেম করত, স্বীয় অদ্বিতীয় পুত্রকে বিসর্জ্জন করিলেন। খ্রীষ্ট আমাদিগকে প্রকৃত প্রেম দেখাইয়া গিয়াছেন; তিনি পিতরকে তিন বার করিয়া শপথ করান যেন তাঁহারদ্বারা তাঁহার মেষগণের কোন অনিষ্ট না ঘটে। ধর্ম্ম-পুস্তকের পদেং আমরা প্রেম বিষয়ক শিক্ষা পাই। প্রেমের বন্ধন ছিঁড়ে না—তাই বলি, ভাই পাঠক! প্রেমের ডোরে পাল উঠাও; প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ুতেও কিছু করিতে পারিবে না। তীরেং কূলে উপনীত হইবে। যিনি এবম্প্রকার করত, শয়তান, জগৎ ও মাংসের উপর বিজয় লাভে সমর্থ হয়েন, এবং অবশেষে সেই অনন্ত সুখপূর্ণ মহাভোজের আস্বাদ গ্রহণে অধিকারী হয়েন, তিনিই ধন্য—তাঁহারই জীবনযাত্রা সাথক। তাহারই সফল "মানব জীবন।"

উপসংহারে—হে মনুষ্যজাতি! হে সৃষ্টি মধ্যে উৎকৃষ্ট জীবগণ! হে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিসমূহ! উঠ, গাত্রোত্থান কর, আর ঘুমাইও না, বদ্ধপরিকর হও, প্রাণ সংশয় উপস্থিত! ঐ দেখ বিস্তীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ঢেউ আসিতেছে; অতএব পূর্ব্ব হইতেই আপনাপন তরি বাঁচাও। হে ঈশ্বরের মনোনীত লোক সমূহ! হে সৃষ্টিকর্ত্তার সন্তোষবিধায়কগণ! হে খ্রীষ্টিয়ানজনবৃন্দ! তোমাদিগকেও যে নিদ্রিত দেখিতেছি; ঐ দেখ সেই "পুরাতন সর্প" যুদ্ধ সজ্জা করিতেছে। আইস আমরা তাহার সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হই। এদিগে ঐ দেখ কালরূপিণী মৃত্যু রণক্ষেত্রে উদ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে, কিন্তু স্থির হও, ভয় নাই, কার সাধ্য যে আমাদের বর্ম্ম ভেদ করে? কার এতদূর ক্ষমতা যে আমাদের উপর বিজয় লাভে সমর্থ হয়? নিশ্চয়ই তাহারা আমাদিগের দ্বারা পরাভূত হইবে। ঐ দেখ, "উহারা অবনত হইয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু আমরা উঠিয়া খাড়া রহিয়াছি"। এক্ষণে এই অবসরে আইস, আমরা দিগন্তরে পলায়ন-পরায়ণ হই। চল আমরা স্বং জীবনতরিকে রক্ষা করিগে। আমাদের যাই ঘটুক না কেন, আমরা হীনবীর্য্য হইব না, বরং লংফেলো (Longfellow) যেমন বলিয়াছেন,

"Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving, still pursuing,
Learn to labour and to wait."

তদ্রূপ আমরাও যেন আগ্রহাতিশয় সহকারে, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ও আশা ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতেং ক্রমশঃ নিজং পথে অগ্রসর হওত, ঊর্দ্ধ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক তারস্বরে বলিতে পারি—

" পড়েছি তুফানে কিন্তু ছাড়িব না হাল,
আজিকে বিফল হলো, হতে পারে কাল।"

শ্রীঅ, চ, বি।

মহম্মদ্ ও মুসলমান ধর্ম্ম।

(১৮৯ পৃষ্ঠার পর।)

মুসলমান ধর্ম্ম নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখা গেল যে, ইহার প্রবর্ত্তককে শঠতা দোষে দোষী না করিলেও ইহা সম্পূর্ণ মানবীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যদি এই রূপ সরল ও নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা যায়, তবে ইহার অলৌকিকতা ও সম্পূর্ণ পবিত্রতার বিষয় কি বোধ হয়? মহম্মদ যে দেশে জন্ম গ্রহণ ও ধর্ম্ম প্রচার করেন সেই দেশ ঐ সময়ে অপেক্ষাকৃত অনেক অসভ্য ছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট যে দেশে জন্ম গ্রহণ ও সুসমাচার প্রচার করেন, সেই দেশ তাঁহার সময়ে অনেক সুসভ্য ছিল। এই কারণ বশতঃই ঐতিহাসিক ও আর২ প্রকার বাহিক প্রমাণ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রাপ্ত হইবার অনেক সুবিধা আছে; কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাহিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া একবারে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বাহ্যিক প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে উহার অলৌকিক ভাব কোন ক্রমেই অন্তর্হিত করিতে পারা যায় না। ফরাসিস গ্রন্থকর্ত্তা রেনান (Renan) খ্রীষ্টের জীবন চরিত হইতে অলৌকিক ভাবের সম্পূর্ণ বিয়োগ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি তাবৎ ইতিহাস অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল মাত্র আপনার অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া খ্রীষ্টের জীবন চরিত রচনা করিয়াছেন। আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মেরা যেরূপ ইতিহাস উপেক্ষা করিয়া অনুমানের সাহায্যে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি পুরাতন 'মহর্ষি' গণের জীবন চরিত দাঁড় করিয়া তুলিতেছেন, ফরাসিস গ্রন্থকর্ত্তা রেনানও খ্রীষ্টের জীবন চরিত সম্বন্ধে ঠিক তাহাই করিয়াছেন। জর্ম্মণ গ্রন্থকর্ত্তা ষ্ট্রাউস্ (Strauss) ঐতিহাসিক বিবরণ উপেক্ষা না করিয়া নানাবিধ কৌশল দ্বারা অলৌকিক ঘটনাও নৈসর্গিক বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু এতদুর কৌশল অবলম্বন করিয়াও সমস্ত ঘটনাই যে ঐ রূপ, ইহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মহম্মদের জীবনচরিত আদ্যোপান্ত বিচার করিলে উহা স্বাভাবিক ভিন্ন অস্বাভাবিক কখনই বোধ হয় না।

আবার খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক প্রমাণ বিচার করিলেও উহা যে সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক, এরূপ বোধ হয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ ধর্ম্ম বিষয়ক যে তিন প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার শেষ ভাগে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিষয় যা [illegible] লিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বো[illegible] হইবে যে, নাস্তিকেরাও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক গৌরব দেখিয়া মুগ্ধ হয়। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক ভাব কি? দাম্ভিকতা, জাগতিকতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, জয়লালসা, প্রতিজিঘিংসা প্রভৃতি সকল প্রকার ভ্রষ্টতা মুসলমান ধর্ম্মের ফল। কিন্তু খ্রীষ্ট যে ধর্ম্মের আদর্শ, সে ধর্ম্মের ফল এক কথায় বলিতে গেলে, খ্রীষ্টীয়তা বলা যাইতে পারে। স্বয়ং মনুষ্য-পুত্র য়েশুর ভাব খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ফল। পৃথিবী শুদ্ধ লোক যদি মহম্মদের আদর্শ অনুধাবন করিয়া সকলেই একং মহম্মদ্ হইয়া উঠেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে কি ভয়ঙ্কর

প্রলয়ই উপস্থিত হয়! কিন্তু খ্রীষ্টের অনুগমন করিয়া পৃথিবীর সমস্ত লোকই যদ্যপি মনুষ্য পুত্রের সাদৃশ্যে বিনির্ম্মিত হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন যে, এরূপ হইলে পৃথিবীতে ও স্বর্গেতে কিছুই প্রভেদ থাকে না। যেখানে খ্রীষ্টীয়তার আতিশয্য, সেই খানেই বিনয়, শান্তি, পবিত্রতা, সরলতা, সৌজন্য, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, একতা প্রভৃতি সদ্গুণেরও আতিশয্য দেখা যায়। কিন্তু যেখানে মহম্মদীয় ভাবের আতিশয্য, সেখানে পাশবত্বেরও আতিশয্য দেখা যায়। মহম্মদকে অনুকরণ করাতে মুসলমান সমাজে দুইটী ভাবের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, সৌজন্য ও কল্পনা শক্তি। কিন্তু মুসলমানদিগের সৌজন্য নৈসর্গিক সৌজন্য নহে, সে এক প্রকার কৃত্রিম সৌজন্য, এবং মুসলমানদিগের কল্পনাশক্তি প্রায়ই কালিদাসের কল্পনাশক্তির ন্যায় বিপথগামী। খ্রীষ্ট সমাজের প্রথম চারি পাঁচ শতাব্দী ও মুসলমান্ সমাজের প্রথম চারি পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাস তুলনা করিয়া দেখিলে, এই দুই ধর্ম্মের ফল সম্বন্ধে যে প্রভেদ তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। খ্রীষ্টীয় সমাজ ক্ষীণতা, সহিষ্ণুতা, প্রভৃতি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা জগৎজয় করিল, কিন্তু মুসলমান সমাজ অগ্নি ও খড়্গ দ্বারা এই সুন্দর পৃথিবীকে জয় অথবা ধ্বংস করিল। এই দুই সমাজ সংক্রান্ত প্রধান২ গ্রন্থ তুলনা করিলেও ঐ প্রভেদ স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। মুসলমান ধর্ম্ম যে আর কখন কোন সভ্য সমাজে প্রচলিত হইবে, যাঁহাদিগের সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু মাত্র জ্ঞান আছে, তাঁহারা একথা স্বপ্নেও ভাবেন না। কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যে পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়া ইতরেতর ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, ইহা খ্রীষ্টীয়ান ও অখ্রীষ্টীয়ান উভয় দলেরই অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি মনে করিয়া থাকেন। এমন কি নাস্তিক-প্রধান জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন, "That it is destined with or without supernatural sanctions, to be the religion of the Future, I cannot entertain a doubt" (Mill's three Essays on Religion p. 257), অর্থাৎ, "এই ধর্ম্ম অলৌকিকতার সহিত সংযুক্তই থাকুক অথবা তাহা হইতে বিযুক্তই হউক, কোন না কোন ভাবে যে ভবিষ্যতের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" কিন্তু মুসলমান্ ধর্ম্ম সম্বন্ধে একালে আর কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বলিয়া থাকে?

সমাপ্ত।

একতা।

(১৯০ পৃষ্ঠার পর।)

খ্রীষ্ট সেই মণ্ডলী সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে নরকের দ্বার তাহার অপেক্ষা প্রবল হইবে না। সেই মণ্ডলীর সহিত তিনি জগতের শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবেন। সেই মণ্ডলী সম্বন্ধে তিনি পিতাকে

সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি যেমন তাহাদিগেতে এবং তুমি আমাতে সেই রূপ তাহারা যেন একেতে সিদ্ধ হয়। খ্রীষ্ট মণ্ডলী নানা আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাহার যে অন্তর্গত বিশেষ গুণ আছে তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। খ্রীষ্ট মণ্ডলী এক, পবিত্র, সার্ব্ব এবং প্রৈরিতিক। ইহার নানা প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ, অবস্থা ও সময়ানুসারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু উপরি উক্ত কতকগুলি গুণ সম্বন্ধে ইহার পরিবর্ত্তন কখন সম্ভবে না। খ্রীষ্টের মণ্ডলী বাস্তবিক এক। সংসারের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে, ও ঘটিবেক, কিন্তু মণ্ডলীর একতা সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন নাই। এক ঈশ্বর, এক ত্রাণকর্ত্তা, এক আত্মা, এক বাপ্তিস্ম, এক বিশ্বাস, এক প্রৈরিতিক পরিচর্য্যা, এক আহ্বান, আমাদের এক আশা ও এক ভরসা। এই সত্যটী আদৌ অর্থাৎ প্রৈরিতদিগের সময়ে অনেকের বিশেষ রূপে জাজ্জ্বল্যমান হইয়াছিল। নানাস্থানে বি[illegible] মণ্ডলী থাকিলেও, প্রৈরিতদের [illegible] প্রৈরিতিক প্রেম ও প্রৈরিতিক বিশ্বাসের একতা জাজ্জ্বল্যমান রূপে প্রকাশিত ছিল। প্রকাশিত পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ও অন্যান্য পদে যে দূত অর্থাৎ বিশপের কথা লেখা আছে, তাঁহাকে এবং তাঁহার দ্বারা একতার মধ্যবিন্দু (Centre) চিহ্নিত হইত। তৎকালে যে প্রকার একতা—আন্তরিক ও বাহ্যিক একতা—প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহাদের পর[illegible] হয়? ইরেনিয়াস নামক এক জন অতি প্রাচীন লেখক বলেন, "জরমেনী, স্পেইন, গল্, মিসর এবং লিবিয়া দেশে এক বিশ্বাস, একই শিক্ষা; অতএব যেরূপ সর্ব্ব স্থানে একই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করে, সেইরূপ সর্ব্বস্থানে সত্য সমভাবে প্রকাশিত হইয়া যাহারা সত্যজ্ঞান লাভাকাঙ্ক্ষী তাহাদিগকে দীপ্তি প্রদান করিতেছে।" টরটুলিয়ন, বিশপদের অধিকারান্তর্গত মণ্ডলী লক্ষ্য করিয়া বলেন, "সকলই প্রাথমিক, সকলই প্রৈরিতিক, সকলই সমান একতা প্রকাশ করে। তাহাদের শান্তির সহভাগ আছে, ভ্রাতৃভাব আছে, এবং পরস্পরের পরস্পরের প্রতি আতিথ্য প্রকাশ আছে।" সাধু বাসিল বলেন, "মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্য একমাত্র অদ্বিতীয় মস্তক অর্থাৎ খ্রীষ্টের দ্বারা অন্যের সহিত ঐক্যে আবদ্ধ।" থিয়ডোরেট বলেন, "যেরূপ প্রত্যেক নগরে ভিন্ন২ গৃহ আছে, সেইরূপ ভিন্ন২ দেশ ও দ্বীপে অসংখ্য মণ্ডলী আছে। কিন্তু [illegible] শিক্ষায় ঐক্যে মিলিত হইয়া এক মণ্ডলী হইয়াছে।"

অনেক দিন পর্য্যন্ত খ্রীষ্টমণ্ডলীতে এইরূপ একতা ছিল। কেবল আন্তরিক একতা নহে, বাহ্যিক ঐক্যেরও অসদ্ভাব ছিল না। প্রাচীন কালে অনেক পরিমাণে একতা ছিল বটে, কিন্তু আমরা যেন এমন মনে না করি যে, একতা রক্ষা করাতে কাহারও মানসিক স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছিল। যাহা স্পষ্ট ঐশ্বরিক নিয়ম বলিয়া প্রমাণিত তাহার বিষয়ে আমরা কেমন করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিব? ঈশ্বরের পবিত্র নিয়ম ও [illegible] পালন করাই [illegible], তাহাতে আর

সন্দেহ কি ? খ্রীষ্টে সকলেই এক, সকলই স্বাধীন ; কিন্তু যে সুন্দর ভাব মণ্ডলীতে অনেক বৎসর ধরিয়া ছিল, কতিপয় লোকের অহঙ্কার, লোভ ও ক্রোধ বশতঃ তাহা প্রতিহত হইল। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মণ্ডলীতে কি রূপে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়, তাহার ইতিহাস দিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখন খ্রীষ্ট নামধারিগণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ও কার্য্য ভুলিয়া গিয়া, খ্রীষ্টের পবিত্র বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া অহঙ্কার, দম্ভ ও আত্মশ্লাঘায় পরিপূরিত হন, তখনই এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। খ্রীষ্টের মৃত্যু কালীন প্রার্থনা ভাল করিয়া মনে করিলে বোধ হয় তাঁহারা শয়তানের হাত হইতে এড়াইতে পারিতেন।

সে যাহা হউক, অন্যের বিচার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আপনাদের অধিকার ও আপনাদের কর্ত্তব্য বিবেচনা করাই ভাল। খ্রীষ্টীয় একতা সম্বন্ধে আমাদের অধিকার ও কর্ত্তব্য এই দুই বিষয়ের অতি সংক্ষেপ আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

সাধু পলিকার্প।

দুর্দ্দান্ত সম্রাট নীরোর রাজত্বের শেষভাগে, আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত স্মুর্ণা নগরে পলিকার্পের জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি কালিষ্টো নাম্নী কোন এক ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রী কর্ত্তৃক লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু প্রেরিত যোহনের নিকট তিনি অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর তিনি উক্ত স্মুর্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর বিশপ কর্ত্তৃক ডিকনের (সেবক) পদে নিযুক্ত হয়েন। এই বিশপের নাম বুকোলস্। বুকোলস্ পলিকার্পের বিষয়ে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে পলিকার্প তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। কথিত আছে, সাধু যোহন স্বহস্তে তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের ২। ৯ পদে যে দূতের বিষয় উল্লিখিত আছে, খুব সম্ভব যে সাধু পলিকার্পই সেই দূত। উল্লিখিত পদে এই দূতের বিষয়ে লেখা আছে,আর "স্মুর্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকট এই কথা লিখ। যিনি আদি এবং অন্ত, যিনি মৃত হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইলেন, তিনি এই রূপ কহেন, তোমার ক্রিয়া ও ক্লেশ ও দীনতা আমি জানি, তথাপি তুমি ধনবান আছ ; এবং আপনাদিগকে যিহুদী বলিলেও যাহারা যিহুদীয় নয়, কিন্তু শয়তানের সমাজ আছে, তাহাদের নিন্দাও আমি জানি। যেহ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে ভয় করিও না। দেখ শয়তান পরীক্ষার্থে তোমাদের কাহাকেহ কারাগারে সমর্পণ করিতে উদ্যত আছে, তাহাতে দশ দিন

পর্য্যন্ত তোমাদের ক্লেশ ঘটিবে। তুমি মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বাসী থাক, তাহাতে আমি তোমাকে জীবন মুকুট দিব।" প্রকাশিত ২; ৮-১০।"

এই ঐশিক কথা গুলিতে স্মর্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর বিশপের বিশ্বাস, উদ্যম, কার্য্য-দক্ষতা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট গুণের পরাকাষ্ঠা নিদর্শিত হইয়াছে। তিনি যে প্রচুর পরিমাণে খ্রীষ্ট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া উৎকট তাড়নায় মধ্যেও তীব্র যন্ত্রণা ও সহিষ্ণুতার সহিত ক্রমশঃ "জীবন মুকুট" প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাও ইহাতে বিশদ রূপে দেখান হইয়াছে।

তিনি যখন স্মর্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর বিশপ ছিলেন, তৎকালে মণ্ডলীতে যিহূদী ধর্ম্মের পক্ষপাতী অনেক খ্রীষ্টীয়ান সাধারণতঃ অজ্ঞান লোকদিগকে বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে ছিল। ইহারা যিহূদী ধর্ম্মের আত্মিক ভাব পরিগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, কেবল বাহ্যিক ক্রিয়া কাণ্ডের উপর অতিরিক্ত পরিমাণে নির্ভর রাখিত এবং লোকদিগকেও তদ্রূপ শিক্ষা দিত।

ডসিটী (Docetae) নামে এক সম্প্রদায়ের লোকে এই রূপ শিক্ষা দিত যে, খ্রীষ্টের মানুষিক দেহ অলীকবৎ পদার্থ, অর্থাৎ বাস্তবিক তাঁহার একটী মানুষিক দেহ ছিল না। তাঁহার সকল [illegible] নিতান্ত [illegible] হইয়াছিল। লোকদের চক্ষুতে মাত্র জগতে তাঁহার দেখা হইত যেন খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ফলতঃ তিনি দুঃখ ভোগ করেন নাই।

সিরিন্থস (Cerinthus) নামে আর এক জন লোক এইরূপ শিক্ষা দিত যে, যীশু কেবল এক জন মনুষ্য ছিলেন। তবে ভিন্নতা এই যে বর্ত্তমান জগৎ সৃষ্টির বহুকাল পূর্ব্বে ঈশ্বর নিজ অংশ হইতে বহু সংখ্যক আত্মিক প্রাণী উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের নাম ইয়ন। যীশুর বাপ্তিস্মের সময় এই ইয়নদিগের প্রধান ইয়ন অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল।

এক দিকে বাহ্যিক তাড়না, অন্য দিকে এই সকল ভ্রমাত্মক শিক্ষা। ইহার মধ্যে মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে প্রেরিতদিগের নির্দ্দিষ্ট পথে স্থির রাখা এবং প্রৈরিতিক শিক্ষাদি রক্ষা করা কেমন দুরূহ ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুভূত হয়। পলিকার্পকে এবম্বিধ উৎপাতের সময়ে একটী মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করিতে হইয়াছিল, এবং তিনি যে বিশ্বস্তরূপে এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, উল্লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন স্পষ্ট প্রকাশিত আছে।

যে কোন সময়ে উপরোক্ত ভ্রমাত্মক শিক্ষার বিষয় পলিকার্পের কর্ণগোচর হইত সেই সময়েই তিনি কাণে হাত দিয়া বলিয়া উঠিতেন, "হে গৌরবান্বিত ঈশ্বর! তুমি এমন সময়ে আমাকে জীবিত রাখিয়াছ, যে সময় আমাকে এই সকল বিষয় সহ্য করিতে হইতেছে।"

এক সময়ে তিনি কোন স্নানাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় সিরিন্থসকে দেখিবামাত্র এই নিষ্ঠুর [illegible] উচ্চারণ করিয়া সে স্থান তাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন; "পলায়ন,

আমরা এ স্থান হইতে পলায়ন করি, পাছে এই ঘর আমাদের মাথার উপরে চাপিয়া পড়ে।"

এই রূপে খ্রীষ্টের গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ ও সংবর্দ্ধন করিতে২ ক্রমে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জনে যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হইয়া উঠিল। আন্‌টনাইনস্‌ এবং ভিরস্‌ নামক সম্রাটদিগের রাজত্বকালই সেই সময়। আন্‌টনাইনস্‌ কোন যুদ্ধ বিশারদ জাতির বিরুদ্ধে সমর সজ্জা করিয়া, দেবপূজক পুরোহিতদিগকে দেবোদ্দেশে বলিদান করিতে আদেশ করেন। এই সুযোগ পাইয়া সেই পুরোহিতেরা সম্রাটকে এই বলিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলে যে, খ্রীষ্টীয়ানেরা দেবতাদিগের অসম্মান করিয়া থাকে, অতএব তাহাদিগকে দেবতার উদ্দেশে বিনাশ করিলে দেবতারা প্রসন্ন হইবেন, তাহাতে সম্রাট নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়ী হইবেন। সম্রাট ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাহাদের পরামর্শানুযায়ী আদেশ ঘোষণা করিয়া দিলেন, খ্রীষ্টীয়ানদিগের উপর ভয়ানক তাড়না উপস্থিত হইল। নির্দ্দয়, পশুবৎ লোকদিগের হস্তে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত সহস্রং খ্রীষ্টীয়ান প্রাণ হারাইতে লাগিল।

দিন২ এইরূপে ব্যাঘ্রসম মনুষ্যের হস্তে নিজ প্রিয় পাল ক্ষয় পাইতেছে দেখিয়া পলিকার্প যে কি ভাবে দিন যাপন করিতেছেন, কথায় তাহা ব্যক্ত হয় না। তিনি এক রজনীতে শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে শত্রুরা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং তাহাদের আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন এবং অনুমতি লইয়া এক ঘন্টা কাল প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে তাহারা তাঁহাকে রোম নগরে লইয়া গেল। পথে একজন শাসন কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সে তাঁহাকে আপনার গাড়িতে উঠাইয়া লইয়া নানা প্রকারে বুঝাইয়া বলিল, "খ্রীষ্টের অসম্মান করিয়া দেবতাদিগের সেবা কর;" তাহাতে পলিকার্প বলিলেন "৮৬ বৎসর ব্যাপিয়া আমি তাঁহার সেবা করিয়াছি, তিনি ত কখনই আমার কোন অনিষ্ট করেন নাই। তবে কোন্ প্রাণে আমি আমার রাজা এবং ত্রাতার অসম্মান করিব।" এই কথা শুনিবামাত্র উক্ত শাসন কর্ত্তা এক ধাক্কা মারিয়া তাঁহাকে গাড়ি হইতে ফেলিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার দৃক্ পাত নাই; তিনি সৈনিক পুরুষদিগের সহিত বিনাশের স্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

যে বিচারপতি তাঁহার প্রাণ নাশের আদেশ দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, সেও তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইল। কিছুতেই যখন তিনি খ্রীষ্টের অসম্মান করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন সে এই বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল—"অনুতাপ কর, নচেৎ আমি তোমাকে বন্য হিংস্র পশুর সম্মুখে নিঃক্ষেপ করিব।" পলিকার্প ভয় পাইবার লোক ছিলেন না। তিনি এই রূপ উত্তর করিলেন, ভাল বিষয় সম্বন্ধে অনু-

তাপ করিয়া মন্দ বিষয়ে মন দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। মন্দ হইতে ভালর দিকে ফেরাই শ্রেয়।

বিচারপতি। অনুতাপ না করিলে আমি তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করাইব।

পলিকার্প। যে অগ্নি ক্ষণকালের জন্য দগ্ধ করে তুমি এমন অগ্নির ভয় দেখাইতেছ। কিন্তু বিধর্ম্মীদিগের জন্য যাহা সঞ্চিত আছে সেই বিচার দিনের অগ্নি এবং অনন্ত দণ্ডের বিষয় তুমি কিছুই জান না। বিলম্ব করিতেছ কেন? যাহা করিবার তাহা শীঘ্র কর।

পলিকার্পের এই অসম সাহস দেখিয়া সকলে বিস্ময়াভিভূত হইল। পরে বিচার পতির আদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে কয়েক জন লোক এক খণ্ড কাষ্ঠে পলিকার্পের হাত পা বিদ্ধ করিতে আসিল। তাহা দেখিয়া পলিকার্প বলিলেন—"যে প্রভু আমাকে এই সমস্ত সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছেন, তাঁহার সাহায্যে আমি অগ্নিতাপ সহ্য করিতে পারিব, অতএব আমার হাত পা বিদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। পরে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এই ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে প্রভু যেশু খ্রীষ্টের পিতঃ! পূর্ব্বগত সাধু লোকদের ন্যায় তোমার পুত্রের পান পাত্রের কিঞ্চিৎ অংশভাগী হইতে আজ আমাকে এই অবস্থায় উপনীত করিয়াছ বলিয়া তোমার ধন্যবাদ করি। তিনি এই ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, অগ্নিও ক্রমশঃ প্রবল রূপে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ বেষ্টন করিয়াছে, কিন্তু তিনি দগ্ধ হইতেছেন না। ইহা দেখিয়া বিচার পতির আদেশে এক জন লোক আসিয়া অস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। তখন তিনি অধঃপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এই সাধু ব্যক্তির সাহস, ভক্তি ও মৃত্যু দেখিয়া অনেক দুর্ব্বল খ্রীষ্টীয়ান বল প্রাপ্ত হইল এবং মুক্ত কণ্ঠে খ্রীষ্টকে আপনং ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া শত্রু হস্তে প্রাণ দিতে লাগিল।

উপদেশ।

(বিগত আরোহণ পর্ব্বের পূর্ব্ব রাত্রিতে কলিকাতা মির্জাপুরস্থ গির্জ্জায় যে উপাসনা হয়, তদুপলক্ষে শ্রদ্ধেয় আচার্য্য ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে উপদেশ দেন, তাহার সারাংশ মাত্র নিম্নে প্রকটিত হইল। ব, সং।)

"তুমি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছ—তুমি বন্দিতাকে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছ এবং মনুষ্যের নিমিত্ত দান গ্রহণ করিয়াছ—অপিচ তোমার বিরোধিদের নিমিত্তেও যেন প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের মধ্যে বাস করিতে পারেন।" দা, গীত ৬৮, ১৮।

কল্য স্বর্গারোহণ দিন। প্রভু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "আমি না গেলে পবিত্র আত্মা তোমাদের নিকট আসিবেন না।" স্বর্গারোহণের বর্ণনা কেবল সাধু লূক ইতি-

বৃত্তরূপে লিখিয়াছেন। লূ, সু, ২৪-৫১ পদে লেখা আছে, "তিনি হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন এমত সময়ে তিনি তাহাদের হইতে বিযুক্ত হইয়া স্বর্গে নীত হইলেন।"

অপিচ—প্রেঃ ক্রিয়ার আরম্ভে আরো বিস্তারপূর্ব্বক তিনি লিখিয়াছেন। (১;৪,৮, ৯-১১) "এবং সকলে একত্র সমবেত হইলে তিনি আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যিরূশালেমের বাহিরে যাইও না, কিন্তু এই স্থানেই পিতার প্রতিজ্ঞা বচনের প্রতীক্ষায় থাকিও, যেমন আমার প্রমুখাৎ শুনিয়াছ।"

"পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর আগমন করিলে পর তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে এবং তোমরা যিরূশালেমে এবং সমুদয় যিহুদা ও সমেরিয়া ও পৃথিবীর দূরতম ভাগ পর্য্যন্ত আমার সাক্ষ্য হইবে।"

এই প্রকার উক্তি করিবার পর তাহাদের সাক্ষাতে তিনি উন্নমিত হইলে এক মেঘ খণ্ড তাঁহাকে তাঁহাদের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত করিল।

"তাঁহারা স্বর্গদিকে স্থিরদৃষ্টি করিতেছেন, এমত সময়ে শুক্লাম্বর পরিহিত মনুষ্যদ্বয় তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—ভো গালিল বাসিয়া! তোমরা কেন স্বর্গের দিকে স্থির দৃষ্টি হইয়াছ? যে যেশু তোমাদের হইতে ঊর্দ্ধে বিচ্ছিন্ন হইলেন ইনিই পরে যে প্রকারে তোমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, সেই প্রকারেই পুনশ্চ আসিবেন।"

দাবিদের বচন যাহা পাঠ করিয়াছি, এই বর্ণনার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ আছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত নাই, *কিন্তু খ্রীষ্টের বিষয়ে তিনি যে লিখিয়াছেন* তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর এক স্থলে (যিসাইয়া ৪২ অধ্যায়) প্রভুকে বলিতেছেন "আমি তোমাকে ধর্ম্মার্থে আহ্বান করিয়াছি—সংবিৎ প্রযুক্ত তোমাকে প্রজাদের পক্ষে দান করিব; তুমি অন্ধের চক্ষু মুক্ত করিবে, বন্দিগণকে বন্দিগৃহ হইতে উদ্ধার করিবে এবং যাহারা তিমিরময় হইয়া আছে তাহাদিগকেও বন্দি গৃহ হইতে উদ্ধার করিবে।" বন্দি গৃহ হইতে বন্দিকে মোচন করা প্রভুর *বিশেষ লক্ষণ*— তাহাই দাবিদ বচনের তাৎপর্য্য, অতএব দাবিদের বচনার্থ প্রতিপন্ন করিলেই স্বর্গারোহণের ভাবার্থ প্রতিপাদিত হইবে।

"তুমি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছ।"

"তুমি" কে? এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যিনি সমস্ত ব্যবস্থার সিদ্ধি, যিনি দায়ূদের স্বামী ও দায়ূদের পুত্র, তাঁহারই সম্বন্ধে উক্ত কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। এক্ষনে দেখা যাউক, ঊর্দ্ধে আরোহণের প্রয়োজন কি? *প্রয়োজন নিম্নলিখিত পদ গুলিতে* বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

"আমি তোমাদের নিমিত্ত আশ্রম প্রস্তুত করিতে যাইতেছি।" (যোহন ১৪ ; ২) "আমি পিতাকে প্রার্থনা করিব তিনি আর এক প্রবোধকর্ত্তা পাঠাইবেন—যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন—তিনিই সত্যাত্মা।" (যো ১৪ ; ২৬) "আমার নামে পিতা প্রেরিত প্রবোধ কর্ত্তা অর্থাৎ পবিত্র আত্মা সকল বিষয় তোমাদের স্মরণে আনিবেন—সকল বিষয় শিখাই-

বেন," "আমি না গেলে প্রবোধকর্ত্তা আসিবেন না।"

অতএব পবিত্র আত্মার আগমন, যদ্দ্বারা শিষ্য সভার জ্ঞানারম্ভ সুতরাং সাধারণ সভার আদ্যকৃতি, তাহা প্রভুর আরোহণাপেক্ষ। খ্রীষ্ট সভারম্ভ পবিত্র আত্মার আবির্ভাবাপেক্ষ। সেই আত্মাই প্রভুর প্রধান সাক্ষী। (যো ১৫ ; ২৬।)

সেই সাক্ষ্য অন্তঃসাক্ষী রূপে হৃদ্গত হইলেই শিষ্যেরাও অদ্যাবধি প্রভু সন্নিধানে থাকা প্রযুক্ত তাঁহার সাক্ষ হইবে।

ঐ অন্তঃসাক্ষির প্রবোধে মানসিক অন্ধতা এবং পাপের আসক্তি ও দাসত্ব নাশের সম্ভব।

স্বভাবতঃ সকলেই পাপের দাসত্ব ও মৃত্যুর বন্দিত্ব বহন করিয়া জন্মে। পবিত্র আত্মার আবির্ভাবেই তাহার মোচন হয়।

এই সকলের মূল কারণ প্রভুর স্বর্গারোহণ।

তিনি না গেলে পবিত্র আত্মার আগমন অসম্ভব হইত। পবিত্র আত্মা না আইলে—অন্তঃপুরুষ রূপে মানব হৃদয়ে অধিষ্ঠান না করিলে শিষ্যগণ সমুচিত জ্ঞানও পাইতেন না, সৎপ্রবৃত্তিও পাইতেন না, খ্রীষ্ট সভার আদ্যস্থাপকও হইতে পারিতেন না।

এক্ষণে দায়ূদবচনের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রকাশ হইবে ;—

"তুমি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছ," "তুমি বন্দিতাকে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছ।"

বন্দিতাকে অর্থাৎ বন্দিভাবকে প্রভু একেবারে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যে একটী বচন আছে তাহাদ্বারা এই ভাবটী আর বিশদ রূপে উপলব্ধ হইতে পারে। সে বচনটী এই ;—

নকিলানুযযুস্তস্য রাজানো রক্ষিতুর্যশঃ।
ব্যাবৃত্তা যৎপরস্বেভ্যঃ শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা॥
রঘু ১। ২৭।

অর্থাৎ ইতর রাজারা এই রক্ষক রাজার যশ লাভ করিতে পারে নাই, কেননা তাহারা চুরি ডাকাইতি হইলে পর দস্যুদিগের দণ্ড করিতেন, কিন্তু ইনি সকলের হৃদয় এমত শাসন করিয়াছিলেন যে কাহার পরস্ব দ্রব্য হরণ করিতে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হইত না। তস্কর ছিল না তস্করের অর্থও জানিত না—কেবল তস্করতা—তস্করের ভাব শুনিয়াছিল, এই মাত্র।

বন্দিতাও সেই বোধ্য। বন্দিকে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং বন্দির ভাব বন্দিতা তাহাও রাখিলেন না—তাহাও বন্দি করিয়া লইয়া গেলেন। কার বন্দি ? না শয়তানের, পাপের এবং মৃত্যুর।

"এবং মনুষ্যের নিমিত্ত দান গ্রহণ করিয়াছ"। প্রভুর আপনার কোন বিষয়ের অভাব নাই, কিন্তু মনুষ্যের নিমিত্ত সমস্ত দান সংগ্রহ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কি ?

পবিত্র আত্মাই সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান। যেমন পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি পিতাকে প্রার্থনা করিব—তিনি আর এক প্রবোধকর্ত্তা পাঠাইবেন, যিনি চির দিন তোমাদের সহিত থাকিবেন।" "তোমার বিরোধিদের নিমিত্তেও দান গ্রহণ করিয়াছেন," "যেন প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের মধ্যে বাস করিতে পারেন।"

অপবিত্র হৃদয়ে পরমেশ্বর বাস করিতে

পারেন না। যাহা পরমেশ্বরের স্বভাব-বিরুদ্ধ তাহা তিনি কখন করিবেন না, কখন করিতেও পারেন না। পরমেশ্বর সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, এবং পবিত্র হৃদয়েই কেবল তিনি বাস করিতে পারেন। সকলকে পবিত্র করা, যাহারা তাঁহার বিরোধী তাহাদিগকেও পবিত্র করিয়া গৌরব ও বিভবের অধিকারী করা তাঁহার অভিপ্রেত। যাহাতে ঈশ্বরের এই মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তজ্জন্য সাক্ষ সভার সমধিক যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করা সর্ব্বকালে বিহিত।

স্বর্গারোহণের বর্ণনায় আর একটী কথা আছে, যাহা দাবিদবচনে দেখা যায় না। "শিষ্যাদি লোকেরা প্রভু ঊর্দ্ধে গমন করিলে স্বর্গের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিতেছেন এমত সময়ে শুক্লাম্বর পুরুষদ্বয় তাহাদিগকে বলিলেন ভো গালিল-বাসিরা! তোমরা স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত কেন করিতেছ? যে যেশু তোমাদের হইতে ঊর্দ্ধে বিচ্ছিন্ন হইলেন, ইনিই পরে, যে রূপে এখন অন্তর্হিত হইলেন, সেই প্রকারে পুনশ্চ আবির্ভূত হইয়া আসিবেন।" ইহার তাৎপর্য্য—বিচারার্থে দ্বিতীয় আগমন।

অতএব এই পর্ব্ব সময়ে এবং ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব দুই "প্রার্থনার" দিনে দুটী বিষয় বিবেচ্য (১) সভা স্থাপনার্থ স্বর্গারোহণ ও দান গ্রহণ (২) বিচারার্থ দ্বিতীয় আবির্ভাব।

যেমন আগমন পর্ব্বে প্রথম এবং দ্বিতীয় আগমন স্মরণীয়—যেমন পুনরুত্থান পর্ব্বে প্রথম এবং দ্বিতীয় পুনরুত্থান, স্মরণীয়, তদ্রূপ স্বর্গারোহণ পর্ব্বেও আরোহণ এবং ভাবী অবতরণ উভয়েই ধ্যাতব্য।

উপসংহার। প্রথম তিন চারি মহাপর্ব্বের তাৎপর্য্য একই প্রকার, সভা-স্থাপন এবং সভার অন্তিম মহিমা। আগমন, জন্ম, পুনরুত্থান, আরোহণ এই সকল পর্ব্ব সভা স্থাপনের স্তম্ভ স্বরূপ। অথচ এই সকল পর্ব্বেতে আবার চরমগতির স্মরণ আবশ্যক। সভার আদ্যব্রত এবং তাহার অন্তিম উদ্যাপন উভয়েই স্মর্ত্তব্য।

আদ্যব্রত এই প্রভুর জন্ম, আত্মযজ্ঞ, পুনরুত্থান ও আরোহণ, যদ্দ্বারা পবিত্র আত্মার আবির্ভাব রূপ দান গ্রহণ হইয়াছিল— সকল মনুষ্যের নিমিত্ত যাহারা বিরোধী তাহাদের নিমিত্তও এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব যেন সর্ব্ব জাতীয় লোকে শুনিতে পায় ও বুঝিতে পারে এবং যেন তাহারা তদ্দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া পরমেশ্বরের বাসস্থান হয়, সমুদয় মহীমণ্ডল যেন তাহাতে পরমেশ্বরের এক মহামন্দির হয়, মনুষ্য মাত্রেই যেন ঈশ্বর বিরোধী পর্য্যন্ত, মনুষ্য মাত্রেই যেন ঐ মন্দিরের ভাবি উপাসক হয়, এই সভার প্রথম প্রতিজ্ঞা।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা এই, যেন উক্ত সভার সুশাসনে প্রার্থনা সংস্কারাদি ধর্ম্মের উপকরণ দ্বারা যাবতীয় বিশ্বাসীবর্গ শ্রদ্ধাভক্তিতে পরিপক্ক হইয়া পবিত্র আত্মার এমত নিষ্কলঙ্ক অধিষ্ঠেয় আশ্রম হয় যে দ্বিতীয় অবতরণ কালে মহীমণ্ডল-বাসী বর্গ তাঁহার উপাদেয় প্রজারূপে গৃহীত হয় এবং সকলেরই কর্ণকুহরে যেন এই মধুর শব্দ সুধাবৎ নিষিক্ত হয়— যথা "আইস ভো মৎপিতার মঙ্গলবাদন

প্রাপ্ত লোকসকল! জগৎ সংসারের সূত্র-পাত অবধি তোমাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত রাজ্যের অধিকার লও।” সভার এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা। ইহা হইলে সভার আদ্যব্রত উদ্যাপন হইবে। এবং আমাদের সকলেরও উদ্দেশ্য ভোগে ধর্ম্ম সাধনের সর্ব্বাঙ্গ সফল হইবে। আর তখন কেরুবিম ও শেরাফিমের ন্যায় এই সঙ্কীর্ত্তন অনুক্ষণ অবিশ্রান্ত আমাদের মুখ হইতে নির্গত হইবে “পবিত্র ও প্রভু সেনাগণের ঈশ্বর, স্বর্গ ও পৃথিবী তোমার গৌরবের মহিমায় পরিপূর্ণ।”

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

(১৬৫ পৃষ্ঠার পর)

প্লুটার্ক (Plutarch) লৌকিক উপধর্ম্মাদির অমঙ্গলজনক ফল বিলক্ষণ রূপে টের পাইয়াছিলেন, মিসরের কীট পতঙ্গাদির পূজা তাঁহার মনে ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল, অসংখ্য দেব দেবীর আরাধনাতে তিনি ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়ারূপ বায়ুতে পতিত হইয়া তিনি অবিশ্বাস স্রোতে একেবারে নিমজ্জিত হন নাই। তাঁহার মতে দেবপূজা অথবা উপধর্ম্ম, অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা অপেক্ষা অনেক ভাল। এপিকিউরসের জড়াত্মবাদ এবং ষ্টোইকিয়দের অদৃষ্টবাদে তিনি পরিতৃপ্ত হন নাই। তিনি দুয়েরই বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বাবধ শাস্ত্র হইতে ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল সত্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। ধর্ম্ম পথে অগ্রসরকারী জীবনদায়িকা শক্তি তিনি তাহাতে পাইলেন না, এক প্রকার ইতর প্রেতাদির সৃষ্টি করিয়া তিনি প্রচলিত লৌকিক উপধর্ম্মাদি মনুষ্যের বিবেকের সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হন নাই।

প্লুটার্কের দৃষ্টান্তে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য আপনার যত্ন পরিশ্রম ও কল্পনা প্রসূত ধর্ম্মের দ্বারা চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে আবর্ষণ করিতে পারে না। তাহাতে আরও প্রকাশিত হয় যে যাহা নিম্ন হইতে উৎপন্ন, তাহা দ্বারা মনুষ্যের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সাধিত হয় না। যাহা উর্দ্ধ হইতে আগত, তাহা দ্বারাই আধ্যাত্মিক অভাব বিমোচিত হয়। মানুষ অগ্রে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে নাই, ঈশ্বর মনুষ্যকে প্রথমে অন্বেষণ করিয়াছেন। তিনি মানুষকে যদি অন্বেষণ না করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র মানব জাতির দশা কি হইত? ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রাচীন কালে বড়২ দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি সহজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সফল-প্রযত্ন হন নাই। তাঁহারা অবশেষে আপনাদের অতি সসীম বুদ্ধি শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মই কেবল অবিশ্বাস, অধর্ম্ম এবং উপধর্ম্ম হইতে মনুষ্যকে রক্ষা করিতে পারে। সমস্ত মনুষ্যত্ব অর্থাৎ দেহ, প্রাণ ও আত্মাকে নির্ম্মল, শুদ্ধ, মুক্ত ও উন্নত করা, এক পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা

পাপের দোষ ও অপরাধ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা করা, মনুষ্যকে ঈশ্বরের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ করা, ঈশ্বরের প্রেমদ্বারা আকর্ষিত করিয়া কেবল তাঁহারই দিকে মনুষ্যকে উন্নত করা, ঈশ্বরের শক্তি, প্রেম, জ্ঞান, ন্যায় ও পবিত্রতা প্রকাশ করা, এবং তাঁহাকে ঈশ্বরের ন্যায় পবিত্র করিবার জন্য পবিত্র আত্মা প্রদান করা—এ সকলই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্লুটার্ক যেমন সত্যের অন্বেষণ করিতেছিলেন, তেমনি আর দুই জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও সত্যের অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। এক জন অল্প দূর গমন করিয়া ক্ষান্ত হন, আর এক জন সম্পূর্ণ সত্য গ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ক্লেমেন্টাইন নামক গ্রন্থের প্রণেতা, এবং শেষোক্ত ব্যক্তির নাম জষ্টিন মার্টির। আমাদের পাঠক বর্গ প্রসিদ্ধ জষ্টিন মার্টিরের কথা শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার বিষয় পরে বলা যাইবে।

ক্লেমেন্টাইন গ্রন্থের প্রণেতা যত দূর আভাস দিয়াছেন, তাহাদ্বারা জানা যায় তিনি এক জন ভদ্র বংশজাত রোমক ছিলেন। প্রথম খ্রীষ্টীয় অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালাবধি সৃষ্টির আদি অন্ত, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার নানাবিধ সংশয় জন্মে। সংশয় জন্মাতে তিনি বড় মনে অসুখী হন। এই দুঃখ, অসুখ ও সংশয় নিবারণ করিবার জন্য তিনি একটী দার্শনিকদের বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। দার্শনিক শিক্ষকদের অসঙ্গত ভাব ও পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিরোধ দেখিয়া তিনি এক রকম হতাশ্বাস হইলেন। তাহার পর ঘটনাক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া ও শিক্ষা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। কর্ণগোচর হইবামাত্রেই পালেষ্টাইন দেশে পর্য্যটন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পথি মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়া নগরে বার্ণবার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বার্ণবার সঙ্গে তিনি দার্শনিকদের কাছে গিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে তর্কবিতর্ক করেন। এবং কথিত আছে, তর্কে তিনি তাঁহাদিগকে পরাস্তও করেন। বার্ণবা তাঁহাকে অনুরোধ করাতে তিনি কৈসরিয়ায় গমন করেন। সেখানে পিতরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের এই ফল হইল যে, তিনি মূসা ও খ্রীষ্টের এক রকম ঐশিক প্রেরণে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। কিন্তু মূসা যে খ্রীষ্টের অগ্রগামী ও প্রতিরূপ, ব্যবস্থা যে সুসমাচার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে, সুসমাচার প্রদত্ত শিক্ষা দ্বারাই যে পরিত্রাণ হয়, এ সকল তিনি বিশ্বাস করিলেন না। জষ্টিন কিন্তু স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তিনি ভিন্নজাতীয় দার্শনিকদের মতামত ভাল করিয়া প্রথমে অনুসন্ধান করেন, তাহার পর খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তদনন্তর খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষ সমর্থনার্থ অনেক পুস্তকাদি লিখিয়া সত্য বিশ্বাসের জন্য আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

ক। বাপ্তিস্মে আবশ্যক বাহ্য বিষয় বা বস্তু।

১। জল—

"এই দেখ জল আছে, আমার বাপ্তাইজিত হইবার বাধা কি?" (প্রে. ক্রি, ৮; ৩-৪। আরও ১০; ৩৬)

২। পবিত্র ত্রিত্ত্বের নাম—

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর (মথি ২৮; ১৯)

প্রার্থনা পুস্তকের বচন।

"যেহেতু কোন বিপত্তির সময় ভয় কিম্বা ত্বরা প্রযুক্ত এই সংস্কারের আবশ্যক কোন২ বিষয় আনম্পন্ন হইতে পারে, অতএব আমি তোমাদিগকে আরও প্রশ্ন করিতেছি।"

কি বস্তুদ্বারা এই শিশু বাপ্তিস্মিত হইয়াছে?

কি২ কথা প্রয়োগ করিয়া এই শিশুকে বাপ্তাইজিত করা গিয়াছে?

বাটীতে শিশুদের বাপ্তিস্মের বিধানের শেষে যে রুব্রিক অর্থাৎ আদেশ আছে তাহা দেখ।

খ। বাপ্তিস্মের প্রথা।

১। অবগাহন।

"বাপ্তিস্মে তাঁহার সহিত সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছ।" (কল ২; ১২)

২। জল ঢালা।

"বাজার হইতে আসিলে প্রক্ষালন* না করিয়া আহার করে না" (মার্ক ৭; ৪ ও লূঃ ১১; ৩৮।)

প্রার্থনা পুস্তকের বচন।

"যদি তাহারা তাহাকে নিশ্চয় জানায় যে শিশু উত্তমরূপে সহ্য করিতে পারে, তবে সাবধান ও সতর্কতা পূর্ব্বক ইহা কত্ত জলে ডুবাইবেন। কিন্তু যদি তাহারা নিশ্চয় জানে যে শিশু দুর্ব্বল, তবে পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার উপর জল ঢালিলে যথেষ্ট হইবে" (বাটীতে শিশুদের বাপ্তিস্মের বিধান দ্রষ্টব্য।)

১। প্রাচীন কালে অবগাহনই প্রকৃত প্রথা ছিল; কিন্তু দুর্ব্বল অবস্থায় কাহার উপর জল ঢালা যাইত না। সাধু সিপ্রিয়ানের নিকট আবেদন করাতে (২৫০ খ্রী) তিনি উপরি উক্ত রূপে এই বিষয় নিষ্পাদন করেন।

২। এই স্থলে স্মরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে অধিক কিম্বা অল্প জলের পরিমাণের উপর বাপ্তিস্মের কার্য্যকারিতা নির্ভর করে না, কিন্তু আসল বস্তুর দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

* গ্রীক ভাষায় সচরাচর বাপ্তিস্ম শব্দে প্রক্ষালন, বুঝায় স্নান নহে। ফিরুশিরা আহারের পূর্ব্বে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিত। এইটী তাহাদের প্রথা ছিল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ বিষয়।

(নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। একেবারে বলিয়া রাখা ভাল যে, পত্রপ্রেরকদের মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি।)

মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্যটী আপনকার বিশ্বভ্রমণকারী 'বন্ধুর' একাংশে সন্নিবেশিত করিলে চিরকৃতার্থ হইব।

"পবিত্রাত্মার সাক্ষ্য" নামক যে গ্রন্থখানি, মেথাডিস্ট এপিস্কোপেল বাঙ্গালা গির্জার পুরোহিত শ্রীযুত যে, পি, মিক কর্তৃক কোন পণ্ডিতের সাহায্যে অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ আছি। পুস্তকখানি পণ্ডিতের সাহায্যে অনুবাদিত, সুতরাং আশা করিয়াছিলাম, ইহার ভাষাটী অনেকাংশে সুন্দর হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইহার অধিকাংশ বাক্য গুলিই ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা হইয়াছে। ভরসা করি, দ্বিতীয় সংস্করণ সময়ে সে গুলি আর থাকিবে না।

যাহা হউক, এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তন্মধ্যে দুই চারিটি কথা বলিয়া নিরস্ত হইব। ফলতঃ কোন ব্যক্তি বা মণ্ডলী বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিবার অভিপ্রায় হেতু "পবিত্রাত্মার সাক্ষ্য" নামটী না দিয়া গ্রন্থকর্ত্তার সাক্ষ্য কিম্বা অমুকের সাক্ষ্য এই প্রকার নাম দিলেই ভাল হইত। কেননা পারমার্থিক বিষয়ের অবতরণাচ্ছলে কোন ব্যক্তি বা মণ্ডলী বিশেষকে অপযশ দেওয়া তাদৃশ বিবেচনার কার্য্য বোধ হইতেছে না।

গ্রন্থকর্ত্তার মতানুসারে মনুষ্য আধ্যাত্মিক বিষয়ে যতদূর কৃতকার্য্য হউক বা না হউক, মুখে আপনাকে ধার্ম্মিক ও পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। এবং এই কারণেই সচরাচর উপরোক্ত উপাসনালয়ে কিম্বা সভাস্থলে কতকগুলি লোক "যে যেহ পবিত্রাত্মাকে পাইয়াছে, তাহারা হাত তুল" পুরোহিতের মুখহইতে এই হুকুমটী শেষ হইতে না হইতেই আজানুলম্বিত বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় দুঃসাহসের সহিত হাসা করতঃ পবিত্রাত্মা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কতকগুলি অন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার লোকেরা যে ঈশ্বর হইতে অনেক দূরস্থ, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাদের মুখে সড়বড়, কাজে কিছুই নাই। তাহাদের নিয়ত মনে রাখা উচিত যে, ঈশ্বর তাহাদের অন্তরস্থ গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছেন, তিনি তাহাদের চিন্তা, কথা ও কার্য্যের অনুসন্ধান করেন। ইহাও স্মরণে রাখা উচিত যে ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না, এবং সাংসারিক লাভেচ্ছুক হইয়া ঈশ্বর নিন্দা দ্বারা ধনশালী হওয়া অপেক্ষা বরং নিঃস্ব হইয়া ভয়েতে ও কম্পেতে আপনাপন পরিত্রাণ সাধন করা ভাল।

পক্ষান্তরে, মুখে স্বীকার করিলেই যদি মনুষ্যের প্রকৃত আন্তরিক অবস্থা অবগত হওয়া যায়, কিম্বা দীর্ঘ বাহু উন্নত করিয়া, আমি পবিত্রাত্মাবিহীন ছিলাম, এখন তাহা পাইয়াছি, এই সাক্ষ্য দিলেই যে ঈশ্বরের নিকট নির্দ্দোষ গণিত হওয়া যায়, তাহা নহে; বরঞ্চ যদিও এক পক্ষে

সে গোঁড়া ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইল, অন্য পক্ষে তাহার অন্তঃকরণ কাপট্য তিমিরে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, এবং কেবল ঈশ্বরকে নহে, আপনাকেও প্রবঞ্চিত করিতে লাগিল। সরলান্তঃকরণের উপহার ঈশ্বর যে গ্রাহ্য করেন, ইহা তাহাদের নিত্য স্মরণে রাখা উচিত। আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর তাহাদের অন্ধকার দীপ্ত করেন ও কাপট্য হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

কলিকাতা। ১৬ই মে ১৮৮৩। } বশম্বদ শ্রী

পুঃ পুস্তকের প্রথম পত্রে যে গীতটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেটী কিছু গ্রন্থকর্ত্তার অনুবাদিত গীত নহে; সুতরাং তাহার নিম্নে গীত রচয়িতার নাম (N. C. B.) or (M. M. B.) দেওয়া উচিত ছিল।

একজন ওয়েস্লিয়ান ভ্রাতা বারাকপুর হইতে আমাদিগকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন—

মহাশয়, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বঙ্গবন্ধুর প্রিয় ভ্রাতা ভগিনীগণকে জ্ঞাত করিতেছি যে, এক্ষণে বারাকপুর ওয়েস্লিয়ান মিসনে প্রভুর কার্য্য উত্তম রূপ চলিতেছে। এই স্থানে অনেক বৎসর ধরিয়া চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড ও ওয়েস্লিয়ান চর্চ্চ বা চ্যাপল স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য যাহা তাহার বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা কিছুই শুনি নাই, অর্থাৎ (আত্মার রক্ষা) যাহার বিষয়ে স্বর্গীয় ওয়েসলী ও অন্যান্য ধার্ম্মিকগণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে "আত্মার রক্ষা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কাজ নাই—।" তাঁহারা এই সকল কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না এবং প্রভুর কার্য্যের নিমিত্ত কত যত্ন, কত পরিশ্রম ও শারীরিক কার্য্য স্বীকার করিয়া ক্রুশীয় বার্ত্তা প্রচার করিতেং প্রভুর দত্ত ফল লাভ করিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

আমরা খালি সুখাভিলাষ, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, ধন, মান, গর্ব্ব, মায়া ও মোহরূপ রাক্ষসীদিগের হস্তে পতিত হইয়া আসল উদ্দেশ্যটী ভুলিয়া ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছি। কিন্তু এই নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার একমাত্র উপায় ত্যাগস্বীকার করতঃ প্রার্থনা করা। ইহা ভিন্ন নিদ্রা হইতে জাগিবার অন্য উপায় নাই।

প্রভু এক্ষণে বারাকপুর ওয়েস্লিয়ান মিসনের নিমিত্ত দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন; তথাকার কার্য্যকারিদের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া তাহাদের কার্য্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া অনেক ফল প্রদান করিয়াছেন। কেনই বা না করিবেন? তাঁহারা বাজার হইতে কুলি ধাঙ্গড়দিগের নিকটও প্রচার করিতে লজ্জিত নন। প্রভুর বাক্য এই—"দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইবে"।

বাস্তবিক ওয়েস্লিয়ান দুই একটী ভ্রাতৃগণ এই কয়েকটী কথার উপর নির্ভর করিয়া খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতেছেন। আমার বিশেষ অনুরোধ, যেন আপনি ও আপনার পাঠক পাঠিকাগণ তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, যেন তাহারা অনেক

আত্মার রক্ষাকারী হইয়া প্রভুতে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন।

শ্রী এন্. সি, মিত্র আন্দুল হইতে নিম্ন লিখিত পত্র পাঠাইয়াছেন ;—

"বিগত ২২শে এপ্রেল রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনারসময় খিদিরপুরস্থ শ্রীযুক্ত রেভ, এম, এস্ শীল মহাশয়ের দ্বারা অত্র আন্দুল গ্রামস্থ বাবু কালী মোহন চাটুর্য্যের হরিদাসী নাম্নী একটী বিধবা কন্যা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছে। কন্যাটির বয়ঃক্রম নূন্যাধিক ১৩ বৎসর হইবে। এইটি শীল মহাশয়ের অনেক পরিশ্রমের ফল, তাহার সন্দেহ নাই। যেহেতু কন্যাটি বাটী পরিত্যাগ করণাবধি তিনি যেমন গ্রামস্থ বিপক্ষদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সময়েং তাহাদিগের সাংঘাতিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, তেমনি অতিরিক্ত অর্থও আবার ব্যয়িত হইয়াছে। কখন্ কোন্ সময় কি যে বিপদ ঘটে, এই চিন্তাতেই সর্ব্বদা তিনি ও তাঁহার আনুসঙ্গিক লোক সমূহ সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। জগদীশ্বরের ধন্যবাদ হউক যে, তিনি তাহাদিগের সমস্ত কুমন্ত্রণা ও দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়াছেন। এক্ষণে যে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে এস্থানে অবস্থিতি করিতেছি তাহা নয়, বরং এ গ্রামে যাহাতে খ্রীষ্টের নাম প্রচারিত না হয়, এবং যাহাতে আমরাও, এ গ্রাম হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হই, এই অভিপ্রায়ে তাহারা এক্ষণ পর্য্যন্ত বেড়াইতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে কে? "কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার দুষ্কর" শৌলের নিকট খ্রীষ্টের এই যে অকাট্যবাণি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল, সময়েং সেই সান্ত্বনা পূর্ণ বাক্য অন্তঃকরণে উদয় হওয়াতে এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও বিশ্বাসে স্থির ভাবে রহিয়াছি, এবং আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসও এই যে, সহস্রং লোক সুসজ্জিত হইয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিলেও কোন মতে আমরা ভয় করিব না, কেননা ঈশ্বরই আমাদিগের দুর্গ। এক্ষণে পাঠক! তুমি যে কেহ হও না কেন, তোমার নিকট আমার প্রশ্ন এই যে, এই সুসংবাদ পাঠ করিয়া তুমি কি আনন্দিত হইবে না? অথবা ঈশ্বরের অদ্ভুত কার্য্য হেতু তোমার অন্তঃকরণ কি কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ হইবে না? যদি হয়, তবে একবার, একবার নয়, কিন্তু যতবার তুমি নির্জ্জনে তাঁহার সিংহাসনের সমীপে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত গমন করিবে ততবার আমাদিগকে স্মরণ করিবে যেন আমাদিগের কার্য্যের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে, ও যাহারা আমাদিগের বিপক্ষ তাহারা যেন আপনং মনঃ পরিবর্ত্তন করিয়া সকলেই খ্রীষ্টের অনুগামী হয় এবং তাঁহারই প্রকৃত দাস দাসী বলিয়া সর্ব্বত্রে সুপরিচিত হওতঃ আপনং জীবনকে সার্থক করে।

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতার অক্সফোর্ড মিসনের রেভ, আর্গল্স সাহেবের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। পাঠকের স্মরণ থাকিবে, আর্গল্স সাহেব অল্প দিন হইল কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে পদার্পণ না করিতে করিতেই প্রভুর সমীপে আহূত হইয়াছেন। তিনি এখানে আপনার ঔদার্য্য, সৌজন্য, বিনয় এবং ভক্তিগুণে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ড মিসনের তিনি একটী অমূল্য রত্ন স্বরূপ ছিলেন। তিনি এক্ষণে শান্তি-নিকেতনে শান্তিতে নিবাস করুন!

"ইণ্ডিয়ান চর্চম্যান" পাঠে অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতার বিশপ ডাক্তার জনসন

সাহেব বিলাতে পৌঁছিয়াছেন। S. P. G. সোসাইটীর বাৎসরিক উৎসবে তিনি যোগ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিকটের নামে একজন অদ্বিতীয় জর্ম্মণ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, এই সংসারে নাস্তিকের ন্যায় নির্জ্জন ও বিরলে বাসকারী আর কেহ নাই। এই জন্যই বুঝি হিউম এক স্থলে বলিয়াছেন যে পাণ্ডিত্য প্রকাশচ্ছলে তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু বাস্তবিক মনেং তিনি কখন খ্রীষ্টধর্ম্ম বিদ্বেষী ছিলেন না।

গত ৯ ও ১০ই মে মির্জাপুর ট্রিনিটী গির্জ্জায় চর্চ কউন্সিলের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে আচার্য্য রাজকৃষ্ণ বসু মহাশয় প্রকৃত স্বাধীনতা বিষয়ে একটী উৎসাহপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। অনেক প্রচারক ও প্রতিনিধি কৃষ্ণনগর অঞ্চল হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার প্রণালী, এবং শিক্ষা সম্বন্ধে মণ্ডলীর কর্ত্তব্য বিষয়ে যে প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছিল তাহা অনেক অংশে উপাদেয় হইয়াছিল। বঙ্গদেশস্থ খ্রীষ্ট মণ্ডলী যেন প্রকৃত রূপে স্বাধীন হয়, ইহা আমাদের ঐকান্তিক বাসনা ও প্রার্থনা।

রুশিয়ায় নিহিলিষ্ট, জর্ম্মণীতে সোসিয়ালিষ্ট, ইংলণ্ডে ফেনিয়ান, রাজা প্রজা, ধনবান ও নির্ধনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইউরোপের দশা বড়ই শোচনীয়। অবিশ্বাস, নাস্তিকতা এবং ঘোর সাংসারিকতা কি ইহার মূল কারণ নহে? ভারত! ইতিহাসের শিক্ষা স্মরণ করিয়া চলিলেই মঙ্গল, নতুবা ঘোর বিপদ!

স্বদেশবৎসল, প্রজাবন্ধু, স্বাধীনচেতা ও প্রসিদ্ধ সুবক্তা বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষণে কারাবাস করিয়া কারাগারের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। সুরেন্দ্র বাবুর দোষ কত পরিমাণে, হাই কোর্টের বিচার কতদূর ন্যায় ও আইন সঙ্গত, এই সকল বিচার না করিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, সম্প্রতি তাঁহার সহিত ভারতের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত যে সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষ রূপে সন্তোষজনক ও আশাপ্রদ। ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি, অথবা রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বল, মার্টারদের রক্তই এই সকলের বীজ সদৃশ। সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাস হইতে যে শুভ ফল ফলিবে, তাঁহার সহস্রং তেজস্বিনী বক্তৃতা হইতে তাহা কখন ফলিতে পারিত না। বোধ হয় এখন অনেক মৌখিক বন্ধু তাঁহার প্রকৃত বন্ধু হইবেন। তাঁহার বিষয়ে যাহাদের সন্দেহ ছিল, তাহা বোধ হয় দূর হইতেছে। তিনি নিজেও আপনার কার্য্যের গুরুত্ব, দায়িত্ব ও মহত্ত্ব জানিতে পারিবেন। অনেক বিষয়ে তাঁহার নিজের সন্দেহ ভঞ্জন ও বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইবে। বঙ্গদেশ আরও প্রকৃত একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইবে।

আমরা ইলবর্ট বিলের পোষকতা করিয়াছিলাম বলিয়া এক জন ইংরাজ

মিসনরী আমাদের উপর বড় চটিয়া গিয়াছেন। তিনি অকারণে দুই একটা কটূক্তিও প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি পাদ্রির অন্যায় পক্ষ সমর্থনে যে এ দেশে কতদূর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা যদি তিনি জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি এরূপ ব্যবহার করিতেন না। স ইবল হাতে করিয়া যাহারা এরূপ জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করে, তাহাদের খ্রীষ্টীয়তা সম্বন্ধে আমরা কি বলিব ?

সে দিবস শুনিতে পাইলাম যে, পঞ্জাব চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটী সংক্রান্ত চর্চ্চ কৌন্সিলের এতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি হইয়াছে যে ইহার সভ্যগণ ইতি মধ্যে মধ্য ভারতবর্ষে একটী স্বাধীন মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন, এবং চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটীকে তত্রস্থ পালকের (Pastor) ভরণ পোষণার্থ একটী পয়সাও দিতে হয় না। সুসভ্য ও জ্ঞান গর্ব্বিত বঙ্গদেশ কি এখন ঘুমাইয়া রহিয়াছে ?

প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। সারস্বত পত্র। ঢাকা লক্ষীবাজার রঘুনাথ যন্ত্রে শ্রী শ্যামাচরণ দত্ত কর্ত্তৃক প্রতি শনিবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই পত্রের কয়েক সংখ্যার প্রাপ্তি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি। নব সহযোগীর লেখার ভাবভঙ্গি, রুচি ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বোধ হইতেছে যে ইনি দীর্ঘায়ু হইবেন। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা ও প্রার্থনা করি। বিলুপ্ত প্রায় সংস্কৃত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করা ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য শুনিয়া আমরা পরিতোষ লাভ করিলাম।

২। বেদ বিষয়ে দার্শনিকদের মত ও মনুসংহিতা। শ্রী প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। আমরা এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রাপ্তি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি। এবার সময় ও স্থানাভাবে আমাদের বক্তব্য বলা হইল না, আগামী বারে দেখা যাইবে।

৩। সরল কাটেখিস্ম। শ্রীযুক্ত ই, এফ উইলিস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। অক্সফোর্ড মিসন যন্ত্রে মুদ্রিত। আমরা এই সরল কাটেখিস্ম পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। ইহার ভাষা বাস্তবিক সরল, প্রাঞ্জল এবং বালক ও বালিকাদিগের সম্পূর্ণ পাঠোপযোগী। বঙ্গীয় পুরোহিত ও আচার্য্যগণকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা সচেষ্ট হইয়া যাহাতে এই কাটেখিস্ম খানি সকলে পাঠ করেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

এমন সুবিধা সত্ত্বেও যদি খ্রীষ্টীয় বালক বালিকা যুবক ও যুবতিরা আপনাদের ধর্ম্মের সার বিষয় অপরিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে দোষ কাহাদের ?

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড।] ১লা জুলাই ১৮৮৩। [১০ সংখ্যা।

তত্ত্ববিদ্যার স্বরূপ।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী এক জন কৃতবিদ্য হিন্দু বন্ধু হইতে প্রাপ্ত। লেখক খ্রীষ্টীয়ান নহেন অথচ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ে অপারজ্ঞাত নহেন। এই প্রবন্ধটী পাঠ করিলে জানা যাইবে যে দেশীয় সুশিক্ষিত দল ধর্ম্ম বিষয়ে একেবারে উদাসীন নহেন। তাঁহাদের চিন্তা ও ভাবনার গতি কি রূপ, তাহা এই প্রবন্ধে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব খ্রীষ্টীয় পাঠকবর্গের অবগতি নিমিত্ত প্রবন্ধটী সমাদরের সহিত গৃহীত হইল। আমাদের বিশেষ প্রার্থনা এই যে এতাদৃশ সরল-হৃদয় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু চিন্তাশীল বন্ধুগণ প্রকৃত সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হউন।

ব, স।

খ্রীষ্টীয় পুরাণে কথিত আছে যে, সৎ-অসৎ বোধের প্রথমোদয়ে, ইডেনবিহারী আদমকে দিব্যাবস্থা হইতে পতিত হইয়া সুখ দুঃখময় সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। আবার যখন সেই সৎ-অসৎ বোধের পূর্ণতায় তাহাকে বলি দিতে সক্ষম হইয়া, মহাবলিকে আশ্রয় এবং আত্মভূত করিতে পারিল, তখনই আদমের পুনর্ম্মুক্তি—পুনর্ব্বার সেই দিব্যাবস্থালাভ। বাইবেল গ্রন্থের এই ঘোষণা কি অপূর্ব্ব, কি অভাবনীয় গূঢ়-সত্য পূর্ণ এবং সার্থক! যে জ্ঞান-বিজ্ঞ হিব্রু ঋষি এই অপারজ্ঞেয় গূঢ়গুহ্য ভেদ করিয়াও তাঁহার দিব্যদৃষ্টি চালনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শত নমস্কার! আদি পিতৃদেবের এই পতনোন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী উত্তরাধিকার স্বরূপে তাঁহার সন্ততিবর্গের জীবনের প্রতিপর্ব্বে এবং প্রতিগ্রন্থিতেই নিরন্তর কি অক্ষুণ্নভাবে দেদীপ্যমান! আমাদের, প্রত্যেক মান-

বের, জ্ঞানজীবনে ইহা নিত্য নিয়মিত-ভাবে অভিনীত হইয়া যাইতেছে। আমরা আত্মদোষে জড়প্রায় ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি বা না পারি, তথাপি সে অভি-নয়ের তিলমাত্র ক্ষান্তি নাই। দুর্ভাগ্য-বান্ সে, যে ইহা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়া তদনুসরণে পদচারণ করিতে অসমর্থ।

"বালকদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, প্রতিবন্ধকতা করিও না, যেহেতু ঐরূপ প্রকৃতি লইয়াই স্বর্গরাজ্য নিম্মিত."—এতদ্বাক্যে লোক হিতার্থে মহাবলি যিশুখ্রীষ্ট স্বীয় শিষ্যদিগের প্রতি অনুযোগ করিয়াছিলেন। যথার্থই ঐরূপ প্রকৃতি লইয়া স্বর্গরাজ্য নির্ম্মিত। আদমের কথিত আদি অবস্থা ঐরূপ বালকবৎ। শিশু অনন্ত হইতে নবাগত, কুটিল কালের সহিত অপরিচিত এবং লক্ষ্যশূন্য, সৎ-অসৎ বোধে অনভিজ্ঞ, রাজারও প্রজা নহে, সাধুরও খাতক নহে, পাপ পুণ্যের বিচার বিহীন, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, যথার্থতই এবং সম্যক্‌ভাবে ইডেনবিহারী আদমের প্রতিরূপ। শয়-তান প্রতিরূপ কাল প্রবর্ত্তনায় শেষে সৎ-অসৎ বোধের উদয়ে শিশু মানুষ হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, এবং শয়তান সহ নিত্য সংগ্রামে রত হইল। আবার যখন মানুষ সেই সৎ-অসৎ বোধকে আয়ত্ত করিয়া, সেই শয়তান প্রলোভনকে উপেক্ষা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বালকত্ব লভিতে, এবং স্বার্থ বলি দ্বারা মহাবলির অনুকরণ সূচিত করিতে পারিবে; অথবা রূপক বাক্যে, খ্রীষ্ট-শিষ্য যখন আত্মিক খ্রীষ্টের রক্তমাংস উদরস্থ করণে সক্ষম হইবে, তখনই তাহার পুনর্মুক্তি। ফলতঃ বালক বালক ঘুচিয়া মানুষ হইলেও, যদি নিত্যরাজ্যের অধিকারী হইতে চাহে, তবে আবার তাহাকে বালক হইতে হইবে। বালক এবং প্রকৃত জ্ঞানী ইহাদিগের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই পর্য্যন্ত যে, বয়ঃবালক যে সে অজ্ঞান বালক, এবং জ্ঞান-বালক যে সে সজ্ঞান বালক। অসৎকে ভেদ করিয়া সতের উদয় হইয়া থাকে, এবং যে সৎ সে অসৎকে ভেদ করিয়া উদয় হয়, সেই সৎ যে অসতের নিকট একেবারে অনন্তকালের নিমিত্ত স্পর্শের অতীত হইয়া উঠে। আমাদিগের এই সংসার ক্ষেত্রে সৎ অসৎ সহ কর্ম্ম-সংগ্রামে লাভের অঙ্ক কেবল শেষ বালকত্বে সজ্ঞানতা টুকু। এই সজ্ঞানতার অনেক গুণ। অজ্ঞান বালক কাল প্রবর্ত্তনায় সহসা বিচলিত হইয়াছিল; কিন্তু সজ্ঞান বালক অনন্ত-কালের নিমিত্ত অটুট। অজ্ঞান বালক বিশ্বপ্রতি বিচার শূন্য; সজ্ঞান বালক বিশ্ব প্রতি পূর্ণ বিচারদক্ষ অথচ তাহাতে শয়তানি বিকার ও বিকম্পন শূন্য, অসৎ প্রতি রূপে বোধশূন্য খ্রীষ্টীয় দিব্য দূতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে দিব্য দূতে-রও পতন আছে, কিন্তু ইহাদের আর পতন নাই। শয়তান আর প্রলোভনে ইহাদিগের মধ্য হইতে স্বদল পুষ্টীকরণে অসমর্থ।

অজ্ঞান হইতে সজ্ঞান বালকত্বে উপ-স্থিতি হইলেই, নষ্ট ইডেনের পুনরুদ্ধার হইয়া থাকে; এবং এবার সে ইডেন

হইতে শয়তান বিধ্বস্ত, বিদূরিত, এবং চূর্ণশির। তারতম্য বিশিষ্ট হইলেও, এ উভয় বালকত্বই দিব্যাবস্থাসম্পন্ন সুতরাং সুখের। কিন্তু কি ভয়াবহ, ক্লেশকর এবং দুঃখসঙ্কুল এতদুভয়ের মধ্য সাময়িক অবস্থা। এক বালকত্ব লোপে, অপর বালকত্বে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত, মানবের ইহা প্রকৃতই ইডেনচ্যুত পতিত-কাল, ইহাই প্রকৃত স্বার্থপূর্ণ সংসারী এবং মনুষ্য অবস্থা। প্রতি বিষয়ের জন্য এখন আর ঈশ্বরের উপর অকপট নির্ভর বা তজ্জনিত শান্তি নাই, অথবা ঈশ্বরও এখন আর তাহাদিগের প্রতি পদ চালনে পূর্ব্বের ন্যায় তত্ত্বাবধারণ করেন না। শয়তানকে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে সম্মুখীন দেখিয়া, এবং রক্ষণীয় বস্তু হইতে অরক্ষণীয় বস্তু রক্ষণে প্রতারিত হইয়া, আত্মরক্ষণের প্রবৃত্তি সূত্রের বিকারে মানব এখন সতত ঘোর স্বার্থবান, স্বায়ত্ব শক্তিতে স্ফীত, নিয়ত সংগ্রামরত, স্বয়ং-সর্ব্বস্ব, আত্ম-বল-দীপ্ত, আত্মবুদ্ধিতে বৃহস্পতি, তর্কবুদ্ধিতে বিশারদ; অথবা এক কথায় হীনপক্ষ বোধে বিক্ষুব্ধ ও স্বপক্ষ সহায়তায় সন্দিহান সম্মুখযোদ্ধৃর যে কিছু দোষ গুণ তদ্দ্বারা পরিচালিত; সংগ্রামে বিধ্বস্ত শ্রম-ক্লিষ্টতায় সৎ ও এখন শত্রুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে; কেবল শত্রু নহে, কখন কখন তাহাকে দুষ্কসপক্ষ ও ঘরের শত্রু ভাবিয়া, রাগে বিরক্তিতে বিপক্ষ অসৎকেও বন্ধু বলিয়া ক্ষান্তির নিমিত্ত একেবারেই তাহার শরণাপন্ন হয় ও ক্ষণিক শান্তির প্রলোভনে তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। মানবের এই মধ্য সময়—এই পতন দশাটিই বুদ্ধিমানের কাল, হেকমতের সময়, বিদ্যার জাহাজগিরি, তর্করঙ্গের ছড়াছড়ি; মানব এখন স্বীয় তেজে উন্মাদ যণ্ডের ন্যায় মদবিক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সময়েতেই, এই ঘূর্ণাবর্ত্ত মধ্যে, আবার ভাবি শুভাশুভের বীজ বপন হইয়া থাকে।

মানবের এই ত্রিবিধ বিভিন্ন অবস্থার অবলম্বন পদার্থও ত্রিবিধ। অজ্ঞান বালকের অবলম্বন ঈশ্বরসত্ত্বা প্রকৃতি দেবী স্বয়ং; মধ্যাবস্থার অবলম্বন বুদ্ধি; সজ্ঞান বালক বা চূড়ান্ত অবস্থায় অবলম্বন শ্রদ্ধা। ইহার পরে শয়তান যখন বিদূরিত হইবার বিভিন্ন অর্থের অভাবে স্বার্থের বলির সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখনই আবার স্বার্থ বলি দ্বারা মহাবলির আশ্রয় হেতু, ঈশ্বরসত্ত্বা পুনর্ব্বার অবলম্বন স্থল হওয়ায় মানবের পুনর্মুক্তি—খ্রীষ্টীয় নষ্ট ইডেনের পুনরুদ্ধার। বুদ্ধির বিষয়ীভূত বিদ্যা যাহা সৎ অসৎ বোধের নিরাকরণ যথায় উদ্দেশ্য, তাহাকে তত্ত্ববিদ্যা কহা যায়। শ্রদ্ধার বিষয়ীভূত যাহা তাহা ধর্ম্ম বিদ্যা। তত্ত্ববিদ্যার বিষয় এক্ষণে আলোচ্য।

তত্ত্ববিদ্যা সাধারণ দূরদর্শন ফলে উৎপন্ন। ধর্ম্মবিদ্যা যেমন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ লইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি উভয়বিধ দৃষ্টিযোগে কার্য্য করিয়া থাকে; তত্ত্ববিদ্যার স্বভাব সেরূপ নহে, একমাত্র বহির্দৃষ্টিই ইহার উপায়। এই জন্যই তত্ত্ববিদ্যা এতটা হৃদয়শূন্য; এবং এই জন্যই, লোকে চৈতন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিবে তাহাও কবুল, তথাপি তত্ত্ববিদ্যা যতই উচ্চ পর্য্যায়ের হউক না কেন—

প্রাণ মন বিক্রয় করিয়া কেহ তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। ফলতঃ ধর্ম্মবিদ্যা যতই নিম্ন পর্য্যায়ের হউক, যদি সাত্ত্বিক হয়, তবে তাহা সর্ব্বদাই গ্রহণীয় এবং ভক্তির বিষয় হয়; কিন্তু তত্ত্ববিদ্যার পক্ষে সেরূপ নহে। উহা যতই স্বোৎকর্ষ যুক্ত হউক না কেন, কেবল আদরণীয় ও পরামর্শদাতৃস্থলীয় মাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিও না যে তত্ত্ববিদ্যা (যদি তাহা সাত্ত্বিক এবং সুপ্রকৃতি যুক্ত হয়) এসংসারে অতি সামান্য কার্য্য করিয়াই নিরস্ত হইয়া থাকে, তাহা নহে।

তত্ত্ববিদ্যা মানবীয় জ্ঞানজীবনের অনেক এবং অতি সুমহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রধানতঃ অনুকূল প্রতিকূল উভয়াবস্থ কালের নিবর্শনদ্বারা ভাবী ধর্ম্মবিদ্যার সাক্ষাৎ হেতু, গুরুতম দূরদর্শন চালনার জন্য সোপান নির্ম্মাণ করা উহার কার্য্য। পদার্থনিকরে রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন বিবিধ পূর্ণপদার্থের বিকৃতি সাধন করিয়া, তাহাদের পরিপাচন পূর্ব্বক পদার্থান্তর উৎপাদনের উপায় করিয়া দেয়, তত্ত্ববিদ্যাও সেইরূপ জ্ঞানসংসারে রাসায়নিক ক্রিয়ার কার্য্য করিয়া থাকে। এই বর্দ্ধায়নকালে যেরূপ তত্ত্ব-উপকরণের অভাব বা অনভাব হয় তত্ত্ববিদ্যাও তদনুরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে। এবং এই আকার প্রভেদ হইতেই আস্তিক তত্ত্ববিদ্যা, নাস্তিক তত্ত্ববিদ্যা, ভিন্ন ভিন্ন মত পরিপোষক তত্ত্ববিদ্যা, ইত্যাদি পৃথকত্বের উৎপত্তি হয়। রসায়নের ন্যায় তত্ত্ববিদ্যারও অবস্থা দ্বিবিধ, এক পূর্ণ পদার্থের পূর্ণত্ব লোপের পূর্ণতা সাধন, অপর ভাবী পূর্ণত্বের অবয়ব নির্ম্মায়ন। প্রথম অবস্থার অবলম্বনীয় শাস্ত্রবিদ্যা প্রধানতঃ তর্কদর্শনাদি; দ্বিতীয় অবস্থার শাস্ত্র বিদ্যা জ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি। এই নিমিত্তই আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি যে, যে কোন বিষয়ের অবস্থা বিশেষের পতন সময়েই সাধারণতঃ দর্শনবুদ্ধির উদয় ও তৎশ্রেণীর তর্কদর্শনাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার সহযোগে ধ্বংসকার্য্যের শেষ হইয়া আসিলেই, তখন তৎস্থানে জ্ঞান ও মনস্তত্ত্বাদি আসিয়া নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে; তদনন্তর সেই নির্ম্মাণের পূর্ণতা সাধন ধর্ম্মবিদ্যায়। সাঙ্খ্য শাস্ত্রের ধর্ম্মবিদ্যার পরিণতি ভাগবতে; বেদান্ত শাস্ত্রের পরিণতি পুরাণে, ইত্যাদি। সে যাহা হউক, বোধ করি এই নিমিত্তই, লোকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইলে ধর্ম্মবিদ্যারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে; তত্ত্ববিদ্যার কেবল আনুগত্য মাত্রেই পরিসমাপ্তি। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যার এই আনুগত্য, বিজ্ঞ আনুগত্য পর্য্যন্তই আবশ্যক; তদনন্তরে দূষ্য।

তত্ত্ববিদ্যা ধর্ম্মবিদ্যার তুলনায় যতই হেয় হউক, কিন্তু এ সংসারে সে মনুষ্যকে নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যাহার ভাগ্যে তত্ত্ববিদ্যারূপী দ্বার না হইয়া ধর্ম্মবিদ্যার অধিকারী হইতে হয়। তত্ত্ববিদ্যারূপী দ্বার না হইয়া ধর্ম্মবিদ্যার যে অধিকার তাহা কখনই দৃঢ় বা অটল বা সর্ব্বাবয়বযুক্ত হয় না; এবং তাহা না হইলে উদ্দেশ্যেরও পূর্ণতাপক্ষে সুতরাং ত্রুটি রহিয়া যায়। মানব-সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ

করিবামাত্র যে, সৎ অসৎ জালে জড়িত, এবং দারুণ সন্দিগ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইতে একমাত্র তত্ত্ববিদ্যার সহায়তা ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। মানব যে আত্ম প্রকৃতির উন্নতি ব্যতীত উন্নতভাব গ্রহণে অপটু, তাহা অনেকেই বুঝে না। অনেকেই শুষ্কনীতি শিখাইয়া উদ্দেশ্য সাধিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত :—ধর্ম্মশূন্য, কর্ম্মশূন্য, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য নীতিতে নব্য-বাঙ্গালির মূলশূন্য স্কুলপণ্ডিতী নীতি ; এবং ধর্ম্মে থাকিতে গঙ্গাস্নান, অপহৃত অর্থে দেবপূজা। জুয়াচুরি কর, অপহরণ কর, আহ্নিক করিও না গঙ্গায় নাহিও, পাপ কাটিবে ; লোকের সর্ব্বনাশ কর, ঘর জ্বালাইয়া দেও, কিন্তু সেই অর্থে পূজা করিও, ব্রাহ্মণকে দান দিও, তোমার মুক্তি হইবে। ইহা কি নীতি না ধর্ম্ম ? বহুকালের গতাসু নীতি এবং ধর্ম্মতত্ত্বের বহু পুরাতন পরিত্যক্ত জীর্ণ-শল্কের প্রাগলভ প্রকটন মাত্র। উহা অনীতি এবং অধর্ম্ম।

ফলতঃ প্রকৃতির উন্নয়ন ব্যতীত নীতি বা ধর্ম্মতত্ত্ব দির প্রয়োগ, অবিকল গ্যাল-বানিক ব্যাটারীর বেগ সংযোগে সঞ্চা-লন শক্তি উৎপাদন করিবার ন্যায় ; উভয়ই অফলপ্রদ বা ঊর্দ্ধসংখ্যায় মাত্রা-মাত্র ফলপ্রদ। "চুরি করিও না" এ নীতি একাল ধরিয়া সকলেই ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, তথাপি লোকে কেন চুরি করে, কেনই বা নিত্য জেলখানা পরিপূর্ণ হয়, কেনই বা লোকে চুরিতে আজি পর্য্যন্ত বিরত হইতে শিখিল না ? তাহার কারণ, শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃতির উন্নয়ন অভাব, সুতরাং সে নীতি চিত্তস্থ এবং কণ্ঠস্থ থাকিলেও, হৃদয়স্থ হইতে পারে না ; এবং হৃদয়স্থ না হইলে প্রকৃত ফলও ফলে না। এরূপ শুষ্কনীতিবাদী এক্ষণ-কার বঙ্গভূমির প্রায় সকলেই, বলা বাহুল্য যে তাঁহারা কোন সাত্ত্বিক তত্ত্ব-বিদ্যারই ধার ধরেন না। কেহ বা পড়া-পাখী, মিল বা কোমতের বুলি বলিতে শিখিয়াছেন ; কেহ বা তত্ত্ববিদ্যার অপেক্ষা না রাখিয়া ধর্ম্মবিদ্যার প্রচণ্ড আদরকারী, অন্ততঃ মুখে। তত্ত্ববিদ্যার ছাত্রদিগের ধর্ম্ম সেরূপ নহে। তত্ত্ববিদ্যা আর কিছু বিশেষ করিয়া শিখাউক বা নাই শিখাউক, প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির উন্নয়ন এরূপ করিয়া দেয় যে, নীতিমার্গে উঠিলে আর কখনও অপকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যাও কখন কখন আবার বিকৃত ফল প্রসব করিয়া থাকে, তাহার কারণ, যদি সাত্ত্বিকতার অভাব হয় ; অথবা তত্ত্ববিদ্যার কেবল প্রতিপক্ষ অংশের অনুসরণ করিয়া সপক্ষ অংশের সংস্রব ছাড়িয়া যাও ; অথবা উভয়েরই অনুসরণ করিয়াও যদি তাহাদের উভ-য়েরই প্রকৃত উদ্দেশ্যে দৃষ্টিশূন্য হও। সাবধান, সর্ব্বদা যেন সদর্পে অথচ বিজ্ঞ-তার সহিত পদসঞ্চরণ করিও।

মানব জীবনের অবলম্বন এবং উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম। ধর্ম্মভাগ মান-বীয় আধ্যাত্মিক গুণপ্রধান, এবং কর্ম্মভাগ আধিভৌতিক গুণপ্রধান। কর্ম্ম ধর্ম্মের পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তি প্রচারণা মাত্র। অদৃষ্ট সংসারে যে অনুজ্ঞা ঘোষিত হইতেছে, কর্ম্ম দৃষ্ট সংসারে তাহার পালন-ফল স্বরূপ। ধর্ম্ম সেই অনুজ্ঞা এবং পালন-

ফলের মধ্যস্থানাধিকারী ; সুতরাং মনুষ্যের ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা একমাত্র ধর্ম্মই সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে ; এবং উহারই সহযোগে মনুষ্য ইহলোক হইতে পরলোক, এবং পরলোক হইতে ইহলোক, এতদুভয়ের মধ্যে আত্মিকভাবে গতায়াত করিয়া থাকে ; এবং উহাই তৎপক্ষে একমাত্র সোপান স্বরূপ। এতদুভয়েরই সৎ-অসৎ বোধ লইয়া মানবীয় তত্ত্ববিদ্যার পূর্ণতা। সুতরাং তত্ত্ববিদ্যাকেও দুই অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মের যে অংশ তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ীভূত, তাহাকে জ্ঞানতত্ত্ব, এবং কর্ম্মের যে অংশ তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ীভূত, তাহাকে সামাজিক তত্ত্ব বলা যাউক। এবং আমরাও ঐরূপ নামানুসারে বিষয় বিভাগে নিম্নে আলোচনা করিব।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে তত্ত্ববিদ্যার অবলম্বনীয় শাস্ত্র প্রথমতঃ তর্কদর্শন, দ্বিতীয়ত জ্ঞান ও মনস্তত্ত্বাদি। প্রথমটির কার্য্য স্থায়ী বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার প্রতিকূল চিত্র দেখাইয়া তাহাদের অপলাপে অশান্তি সমুদ্রে নিক্ষেপণ ; দ্বিতীয়টির কার্য্য সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার চিরচিত্র মলনির্ম্মুক্ত করিয়া, শান্তিকরীরূপে মনুষ্যহৃদয়ের সহ তাহার দৃঢ় সংযোজন। একের ফলে দারুণ তরঙ্গে পতিত হইয়া প্রকৃত কার্য্যকরণে অস্থির বা দূষিত হস্ত হইয়া থাকে ; অপরের ফলে মনুষ্য সচ্ছন্দ সৌরকরবিহসিত কূলভাগে প্রতিস্থাপিত হইয়া সানন্দ মনে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমটির আতিশয্যেই নাস্তিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃতিবহুল মানবকুলের অধ্যয়নভেদে সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্ব সময়েই, তত্ত্ববিদ্যা আর এক প্রকার দ্বিবিধ বিভাগে বিভাজিত হইয়া থাকে, তাহা আস্তিকতা ও নাস্তিকতা। সামাজিক তত্ত্ব সর্ব্বদাই আনুষ্ঠানিক হওয়ায়, নাস্তিকতা তথায় বড় তাল পাইয়া উঠে না ; কিন্তু জ্ঞানতত্ত্বে ইহার দৌরাত্ম্য কম নহে। অতএব আমাদিগকেও বাধ্য হইয়া জ্ঞানতত্ত্বকে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা ভেদে আলোচনা করিতে হইতেছে।

হিন্দুর তত্ত্বসংসারে মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যতগুলি দর্শন ও মনস্তত্ত্বের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এবং উপনিষৎ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রীয় জ্ঞানকাণ্ডের যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সকলই আস্তিকতা পরিপূর্ণ। কেবল একমাত্র চার্ব্বাককেই পূর্ণভাবে নাস্তিক মধ্যে গণনা করা যায়। অনেকে সাঙ্খ্যকে নিরীশ্বর সাঙ্খ্য বলিয়া নাস্তিক তত্ত্বগ্রন্থ মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন ; কিন্তু বস্তুতঃ দেখিতে গেলে নাস্তিকত্ব বলা যায় না, তবে উহা যে জটিল আস্তিকতা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য।

গ্রীকদিগের মধ্যে এই নাস্তিকতা ও আস্তিকতা ভাগ করিয়া লইতে যাওয়া একটু কঠিন। সে যাহা হউক, যদি কেবল পরলোকের অধিপতিত্বে বিশ্বাস থাকিলেই আস্তিকতা এবং তাহার বিপরীতে নাস্তিকতা বলা যায় ; তবে গ্রীক্‌দিগের আস্তিক তত্ত্বের উৎপত্তি থেলিস হইতে, যদিও তাহা নিতান্ত অস্ফুট ভাবে বটে ; এবং নাস্তিক তত্ত্বের অতি পরিষ্কারভাবে আরম্ভ আরিষ্টিপস

হইতে, এবং এপিকুরসের সময় আসিয়া তাহার চূড়ান্ত প্রাপ্তি হইয়াছে।

কলের গাড়ি।*

মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই যে সুন্দর কলবল, এই যে আশ্চর্য্য দেহ, এই যে আশ্চর্য্য বুদ্ধিবৃত্তি, এই সকল কেন? ভাল, বাষ্পীয় যানও ত কল; এই কলেরই বা উদ্দেশ্য কি? যেখানে বুদ্ধি খরচ সেই খানেই ত কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ মনুষ্য দেহ অথবা মনুষ্য মনে যাহা কিছু বুদ্ধি খরচ হইয়াছে সে কথার উল্লেখ না করিয়া, সামান্য মনুষ্য নির্ম্মিত কলের গাড়ির বুদ্ধি খরচের বিষয় এবং উহার উদ্দেশ্য বিষয় চিন্তা করা যাউক। কলের গাড়িতে কয়লা খাওয়াও, সেই কয়লা জ্বলিতে থাকুক, সেই জ্বলন্ত অগ্নি জলকে উত্তপ্ত করিয়া তাহা হইতে বাষ্প নির্গত করুক ও সেই বাষ্প বলপূর্ব্বক এ নল সে নল দিয়া গিয়া এ লৌহ দণ্ড ঐ লৌহ চাকা সমস্ত নাড়াইয়া দিউক, কলের গাড়ি চলুক, তাহার সহিত সংযুক্ত আরও কতকগুলি গাড়ি টানুক; তবে কলের গাড়ি-নির্ম্মাতার উদ্দেশ্য সাধন হইল। আর যদি কলের গাড়ি কেবল কয়লাই খায়, আর জলই উত্তপ্ত করে আর তর্জ্জন গর্জ্জন করে, তবে আর নির্ম্মাতার উদ্দেশ্য সাধন হইল না। সে কলের গাড়িকে হয় সংস্কার করিতে হয় অথবা উহা যদি একেবারে সংস্কারাতীত হইয়া থাকে তবে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার লৌহদণ্ড চাকা প্রভৃতি অবয়ব অন্য কার্য্যে লাগাইতে হয়। অনেক দেহতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিক মনুষ্যকে কলের গাড়ির সহিত তুলনা দেন। হাঁ, কলের গাড়ির সহিত মনুষ্যের কতক সাদৃশ্য আছে বৈ কি। লৌহদণ্ড না থাকুক, লৌহ নল না থাকুক, এই যে সকল দৃঢ় অস্থিদণ্ড, এই যে শিরা ও ধমনী রূপ নল সমস্ত দ্বারা আমাদের কলের গাড়ি একেবারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; এই যে স্নায়ু যন্ত্ররূপ কল চালাইবার হাণ্ডল; এই যে কলের ভিতর এক জন মানুষ একবার এদিগ একবার ওদিক, একবার এপথে একবার ও পথে, একবার উপরে একবার নীচে চারিদিকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, কতক সাদৃশ্য আছে বৈ কি। তবে এ কলের গাড়ির উদ্দেশ্য কি? এ কলের গাড়ির কি কেহ নির্ম্মাতা নাই? যে লোহার কলের গাড়িতে এক আনা রকম বুদ্ধি খরচ হইয়াছে সে কলের গাড়ির ত নির্ম্মাতা রহিয়াছে। তবে যে হাড়মাসের কলের গাড়িতে ১৬ আনা রকম বুদ্ধি খরচ, সে কলের গাড়ির কি কেহ নির্ম্মাতা নাই? হায় হায়! এই ভাঙ্গা কলের গাড়ির মধ্যেও যে গুণপণা দেখিতে পাই; এই সুরম্য হর্ম্যের ভগ্নাবশেষের মধ্যেও যে কারুগিরি দেখিতে পাই, নখের মুড়ি হইতে চুলের আগা পর্য্যন্ত চর্ম্ম চক্ষু দিয়াই হউক আর অনুবীক্ষণ

* মিস্ মিলমেনের ভবানীপুরস্থিত স্কুল গৃহে এক সভা হয়, তাহাতে বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন।

যন্ত্র দ্বারাই হউক, যে রূপ স্তরে স্তরে উপরে নীচে সকল স্থানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাই, তাহা দেখিলেই ত বুঝা যায় যে আমাদিগের নির্ম্মাতা আছেন। তবে তাহার এই কলের গাড়ি করিবার উদ্দেশ্য কি? এই গৃহ মধ্যে যে এত গুলিন কলের গাড়ি রহিয়াছে, সকল কলের গাড়িরই কি উদ্দেশ্য সাধন হইতেছে? অথবা কেবল উহারা পৃথিবীর কয়লা নষ্ট করিতেছে? আমরা কি কেবল দেশের চাল নষ্ট করিতেছি, আর কেবল নিষ্প্রয়োজন অথবা একেবারে অনিষ্টকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া চালের গরাম উপশম করিতেছি? কেহ বলিবেন ভাল খাও, ভাল পর, তাহা হইলেই জীবনের উদ্দেশ্য সাধন হইবে। কি বলিলে? কলের গাড়ির নির্ম্মাতার উদ্দেশ্য যেন কলের গাড়িতে কয়লা খায়? সোনা রূপার গিল্টিকরা কয়লা খায়? যে কলের গাড়ির এমন দশা তাহাকে না সারাইতে হয়, অথবা যদি যে সারানর বাহির হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়? তবে কি তুমি মনে কর, তোমার নির্ম্মাতার বুদ্ধি উপনির্ম্মাতাদিগের অপেক্ষাও কম? তাঁহার কি হিসাবের জ্ঞান নাই? কলের গাড়ি! ভ্রান্ত হইও না। বেশ জানিও কোন না কোন কারণে তোমার সাম্যভাব নষ্ট হইয়াছে। দিন দিন কয়লা খাইতেছ, সত্য বটে, অনুক্ষণ তোমার মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহাও সত্য বটে, কখন২ বা চাকাও ঘুরিয়া যাইতেছে বটে, তোমার মধ্যে অনেক তর্জ্জন গর্জ্জনও শুনিতে পাই বটে, কিন্তু তোমার সকল কল সমভাবে চলিতেছে না; রেলের উপর দিয়া সোজা হইয়া আপনিও চলিতেছ না, আর পাঁচ খানা গাড়ি যাহা তোমার সহিত যোড়া রহিয়াছে তাহাদেরও তুমি টানিয়া লইয়া যাইতেছ না। এই বিষম ভাব তুমি আপনিই জানিতে পারিতেছ। তাহা না হইলে তুমি মনে কিছুতেই সুখ পাও না কেন? কেনই বা তোমার তৃপ্তি বোধ হয় না, কেনই বা তোমার সর্ব্বদা যেন কতই অভাব, এই রূপ মনে হয়? কলের গাড়ি! তোমার সাম্যভাব নষ্ট হইয়াছে; কলের গাড়ি! তোমার সংস্কার আবশ্যক। হা সংস্কার ত আবশ্যক, কিন্তু কৈ সংস্কারশালা কৈ? ভাল হওয়া কাহার না ইচ্ছা, সুখী হওয়া কাহার না ইচ্ছা? কিন্তু সুখ কোথায়, ভাল হইবার পন্থাই বা কোথায়? সে পন্থা যদি থাকিত, প্রকৃত সুখ শান্তি পাওয়া যদি সম্ভব হইত, তবে কে না তাহা অনুসন্ধান করিত, কে না তাহার অনুবর্ত্তন করিত? কত লোকে কত উপায় করিল;—কত জপ, কত তপ, কত বেদ, কত পুরাণ, কত দর্শন, কত ধর্ম্মশাস্ত্র, কত রকমেরই উপায় হইয়া গেল, কেহ কিছুতেই ত এই কলের গাড়ির সাম্যভাব ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। এ উপায় অবলম্বন করি, দেখি শরীরের সৌষ্ঠবই বৃদ্ধি পায়; আর এক উপায় অবলম্বন করি, দেখি বুদ্ধি মত্তারই বৃদ্ধি পায়; আর এক উপায় অবলম্বন করি, দেখি বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য লোপ পাইয়া কেবল প্রেম অথবা ঔদাস্য অথবা আরও কোন না কোন হৃদয় গত ভাবের (Sentiment) বৃদ্ধি

হয়; আর এক উপায় অবলম্বন করিয়া দেখি, ধর্ম্ম-চিন্তার এত বাড়াবাড়ি হয় যে শরীর শীর্ণ হইতে থাকে এবং অন্যান্য মনোবৃত্তি ক্রমশঃ লোপ পায়। তবে সাম্যভাব কোথায়? প্রকৃত মনুষ্যত্ব কোথায়? এই পৃথিবীতে কি কখন কাহারও কল ঠিক চলিয়াছিল? না বুদ্ধদেবের, না রামচন্দ্রের, না শ্রীকৃষ্ণের, না চৈতন্যের, না মহম্মদের, কৈ কাহারও জীবনে ত মানুষিক সাম্যভাব দেখিতে পাই না; ইহাঁদের সকলেরই চরিত্রে কোন দিকে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, কোন দিকে বা অস্বাভাবিক খর্ব্বতা। সাম্যভাব কেবল এক জনে দেখিতে পাই। প্রকৃত মনুষ্যত্ব কেবল এক জনের জীবনে দেখিতে পাই। কেবল মাত্র এক ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি আজও জীবিত; সেই ব্যক্তিই কেবল কলের গাড়ি সারাইতে জানেন, এবং তিনি এক্ষণে ও সর্ব্বক্ষন আমাদিগের প্রত্যেকের ভাঙ্গা কলের গাড়ি সারাইতে প্রস্তুত আছেন ও তজ্জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

বন্ধুগণ, এই স্থানে আমরা জন কএক তাঁহার কারখানায় সংস্কৃত হইবার জন্য আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়াছি। সত্য বটে, হয় ত আমাদিগের মধ্যে কেহই বলিতে পারি না যে আমাদের কল ঠিক চলিতেছে—আমরা ঠিক ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছি। কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে অদ্যাবধি প্রত্যেক অকপট বিশ্বাসীর সাক্ষ্য যদি আপনারা গ্রাহ্য করেন, তবে বলি যে, আমরা সকলেই সর্ব্বদা অন্তর্ভূত সাক্ষ্য পাইতেছি যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপন আশ্চর্য্য সংস্কারোপায় দ্বারা আমাদিগকে ক্রমশঃ এমন সংস্কৃত করিতেছেন যে আমরা সকলেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে আমাদিগের এই ভগ্নাবস্থা একেবারে দূর হইবে, এবং নূতন আত্মা ও নূতন শরীরে চিরকাল আমরা অস্মৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য তাহা সাধন করিতে সমর্থ হইব।

শুদ্ধ অন্তর্ভূত সাক্ষ্য কেন? বাহ্য সাক্ষ্য দেখিলেও কি ঠিক তাহাই বোধ হয় না? এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? যেখানে যত খ্রীষ্টীয়তার বৃদ্ধি, সেই খানেই তত সমাজের উন্নতি, শারীরিক উন্নতি, মানসিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি। যে দেশে যখন খ্রীষ্টীয়তার হ্রাস হইয়াছে, সেই দেশের তখনই সমাজেরও প্রকৃত উন্নতির হ্রাস হইয়াছে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ফরাশিস্ রাজ্যে,—সমস্ত প্রকাশিত বাক্যকে পদতলে দলিত করিব; খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম মানা আর জুজু বুড়ি মানা উভয়ই সমান, অতএব তাহাকে উচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞানানুসারে সবলে চলিব,—এরূপ এক আন্দোলন হয়; কিন্তু সে চেষ্টা কত দূর সফল হইয়াছে, ফরাশিস বিপ্লবের বিষয় যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই জানিয়াছেন। ১৮, ১৯ শত বৎসরের অন্তর্ভূত ও বাহ্যিক এরূপ সাক্ষ্য আর কোথায় পাওয়া যাইবে? না বৈদিক সময়ে, না বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে, না পৌরাণিক সময়ে, না অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচলন

কালে, না মুসলমান সমাজে, না ব্রাহ্ম সমাজে, কোথাও এত কালের সপক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। আপনাদিগের মধ্যে কেহ২ হয় ত মনে করিতেছেন, "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে ত এ কথা খাটে না। কিছু কাল সময় দাও, দেখিবে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিবে। এই ত ৫০ বৎসর কাল মাত্র ইহা সমাজে পরীক্ষিত হইতেছে, এখনই ইহার ভাল মন্দ বিচার কেমন করিয়া চলিবে?" বন্ধুগণ, এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে। ঠিক যে রূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই মুহূর্ত্তে এই প্রদেশে প্রচারিত হইতেছে, ঠিক এই রূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, এই রূপে সকল ধর্ম্মের সার গ্রহণ করিয়া মাত ফেলিয়া দেওয়া, ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মিসর দেশে প্রচলিত হয়। সেই নিওপ্লেটনিক্ (Neo-platonism) মতের অভ্যুদয় ও পতন দেখিয়া কে না সমাজোন্নতি সম্বন্ধে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ক্ষমতা বিষয়ে নিরুৎসাহ হয়? যখনই কেশব বাবুর কথা শুনি অথবা তাঁহার লেখা দেখি, তখনই মনে করি যেন যে পরফাইরির (Porphyry) বিষয় ইতিহাসে পড়িয়াছি, সেই পরফাইরি চাক্ষুষ বর্ত্তমান। সমাজ ইতিহাসে যাহা এক বার হইয়া গিয়াছে সমাজ ইতিহাসে ঠিক সেই রূপ অবস্থায় ঠিক সেই রূপ ঘটিবে। সকল প্রকার উপায় অসার বোধ হইবে, কেবল খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সমাজোন্নতির এক মাত্র উপায় বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

এই সময়ে হয় ত আপনাদিগের মধ্যে কেহ২ মনে করিতেছেন, "হাঁ, ও জানা আছে; সকলেই ঐ রূপ আপন২ ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল দেখে। তুমি বলিতেছ যীশু প্রকৃত মনুষ্য, আবার এক জন মুসলমান বলিবে মহম্মদই আদর্শ মনুষ্য, এক জন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীও আসিয়া বলিবে বুদ্ধদেবই মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আবার এক জন বৈষ্ণব বলিবে প্রভু চৈতন্যের ন্যায় কি আর কেহ আছে? ও সকলই সমান, সকল ধর্ম্মই মিথ্যা। তবে আমরা এ দেশের, আমাদের এ দেশের দেবতা ও ধর্ম্ম প্রচারকগণকেই মানা উচিত।" বন্ধুগণ ভ্রান্ত হইবেন না। যীশু খ্রীষ্টে আর অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারকে যে প্রভেদ তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হয়। নাস্তিক প্রধান মিল ধর্ম্ম বিষয়ে যে তিন প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার শেষ ভাগে এই কথা লিখিত আছে;—"খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিপক্ষে বুদ্ধি খরচ করিয়া যতই কেন বলা যাউক না, খ্রীষ্ট স্বয়ং অপরিজ্ঞেয় ভাবে বিদ্যমান থাকিবেন। তিনি অতুল্য। তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল মহাত্মা হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা ইহাঁ হইতে অনেক নিকৃষ্ট; আবার যাঁহারা তাঁহার পর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কি তাঁহারই শিক্ষা প্রাপ্ত, তাঁহার শিষ্যগণেরও তাঁহার সহিত তুলনাই হয় না।" (Mill's Three Essays on Religion. p. 253.)

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কলের গাড়ির মধ্যে কেবল এক খানিই ঠিক চলিল, এ কেমন কথা? তিনি যে ভাঙ্গা কলের গাড়িকে কেমন করিয়া নূতন করিতে হয়, আর সেই নূতনীকৃত কলের গাড়িকে কেমন করিয়া চালাতে হয়, এই দেখাইবার

জন্যই এই পৃথিবীর মধ্যে আপন কলের গাড়ি চালাইয়া গিয়াছেন। ধন্য সেই আশ্চর্য্য গাড়ি, ধন্য তাহার গতি। হায় আমরা যদি তাঁহার ন্যায় চলিতে পারিতাম! বন্ধুগণ তাঁহার কথায় যদি আপনারা কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহার নিকট গেলেই আপনাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবে; কেন না তিনি আপনাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,"ওহে পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত ব্যক্তি সকল, আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।" ঈশ্বর আমাদিগের উপর বড় দয়ালু যে আমাদিগের ঠিক্ যাহা অভাব সেই অভাবের পূরণার্থে এক আশ্চর্য্য উপায় করিয়া সর্ব্বদা সকলকে আহ্বান করিতেছেন। এরূপ আহ্বান এরূপ উপায় যদি আমরা অগ্রাহ্য করি, অহমিকা অথবা ঔদাস্য প্রযুক্ত এ বিষয় অর্থাৎ এই কলের গাড়ি সারাইবার কারখানার বিষয়, মনুষ্যকে প্রকৃত মনুষ্য করিবার উপায়ের বিষয়, খ্রীষ্ট ও তাঁহার জীবিত অঙ্গ যে তাঁহার মণ্ডলী তদ্বিষয়, বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া না দেখ, তবে আমাদিগের মত নির্ব্বোধ. আমাদিগের মত পাষণ্ড আর নাই।

একতা।

২০২ পৃষ্ঠার পর।

প্রথমতঃ আমাদের আধার। আমরা সকলে খ্রীষ্টের সার্ব্বসভাভুক্ত। যাহাকে সচরাচর ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী বলা যায়, তাহা সার্ব্বত্রিক মণ্ডলীর শাখা মাত্র। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী বাস্তবিক যেরূপ প্রশস্ত, উদার, ব্যাপ্তিব্যঞ্জক ও নিৰ্ম্মল, সেরূপ মণ্ডলী এখন আর পৃথিবীতে নাই। ইহাতে সকল সত্যই পাওয়া যায়। কেহ২ বলিতে পারেন, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর সহিত আমাদের. সম্পর্ক কি? সে একটী জাতি বিশেষের মণ্ডলী মাত্র, আমরা দেশীয় মণ্ডলীভুক্ত। ইহার উত্তর এই, খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে এক প্রকারে বলা যাইতে পারে যে, ইহার ভিতরে জাতীয় সত্য নাই, জাতীয় মণ্ডলীও নাই, খ্রীষ্ট মণ্ডলী সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ বিশ্বজনীন। বস্তুতঃ যেমন একই মহাসাগর পৃথিবীর নানা প্রদেশে ও স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সাগর অথবা উপসাগর নামে পরিচিত হইয়া থাকে, সেইরূপ একই পবিত্র সার্ব্ব মণ্ডলী ভিন্ন২ দেশে গিয়া ভিন্ন২ জাতীয় নামে অভিহিত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত যাহা ভাল ও আদরণীয়, তাহা কোন বিশেষ জাতি অথবা দেশের স্বত্বাধিকার নহে। সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার আছে। ইংলণ্ডে যাহা এখন দৃষ্ট হয়, সেই সকলের উৎপত্তি কি সেখানেই হইয়াছে? না এ বিষয়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা সকল চলিতেছে। এসিয়া ইউরোপকে দিয়াছে, ইউরোপ এসিয়াকে দিতেছে, এমন সময় আবার আসিতে পারে যখন এসিয়া ইউরোপকে দিবে। সত্য সমস্ত জগতের

সম্পত্তি। যে সকল সত্য আগষ্টিন, ক্রুশস্থম্‌, বাসিল, আম্ব্রোস, সিপ্রিয়ান, লিয়ো, কালভিন, লুথর, ক্রান্মর অথবা রিডলী প্রচার করিয়াছেন, সে দেশ বিশেষের সত্য নয়, সে জগতের সত্য, সে ঈশ্বরের সত্য, তাহাতে সকলের সমান অধিকার। তাহা না হইলে আজ আরিষ্টটেলের আদর ইংলণ্ডে কেন এত বদ্ধমূল, সেক্ষপিয়ারেরই আদর ভারতবর্ষে কেন এত হইবে, কালিদাসের আদর জন্মদেশে কেন অপ্রতিহত রহিবে? ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী ভুক্ত হইয়াছি। ইহার ইতিহাস অতি গৌরবান্বিত, ইহার শিক্ষা অতি প্রশস্ত, ইহার ভাব অতি গম্ভীর ও উদার। ইহার উপাসনা প্রণালী শরীর মন স্নিগ্ধ হয়। সমুদ্র-গর্ভ নিহিত পাহাড়ের সদৃশ ইহা সুদৃঢ়। অনেক ভয়ঙ্কর বাত্যা ও তরঙ্গ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও ইহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কর্ত্তব্য সাধনই ইহার একমাত্র ব্রত; সকলকে ঐশ্বরিক জ্ঞানের একতাতে আনয়ন করাই ইহার ঐকান্তিক বাসনা। একবার সাধুবর্গের সহভাগিতার বিষয় ধ্যান কর, একবার মনে কর যে, জষ্টিন মার্টর, ক্রুশস্থম্‌, আগষ্টিন ইত্যাদি সহস্র২ সাধু অতি পূর্ব্বকালে যে সকল বিধি পালন করিয়াছিলেন তাহা তোমরা এখনও পালন করিতেছ, একবার মনে কর তাঁহাদের ব্যবহারদ্বারা যে সকল প্রার্থনা এক রকম পবিত্রীকৃত হইয়াছে, সেই সকল গভীর ভাব ও ভক্তি সূচক প্রার্থনাগুলি তোমরা ব্যবহার করিতেছ, একবার মনে কর যে গত বারবারে যে সকল প্রার্থনা ও ধর্ম্ম পুস্তকের অংশ আফ্রিকায় খ্রীষ্টভক্তগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা তোমরাও ব্যবহার করিয়াছ। যে আশায় ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানের খ্রীষ্টভক্তগণ উদ্দীপ্ত হন, তোমরাও সেই আশায় পুলকিত হইতেছ। ইহা কি কম আনন্দের বিষয়? ইহাতে কি কম ঐক্যভাব চিহ্নিত ও নিদর্শিত হয়?

ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর প্রাচীন ইতিহাস।

১৭৯ পৃষ্ঠার পর।

সেই সংস্কারের আরম্ভ এবং শেষ বর্ণনা করিতে গেলে অধিক সময়ের আবশ্যক, অতএব তৎকালে যে২ প্রধান বিষয় সাধিত হইয়াছিল সংক্ষেপে কেবল তাহারই উল্লেখ করিতেছি। ১৫৪৯ খ্রীঃ অব্দে ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্ব কালে একখানি প্রার্থনা পুস্তক রচিত হয়, তন্মধ্যে ধর্ম্ম শাস্ত্র সঙ্গত ঐতিহাসিক শিক্ষা, মত, রীতি, নীতি সন্নিবিষ্ট করা হয়। কিন্তু তাহাতে সন্নিবেশিত সকল বিষয় গ্রাহ্য করিতে অনেকে আপত্তি করায়, ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে একবার, এবং সর্ব্বশেষে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার, উক্ত পুস্তকের সংস্কার করিয়া সমগ্র ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী আবহমান কাল তাহা গ্রাহ্য এবং ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। অধিকন্তু ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ প্রকরণ প্রকাশিত হয়। মণ্ডলীর বিশ্বাস, রীতি, নীতি সমস্তই এই দুই পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে।

এই রূপে মণ্ডলী সংস্কারের পর যখন ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী সকলকে এই দুই খানি পুস্তক গ্রাহ্য করিতে অনুরোধ করেন, তখন কোনং লোক আরও অধিক সংস্কারের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মণ্ডলী হইতে বহির্গত হয়। ইহাদের মত এই যে, রোম মণ্ডলী দ্বারা যাহা কিছু ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই পরিত্যক্ত। মণ্ডলী তাহাদের এই অসঙ্গত কথা গ্রাহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহারা মণ্ডলী ত্যাগ করিল। ইহারাই বর্ত্তমান কালের ডিসেন্টাবদিগের প্রণেতা।

প্রৈরিতিক মণ্ডলী স্থাপিত হইবার প্রায় ৭০০ বৎসর ব্যাপিয়া সর্ব্বত্রই এক বিশ্বাস ছিল; তাহাতে প্রৈরিতিক সার্ব্ব মণ্ডলীর মধ্যে একতা ছিল। তৎকালে কোন স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে সম্রাটের সাহায্যে সর্ব্বদেশীয় মণ্ডলীর প্রতিনিধিদিগকে এক স্থানে একত্র করা হইত। এইরূপে সার্ব্ব মণ্ডলীর এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইলে পর ঐ সন্দিগ্ধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া যখন তৎবিষয়ে সর্ব্ববাদী সম্মত একটী মীমাংসা হইত, তখন সেই মীমাংসা খ্রীষ্টের সার্ব্ব মণ্ডলীর মীমাংসা, অতএব সকলেরই গ্রাহ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইত। অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় সার্ব্বমণ্ডলী যখন একমতে, কোন একটী বিষয়ের মীমাংসা করে, তখন যে তাহা সকলের গ্রাহ্য, "আমি জগতের শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের সহিত থাকিব" প্রভুর এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলেই এই বিষয়টী বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়।

এইরূপে সমবেত খ্রীষ্টের সার্ব্ব মণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত বিশ্বাসের পদার্থ সকল একত্র করিয়া, আমরা এখন যে তিনটী প্রতীতি বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে নাইস নগরে এইরূপ এক সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রভুর ভোজের সময় ব্যবহার্য্য প্রতীতি বাক্যের উৎপত্তি হয়। ইতিহাসে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে ৪২০ এবং ৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে আথানাসের প্রতীতি বাক্য বাচত হইয়াছিল। প্রেরিতদিগের প্রতীতি বাক্য সম্বন্ধে এইরূপ অতি প্রাচীন একটী কিম্বদন্তী আছে, যে প্রেরিতেরা যখন সুসমাচার প্রচারার্থে ভিন্ন দেশে গমন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটী বিশ্বাসের পদার্থের উল্লেখ করেন, তাহাতে তাঁহাদের সংখ্যানুসারে ১২টী বিশ্বাসের পদার্থ হয়। এই কথা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, ইহা নিশ্চয়, অতি প্রাচীনকালে সার্ব্ব মণ্ডলীতে এই প্রতীতি বাক্য প্রচলিত ছিল।

উল্লিখিত মতে সমবেত সার্ব্বমণ্ডলী দ্বারা যখন কোন বিষয়ের মীমাংসা করা হইত, তখন ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই তাহা করা হইত। এই তিনটী প্রতীতি বাক্যে যে সমস্ত বিষয় নিহিত আছে, আমরা এখন দেখিতেছি যে, সে সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকাশিত। রোম মণ্ডলীর নিকট হইতে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী এই বিশ্বাসের পদার্থ গুলি পাইয়াছে, এ কথা সাব্যস্ত হইলেও এমন বলা যায় না যে এ

গুলি কেবল রোম মণ্ডলীর মত। কেননা এ গুলি সার্ব্বমণ্ডলী দ্বারা স্থিরীকৃত খ্রীষ্টের শিক্ষা। সংস্কারের সময় সংস্কার কর্ত্তারা একদিকে ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অন্য দিকে এই প্রতীতি বাক্য গুলি রাখিয়া সমস্ত বিষয় নিরূপণ করেন এবং সকলে এক মতে এই বিশ্বাসের পদার্থ গুলি গ্রাহ্য করেন। কেবল পোপ যে সমস্ত ভ্রান্তি ও কুসংস্কার ইহাতে যোগ করিয়াছিলেন তাহাই পরিত্যক্ত হইল। যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহা রোমীয় নয়, খৈপ্রেরিতিক, অতএব তাহা আদরের বস্তু, পরিত্যাজ্য নয়। কিন্তু উপরে যে লোকদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা প্রকৃত সংস্কারক নয়, ফলতঃ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম মত বিপ্লবের পক্ষপাতী তাহারা মণ্ডলীর এই কার্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া, রোম মণ্ডলী কর্ত্তৃক যাহা ব্যবহৃত, এমন কি সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল তাহাও পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করে। তাহাদের এই অনুরোধ যে কত দূর অসঙ্গত কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রকাশ পাইবে। রোম মণ্ডলী যাহা স্পর্শ করিয়াছেন তাহাই পরিত্যাজ্য, এ কথা গ্রাহ্য করিলে ধর্ম্মশাস্ত্র, এমন কি খ্রীষ্টধর্ম্মও পরিত্যক্ত হইয়া উঠে। কেননা নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে, নিজ মত স্থাপনার্থে রোম মণ্ডলী ধর্ম্মশাস্ত্রের অযথা ব্যবহার এবং অন্যায় অর্থ করিয়াছেন, তাই বলিয়া কি ধর্ম্মশাস্ত্র ত্যাগ করা বিধেয়? সংস্কারকেরা এবম্বিধ অনুরোধ গ্রাহ্য করেন নাই; যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র-সঙ্গত, সার্ব্বমণ্ডলী-গ্রাহ্য এমন বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত মত সকল পরিবর্জ্জন করেন। তাহাতে উল্লিখিত ধর্ম্ম বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী পিউরিটানেরা মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া এক এক জন এক এক নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া বসেন। ইহাতে তাহারা সার্ব্বমণ্ডলীর শাখা ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর সহিত আপনাদের সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলেন। এই রূপে সার্ব্বমণ্ডলীর শিক্ষা অগ্রাহ্য করাতে সার্ব্বমণ্ডলীর সহিত তাঁহাদের সম বিশ্বাস থাকিল না। সম বিশ্বাস একতা ও সহভাগিতার মূল। যেখানে সম বিশ্বাস নাই সেই খানেই একতা ও সহভাগিতার অভাব। যখন সম বিশ্বাস থাকিল না, তখন সার্ব্বমণ্ডলীর সহিত তাহাদের একতা ও সহভাগিতা থাকিল না।

বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত ভিন্ন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়কে ডিসেন্টার বলা যায় উল্লিখিত পিউরিটানেরাই তাহাদের প্রণেতা, এই নিমিত্তই ইঁহারা ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর এত বিদ্বেষী। ইঁহারা এই বলিয়া ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন যে, এই মণ্ডলী আমাদের সহিত একতা ও সহভাগিতা রাখিতে চাহেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা এবম্ভূত কথা বলেন, তখন তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে এই একতা ও সহভাগিতা নষ্ট করিবার কারণ তাঁহারাই; কেননা ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী তাঁহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তাঁহারাই ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার সহিত সম বিশ্বাস রাখেন নাই, কাযে কাযেই একতা ও সহভাগিতা আপনাপনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর

সহিত যদি সার্ব্বমণ্ডলীর বিশ্বাস গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে পুনরায় অতি বাঞ্ছনীয় একতা ও সহভাগিতা সংস্থাপিত হইবে।

জষ্টিন্ মার্টার।

সত্যের জন্য যাহারা প্রাণ দেয়, ইংরাজীতে তাহাদিগকে মার্টার বলে। পরাকালে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যত বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়া যে কত সাধু লোকের প্রাণ গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। গত দুই মাসের বঙ্গবন্ধুতে আমরা এই রূপ দুই জন মার্টারের জীবন চরিত্র অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি। এবার আমরা সাধু জষ্টিনের জীবন চরিত্র লিখিব। ইগনেতিয়াস্ এবং পলিকার্প খ্রীষ্টের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, আর খ্রীষ্টীয়ানদিগকে উপদেশ ও শিক্ষা দিবার জন্য পুস্তকাদি ও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু জষ্টিন যিহুদী ও দেব পূজকদিগের নিকট তৎপ্রিয় খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতা এবং মাহাত্ম্য স্থাপন করিবার জন্য সুযুক্তি দেখাইয়া যত পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন তৎকালে আর কেহই তদ্রূপ করেন নাই। এই বর্ত্তমান কালে যাঁহারা জষ্টিনের পুস্তক পাঠ করেন, তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের ঐশিক শক্তির অধিকতর পরিচয় পাইয়া থাকেন।

পিলেস্তীয় দেশের অন্তর্গত ফ্লেবিয়া নিয়াপলিস্ নামক নগরে জষ্টিনের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা ও মাতা গ্রীক্ ছিলেন; অতএব তাঁহারা পুত্রকে তৎকালোচিত উচ্চ শিক্ষা দিয় ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল, একারণ তিনি কেবল সত্যের অনুসন্ধানেই রত থাকিতেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন পরিতৃপ্ত হইত না।

একদা কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেতোর (Plato) মতের বিষয় চিন্তা করিবেন ভাবিয়া সমুদ্রতীরস্থ কোন প্রান্তরে গমন করিয়াছিলেন। গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, এই নিমিত্ত পশ্চাতে যে এক জন বৃদ্ধ লোক তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। অবশেষে সেই বৃদ্ধের উপর দৃষ্টি পড়িলে বিস্ময়াভিভূত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এখানে কেন? তাহাতে বৃদ্ধ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন, তুমি এখানে আসিয়াছ কেন? জষ্টিন উত্তর দিলেন, আমি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া দর্শনতত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিব বলিয়া এস্থানে আসিয়াছি। কেননা দর্শনচিন্তা আমার অতি প্রিয় এবং জীবনের প্রধান কার্য্য।

বৃদ্ধ দার্শনিকেরা কেবল চিন্তাই করিয়া থাকে। বল দেখি কেবল চিন্তা অপেক্ষা কি কার্য্য করা ভাল নয়? আর বল দেখি, দর্শন কি সুখ দিতে পারে?

তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

ইহাতে কি প্রকার সুখ পাওয়া যায়?

সত্যের জ্ঞান।

দর্শন কি আমাদিগকে ঈশ্বর ও জীবাত্মার স্বভাব বিষয়ক জ্ঞান দিতে পারে?

তাহা কখনই পারে না। অতএব দর্শনকদিগের অপেক্ষাও প্রাচীন এবং যাঁহার ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া এই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা আলোচনা কর, তাহা হইলে প্রকৃত দার্শনিক হইবে। দেখিবে যে তাঁহারা যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, খ্রীষ্টেতে তাহা পূর্ণ হইয়াছে।

এই কথাগুলি বলিয়া বৃদ্ধ লোকটী চলিয়া গেলে পর জষ্টিন্ সত্য সত্যই সেই বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক দিকে প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের গ্রন্থ, অন্য দিকে প্রেরিতদিগের লিখিত পুস্তক; তাহার সঙ্গে২ খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিষ্কলঙ্ক, নিঃস্বার্থ জীবন এবং অবলীলাক্রমে সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন আলোচনা করিয়া জষ্টিন আর থাকিতে পারিলেন না; খ্রীষ্টের আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে আন্‌টনাইনস্ রোমের সম্রাট; তিনি ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, এই নিমিত্ত খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আদেশ ঘোষণা করেন নাই। তথাচ স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা পূর্ব্বগত সম্রাটদিগের নিষ্ঠুর আদেশানুসারে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে নানা প্রকারে তাড়না করিতেছিল। সাধু জষ্টিন্ সেই সময়ে সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া পুস্তকাকারে একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি তৎকালে খ্রীষ্টীয়ানদিগের সামাজিক রীতি নীতি, উপাসনার পদ্ধতি এবং তাহাদের জীবনের বিশুদ্ধতা নিদর্শন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাঁহার কথার সার উদ্ধৃত করা গেল;—

খ্রীষ্টীয়ানদিগকে অবলীলাক্রমে তাহাদের ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, যদি এই লোকেরা সংসার ও সাংসারিক সুখপ্রিয় হইত, তাহা হইলে কখনই এত সহজে প্রাণ দিতে পারিত না। কেননা প্রাণের অবসানে যখন সাংসারিক সুখের অবসান, তখন তৎপ্রিয় লোকে সর্ব্বতোভাবে তাহা রক্ষা করিতেই চেষ্টা করিবে। কিন্তু প্রাণ যায় তাহাও শ্রেয়, তথাচ ইহারা আপনাদের ধর্ম্ম অস্বীকার করে না। এই রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে পর আর আমি খ্রীষ্টীয়ান না হইয়া থাকতে পারিলাম না। কি রূপে ঈশ্বর সেবাতে আমরা আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকি, তাহা এখন বলিতেছি। যখন কোন ব্যক্তি আমাদের শিক্ষা গ্রাহ্য করে, তখন তাহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে সে আমাদের শিক্ষামতে চলিবে। এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পর, আমরা তাহাকে জলের নিকট লইয়া গিয়া পাপ মোচনার্থে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে স্নান করাই। এই স্নানে সে আমাদের ন্যায় পুনর্জ্জাত হয়। কেননা খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, পুনর্জ্জাত না হইলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এইরূপে পুনর্জ্জাত হইয়া আমরা সকলে এক সঙ্গে পশ্চাল্লিখিত মতে ঈশ্বরের উপাসনা ও ধন্যবাদ করিয়া থাকি—

প্রত্যেক রবিবার আমরা সকলে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করি। আমরা প্রার্থনা করিতেছি, এমন

সময়ে আমাদের অধ্যক্ষের নিকটে রুটী জল এবং দ্রাক্ষারস পূর্ণ একটী পাত্র আনীত হয়। তিনি তাহা লইয়া পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মার ধন্যবাদ করেন। এই সকল প্রার্থনা ও ধন্যবাদের শেষে আমরা সকলে এক সঙ্গে 'আমেন্' বলিয়া আপনাদের সম্মতি প্রকাশ করি। অবশেষে ডিকনেরা ঐ রুটী ও জল মিশ্রিত দ্রাক্ষারস পূর্ণ পাত্র লইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কিছু২ গ্রহণ করিতে দেন। আর যাহারা অনুপস্থিত, তাহাদের জন্য কিছু অংশ লইয়া যান। এই ভোজনকে আমরা "ইউথ্যারিষ্ট" বলিয়া থাকি। সকলেই যে এই ভোজ গ্রহণ করিবার যোগ্য এমন নয়। যাহারা আমাদের শিক্ষামতে চলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া পাপ মোচনার্থে উল্লিখিত মতে স্নাত হয়, কেবল তাহারাই ইহার যোগ্য। কেননা আমরা ইহাকে আর সামান্য রুটী ও দ্রাক্ষারস মনে করি না। আমরা বিশ্বাস করি, খ্রীষ্ট আমাদের ত্রাণের জন্য ঈশ্বরের কথাতে যেমন মাংস ও রক্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই রুটী ও দ্রাক্ষারস পরিপাক হইয়া যখন আমাদের মাংস ও রক্তের পুষ্টি সাধন করে, তখন তাঁহার কথাতে ইহা যীশুর মাংস এবং রক্ত হয়। খ্রীষ্ট স্বয়ংও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন—"লও খাও, এই আমার শরীর," "ইহা হইতে সকলে পান কর, কারণ এই আমার রক্ত।"

(ক্রমশঃ)

খ্রীষ্টমণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

(২১০ পৃষ্ঠার পর)

পৌল এক স্থলে স্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন যে পৃথিবী "জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পারিল না" (১ করি ১-২১)। মানবীয় বুদ্ধি ও বিচার শক্তি অতি উন্নত অবস্থায় উপনীত হইলেও তাহা অজ্ঞানতাতে পরিপূর্ণ থাকে। আমাদের জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে প্রস্ফুটিত হইলেও যে তাহা ঈশ্বরীয় বিষয়ে ঘোর অন্ধকারে পরিবেষ্টিত, তাহা বিশপ বটলরের "অ্যানালজি"নামক অপূর্ব্ব পুস্তক পাঠ করিলেই বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিবে যে যতই জ্ঞানের বিকাশ হইতে লাগিল, ততই মনুষ্য নৈরাশ্য পঙ্কে পতিত হইতে লাগিল। এই অজ্ঞানতা ও নৈরাশ্য হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে "মনুষ্যদের আকাঙ্ক্ষা" অর্থাৎ যেশু খ্রীষ্ট উপস্থিত হইলেন। যে বৃদ্ধ সিমিয়ন বিশ্বাস বাহুতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন,"হে প্রভো, এক্ষণে আপন দাসকে শান্তিতে বিদায় কর, কেননা আমার নেত্র তোমার পরিত্রাণ দেখিয়াছে" সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাৎকালিক এবং তৎপশ্চাৎবর্ত্তী সাধু লোকদের প্রতিরূপ স্বরূপ। ধর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষুধিত লোকদের নিকট ঈশ্বরের খ্রীষ্ট প্রকাশিত হইলেই অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে এই রব স্বতঃ উত্থিত হয়, "হে প্রভো, এখন আমাকে শান্তিতে বিদায় কর, কেননা আমার

নেত্র তোমায় পরিত্রাণ দেখিয়াছে।"

খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব ও প্রচার সম্বন্ধে বিলম্ব নির্দ্দেশ করিয়া অনেকে নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে। ইহা স্বীকার্য্য যে এই নিগূঢ় বিষয় সম্যক রূপে বুঝা আমাদের সাধ্য নহে। বিশপ বট-লর এ বিষয়ে প্রকৃতি হইতে অনেক যুক্তি দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে যে এই বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় তাহা নহে, তাহাতে কেবল এই মাত্র জানা যায় যে, সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যের জন্য অনেক২ অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও উপকারী বিষয় আছে, যাহার জ্ঞান ক্রমে২ পৃথিবীতে বিস্তারিত হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে এই মাত্র বলিতে পারি যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাব সময়ের পূর্ণতাতেই হইয়াছে। মনুষ্যের বিনয় ও বিশ্বাস পরীক্ষার জন্যই যেন এই রূপ হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ বিশ্বাস, নম্রতা ও ঈশ্বরের উপর দৃঢ় নির্ভর বিলক্ষণ রূপে প্রতিভাত হয়।

খ্রীষ্টধর্ম্ম আবির্ভাবের পূর্ব্বে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বিচার করিলেই উপরি উক্ত বিষয়টী একেবারে বোধগম্য হইবে। সেই সময়ে দার্শনিক ও নৈতিক সত্যের আবিষ্কারে অনেকে ব্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু যাহার জন্যে তাঁহাদিগের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ লালায়িত ও ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা দর্শন অথবা শুদ্ধ নীতি শাস্ত্রে পাইলেন না। তাহার জন্য ক্রমে২ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম আবির্ভাবের পূর্ব্বে মনুষ্যের বিশ্বাস ও বিনয় পরীক্ষিত হইয়াছিল। এখন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে; এখন যে পরীক্ষার সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম, তাহার দ্বারাই যে মনুষ্যের অনন্ত মঙ্গল ও উন্নতি সম্ভবে, এই সকল বিশ্বাস করিতে আমাদের বিশ্বাস ও বিনয়ের পরীক্ষা অবশ্য ঘটিয়া থাকে। অনন্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদের অনন্ত মঙ্গলের জন্য যে সকল উপায় করিয়াছেন, তাহা সসীম বুদ্ধি দ্বারা পরিমিত না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহা অসীম বুদ্ধি ও ন্যায়ের উপযোগী নয়, তাহা কোন্ ব্যক্তি বলিতে সাহস করিবে? এখনও পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্য আপনার বুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অগ্রাহ্য করে। মনুষ্য এক্ষণে ঈশ্বরকে গ্রাহ্য করুক, বা না করুক, যখন ঈশ্বর ন্যায় পূর্ব্বক বিচার করিয়া ধর্ম্মের পুরস্কার ও অধর্ম্মের দণ্ড বিধান করিবেন, তখন সকলেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের ন্যায়-পরতার প্রশংসাবাদন করিবে সন্দেহ নাই।

বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

(বিগত সংখ্যা বঙ্গবন্ধুর ২১১ পৃষ্ঠায় লেখা ছিল "কিন্তু দুর্ব্বল অবস্থায় কাহার২ উপর জল ঢালা যাইত না।" উহার পরিবর্ত্তে "কিন্তু দুর্ব্বল অবস্থায় কাহার২ উপর জল ঢালা যাইত" হইবে।)

৩। বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে শিক্ষা।

ক। বাপ্তিস্ম দ্বারা পুনর্জন্ম* লাভ হয়;—

"তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম হেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন।" (তীত ৩, ৫ পদ।)

"এই শিশু পুনর্জ্জাত হইল" বাপ্তিস্মের অব্যবহিত পরেই পুরোহিতের বচন। (প্রাঃ পুঃ পৃঃ ১৬৬, ১৮৫, ১৯৮।)

খ। পবিত্র আত্মা পাওয়া অথবা নূতনীকৃত হওয়া যায়। (তীত ৩, ৫। ইফি ৫,২৬।) "তুমি…এই তোমার দাসদিগকে জল ও পবিত্র আত্মা দ্বারা পুনর্জ্জাত করিয়াছ, এবং সমস্ত পাপের ক্ষমা প্রদান করিয়াছ।" প্রাঃ পুঃ পৃঃ ১৯৮, ১৮৬।

প্রার্থনা করি ইহাতে যেন নূতন মানুষ হইয়া উঠে। পৃঃ ১৬৪।

গ। পাপের ক্ষমা হয়।

"পাপ মোচনের নিমিত্ত যেশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও" (প্রেঃ ক্রিঃ ২; ৩৮, ২২; ১৬।)

"এই জল পাপের নিগূঢ় প্রক্ষালনার্থে পবিত্র কর। (প্রাঃ পুঃ পৃঃ ১৬৫, ১৯৮।)

ঘ। পরিত্রাণ হয়।

"বাপ্তিস্ম … আমাদিগকে পরিত্রাণে উত্তীর্ণ করে।" (১ম পিতঃ ৩; ২১।)

বাপ্তিস্ম পদ্ধতির ১ম ও ২য় প্রার্থনা দেখ।

সপ্তবিংশতি প্রকরণ।

"বাপ্তিস্ম যে বিশ্বাস স্বীকারের একটী চিহ্ন ও প্রভেদের লক্ষণ (যদ্দ্বারা খ্রীষ্টীয় লোকদিগকে অবাপ্তাইজিত লোক হইতে ভিন্ন জানা যায়) কেবল তাহা নয়, বরঞ্চ তাহা পুনর্জন্মেরও এক চিহ্ন যদ্দ্বারা (যেমন কোন উপকরণ দ্বারা) বাপ্তিস্মের প্রকৃত গ্রহীতারা খ্রীষ্ট সংভুক্ত হয়। পাপ মোচনের এবং পবিত্র আত্ম কর্তৃক ঈশ্বরের সন্তান পদে উন্নীত হইবার অঙ্গীকার দৃশ্যরূপে স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত হয়, বিশ্বাস দৃঢ় হয়, এবং ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করায় প্রসাদ সম্বর্দ্ধিত হয়।

……শিশুদের বাপ্তিস্ম সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্ট নিয়োজনের অনুমোদিত হওয়াতে তাহা সর্ব্বতোভাবে খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে সংরক্ষণ করা কর্ত্তব্য।"

চ। বাপ্তিস্ম একটী সাক্রামেন্ট "সংস্কার" অর্থাৎ নির্বন্ধ (১)। আমরা এক জনকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, তাহার বেতন স্থির করিয়া থাকি ও সেও আমাদিগের কার্য্য করিবে ও বশীভূত থাকিবে

*পুনর্জন্ম (Regeneration) ও মনঃপরিবর্ত্তন (Conversion) এই দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু। পুনর্জন্ম হইলে আমরা ঈশ্বরের পরিবার মধ্যে গণ্য হই। এবম্প্রকার অধিকার বাপ্তিস্মে পাওয়া যায়। পুনর্জন্ম হইলেও মনুষ্য ঘোর পাপে পতিত হইতে পারে এবং এতাদৃশ লোকদিগের মনঃপরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক।

(১) বাপ্তিস্ম যে একটী নির্বন্ধ (Covenant) তাহা যাহারা স্মরণে রাখে না তাহারাই কেহ২ মনে করে যে শিশুরা বাপ্তাইজ হইবার উপযুক্ত পাত্র নহে। নাবালকের হইয়া অভিভাবকেরা নিয়ম করিয়া থাকে ও সেই নিয়ম বালকটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পালন করিতে বাধ্য হয়। পুরাতন নিয়মে দেখা যায় যে শিশুরাও পরিচ্ছেদ দ্বারা ঈশ্বরের সহিত নিয়মে আবদ্ধ হইতে পারিত। (আদি ১৭, ৯; ১২।)

এমন প্রতিজ্ঞাতে আবদ্ধ হয়। তদ্রূপ ঠিক ঈশ্বর আমাদের সহিত নিয়ম করিয়া থাকেন। তিনি উপরোক্ত প্রসাদ বাপ্তিস্মে আমাদিগকে দান করেন ও আমরাও তজ্জন্য কতকগুলি কার্য্য করিতে বাধ্য হই।

ঈশ্বর আমাদিগকে,

১। "খ্রীষ্টের অঙ্গ" অর্থাৎ খ্রীষ্টের সহিত সংযুক্ত, (১ কর ১২, ১২-১৪।)

২। "আপনার সন্তান," (গালা ৪, ৪; ৫। এবং

৩। "স্বর্গ রাজ্যের উত্তরাধিকারী." (১ পিতঃ ১, ৪।) করেন।

পুনর্জাত হইলে এই সকল আমাদের অধিকার হয়।

আমরাও "নিজ পক্ষে বিশ্বস্তরূপে অঙ্গীকার" করি যে,

১। পরামনন অর্থাৎ "শয়তান ও তাহার ক্রিয়া সকল, ও এই কুসংসারের আড়ম্বর, অসারতা ও সংসারের সমস্ত পাপাভিলাষ সকল পরিত্যাগ করিব।"

২। বিশ্বাস অর্থাৎ "খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের পদার্থ সকল প্রত্যয় করিব।" (প্রেঃ ক্রিঃ ১৬, ৩।)

৩। বশ্যতা অর্থাৎ ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা ও আজ্ঞা সকল পালন করিব, ও যাবজ্জীবন তদনুসারে চলিব। (সাঃ মথি ৭, ২১। প্রাঃ পুঃ ১৮৮, ১৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।)

বাপ্তিস্মের প্রতিরূপ।

১। নোহের জাহাজ। ১ পিতর ৩, ২০-২১।*

২। সুফ সমুদ্র পার হওয়া। ১ করঃ ১০, ১-২।*

৩। খ্রীষ্টের সহিত সমাহিত হওন। রোমীঃ ৬, ৪। প্রাঃ পুঃ পৃঃ ১৬৬।

৪। পরিচ্ছেদ। কলঃ ২, ১১; ১২।(২) প্রাঃ পুঃ পৃঃ ১৬৪ দ্বিঃ প্রাঃ।

বিবিধ বিষয়।

মান্দ্রাজের সহকারী বিশপ কাল্ডোয়েল প্রপেগেসন সোসাইটীর বাৎসরিক সভার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিদংশ আমরা এস্থলে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। তিনি বলেন, তিনেবেলি অঞ্চলে ১৮৭৭ সাল অবধি বাপ্তাইজিত লোকের সংখ্যা ১৭০০০ হইতে ২৯০০০ হাজার এবং শিক্ষাপ্রার্থীর (ক্যাটিকিউমান) সংখ্যা ১৫০০০ হইয়াছে। গত বৎসরে ১৬৪৪ লোক (তাহার মধ্যে ৬০০ বয়ঃপ্রাপ্ত) বাপ্তিস্মদ্বারা খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে গৃহীত হয়। সহভাগ গ্রহণকারির সংখ্যা এখন ৬৫০০। তিন ছয় বৎসর কাল বিশপের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ৫৩৪৫ জনের উপর হস্তার্পণ করিয়াছেন। ৩২৫ প্রার্থনা সমাজ স্থাপন করা হইয়াছে, ২২০০০ লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা লইয়া থাকে, ১২০০০ জন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ২০০ শিক্ষক ও আট দশ জন পরিচারক তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। বিশপ কাল্ডোয়েল এক্ষণে রুগ্ন

*বাপ্তিস্ম পদ্ধতির প্রথম প্রার্থনা দেখ।
(২) ২৩৫ পৃষ্ঠা (১) চিহ্নিত নোট দেখ।

আছেন, কিন্তু তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন ও আমাদেরও ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা যে, তিনি স্বাস্থ্য লাভ করিয়া শীঘ্র ভারতে পুনরাগমন করিবেন।

আমাদের পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকে জানেন যে মহামতি লাহোরের বিশপ ফ্রেঞ্চ পারস্য দেশ দিয়া বিলাতে যাইতেছেন। তিনি মুসলমানদের ভাষা ও ধর্ম্ম বিষয়ে অতি পারদর্শী, অতএব উক্ত দেশীয়দের যে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইবেন ও তাহাতে প্রভুর কার্য্যের উন্নতি হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ এ বিষয় আমরা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি।

গত ২৭শে এপ্রেল শুক্রবারে লণ্ডন নগরে সেন্ট জেম্‌স নামক ভবনে প্রপেগেসন সোসাইটীর বার্ষিক সভা সমারোহ পূর্ব্বক হইয়া গিয়াছে। মণ্ডলীর বিশপ ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষেরা তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদিগের নূতন আর্চ বিশপ বেনসন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী সুদীর্ঘ, উৎকৃষ্ট, জ্ঞানগর্ভ ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। স্থানাভাবে আমরা তাহা এখন পাঠকবর্গের নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ভক্তিভাজন কলিকাতার বিশপ ও মান্দ্রাজের সহকারী বিশপ কাল্‌ডোয়েল্ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য থাকাতে সভাপতি মহাশয় শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর বেলমোয়ের আরেল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে সেক্রেটরি পাদরি টকার গত বৎসরের কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। গত বৎসরে ১৪৫০০০০ সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ লক্ষের অধিক আয় হইয়াছে। ৫২৭ জন পুরোহিত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহার মধ্যে আসিয়া খণ্ডে ১৬১, আফ্রিকাতে ১২৯, আষ্ট্রেলিয়া ও তন্নিকটস্থ দ্বীপাদিতে ২৮ এবং আমেরিকায় ২১৬ আর ইউরোপেও ১ জন আছেন। ক্যাটিকিষ্ট ও অন্যান্য শিক্ষকের সংখ্যা ১৪০৪। একটী অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে ২২টী বিশপের অধীনস্থ প্রদেশ, (যাহাদিগের লালন পালনের জন্য সোসাইটী ইতিপূর্ব্বে অনেক যত্ন ও ব্যয় করিয়াছিলেন,) এক প্রকার স্বাধীন হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা সোসাইটীর কাছে আর টাকার জন্যে প্রায় হাত পাতে না, আপনারা সে সকলের যোগাড় করিয়াছে। এরূপ শুভ দিন বঙ্গের কখন হইবে বলা যায় না। আমাদিগের বিশপ মহাশয় তথায় কোন বিশেষ বক্তৃতা করেন নাই, আশীর্ব্বাদ করিয়া সভার কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন।

কএক বৎসর হইল, রুশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্দরের (আমাদের মহারাজ্ঞীর বৈবাহিক) নিহিলিষ্টদের হাতে অপমৃত্যু হয়, এবং তাহার পুত্র বর্ত্তমান সম্রাট রাজ্য ভার পাইলেন বটে, কিন্তু উক্ত দুরাত্মাদের ভয়ে তাঁহার অভিষেক হয় নাই, সর্ব্বদা প্রাণ ভয়ে তাঁহাকে অস্থির ও গোপনে থাকিতে হইত। কিছু দিন গত হইল ঐ কার্য্য

রুশিয়ার প্রাচীন রাজধানী মসকাউ নগরে, নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে অনেক রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত-লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট নাকি গাড়িতে চড়িয়া সৈন্য সামন্ত না লইয়া বাঁদা রোসনাই ও বাজি দেখিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে অনেক দান বিতরণ হইয়াছিল ও সম্রাট দেশ বিজয়ে ক্ষান্ত থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞাটী বড় মন্দ নয়, কার্য্যে পরিণত হইলেই বড় ভাল। পরের ধনে লোভ পরতন্ত্র না হইয়া নিজ স্বত্বের যদি উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ করেন, তাহা হইলে সকলেরই মঙ্গল।

আমাদের মহারাজ্ঞীর তৃতীয় পুত্র (ডিউক অব্ কনট) সৈনিক পদে নিযুক্ত হইয়া সস্ত্রীক কিছু দিনের জন্যে ভারতে আসিবেন। তাঁহাদের দুইটী শিশু সন্তানকে ডাক্তারেরা সঙ্গে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর জানানা মিসনরী সোসাইটীর তৃতীয় বাৎসরিক সভা ৩ মে তারিখে হইয়া গিয়াছে। সোদর ও ম্যানের বিশপ সভাপতি হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ২৮ স্থানে কর্ম্ম চলিতেছে। ২৬০ জন সেই কার্য্য করিয়া থাকেন। গত বৎসরের আয় ২৩৬৩৮০ টাকা এবং খরচ বাদে ১৬৮৬০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আমাদের গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য, জানানা মিসন ছাড়া আর কোন উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

বিখ্যাত সংস্কৃত ভাষাবিৎ মনিয়ার উইলিয়মস একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। ভারতের রাজারা ও অন্যান্য অনেক ধনাঢ্য লোক এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন এবং কতকগুলি উদারচিত্ত ইংরাজেরাও ইহাতে যোগ দিয়াছেন। অভিপ্রায়টী এই যে অক্স-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যেন একটী এমন স্থান প্রস্তুত হয়, যথায় ভারতের সকল বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্যে নানা গ্রন্থ দি থাকিবে ও মধ্যে২ ভারতীয় বিষয়ে বক্তৃতাদিও হইবে। কিছু দিন হইল আমাদের রাজকুমার ইহার প্রথম প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। অতএব শুভ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। এই উপলক্ষে ভারতের কর্ত্তৃপক্ষেরা ও অন্যান্য ভদ্র ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন। এ দেশে দেশীয় ও বিদেশীয়দের মধ্যে এখন যে গোলমাল চলিতেছে তাহার মূল কারণ কুসংস্কার, এবং অজ্ঞানতা কুসংস্কারের জনক অথবা জননী বলিলে বলা যাইতে পারে। সুতরাং যে কোন প্রকারে অজ্ঞানতার অপনোদন হয় তাহাই প্রার্থনীয়। বাঙ্গালী ও ইংরাজ তৈল আর জলের ন্যায় একত্র হইলে হইবে না, আর কিছু মেশামিশি চাই।

বিগত মে মাসের আরম্ভে চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটীর বার্ষিক সভা হয়; কান্টরবরির আর্চ বিশপ সভাপতির কার্য্য করেন। তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহার মধ্যে একটী বিষয় মাত্র এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি বলেন, "সে দিন প্রপগেসন সোসাইটীর বার্ষিক সভাতে চর্চ্চ মিসনরি সোসাইটীর সেক্রেটরি-

দিগকে আমার সন্নিকট বসিতে দেখিয়াছিলাম, অদ্য সেই রূপ প্রপগেসন সোসাইটীর সেক্রেটরিরা তদ্রূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন; এটী আনন্দের বিষয় ও শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।" আমরাও তাই বলি। ঐ দুই সোসাইটীর কলিকাতাস্থ সেক্রেটরিদের মধ্যে বোধ হয় বেশ হৃদ্যতা আছে, মিসনরিদের মধ্যে কেবল কখন কখন এই ভাব শুক্‌না রকম দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু মাথা চোকা হইলেই আমাদের মনটা সন্তুষ্ট হয়। বাঙ্গালী ভ্রাতাদের মধ্যে একতা ভাব বিলক্ষন আছে, ভরসা করি, আরো বৃদ্ধি পাইবে। সে যাহা হউক উক্ত সভায় অনেক উচ্চ দরের লোক উপস্থিত ছিলেন ও আমাদের বিশপ একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সার এই যে ভারতের স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যক, নামধারী বিদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান আছে, ইহাদের দ্বারা কেবল অনিষ্টই হইতে পারে। অতএব যাহাতে ইহারা উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে এই রূপ চেষ্টা করা সকলের উচিত। সেক্রেটারির কার্য্য বৃত্তান্ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে গত বৎসরে আয় ২২,৫২৩১০ টাকা এবং ব্যয় ২১,৯৭৪৪০ টাকা হইয়াছে। কার্য্যস্থান ২০৬; ২২৭ জন বিদেশীয়, ২৪৪ জন দেশীয় পুরোহিত, ৪৪ জন শিক্ষক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং নিম্ন-শ্রেণীভুক্ত ২,১০৬ জন ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। ভারতে দেশীয় খ্রীষ্টাশ্রিতের সংখ্যা ৫ লক্ষ, তাহার মধ্যে চর্চ মিসনরি সোসাইটীর অধীনস্থ ১ এক লক্ষ।

বৰ্দ্ধমান মিসনে একটী কায়স্থ কুলোদ্ভব যুবক খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত আছেন। কিছুদিন পরে ভরসা করি, তিনি মণ্ডলীভুক্ত হইয়া প্রকাশারূপে আপনার ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিচয় দিবেন। যুবকটী কোন খ্রীষ্টীয় পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন নাই ও কোন খ্রীষ্টীয় মিসনরি বা প্রচারকের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বার্ত্তাও কন নাই, কিন্তু কেবল সুসমাচার ও ট্রাক্ট পাঠ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সত্যতার প্রমাণ পাইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সত্য বুঝিলে ও আত্মীয়গণের অনুরোধে প্রকাশারূপে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীভুক্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া এ তাবৎকাল হিন্দু সমাজ মধ্যে কালক্ষেপ করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে খ্রীষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন। এক্ষণে বর্দ্ধমানে থাকিয়া খ্রীষ্টীয় শিক্ষাদি লাভ করিতেছেন। ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিমিত্ত অনুগ্রহ করিয়া প্রার্থনা করিবেন, যেন তিনি সরল মনে ভক্তি সহকারে খ্রীষ্টকে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে গত মাসে মহানাদ মিসন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী মৰ্কর বি, এ, খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস স্বীকার করিয়া জল সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। গোষ্ঠবিহারী বাবু যে নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জীবনে ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত ও সবলীকৃত হইয়া খ্রীষ্টের গৌরব করিতে পারেন, ইহা

আমাদিগের হৃদয়গত প্রার্থনা ও বাসনা।

আমরা নিম্ন লিখিত পত্র খানি সাদরে গ্রহণ করিলাম। বঙ্গবন্ধু চর্চ অব্ ইংলণ্ডের পত্র, অতএব চর্চ অব্ ইংলণ্ড যদ্রূপ বিশাল ও প্রশস্ত, তদ্রূপ বঙ্গবন্ধুও প্রশস্ত হইবে। "ইংরেজি মণ্ডলীর একজন পুরোহিত" অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যদি আমাদের সমালোচিত বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া লিখিতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে কোন মতে বাধ্য হইব না। চর্চ মিশনরী সোসাইটী প্রপাগেসন্ সোসাইটী অথবা অক্সফোর্ড মিসনের সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব আমরা মানি না। যাহা প্রার্থনা-পুস্তকের বহির্ভূত অথবা বিপরীত, সে প্রকার ধর্ম্মনীতি অথবা বিধি আমাদের অনুমোদনীয় নহে। তাহা বঙ্গবন্ধুতে সম্পাদকীয় মত রূপে কখন স্থান পাইবে না। তবে যাহার যাহা ইচ্ছা একেবারে ধর্ম্ম ও নীতি বিরুদ্ধ না হইলে তাহা লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। আমরা ভরসা করি, "ইংরেজি মণ্ডলীর একজন পুরোহিত" সকল কাটেখিস্মের দোষ ও ভ্রম দেখাইয়া দিবেন, নচেৎ কেবল "রোমীয়" ভ্রম বলিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। বোধ হয় চর্চ অব্ ইংলণ্ডের এক জনও সভ্য বলিতে সাহস করিবেন না যে, রোমীয় মণ্ডলীতে নিরবচ্ছিন্ন ভ্রম, সত্যের অণুমাত্রও নাই। তবে কোন্টী বিশেষ রোমীয় ভ্রান্তি উক্ত কাটেখিস্মে আছে, তাহা দেখাইয়া দিলে আমরা বড় বাধিত হইব। ব, স।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আমি আপনার পত্রের শেষ সংখ্যা পাঠ করিয়া দেখিতে পাইয়াছি যে, আপনি বঙ্গীয় পুরোহিত ও আচার্য্যগণকে অনুরোধ করেন যেন অক্সফোর্ড মিশনের কাটেখিস্ম খানি তাহার সকলে মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। আপনি কি ঐ কাটেখিস্ম খানি পাঠ করিয়াছেন? আমার এক জন বন্ধু উহা পাঠ করিতে২ বলিলেন, "আমি দেখিতে পাইতেছি. ইহা রোমান কাথলিকদের পুস্তক।" কোথা হইতে আসিয়াছিল. ইহা না জানিয়া, কেবল ভাব দেখিয়া তিনি সেই রূপ অনুমান করেন। আর এই রূপ অনুমান করিবার বিলক্ষণ কারণও ছিল। কেননা উক্ত কাটেখিস্মের মত ও শিক্ষা ইংরেজি মণ্ডলীর মতের সঙ্গে না মিলিয়া, বরং রোমান কাথলিক মতের সঙ্গে মিলে। ইংরেজি মণ্ডলীর মতের অনেকানেক কথা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, আর ইংরেজি মণ্ডলীর মতের অতিরিক্ত, এমন কি, বিপরীত কথাও উহার মধ্যে পাওয়া যায়। আপনি যদি আপনার কাগজকে ইংরেজি মণ্ডলীর পত্র বলিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে ঐ কাটেখিস্মের বিষয়ে লোকদিগকে চেতনা দিবার জন্য এই পত্র খানি বঙ্গবন্ধুর এক পার্শ্বে ছাপাইয়া দিবেন।

"ইংরেজি মণ্ডলীর একজন পুরোহিত।"

৭

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড।] ১লা আগষ্ট ১৮৮৩। [১১ সংখ্যা।

বঙ্গদেশীয় চর্চ্চ কৌন্‌সিল।

বিগত ৯ই ও ১০ই মে তারিখে কলিকাতা মৃজাপুর মিসন্ বিদ্যালয়ে উক্ত চর্চ্চ কৌনসিলের বার্ষিক অধিবেশন হয়। ঐ কৌন্‌সিলে চর্চ্চ মিসন সোসাইটীর অধীনস্থ বঙ্গদেশীয় মণ্ডলী সমূহের প্রতিনিধি ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা, খিদিরপুর, আগরপাড়া, কৃষ্ণপুর, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভ্রাতৃগণ সমাগত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা অনেকে সভার পূর্ব্বদিনে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত রেভঃ রাজকৃষ্ণ বসু ইহাঁদিগের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। সমাগত লোকদের সংখ্যা ন্যুনাধিক ৬০ জন হইবে। সভার পূর্ব্ব সন্ধ্যায় মৃজাপুর ট্রিনীটি উপাসনালয়ে ভ্রাতৃগণ একত্র হইয়া উপাসনাদি করিয়াছিলেন। উপাসনা কালে শ্রীযুক্ত রেভঃ রাজকৃষ্ণ বসু মহাশয় প্রথম করিন্থীয় পত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে খ্রীষ্টীয় প্রেম বিষয়ক একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। পর দিন প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকার সময় মণ্ডলী সমূহের সভ্যগণ এবং কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে প্রভুর ভোজ সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছিল। ন্যুনাধিক ৮০ জন প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেন।

উপাসনান্তে ভ্রাতৃগণ স্নান ভোজনাদি করিয়া পুনর্ব্বার মৃজাপুর স্কুলগৃহে সমবেত হন। সভাপতি শ্রীযুক্ত রেভঃ ব্র্যাকেট সাহেব একটী উত্তম বক্তৃতা করিয়া সভার বিগত বৎসরের ঘটনা সকল বিবৃত করেন। তৎপরে রেভঃ মোলাম বিশ্বাসকে পূর্ব্ব নিরূপিত প্রস্তাব পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। প্রস্তাবটী

এই ;—"বহিঃস্থ লোকদিগের মধ্যে সুসমাচার বিস্তার করণে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কর্ত্তব্য কি ?" তাঁহার পাঠ সাঙ্গ হইলে উক্ত বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু ন্যাথানিয়েল সরকারকে আর একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে বলা হয়। পরে সভাপতি মহাশয় সভ্যদিগকে পঠিত প্রস্তাব সম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে ন্যূনাধিক তের জন নিজ নিজ মত ব্যক্ত করেন। তৎপরে, আর দুইটী প্রবন্ধ রেভঃ পি, এম্, মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু ইব্রাহিম বক্সী কর্ত্তৃক পঠিত হয়। সেই প্রস্তাবদ্বয়ের অন্তর্গত বিষয় এই, "শিক্ষা সম্বন্ধে খ্রীষ্টমণ্ডলীর কর্ত্তব্য কি ?" প্রস্তাবদ্বয় পঠিত হইলে পর সভ্যদের মধ্য হইতে প্রায় দশ জন ভ্রাতৃগণ মতামত প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন। পরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবদ্বয় সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে প্রার্থনা হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। পরে সন্ধ্যার সময় ট্রিনীটি চর্চ্চে উপাসনা হয়, তদুপলক্ষে রেভঃ সার্থক বিশ্বাস উপদেশ দেন।

পর দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে উপাসনা ও ভোজনান্তে ভ্রাতৃগণ পুনর্ব্বার মৃজাপুর স্কুলগৃহে সমবেত হন। এই সভাতে কৌন্সিলের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলী হইতে প্রতিনিধিগণ এই সভাতে মতামত প্রকাশ করিতে অধিকার পাইয়াছিলেন। উপস্থিত মিসন কর্ম্মচারী ও বন্ধুগণ, পরিদর্শক ও শ্রোতা স্বরূপ হইয়া সভাস্থ ছিলেন। প্রার্থনার পর অবৈতনিক সেক্রেটরি ও তৎপরে কোষাধ্যক্ষ মহাশয় চর্চ্চ কৌন্সিল সম্বন্ধীয় কার্য্য ও আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় বিবরণ পাঠ করেন। বিবরণ দ্বয় পাঠে অবগত হওয়া গেল যে, কাউন্সিলের কার্য্য সুচারু রূপে চলিতেছে, এবং ক্রমেং উন্নতি হইবার আশা আছে। আয়ের কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে, আর সেই বৃদ্ধিতে ভ্রাতৃগণের ধর্ম্ম বিষয়ে দানের প্রমাণ পাওয়া গেল। এটী অবশ্যই সুলক্ষণ। ভরসা করি, মণ্ডলীভুক্ত সকল ভ্রাতৃগণের এই বিষয়ে উন্নতি হইবে। উক্ত কার্য্য বিবরণ পাঠ হইলে, প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রতিনিধি নিজং মণ্ডলীর পারমার্থিক ও পার্থিব অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। তদ্দ্বারা প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রকৃত অবস্থার পরিচয় কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া গেল। কোন কোন স্থানের ধর্ম্ম বিষয়ক উদ্যোগ শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কোনং ভ্রাতৃগণের অনুপযুক্ত ও জঘন্য আচরণের যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়া অন্তঃকরণ দুঃখার্ত্ত হইল। কৃষ্ণনগর অঞ্চলে বিবাহ সম্বন্ধে ভ্রাতৃগণের মধ্যে সুনিয়ম সংস্থাপনের নিতান্ত প্রয়োজন। বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের পরিবর্ত্তন যাহাতে হইতে পারে তন্নিমিত্তে একটী সব-কমিটী নিযুক্ত হয়। তাঁহাদের বিবেচনায় কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট কোন বিষয়ের আবেদন করিতে হইলে, তাঁহারা সভার সম্মতি ক্রমে তাহা করিতে পারিবেন, ইহা স্থির হইল। তাহার পর মণ্ডলীর বালক বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়, বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর অঞ্চলস্থ খ্রীষ্টীয়গণের যাহাতে শিক্ষা সম্বন্ধে উপকার

হয় তাহার অনেক উপায় উল্লিখিত হইল। এই অভীষ্ট সিদ্ধির আশয়ে উপস্থিত সভ্যগণ একটী চাঁদার কাগজ প্রস্তুত করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বাক্ষরিত করেন, এবং ইহাতে আপনাদের এ বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ করেন। মণ্ডলীর মধ্যে যাহাতে শাসন প্রণালী সুচারুরূপে সংস্থাপিত ও কার্য্যে পরিণত হয় এবং যাহাতে মণ্ডলীর সকল কার্য্য সুচারুরূপে চালিত হয়, তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়াছিল। বিশেষতঃ, মণ্ডলীভুক্ত নবভক্তদিগের সাহায্যার্থ যাহাতে একটী ফণ্ডের সৃষ্টি হয়, তদ্বিষয়ে কথা বার্ত্তা হয়। প্রতিনিধিগণ এই সভাতে আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে কথোপকথন ও মতামত প্রকাশ করিয়া চর্চ্চ কাউন্সিলের জীবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বোধ হইতেছে সভ্যগণ ক্রমে২ চর্চ্চ কাউন্সিলের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য বিশেষ রূপে অবগত হইয়া তদনুষ্ঠানে আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিতে থাকিবেন। মণ্ডলী সমূহের তত্ত্বাবধান ও আভ্যন্তরীণ কার্য্য সকল পরিচালনের ভার চর্চ্চ কাউন্সিলের উপর সমর্পিত হওয়াতে দেশীয় ভ্রাতৃগণ আত্মশাসন প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। আশা করি, তাঁহারা ক্রমে এ বিষয়ে সমুচিত দক্ষতা লাভ করিয়া দেশীয় মণ্ডলীর উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।

উপরোক্ত বিষয় গুলি স্বীকৃত হইলে পর সভাপতি মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিয়া সভাভঙ্গ করেন। পরে সকলে প্রীতি ভোজনে উপবেশন করতঃ পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেম ও সৌহার্দ্য ভাব প্রদর্শন করেন। তৎপরে সায়ংকালীন উপাসনান্তে ভ্রাতৃগণ বিদায় গ্রহণ করিয়া পরপ্রাতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ঈশ্বর এই চর্চ্চ কাউন্সিলের প্রতি আশীর্ব্বাদ করুন। ইহাদ্বারা যেন বঙ্গীয় খ্রীষ্ট মণ্ডলীর সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় এবং একতা, প্রেম ও বলের বৃদ্ধি হইয়া বঙ্গীয় খ্রীষ্ট মণ্ডলী এ প্রদেশে প্রভু যেশু খ্রীষ্টের মহিমা কীর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় ইহা আমাদের একান্ত বাসনা ও প্রার্থনা।

সহিষ্ণুতা।

সমাজ বন্ধন বল, অথবা পরিবার বন্ধন বল, সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে কোন বন্ধনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। এ সত্যটী স্বতঃসিদ্ধ বলিলে বলা যাইতে পারে। পৃথিবীতে যত প্রকার প্রকৃত গৌরব ও মহত্ত্ব আছে, সহিষ্ণুতাই তাহার মূলীভূত কারণ। অতি প্রাচীন কালে, যখন অন্যান্য বিষয়ের সংস্কার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ছিল, তখনও ইহার আবশ্যকতা বিশিষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালেও ইহার আবশ্যকতার ভাব কুত্রাপি কমে নাই। অতএব প্রকৃত সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা অসঙ্গত অথবা অসাময়িক বলিয়া বোধ হয় না। সাধু পৌল বলিয়াছেন, "তোমাদের জন্য সহিষ্ণু-

তার বড়প্রয়োজন, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করণানন্তর তোমরা অঙ্গীকারের ফল প্রাপ্ত হও।” যেশু খ্রীষ্ট স্বয়ং বলিয়াছেন, “সহিষ্ণুতাদ্বারা আপন-আপন প্রাণ রক্ষা কর। আত্মাকে রক্ষা করার ন্যায় সুখের বিষয় আর নাই সহিষ্ণুতা যত বৃদ্ধি পায়, ততই আমরা নিজ২ আত্মাকে সংযত ও রক্ষা করিতে সমর্থ হই। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে অনেক দুঃখ, কষ্ট, অপমান সহ্য করিয়া আপনাদের পরিত্রাণ সাধন করিতে হইবে। এ পরীক্ষা কিম্বা ও পরীক্ষায় সহিষ্ণু হইলে যথেষ্ট হইল না, সকল অবস্থায় এবং সকল ঘটনায় সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে হইবে। অনেকে যাহাতে ভবিষ্যতে প্রশংসনীয় ও লাভবান্ হইতে পারে কেবল তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এবম্প্রকার লোকে ভাবী সুখও লাভ মনে করিয়া বর্ত্তমান দুঃখ এক রকম লঘু জ্ঞান করে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত সংসারের দুঃখ ও পরীক্ষা গৌরবযুক্ত মনে করেন। দুষ্ট লোকদের হইতে অপমান, ভর্ৎসনা, নিন্দা বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু সৎজন, কিম্বা বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়দের নিকট হইতে তাহা আসিলে আরও কষ্টকর হইয়া পড়ে; তখন সহিষ্ণুতা প্রকাশ করা বড় সহজ নহে।

সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। যখন বাস্তবিক কোন কুকর্ম্ম প্রযুক্ত লোকে তোমার দোষ দেয়, তখন আপনাকে নির্দ্দোষী রূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা না করিয়া বিনয় সহকারে আপনার দোষ স্বীকার করিবে। যদি কেহ মিথ্যা করিয়াও দোষ দেয় তাহা হইলে সত্যের জন্য ও অন্যের মঙ্গলার্থে ধীর ভাবে আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহাতে যদি সফল মনোরথ না হও তাহা হইলে নিতান্ত ব্যাকুল ও চঞ্চল হইও না। সত্যের জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, এখন যাহাতে বিনয়ের বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য চেষ্টান্বিত হইবে।

কষ্ট, দুঃখ ও অন্যায় সহ্য করিতেছ বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিও না। বিরক্তি প্রকাশ করা সুলক্ষণ নহে। মহর্ষি দায়ূদ বলেন, ইহাতে পাপ হইবার অনেক সম্ভাবনা। আত্ম প্রেম বশতঃ আমাদের সামান্য কষ্ট খুব বড় দেখায়। আত্মপ্রেম সমস্ত অনর্থের মূল।

কেহ২ রোগগ্রস্ত অথবা অন্য কোন প্রকারে ক্লিষ্ট হইলে, বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করিয়া বরং ধৈর্য্য পূর্ব্বক তাহা সহ্য করে। সহিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত হওয়া তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। উচ্চাভিলাষ ও দুরাকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাহারা আপনাদিগকে চালিত হইতে দেয়। যাহারা বাস্তবিক সহিষ্ণু তাঁহারা বিরক্তি প্রকাশ করে না, এবং অন্য হইতে প্রশংসার অপেক্ষাও থাকে না। ঈশ্বরের মহিমাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভক্তি, শ্রদ্ধা ও উপাসনা সম্বন্ধে আমাদের অনেক পরীক্ষা ঘটিয়া থাকে। প্রভুর কথা স্মরণ কর, “যখন এক জন স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তখন তাহার যন্ত্রণা হয়, কেননা তাহার

সময় সন্নিকট। কিন্তু সন্তান প্রসব হইবামাত্র সে সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া যায়, যেহেতু একজন মনুষ্যের জন্ম হইয়াছে, এই আনন্দে সে পরিপূর্ণ হয়।" আমাদের আত্মাতে যেশু খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বেও ঠিক সেই রূপ হইয়া থাকে। তিনি না হৃদয়ে জন্ম গ্রহণ করিলে পূর্ণ প্রসাদ, পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ প্রেম অনুভব করা যায় না।

যখন সংসারে নানা প্রকার কষ্ট, পীড়া ও পরীক্ষা ঘটে, তখন ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র প্রেমাবতার যেশু খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টি পাত করিবে। তাহা হইলে, দুঃখে ঈশ্বরের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য জানিতে পারিবে। যে প্রেমে তিনি দুঃখরূপ পূর্ণ পান পাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অনন্ত প্রেমের কিঞ্চিদংশ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিবে। মধুমক্ষিকা যখন মধু করিতে নিযুক্ত থাকে, তখন তিক্ত দ্রব্যই উহার আহার। সহিষ্ণুতা রূপ তিক্ত আহার ব্যতিরেকে পবিত্রতা রূপ মধু পাওয়া যায় না। সকল অবস্থায়, সকল পরীক্ষায় যেশু খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। এমন কি দুঃখ তোমার হইবে যাহা তোমার অগ্রে তিনি ভোগ করেন নাই? এমন কি পরীক্ষা যাহা ইতিপূর্ব্বে তিনি সহ্য করেন নাই? পবিত্রতার অনুসরণ করিয়া শত২ লোক সেই অপ্রশস্ত, দুঃখ ও কন্টকপূর্ণ পথ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে হয় ত তোমার দুঃখ কিছুই নহে। যাহাদের জীবন ক্রমাগত দুঃখ, পরীক্ষা ও বিষাদপূর্ণ তাহাদের সহিত তুলনা করিলে তোমার জীবন হয় ত সহস্র অংশে সুখী বলা যাইবে। যদি আমরা যেশু খ্রীষ্টকে হৃদয়ে স্থান দিই, তাহা হইলে সংসারের সমস্ত কন্টক আশ্চর্য্য রূপে কুসুমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। যেখানে যেশু খ্রীষ্টের আত্মা সে খানেই সুখ, আত্মপ্রসাদ, স্বাধীনতা, ক্ষমা, বিনয়, সহিষ্ণুতা এবং অনন্ত মঙ্গল। যেখানে তিনি নাই, সে খানেই দুঃখ ও চিরবন্ধন।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

(২৩৪ পৃষ্ঠার পর)

৪ অধ্যায়।

প্রৈরিতিক প্রচার প্রণালী।

স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে প্রভু মনোনীত প্রেরিতবর্গকে বলিয়াছিলেন, "পবিত্র আত্মার অবরোহণের পর তোমরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে, এবং তোমরা যেরুশালেম, সমেরিয়া এবং পৃথিবীর সর্ব্ব প্রান্তে আমার সাক্ষী স্বরূপ হইবে।" তিনি তাহার পর তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী এবং কার্য্য নিরূপণ করিলেন। খ্রীষ্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং পূর্ব্ব অঙ্গীকারানুসারে পবিত্র আত্মার প্রেরণ, এইং এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদিগকে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইবে। এই সাক্ষ্য নিয়মিত রূপে প্রথমে যেরুশালেমে, তাহার পর যিহুদা, তৎপরে সমেরিয়ায় এবং অবশেষে সমস্ত পৃথিবীতে দিতে হইবে। এই ঐশিক অনুজ্ঞানুসারেই কার্য্য করা হইয়াছিল। যেরুশালেমে যিহুদিদের কাছে প্রথম প্রৈরি-

তিক প্রচারের উল্লেখ, প্রেরিতদের ক্রিয়ার দ্বিতীয়, তৃতীয়, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পিতর, প্রভুর নিকট স্বর্গরাজ্য উন্মোচন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, এই প্রচারণ কার্য্যে বিশেষ রূপে নিযুক্ত থাকেন। পবিত্র যেরুশালেম নগরী সমস্ত খ্রীষ্ট মণ্ডলীর জননী স্বরূপ অভিহিত হইতে পারে। বাস্তবিক আদিম মণ্ডলীতে উক্ত নামে উহা কখন২ অর্চিত হইত। প্রবাচক মীখা অনেক পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "ব্যবস্থা সিয়োন, এবং ঈশ্বরের বচন যেরুশালেম হইতে নির্গত হইবে" (৪, ২-১১)। কেহ কেহ মনে করেন যে, খ্রীষ্টের অভিমতানুসারে প্রেরিতেরা আরোহণের পর বার বৎসর যেরুশালেমে অবস্থিতি করেন। (ইউসিবিয়স প্রণীত ইতিহাসের ৫ অধ্যায় দেখ)। "প্রভুর ভ্রাতা" অভিহিত সাধু যাকুব তথাকার বিশপ ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃগণ এ বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করেন। যেরুশালেম নগরেই খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রথম সভার অধিবেশন হয়। (প্রেরি, ক্রি, ১৫। ২) যেরুশালেম খ্রীষ্টধর্ম্মের এক প্রকার প্রস্রবণ অথবা উৎস বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম্মের স্রোত এখান হইতে নির্গত হইয়া প্রায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াছে।

যিহুদীয় ভক্তবৃন্দেরা পিতরের প্রচার শ্রবণ করিয়া জল সংস্কার গ্রহণ করিল, (প্রেরি ২ ; ৯-৩৪)। তাহার পর পিতর যোহন সমভিব্যাহারে সমেরিয়ায় গমন করিয়া হস্তার্পণ দ্বারা বিশ্বাসী বর্গকে পবিত্র আত্মা রূপ উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিলেন। (প্রেরি ৮ ; ১৪-১৯।) তিনি কৈসরিয়ায় ভিন্ন জাতীয়দের প্রতিনিধি স্বরূপ কর্ণেলিয়ের জন্য খ্রীষ্ট মণ্ডলীর দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। (প্রেরি ১০ ; ২৪-৪৮। প্রেরি ১৫ ; ৭)। যেরুশালেম নগর প্রৈরিতিক প্রচারের মধ্য বিন্দু স্বরূপ। প্রথমে যেরুশালমে, তাহার পর অন্যত্রে প্রেরিতবর্গ প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। এই প্রণালী অনুসারে পিতর ও আপনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহা এক রকম নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে, যে বাবিলোন হইতে তিনি আপনার পত্র লিখিয়াছিলেন, সেটী পূর্ব্বদেশীয় পারথিয়াস্থ বাবিলোন। সেই বাবিলোন ঈশ্বরীয় মণ্ডলীর প্রাচীন শত্রু ছিল। প্রেরিতদের ক্রিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায় নবম পদ পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, অনেক যিহূদী ও ভিন্ন২ জাতিয় লোকেরা তথায় বাস করিত। বাবিলোন হইতে তিনি ক্ষুদ্র এসিয়া নিবাসী যিহূদীগণকে পত্র লিখেন, (১ পিত ১ ; ১।) ভিন্ন জাতীয় লোকদিগকেও লেখা তাঁহার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত ছিল। (১ পিত ৪ ; ৩-৪)। তরতুলিয়ন, ইরেনিউস, ইউসিবিয়স ইত্যাদি অতি প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাগণ বলেন যে, পিতর ঈশ্বরের গৌরবার্থে রোমনগরে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কোন২ ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি আপনার ধর্ম্মপুত্র সাধু মার্ককে আলেকজান্দ্রিয়া নগরে প্রচারার্থে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ভিন্ন২ জাতিদের জন্য প্রেরিত পৌল (রোমীয় ১১ ; ১৩।) পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে আহূত ও নিযুক্ত হইয়া

আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য স্মরিয়া দেশের আন্তিয়খ নগরে প্রথমে আরম্ভ করেন। মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রেরিত বর্গের ক্রিয়া পাঠ করিলে প্রচার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতকগুলি অবলম্বিত নিয়ম দৃষ্টিগোচর হইবে।

১। তিনি (পৌল) প্রচার যাত্রায় একেবারে বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্র মনোনীত করিতেন না।

২। তিনি ধীরে২, সাবধানতার সহিত ক্রমে গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইতেন। যখন কাজ কিছু সন্তোষজনক বোধ হইত, তখনই কার্য্যক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধি করিতেন।

৩। যে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন সেখানে তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ ও দৃঢ় করিবার নিমিত্ত লোক রাখিয়া যাইতেন। (প্রেরি ১৫। ২৩; ১৭। ১৪-১৫)। সুবিধা পাইলেই সেই কার্য্য পরিদর্শন করিতে পুনর্ব্বার বাহির হইতেন।

৪। অতি প্রসিদ্ধ স্থানে তিনি প্রায় কার্য্যের সূত্রপাত করিতেন। আন্তিয়খ, ফিলিপি, থেসলনিকি, করিন্থ, ইফিস এবং রোম ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নির্দ্দে-শিত হইতে পারে।

৫। উক্ত রূপে বিবেচিত কার্য্য প্রণালী অনুসারে তিনি প্রচার করিতেন। প্রচারক বর্গেরা তাঁহার অনুসরণ করিলে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

[ক্রমশঃ]

প্রেম।

১

"প্রেম" কি মধুর ধ্বনি! অতুল এ ভুবনে;
শ্রবণ মোহিত হয় প্রেম নাম শ্রবণে।
আহা, কিবা মনোহর,
কিবা ধ্বনি চিত্তহর,
অপূর্ব্ব পদার্থ হেন নাহি আর ভুবনে;
অমৃত ভাণ্ডার সম সংস্থাপিত জীবনে!

২

আহা, হেন সুধানিধি জগতে কে এনেছে!
এ প্রেম কোথায় ছিল, কোথা হ'তে এসেছে?
পাপ-তাপ-সন্তাপিত
নরের ব্যথিত চিত
এই প্রেম বরিষণে সুশীতল হয়েছে,
আহা, এ মধুর নিধি কোন্ জন দিয়েছে!

৩

পাপ-জাতরূপ ধন এই প্রেম নয় রে,
হেন নিধি মর্ত্ত্যপুরে জাত নাহি হয় রে;
পৃথিবীর অতি দূরে
অমর স্বরগপুরে
এই প্রেম অনুক্ষণ উচ্ছ্বসিত হতেছে;
প্রেমোৎস হইতে প্রেম মর্ত্ত্যপুরে এসেছে!

৪

স্বয়ং প্রেম-দেব-হৃদে প্রেমোচ্ছ্বাস হতেছে;
সে হৃদয় হতে প্রেম উথলিয়া পড়েছে;
সেই প্রেম অনুপম
অজস্র নির্ঝর সম
বরষিছে অবিরত ঈশ-সুত-হৃদয়ে
ভাসায়ে দিয়েছে প্রেম সেই ঈশ-তনয়ে!

৫

সেই প্রেম সৃজিয়াছে এই বিশ্বমণ্ডলে;
প্রেমে সৃষ্ট জীবকুল নরনারী সকলে;
সৃজন পালন ক্রিয়া
চলিতেছে প্রেম দিয়া,
প্রেম-পাত্রে প্রেম-সুধা উথলিয়া পড়িছে।

সে পাত্র হইতে পুনঃ ধরাধামে ঝরিছে!

৬

সেই প্রেম-নাথ যীশু পিতৃবক্ষে বসিয়া,
মানব দুর্দ্দশা যত কৃপা নেত্রে হেরিয়া,
করি নিজ প্রাণদান
সাধিতে মানব-ত্রাণ,
প্রেম-বশে আইলেন এই মর্ত্ত্যভুবনে;
প্রেম পরাকাষ্ঠা তাঁর হের, নর, নয়নে!

৭

আহা, কি আশ্চর্য্য প্রেম, বলি হারি যাই রে!
এ প্রেম তুলনা আর এ জগতে নাই রে।
পাপের যাতনা সব
করাইতে অনুভব,
প্রেমেতে টানিয়া তাঁরে এনেছে এ ক্ষিতিতে;
ভুগিতে মরণ-ব্যথা পাপশূন্য হাসিতে।

৮

প্রেম-বশে প্রেমনাথ নরকুলে জন্মিয়া,
প্রেম সুধা বিতরেন দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া।
অপূর্ব্ব করুণা তাঁর
মেদিনীতে সুবিস্তার,
অন্ধ খঞ্জ কুষ্ঠী কত সেই প্রেমে তরিল;
মৃত জনে প্রাণ পেয়ে বিভুগুণ ঘোষিল।

৯

এমন অতুল প্রেম কেবা কোথা দেখেছে?
শত্রুতরে কেবা কোথা নিজ প্রাণ দিয়েছে?
প্রভু যীশু গুণবান,
করি নিজ প্রাণদান,
পাপীর পাপের দেনা শুধি নিজ দেহেতে;
বিনাদোষে দস্যুসম প্রাণ দেন ক্রুশেতে।

১০

সেই প্রেম তরুবর আজিও এ ভুবনে,
শোভিছেন মর্ত্ত্যমাঝে ফুল ফল ভূষণে।
প্রেমেতে পূরিত হয়ে
ডাকিছেন নরচয়ে,
এস পাপ-তাপে তাপি ভারাক্রান্ত নারকি!
এস প্রেম-সুবিশ্রাম লও, যত পাতকি!

১১

তাঁর সেই নিমন্ত্রণ শুনি যারা শ্রবণে,
বিশ্বাসেতে লুটাইয়া পড়ে তাঁর চরণে,
অবাধে তরিয়া যায়,
এড়ায় নরক দায়;
বিনাশিতে নারে তারে শয়তান শমনে,
যীশু প্রেমে পূর্ণ হয়ে লভে নিত্য জীবনে।

১২

প্রেমের মাহাত্ম্য কত কেবা পারে বর্ণিতে!
কত গুণ ধরে প্রেম প্রেমিকের হৃদিতে।
চুম্বক প্রস্তর সম
প্রেম নিধি অনুপম,
স্পর্শমাত্রে অন্য জনে প্রেমগুণ বিতরে;
সেই প্রেম উচ্ছ্বসিত হয় তার অন্তরে।

১৩

আহা, সেই [illegible] মম হৃদি-মন্দিরে
প্রবাহিত হয় যে [illegible] তেজে অচিরে।
ক্ষালন করুক মম
পাপ-রাশি গিরি সম;
ত্রাণেশের ক্ষত হতে পাতকীর অন্তরে
জীবন, প্রসাদ, পুণ্য পশে যেন সত্বরে।

১৪

হে প্রেম! প্রণাম আজি করি আমি তোমারে,
অদ্ভুত মাহাত্ম্য তব বিদিত এ সংসারে।
ত্রিগুণের মধ্যে তুমি
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ-আশা-ভূমি;
বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেম বিরাজিত ভুবনে,
প্রেমই প্রধান বলি' জানি চির জীবনে।

১৫

বিশ্বাস প্রত্যাশা লোপ পাবে সুর-পুরেতে,
প্রেমের বিনাশ কভু নাহি কোন যুগেতে।
জীবনান্তে চিরদিন
(জলে যথা থাকে মীন,)
প্রেমেতে মজিয়া সুর-সুখধামে রহিব!
প্রেমেশের প্রেমগুণ সদানন্দে গাহিব!

১৬

হে প্রেম, আইস এই বঙ্গবাসী সমাজে,
একতা বন্ধুতা তাহে চির যেন বিরাজে!
কর সবে প্রেম-পূর্ণ,
দ্বেষ হিংসা হোক চূর্ণ;

দলাদলী নাশি' কর একাকার সর্ব্বদা;
পার্থক্য বিচ্ছেদ গিয়া হোক এক মণ্ডলী।

১৭

নরে যিলে দেখি যেন যীশু-গুণ জাগতে;
সব দেশে হেরি প্রেম "ছোট বড়" জানতে।

দূর কর বাদ ভেদ
দ্বেষ দুঃখ ভেদাভেদ;
খ্রীষ্ট-প্রেম সম্ভাবে সবে যেন বিরাজে;
চর্চ্চের মাহাত্ম্য যেন আহি থাকে সমাজে।
"মধুকর।"

খ্রীষ্টের শক্তি।*

মনুষ্য স্বভাবের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছে, এই কথা ইহার পূর্ব্ব দিবসে এই সভায় বলা হইয়াছে, এবং খ্রীষ্ট যে সামঞ্জস্য পুনঃস্থাপন করিতে সমর্থ, এবিষয়েও কিছু ইঙ্গিত [illegible] হইয়াছে। খ্রীষ্টের এমন শক্তি [illegible] যেতে তিনি আমাদিগের [illegible] অভাব তাহা মোচন করিতে সমর্থন; আমাদিগের ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে যে, যেশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদিগকে পরিত্রাণ করে, আরও লিখিত আছে যে, খ্রীষ্টের মৃত্যু ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের পুনর্ম্মিলন সংস্থাপন করে। রাস্তায়, ঘাটে, বাজারে, স্কুলে যেখানে সেখানে আপনারা প্রায়ই এই কথা শুনিয়া থাকেন যে, যে কেহ যেশু খ্রীষ্টের মৃত্যুতে অথবা তাঁহার রক্তেতে বিশ্বাস করিবে সে পরিত্রাণ পাইবে। হঠাৎ একথা শুনিলে গাঁজাখুরি মনে হইতে পারে; গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে পাপ যাইবে, একথা বিশ্বাস করাও যা, যেশুর রক্তদ্বারা আমাদিগের পাপ সমস্ত ধৌত হইয়া যাইবে, একথা বিশ্বাস করাও তা। আপনাদিগের মধ্যে অনেকেই হয়ত মনে করেন, "খ্রীষ্টীয়ানেরা যখন এমন কথা মানে তখন নিশ্চয়ই তাহারা নিতান্ত কুসংস্কারগ্রস্ত। রক্তেতে পাপ ধুইয়া যাইবে, আর এক জনের মৃত্যুতে বিশ্বাস করিলে পরিত্রাণ হইবে, এ সমস্ত কি পাগলামির কথা! এমন পাগলামির কথা আমরা কিছুতেই মানিতে পারি না। ঐতিহাসিক প্রমাণই দাও, আর যতই কৌশল করিয়া তোমাদিগের ধর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা কর, যে কথা, যখন এত কুসংস্কার পূর্ণ, তখন নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ও মধ্যে 'গলদ' আছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য কি মিথ্যা ইহা জানিবারও প্রয়োজন করে না; কেননা ইহা নিতান্ত নিষ্ফল, ইহা মানা ও না মানা উভয়ই সমান, মানিলে কোন বিশেষ উপকার নাই, বরং বুদ্ধি ভ্রংশতারূপ অপকার আছে।" কিন্তু এই মৃত্যুতে বিশ্বাস দ্বারা যাহার মানসিক অথবা পারিবারিক ফল হইয়াছে তাহা দেখিয়া বুদ্ধিমান লোকমাত্রেরই মনে এমন বোধ হইতে পারে যে, বাস্তবিকই এই বিশ্বাসের কোন স্থলে অদ্ভুত শক্তি থাকিবে। যে ধর্ম্ম প্রভাবে মৃত জগৎ পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে; যে ধর্ম্ম প্রভাবে প্রায় [illegible]

---

* মিঃ বিলমেনের, ভবানীপুর [illegible] স্কুলে এক সভা হয়, তাহাতে বাবু [illegible] এম, এ, এই প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তিরোহিত হইয়া পৃথিবী আলোকিত হইয়াছে; যে ধর্ম্ম প্রভাবে হতাশ্বাস আশ্বাসে পরিণত হইয়াছে; যাহার প্রভাবে দুর্ব্বৃত্ত কারাগারশায়ী লোক নম্র ও বিনয়ী হইয়াছে, ক্রীতদাসদিগের বন্ধন শৃঙ্খল সকল বিভঞ্জিত হইয়াছে; যাহার প্রভাবে মুর্খ ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ গর্ব্বিত পণ্ডিত ও ধনবানদিগের অসহ্য দাসত্ব হইতে চিরকালের মত মুক্ত হইয়াছে; যাহার বলে চিকিৎসালয় ও অনাথাশ্রম সকল পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং নরহত্যা অশ্লীলতা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর উপধর্ম্ম প্রথা সকল উঠিয়া যাইতেছে; যাহার বলে কতশত পরিবারের মধ্য হইতে কামুকতা, দাম্ভিকতা প্রভৃতি বীভৎস পিশাচ সকল বিদূরিত হইয়া, তন্মধ্যে শান্তি ও সদাচরণ রাজত্ব করিতেছে, ঈশ্বর বিদ্রোহী, নাস্তিক, বিধর্ম্মী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ খ্রীষ্টাশ্রিত হইয়া স্বর্গীয় আনন্দে কাল ক্ষেপন করিতেছে; যাহার বলে উনবিংশ শতাব্দ কাল ব্যাপিয়া এক অভিনব অত্যাশ্চর্য্য নাটক অভিনীত হইতেছে; এবং যে নাটকের অভিপ্রেত সম্মিলনের অভিজ্ঞান স্বরূপ সহস্র২ চিহ্ন বিশ্বাসী মাত্রেরই গোচর হইতেছে; সেই ধর্ম্মের কি কোনই শক্তি নাই? বাস্তবিকই কি খ্রীষ্টীয়ানেরা বাতুল? স্থিরচিত্তে নম্রান্তঃকরণে বিচার করিলেই সেই মহীয়সী শক্তি প্রত্যেকের সমক্ষে প্রতীয়মান হইবে। খ্রীষ্টাশ্রিত ব্যক্তি যত প্রকারে যত পরিমাণে শক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত শক্তির বিষয় বলিবার সময় নাই। কেবল মাত্র যেশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা কিরূপ শক্তি পাওয়া যায়, তাহাই আমার বক্তব্য। নতুবা সেই বিশ্বাসের ও সেই শক্তির বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত খ্রীষ্টীয় সভার যে সকল পুণ্যানুষ্ঠান আছে, সে সমস্তের কথা বলা দুই এক ঘন্টার কর্ম্ম নহে। অতএব খ্রীষ্টের মৃত্যুতে বিশ্বাস কিরূপ খ্রীষ্টীয় জীবনের ভিত্তিমূল, সেই বিষয়, উদাহরণ স্বরূপ একটী সত্য ঘটনা বর্ণনা দ্বারা, বুঝাইতে চেষ্টা করা আমার অভিপ্রায়।

কিছু দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডবাসী নিঃসম্বল কোন এক ব্যক্তি দারিদ্র্য বিমোচন অভিপ্রায়ে আমেরিকায় প্রস্থান করে। তথায় গিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে সে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠে। স্ত্রী পুত্র স্বদেশে দুরবস্থায় কাল হরণ করিতেছে বলিয়া, তাহাদিগকেও আমেরিকায় আনিবার জন্য পত্র লেখে। যথা সময়ে তাহারা ইংলণ্ড পারত্যাগ করিয়া অর্ণবযানে সমুদ্রপথে যাত্রা করিল। কিন্তু আমেরিকার উপকূল হইতে কয়েক ক্রোশ অন্তরেই তাহাদিগের মহা বিপদ ঘটিল। জাহাজ হঠাৎ অর্ণবগর্ব্ভস্থিত কোন গিরিতে লাগিয়া এরূপ অবস্থাপন্ন হইল যে, তাহা আশু-সংস্করণের অতীত হইয়া পড়িল। জাহাজের মধ্যে বেগে জল প্রবেশ করিতে লাগিল এবং এক ঘন্টা কালও উহাকে জলের উপর রাখিবার উপায় রহিল না। জাহাজের উপর যে কয়েক খান ক্ষুদ্র নৌকা ছিল, তদ্দ্বারাও সকলে এক কালে যে তীরে যায়, এরূপ উপায় ছিল না। জাহাজের অধ্যক্ষ উপায়ান্তর না দেখিয়া স্ফূর্ত্তি দ্বারা কয়েক জনকে মনোনীত করিয়া তাহাদিগকেই কূলে লইয়া যাইবার মানস করিলেন।

যে মাতা ও পুত্রের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে মাতাকেই মনোনীত করা হইল, কারণ উভয়ের মধ্যে কেবল তাহারই নাম স্মৃর্ত্তিতে উঠিয়াছিল। কিন্তু মার প্রাণ; কেমন করিয়া পুত্রকে মৃত্যুহস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি বাঁচে? সে শোকে বিহ্বলা হইয়া পোতাধ্যক্ষের নিকট গিয়া পুত্রের জীবনের সহিত আপন জীবন বিনিময় করিবার প্রস্তাব করিল। পোতাধ্যক্ষ তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন।

মাতা ও পুত্রের ইহার পূর্ব্বে কিরূপ ভাব ছিল, তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। বাল্য কালাবধি ঐ যুবা ব্যক্তি পিতার শাসনাধীন না থাকায়, তাহার স্বভাব অতিশয় মন্দ হইয়া পড়িয়াছিল; মাতার যৎপরোনাস্তি অবাধ্য হইয়াছিল, এবং মন্দ সংসর্গে পড়িয়া মাতাকে শত্রুবৎ জ্ঞান করিত ও অত্যন্ত কষ্ট দিত। মাতা ধার্ম্মিকা ও প্রার্থনাশীল কিন্তু পুত্রের নিকট তাহার উপদেশ সকল বিষতুল্য বোধ হইত। মাতার ধর্ম্মাচরণ সমস্ত তাহার বিবেচনায় ক্ষিপ্তের ব্যবহারের ন্যায় এবং নিজ কুব্যবহারের সকল মহা আনন্দজনক বোধ হইত। মাতার উপদেশ সকল দুঃখের সোপান মনে করিয়া সে কদাপি ঐ সমস্তে কর্ণপাত করিত না। পুত্রের এই রূপ স্বভাব দেখিয়া মাতার আর কষ্টের সীমা ছিল না।

কিন্তু এই বিপদের সময় ঐ যুবা ব্যক্তি যেন হঠাৎ মৃতোত্থিতের ন্যায় হইল, তাহার চেতনা জন্মিল; সে দেখিল, মাতা তাহার শত্রু নহে, বরং মহা শুভাকাঙ্ক্ষিণী। তখন সে ভাবিল যে, এরূপ অবস্থায় যদি সেই সকল অসৎ বন্ধুদিগের সমভিব্যাহারে থাকিতাম, আমার কি দশা হইত! মাতার প্রতি নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া সে ম্রিয়মাণ হইল; মনে করিল,—'মা আমায় এত ভাল বাসেন, আর আমি মাকে প্রথমাবধি এত কষ্ট দিয়া আসিতেছি।' বস্তুতঃ মাতা যে তাহাকে ভাল বাসে, ইহা কখন সে পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু এক্ষণে স্থির বুঝিল যে, তাহার অন্যথাভাব কোন কালেই মাতার মনে হয় নাই। মাতা তাহার নিমিত্ত প্রাণদান করিতেছে, আর সেই মাতাকে সে অবজ্ঞা করিয়াছে, একারণ সে দ্বিগুণতর কাতর হইল। নেত্রবারিতে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এবং কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এমন সময় নৌকা প্রস্থানের জন্য সজ্জিত হইল; অন্যান্য আরোহিগণ উঠিল; যাহারা পড়িয়া রহিল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ যুবক উঠিলেই নৌকা ছাড়িয়া দেয়; আরোহিগণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আর এ দিকে জাহাজ প্রায় জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই গম্ভীর শোচনীয় অবস্থায় পোতাধ্যক্ষ আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া ঐ যুবককে নৌকায় উঠিতে আজ্ঞা করিলেন। আর একমাত্র কথা, তাহা হইলে জাহাজও জলমগ্ন হয়, নৌকাও প্রস্থান করে। মাতা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বৎস! আমি যত দিন জীবিত ছিলাম,

ততদিন ত আমার একটীমাত্র উপদেশেও কর্ণপাত কর নাই। এক্ষণে মরণকালে যাহা বলিব, ইহার পর কি তাহা স্মরণ করিবে? এই শুনিয়া তাহার শোকাবেগ প্রবলতর বেগে বহিতে লাগিল, মাতার বাক্যে তাহার উত্তর দিবার ক্ষমতা রহিল না। পোতাধ্যক্ষ পুনরায় বালককে নৌকায় উঠিতে বলিল। আর এক কথা, তবেই বালক নৌকায় উঠে। মাতা তাহার হস্তে আপন পুরাতন বাইবেলখানি দিয়া কহিল, "বৎস! মন্দ সংসর্গ পরিত্যাগ করিও, ভাল হইও, আর এই পুস্তকখানি আপনার জীবনের ধন বলিয়া গ্রহণ কর।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই পোতাধ্যক্ষ আসিয়া বালককে বলপূর্ব্বক জাহাজ হইতে নামাইয়া নৌকায় আরোহণ করাইল। নৌকাও চলিল, জাহাজ ও জলমগ্ন হইল। আরোহিগণের হাহাকার নিস্তব্ধ হইল; সকলেই জাহাজের সহিত জলধিতলে সমাধি প্রাপ্ত হইল, কেবল সেই মাতার বাক্য সজীব রহিল। (ক্রমশঃ)

কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ।

(১৫৯ পৃষ্ঠার পর।)

আমাদের দেশে কতক গুলি কৃতবিদ্য, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা স্বাধীন চিন্তার নামে, মিল্ অথবা কোমত যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন তাহাই শিরোধার্য্য করেন। কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে কি মিল কি কোম্‌ত ইহাদের মধ্যে কেহই উপযুক্ত রূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম আলোচনা করেন নাই, কেহই খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকৃতরূপে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। যে প্রবন্ধত্রয় লিখিয়া মিল অনেক গোঁড়া নাস্তিকদের বিরাগ ভাজন হন, সে প্রবন্ধ সমূহে যদিও আপেক্ষিক ভাবে অনেক ভাল২ কথা আছে, তথাচ স্বীকার করিতে হইবে যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যে সকল তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ঘোর অপসিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। তিনি এত সূক্ষ্মবুদ্ধি তার্কিক হইয়া যে মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ এই যে খ্রীষ্টধর্ম্ম তিনি ভাল করিয়া আলোচনা করেন নাই। আমাদের বিশ্বাস এই, সরল তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া যদি ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত অন্য প্রকারের হইত। মিলের যে রূপ খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, কোম্‌তের তদপেক্ষা আবার অধিক ছিল। কোম্‌ত খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ভ্রম পরিপূর্ণ মতের আভাস দিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য অনেক বিদ্যার দরকার করে না। তাঁহার এত ভ্রম ও অসার উক্তি আছে যে, যাঁহারা তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা নিজে এক বিষয়ে অন্ততঃ ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ কোম্‌তের গ্রন্থাদিতে যাহা২ ভাল আছে, তদ্বিষয়েও ঔদাস্য প্রকাশ করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে মনুষ্যের মহত্ত্ব ও গৌরব বিষয়ক কোম্‌তের শিক্ষা কোন

প্রকারে নূতন নহে। তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাইবেলেরই শিক্ষা। এ বিষয়ে পাঠক অনুগ্রহ করিয়া স্মরণে রাখিবেন যে, যে মনুষ্য-সংগঠিত মিথ্যা মত প্রণালীতে সত্য নিহিত আছে, সেই মিথ্যা মত সত্যের অস্তিত্বে বল ও তেজ বিশিষ্ট হয়, তন্মধ্যে সত্য নিহিত না থাকিলে তাহার কিছুই শক্তি থাকিত না। মানবীয় ধর্ম্ম, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ইত্যাদি গৌরব সূচক আখ্যায় আখ্যাত হওয়াতে প্রত্যক্ষবাদের কোন২ স্থলে প্রশ্রয় বাড়িয়াছে। কতক গুলি সত্য অথবা সত্যের বীজ এই ভ্রমাত্মক মত প্রণালীতে সংশ্লিষ্ট থাকাতে, ভ্রমাত্মক মত গুলি পর্য্যন্ত কতক গুলি লোকের আদরণীয় হইয়াছে। ইহার উদাহরণ এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম। যাহাকে এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যায়, তাহা এ দেশে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম আবির্ভাবের পূর্ব্বে ছিল না। ইহা অনেক অংশে খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুকরণ মাত্র। সত্যের সহিত মিথ্যা গুলি বিমিশ্রিত থাকাতে মিথ্যা গুলিও পার পাইয়া যাইতেছে। ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, কোম্‌ত যাহার আভাস মাত্র দিয়াছেন, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মে পূর্ণ ভাবে বিবৃত; কোম্‌ত যাহা অনুমান-সিদ্ধ মনে করেন, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মে বাস্তবিক সংঘটিত বিষয়; কোম্‌ত যে সকল বিষয় দৃশ্য ও পার্থিব বিষয়ে সংযুক্ত করেন, সে সকল ভাব খ্রীষ্টধর্ম্মে অদৃশ্য ও অনন্ত বিষয়ে সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই জন্য আমরা বলি যে কোম্‌তবাদের স্থায়ী ধর্ম্ম বল নাই। কোম্‌ত অলক্ষিত ভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মেরই প্রতি সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছেন।

কোম্‌তবাদের মধ্যে এক ব্যক্তি-গত স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বরের যখন নাম গন্ধ নাই, তখন ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করাই ন্যায় সঙ্গত বোধ হয় না। আমাদের বিবেচনায় স্বভাবতঃ ঈশতত্ত্বের সহিত ধর্ম্মের এমন সম্বন্ধ রহিয়াছে যে সহজে একটীকে অন্যটী হইতে বিযুক্ত করা যায় না। সিদ্ধ ধর্ম্ম তিনটী বিষয় কখন উপেক্ষা করিতে পারে না। সে তিনটী বিষয় এই এই, প্রত্যেক ব্যক্তি, পৃথিবী এবং ঈশ্বর। অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম বাহিরে অসীম ব্যক্তিগত সকলের আরাধ্য এক প্রকার শক্তি মানিলেই টিকিয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের মনুষ্যত্বের সমষ্টি কোম্‌ত কর্ত্তৃক পরমারাধ্য সত্তা রূপে পরিগণিত হইয়াছে। পাঠক দেখিবেন যে ইহাতে এক প্রকার অসীমতার ভাব লক্ষিত হইতেছে। কেবল তাহা নহে। উপরি উক্ত সত্তার উপাসক ব্যক্তিত্ব অন্বেষণ করিলেও সফল-মনোরথ হইতে পারিবেন। কোন অবধারিত ঐতিহাসিক আদর্শ অথবা অনুমান-মূলক প্রতিরূপ উপলক্ষ করিয়া তিনি সমস্ত মনুষ্যত্বের পূজা করিতে পারিবেন। এই প্রকারে কোম্‌তবাদে এক প্রকার অসীমতা ও ব্যক্তিত্বের ভাবও খাড়া করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

এদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর স্বাধীনতা।

এই পত্রের অন্যত্রে চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটীর বিগত চর্চ্চ কৌন্সিলের সংক্ষেপ বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মণ্ডলীর স্বাধীনতা এবং তদুপলক্ষে চর্চ্চ কৌন্সিল অথবা অন্য কোন সাম্মতি সংস্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া আমরা এ বিষয়ে আমাদের দুই একটী বক্তব্য প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। এটী সাধারণ বিষয় এবং আমাদের মন্তব্য ও সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, যে টাকা কড়ি খ্রীষ্টের কার্য্যো ও নামার্থে সংগ্রহ করা হয়, সে টাকায় কাহাদের দাওয়া আছে? মধ্যে২ শুনিতে পাওয়া যায় যে বিলাতে যে টাকা কড়ি সংগ্রহ করা হয়, সে টাকাতে কেবল বিলাতীয় মিশনরী সোসাইটিদের সম্পূর্ণ অধিকার; তাহারা যথেচ্ছরূপে তাহা ব্যয় করিতে পারেন। আমরা সে কথা একেবারে অগ্রাহ্য করি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, যে টাকা কড়ি খ্রীষ্টের নামে সংগ্রহ করা হয়, সে টাকা কোন ব্যক্তি বিশেষ অথবা সোসাইটী বিশেষের নহে, সে টাকা কেবল খ্রীষ্টের।

মিসন কার্য্য যেমন খ্রীষ্টের, তাঁহার নামে সংগৃহীত টাকাও তেমনই তাঁহার। সে টাকা কড়ি লইয়া কেহই আপনাদের স্বার্থ সাধন করিতে পারেন না। করিলে অপরাধ হয়। তবে যাঁহারা মধ্যে২ বলিয়া থাকেন যে, টাকা আমাদের, আমরা যেমন ইচ্ছা সেই রকমে তাহা খরচ করিব, তাঁহারা হয় নিতান্ত অজ্ঞ, না হয় ত মিসন কার্য্যের এখনও বর্ণমালা বুঝেন না। আমরা প্রথমে টাকার কথা বলিলাম; তাহার কারণ এই যে, মূল বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে, এই প্রস্তাবের অন্যান্য বিষয় পাঠ করিলে কোনই ফল হইবে না।

এক্ষণে কোন২ বিষয়ে আমরা স্বাধীন নই, সেই২ বিষয় সংক্ষেপে দেখা যাউক। বলা বাহুল্য যে, আমরা খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে২ শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিতে কোন মতে পারি না। সেই শিক্ষা ইংরাজ, জর্ম্মণ, অথবা ফ্রেঞ্চ কিম্বা অন্য যে কোন জাতি কর্ত্তৃক এদেশে প্রদত্ত হউক না কেন, সেই সকল সত্য ইংরাজী, জর্ম্মণ অথবা ফরাশীস সত্য না মনে করিয়া কেবল ঈশ্বরের সত্য মনে করিয়া আমরা গ্রহণ করিব। যে সকল অমূল্য সত্য চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, সে সকল ইংরাজ জাতির এক চেটিয়া সত্য নহে, সে সকল সর্ব্ব সাধারণের জন্য ঈশ্বর স্বয়ং প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের সকলেরই সমান অধিকার আছে। অতএব দেশীয় ও জাতীয় মণ্ডলী সংগঠনস্থলে এটী যেন আমরা কখন না ভুলি। কলিকাতায় সমবেত বিশপদের পত্রে লেখা আছে যে ঈশ্বরের বাক্য, সংস্কার ও প্রৈরিতিক বিধানের ন্যায় গুরুতর সত্য সর্ব্বস্থানে সমভাবে প্রচারিত হওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমরা ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। ঈশ্বরের বচনও প্রৈরিতিক বিধান সম্বন্ধে আমরা কোন মতে যথেচ্ছাচারী হইতে পারি না। সাধার-

প্রার্থনা পুস্তকের এক স্থানে লেখা আছে যে, ঈশ্বরের সেবা করাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। লাটিন প্রার্থনা পুস্তক অনুসারে উহার তাৎপর্য্য এই, ঈশ্বরের সেবা করাই রাজত্ব করা। অতএব ঐশিক নিয়ম ও বিধান পালন করাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কয়েক বৎসর গত হইল, বিলাতের চর্চ্চ মিসনরী সোসাইটী এদেশীয় মণ্ডলীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা ঠিক আমাদের উপার উক্ত ভাবের পোষকতা করে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, যদ্যপি চর্চ অব্ ইংলণ্ড ভুক্ত এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্টধর্ম্মের সার শিক্ষা অবলম্বন করিয়া স্বাধীন হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহারা যারপর নাই সন্তুষ্ট হইবেন। ইহাতে তাঁহারা কোন প্রকার বাধা দিবেন না। কোন২ চতুর ব্যক্তি ঐ মন্তব্যের বিপরীত ভাব ঘটাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বড় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এখন দেখা গেল যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের সার২ বিষয়ে এদেশীয় লোকেরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারে না। যাহা খ্রীষ্টধর্ম্ম ও সার্ব্ব মণ্ডলীর অনুমোদিত, তাহা অগ্রাহ্য করা ঘোর অবনতি ও দুর্দ্দশার লক্ষণ। ইউরোপ এবং জগতের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যেং খ্রীষ্ট সম্প্রদায়, সার্ব্বমণ্ডলীর শিক্ষা ও নিয়ম পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইং মণ্ডলীর এখন ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত। জর্ম্মণী, হলণ্ড, ফ্রান্সে সংশোধিত প্রটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ের এখন যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বাস্তবিক সন্তপ্ত হইতে হয়। যাহারা কল্যাভিনিষ্ট অথবা জুইংগ্লিয়ান নামে অভিহিত, তাহারা প্রৈরিতিক বিধানাদি পরিত্যক্ত করাতে ক্রমেং এরিউস (Arius) অথবা সোসাইনসের (Socinus) মতাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কার ও প্রৈরিতিক নিয়মাদি না মানাতে ক্রমেং তাহারা প্রভু যেশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও প্রায়শ্চিত্তে আর বড় বিশ্বাস করে না।

এসব বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন না করিলে উক্ত দেশস্থ মণ্ডলীর ভাল ছিল। ইহা নিশ্চয় যে এ বিষয়ে স্বাধীনভাববিশিষ্ট হইলে বঙ্গীয় খ্রীষ্ট সমাজের ঘোর অবনতি হইবে। এটী আমাদের নহে, ইতিহাসের শিক্ষা। পুনশ্চঃ এ দেশীয় মণ্ডলী স্বাধীন হইলেও কৃতজ্ঞতা ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। যে ইউরোপীয় মণ্ডলী আমাদের দেশের জন্য এত কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, আমরা তাহার কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকিব। ইউরোপ এই এবং অন্যান্য বিষয়ে আমাদের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আমরা কখন ভুলিতে পারিব না। ইউরোপীয় ও ভারতীয় মণ্ডলীর সঙ্গে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ। পুত্র যত দিন অসমর্থ থাকে, তত দিন পিতা তাহার ভরণ পোষণ করেন, পুত্রের সামর্থ হইলে পিতাকে আর ভরণ পোষণের ভার বহন করিতে হয় না। পুত্র কালক্রমে বয়স্ক হইয়া উপার্জ্জন করিতে শিক্ষা করে —এক কথায়, স্বাধীন হয়। যখন পুত্র স্বাধীন হয়, তখন কি পিতার সম্বন্ধে

তাহার কোন কর্ত্তব্য থাকে না ? অবশ্যই থাকে। প্রেম, ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পাশ হইতে সে কখন মুক্ত হইতে পারে না।

কোন্২ বিষয়ে স্বাধীন হওয়া অসম্ভব, তাহা এবারে স্থানাভাবে সংক্ষেপে বলিতে হইল। কোন্২ বিষয়ে স্বাধীন হওয়া যাইতে পারে এবং বর্ত্তমানকালে ইউরোপীয় মিশনরী সোসাইটিদিগের কি কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে আগামীবারে কিছু লিখিবার বাসনা রহিল।

বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

(২৩৮ পৃষ্ঠার পর)

১। বাপ্তিস্ম নিতান্ত আবশ্যক; কারণ--

ক। ইহা খ্রীষ্টের সাধারণ আজ্ঞা।

১। তোমরা যাইয়া যাবতীয় জাতিকে শিষ্য করত পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ কর। মথি ২৮ ; ১৯।

(জাতি, বর্ণ, সময় বা বয়স ভেদ না করিয়া সকলকে বাপ্তাইজ করিবার আজ্ঞা এখানে দৃষ্ট হইতেছে।)

২। "জল এবং আত্মা হইতে জাত না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।"(সাঃ যোহন ৩; ৮)।

(এখানে দেখা যাইতেছে জল ও আত্মা উভয়ই আবশ্যক, একটীও উপেক্ষণীয় নহে।)

খ। দৃষ্টান্ত বা প্রথা।

১। প্রভু* স্বয়ং বাপ্তাইজিত হন। (সাঃ মথি ৩ ; ১৩-১৫।)

(নিষ্পাপ হইলেও তিনি জল সংস্কার গ্রহণ করেন)।

২। নপুংসক* বাপ্তিস্মের আবশ্যকতা জানিবা মাত্রই বলিলেন, "এই দেখ, জল আছে, আমার বাপ্তাইজিত হইবার বাধা কি?" তিনি রথ হইতে নামিয়া বাপ্তাইজিত হন। (প্রেঃ ক্রিঃ ৮ ; ৩৬, ৩৮।)

৩। সাঃ পৌলের* মনঃ পরিবর্ত্তন এবং তিনি মনোনীত পাত্র হইলেও বাপ্তাইজিত হইয়াছিলেন। (প্রেঃ ক্রিঃ ৯ ; ৬-১৫।)

"সে একেবারে দেখিতে পাইল, এবং উঠিয়া বাপ্তাইজিত হইল :" (প্রেঃ ক্রিঃ ৯ ; ১৮।)

৪। কর্ণিলিয়* পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইলেও (প্রেঃ ক্রিঃ ১০ ; ৪৪) সাঃ পিতর "প্রভুর নামে তাহাকে বাপ্তাইজিত হইবার আজ্ঞা দেন।" (৪৮)

গ। শিশুদেরও বাপ্তাইজিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

১। "প্রত্যেক জন পাপ মোচনের নিমিত্তে যেশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও, তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে। কেননা তোমরা ও তোমাদের সন্তানগণ এবং যত দূরস্থ লোককে

* ইহাদের মধ্যে কেহই আপনা আপনি বাপ্তাইজিত হন নাই, কিন্তু নিয়মিত রূপে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা বাপ্তাইজিত হন।

আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন, সেই সকলে ঐ প্রতিজ্ঞার অধিকারী।" (প্রেঃ ক্রিঃ ২ ; ৩৮-৩৯।)

২। "তোমাদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানের আট দিন বয়সে পরিচ্ছেদ হইবে," (আদিঃ পুঃ ১৭ ; ১২।) (আরও যাত্রা পুঃ ৪ ; ২৪-২৫ দেখ।)

৩। "পরে সে সপরিবারে বাপ্তাইজিত হইয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিল †।" (প্রেঃ ক্রিঃ ১৬ ; ১৫।)

৪। "এবং আপনি ও তাহার সকল লোক অবিলম্বে বাপ্তাইজিত হইল।" প্রেঃ ক্রিঃ ১৬ ; ৩৩।

২। **বাপ্তিস্মিতব্যের** জন্য আবশ্যকীয় বিষয়।

"যাহারা বাপ্তিস্মিতব্য তাহাদের পক্ষে কি আবশ্যক? **পরামনন** যদ্দারা তাহারা পাপ ত্যাগ করে, ও **বিশ্বাস** যদ্দারা তাহারা এই সংস্কারে কৃত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সকল দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করে।" (প্রাঃ পুঃ ১৯৩ পৃঃ বাপ্তিস্ম বিধানের প্রশ্নগুলি দেখ।)

ক। পরামনন। যিহুদার (সাঃ মথি ২৭ ; ৩-৫) পরামননের ন্যায় নহে, কিন্তু পিতরের ন্যায় (সাঃ মথি ২৬ ; ৭৫।) প্রকৃত পরামননে তিনটী বিষয় লক্ষ করা কর্ত্তব্য।

১। পরিবেদনা বা চূর্ণান্তঃকরণ। "ঈশ্বরীয় খেদ পরিত্রাণজনক অনুতাপবিহীন পরিবর্ত্তন জন্মায়।" (২ করঃ ৭ ; ১০।)

২। পাপ স্বীকার। "যদি আপনাদের পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি আপনার বিশ্বস্ততা ও যাথার্থ্য প্রযুক্ত আমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন।" (১ যোহন ১ ; ৮,৯।)

৩। চরিত্র সংশোধন ‡। "দুষ্ট লোক আপনার কৃত দুষ্টতা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ও ন্যায় এবং সদাচরণ করিলে, আপন প্রাণকে বাঁচাইবে।" (যিহিঃ ১৮ ; ২৭।)

খ। বিশ্বাস। "যে কেহ বিশ্বাস করিয়া বাপ্তাইজিত হইবে, সে পরিত্রাণ পাইবে।" (সাঃ মার্ক ১৬ ; ১৬।)

সাধারণ ভাবে পবিত্র ত্রিত্বে বিশ্বাস করা আবশ্যক, ও বিশেষ রূপে নিম্নলিখিত অঙ্গীকারত্রয় স্মরণ করা বিহিত। বাপ্তিস্মে খ্রীষ্টের সহিত সংযুক্ত (রোমী ৫ ; ২) ঈশ্বরের সন্তান (গালাঃ ৩ ; ২৬-২৭) ও স্বর্গ রাজ্যের উত্তরাধিকারী (রোমী ৮ ; ১৬) হওয়া যায়।

† দুইটী লোক সপরিবারে বাপ্তাইজিত হইয়াছে বলিলে কি আনুমানিক প্রমাণ হয়, তাহা সকলেই বলিতে পারেন। ইহা সম্ভাব্য যে দুই এক বৎসরের শিশু তাহাদের মধ্যে ছিল না, কিন্তু এই দুই পরিবারের মধ্যে একেবারেই যে শিশু ছিল না, তাহা কোন ক্রমেই বোধ হয় না।

‡ সামান্য পাপ বিমোচনে (৫, ২৬ পৃষ্ঠায়) আমরা পাঠ করি, "যেন আমাদের এক্ষণকার কর্ম্ম তাঁহার সন্তোষপ্রদ, এবং ইহার পরে আমাদের অবশিষ্ট জীবন শুদ্ধ ও পবিত্র হয়।" বাপ্তিস্ম পদ্ধতির শেষ প্রশ্নটী (১৮০ পৃঃ) আন্টিনোমিয়দের (Antinomians) বিরুদ্ধে ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে যোগ করা হয়। ইহাদের মত ছিল যে কেবল বিশ্বাস হইলেই পরিত্রাণ হইল; কার্য্যের কিছু আবশ্যকতা নাই। কাথলিক অর্থাৎ সার্ব্বত্রিক মণ্ডলীর মত সেরূপ নহে।

একতা।

(২২৮ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বিতীয়তঃ খ্রীষ্টীয় একতা সম্বন্ধে আমাদের যে বিবেচ্য ও কর্ত্তব্য বিষয় গুলি আছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

আমরা সকলে এক পরিবারভুক্ত। খ্রীষ্টীয় সভা একটী প্রকাণ্ড পরিবার। মানুষে অনেক রকম সভা করে। যাহাদের একই রকম রুচি তাহারা প্রায় সমবেত হইয়া সভা করে। এক প্রকার রুচি না হইলে মানুষ একত্রিত হয় না। পৃথিবীতে অনেক প্রকার মনুষ্যনির্ম্মিত সমাজ আছে। খ্রীষ্ট সমাজ সে রূপ নহে। অন্য সভায় সভ্যগণ থাকে, সভ্যগণকে প্রায় নির্ব্বাচিত করিয়া লওয়া হয়। পরিবারের মধ্যে বাছিয়া লইতে হয় না, বাছিয়া লইবার যো নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী দেন, বাছিয়া লইতে হয় না। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার পরিবারভুক্ত করিয়াছেন। পরিবারস্থ সকলের এক রকম রুচি, এক রকম মত, ও এক রকম কার্য্য নহে। ভিন্ন২ রুচি আছে, চরিত্রগত অবস্থার প্রভেদ ও তারতম্য আছে। কেহ হয় ত আমোদপ্রিয় ও সামাজিক, কেহ হয়ত বিদ্যা চর্চ্চায় খুব রত, কেহ বা ধনোপার্জ্জনে অত্যন্ত আসক্ত। এই সকল ভিন্ন২ বিষয়ে এক প্রকার সাদৃশ্য আছে। রামধনুতে যদি এক রকম রঙ্গ থাকিত, তাহা হইলে কি ইহার এত শোভা হইত? যদি পৃথিবীতে কেবল গোলাপ ফুলই থাকিত, তাহাহইলে কি ইহার এত সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইত? যে একতা আমাদের মধ্যে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় সে অতি যুক্তিযুক্ত ও সম্ভবনীয়। খ্রীষ্টীয়ানগণ এক শরীরের ভিন্ন২ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। সকলেতেই প্রয়োজন আছে। একটী অঙ্গ অন্য একটীর সাহায্য ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ। যদি শরীরের একটী অঙ্গ ধ্বংস হয় তাহা হইলে ইহার পূর্ণতা ধ্বংস করা হইল। যদি আমাদের সকলেরই এক রুচি হইত, যদি আমরা সকল বিষয় একই প্রকারে ভাবিতাম, তাহাহইলে যে বাস্তবিক একতা হইত তাহা আমরা বলি না, কিন্তু যদি ভিন্ন২ রুচি সত্ত্বেও অপর সকলকে পরিবারভুক্ত মনে করিয়া ভাল বাসি, তাহাহইলেই সত্য ঐক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেরিতদের ইতিহাস পাঠ কর। তাঁহাদের মধ্যে কি রুচিভেদ, সামান্য২ বিষয়ে মতভেদও ছিল না? অবশ্যই ছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা খ্রীষ্টীয় একতা নষ্ট করেন নাই। তাহাতে সভা-ভেদ রূপ অপরাধে তাঁহারা অপরাধী হন নাই। আমরা অদ্য এখানে সমবেত হইয়াছি। আমাদের সকলের রুচি ও মত এক রকমের নহে। তাহা হওয়াও অসম্ভব। কিন্তু যখন আমরা এক পরিবারভুক্ত, যখন প্রধান২ বিষয়ে আমাদের এক বিশ্বাস, যখন আমাদের এক প্রভু, এক সহভাগ, এক প্রৈরিতিক পরিচর্য্যা, তখন আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা থাকিবে না কেন?

তবে এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি? যাহা আমার বোধে খ্রীষ্টীয় একতা বৃদ্ধির

জন্য আবশ্যক তাহা আমি একেং বলিতেছি।

(১) প্রথমে আমাদের অধিকার জানিতে চেষ্টা করা উচিত। খ্রীষ্টীয় একতা কেমন গুরুতর বিষয়, তাহা সর্ব্বদা ধ্যান করা বিধেয়। আমাদের ধন্য ত্রাতা মরণের পূর্ব্বে, আমরা যেন সকলে সম্পূর্ণরূপে এক হই, ইহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মানুষ মরিবার সময় অত্যন্ত আবশ্যকীয় কথা বলিয়াই মৃত্যুর অপেক্ষা করে। একতা অত্যন্ত আবশ্যকীয় হওয়াতে প্রভু ইহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমরা কি তাঁহার প্রার্থনার প্রতি উদাসীন থাকিব? আমরা কি আপনাদের কার্য্য দ্বারা তাঁহার এই পবিত্র প্রার্থনা বিফল করিতে চেষ্টা করিব। তিনি একতা চান—আন্তরিক ও বাহ্যিক একতা চান। সত্য একতার ভাব থাকিলে তাহা বাহিরেও প্রকাশ পাইবে। যে একতা বাহিরে প্রকাশ পায় না সে অসম্পূর্ণ একতা। বাহ্যিক, আন্তরিক, বাস্তবিক ও দৃশ্য একতা চাই। যদি আমরা বলি, কেবল আন্তরিক একতা খ্রীষ্ট কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাহইলে আমরা উক্ত কথাটী অতি সীমাবদ্ধ করি।

(২) প্রভু যীশুকে সত্যং ভাল বাসিতে হইবে। যাহারা প্রভু যীশুকে ভাল বাসে তাহারা আত্মচেষ্টা করে না। আপনার নাম, মান, গৌরব, সুখ ইত্যাদির অন্বেষণ করিলে আমাদের নিজের মনেই অনৈক্য হইবে, এবং অবশেষে আমরা একতার মূলোচ্ছেদ করিতে ক্রমেং প্রবৃত্ত হইব। আত্মচেষ্টা সম্বন্ধে আমাদের বড় সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে আমরা অজ্ঞাতভাবে অনৈক্যের বীজ বপন করিতে থাকিব।

মদ্যপায়ী পিতার প্রতি কন্যার বিনতি।

১

পূর্ণিমার শশী, ঘনজালে পশি,
হৃদে গাঢ় মসী যেমতি ধরে;—
তেমতি গো পিতঃ, প্রীতি-প্রফুল্লিত
আলয়ে মোদের দুঃখ সঞ্চরে!

২

ত্যজ গো জনক মদিরা গরলে,
বাঁধ তব চিত্ত প্রতিজ্ঞা পাশে!
যেও না গো আর শৌণ্ডিক ভবনে
সর্ব্বনাশী সুরা পিয়িবার আশে।

৩

স্মৃতি পথে মম হতেছে স্মরণ
হইতাম সুখী তব দরশনে;
ভীত বিষাদিত, হই এবে পিতঃ
শুনিলে তোমার শবদ চরণে!

৪

অসভ্য অজ্ঞান মদ্যপায়ী সনে
কেন ক্ষয় কর সময় ধনে?
শুন পিতঃ, শুন, তনয়া তোমার
যাচিছে বিনয়ে, ধর বচনে!

৫

দেখ দেখি তাতঃ, তোমার কারণে
কাঁদিছে জননী, ভাই ভগ্নী মম!
বিষাদে তাঁদের ঝরে দুনয়নে
অবিরল অশ্রু;—কেন নির্মম?

৬

বিরত, যাইতে, সে ভীষণ স্থানে
যথা সর্ব্বনাশী রাক্ষসীর বাস!

নাশিবে তোমারে, জনমের তরে,
এই কি তোমার মন অভিলাষ ?

৭

কত ভালবাসা ছিল গো আগেতে,
মদিরা পানেতে হয়েছে লয় ;
ভালবাসি তোমা প্রাণের অধিক,
তব মনে কভু হয় উদয় ?

৮

পুনঃ প্রফুল্লিত হইবে ভবন,
শান্তি নিকেতন বিমানে যথা,
অঙ্গীকার পাশ, ছিন্ন ধমনীতে
যদি, পিতঃ, সদা থাকো গো গাঁথা !

৯

শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আইলে আলয়ে
দিবা শেষে, হেসে তুষিব তোমা ;
আনন্দের স্রোত ববে অবিরত,
এই কি গো নয় মন বাসনা ?

১০

সুরাত্যাগে যদি স্বর্গ সুখ পাও,
ছেড়ে দেও পিতঃ, এ কেন বিষে !
সেবিলে মদিরা, হৃদয় পাষাণ,
এতে এত সুখ বল গো কিসে ?

১১

প্রদীপ্ত দ্যুমণি ডুবিলে সাগরে
যবে তমঃ বাস ধরণী পরে,
হেনকালে পিতঃ এস গো সকলে
যোড়করে ডাকি সে পরাৎপরে ;—

১২

"কোথা নাথ, মম জীবন-জীবন !
কলুষ সাগরে ত্রাণের তরি !
এস বিভু মম হৃদি সিংহাসন,
রুধিবে হৃদয় রঞ্জিত করি !"

বর্দ্ধমান মিসন।
২২ জুন ১৮৮৩। } গো, চ, দত্ত।

বিবিধ বিষয়।

সম্পাদক মহাশয় !

বিগত ১৮ই জুন সোমবার এখানকার একজন যুবক এবং আর এক জন ব্রাহ্মণ বাপ্তাইজিত হইবার জন্য আপন পরিবারাদি সহ শ্রীযুক্ত রেভঃ এস্ এস শীল মহাশয়ের সহিত খিদিরপুর গমন করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহাদের জ্ঞাতি ও অন্যান্য লোকেরা তদ্বিষয় অবগত হইয়া রাত্রিযোগেই অতি গোপনে খিদির-পুরে গমন করত তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক আপনং বাটিতে পুনরানয়ন করেন। পর দিবস গ্রামস্থ লোকেরা এই সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়াতে সকলেই এক্ষনে আমাদের বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হইয়াছে। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত যাহারা আমাদিগের পক্ষে ছিলেন তাহারা এক্ষণে আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ঘটনা উপলক্ষে তাহাদের সমাজ রক্ষা করা দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঠক, "সমাজ রক্ষা করা" রহস্যের আনু-পূর্ব্বিক বিবরণ অবগত না হইলে বোধ হয় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, এই হেতু আপনাদের সুগোচর করণার্থ সং-ক্ষেপে এস্থানে লিখিতে বাধিত হইলাম।

* * *

এক্ষণে আমাদের যে কিরূপ দুরবস্থা তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে। এই শত্রুবেষ্টিত গ্রামে আমাদের না আছে

* স্থানাভাবে আমরা লেখকের সমাজ রক্ষা রহস্যের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিতে পারিলাম না। "আনুপূর্ব্বিক" বিবরণ "সংক্ষেপে" দেওয়া, লেখক জানিবেন, বড় সহজ নহে। বং সং।

কোন বন্ধু, না আছে কোন স্থাবর সম্পত্তি যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এস্থানে অবস্থিতি করি। সুতরাং সর্ব্বদাই নৈরাশ্য ভাবে ও সশঙ্কচিত্তে আমাদিগকে সময় যাপন করিতে হইয়াছে। এস্থান হইতে আমাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে, এজন্য যে আমাদের অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে, এমন নহে; কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এবং ইংরাজ রাজত্বে বাস, তাহাতে আবার বাটীর ভাড়া দিয়াও যে সময়ে২ এত উৎপীড়ন, এই বিষয়ই চিন্তা করিয়া থাকি। অধিকন্তু আমাদের চতুষ্পার্শ্বে যে সমস্ত হিন্দুরা অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের খ্রীষ্টীয়ান রাজত্বে বাস, খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত কর্ম্ম কাজ, এবং আহার বিহার প্রায় খ্রীষ্টীয়ানদিগের ন্যায় হইলেও যে কি জন্য তাঁহারা এক্ষণ পর্য্যন্ত জাত্যভিমান করতঃ খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করেন, ইহা বুঝা বড় সহজ নহে। উপসংহার কালে পাঠকদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন আমাদের জন্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

শ্রীন, কু, মিত্র,
আব্দুল মিশন।

হাবড়ার নিকট গঙ্গার উপর পুলের মাসুল গত বৎসরে ৪৮৫,৬৮২ টাকা আদায় হইয়াছে, খরচ ৪,০০৬৭৮ টাকা; লাভ প্রায় ৮৫,০০০টাকা, রেল কোম্পানী আরোহী এবং মাল যাতায়াতের জন্য ৩,২৫,৫৫৬ টাকা দিয়াছেন, আর সাধারণের নিকট হইতে ১,১১,৮১৩ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বাবু হরদয়াল মারোয়ারি বর্ত্তমান বৎসরের ইজারদার। গত বৎসরের ইজারদার প্রথম দিনে সকলকে বিনামূল্যে যাইতে দিয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হয় না, পুণ্য কর্ম্মের বড় কিছু ফল পাইয়াছেন!

বিলাতে দশ বৎসরের মধ্যে ১৩ জন এক কোটী মূল্যের অধিক বিষয় রাখিয়া মরিয়াছে; ৫৬ জন অর্দ্ধ কোটীর অধিক, এবং ১৯৫ জন ২৫ লক্ষ রাখিয়া গিয়াছেন। এক জন সম্পাদক বলেন ইহার দ্বিগুণ হওয়া উচিত ছিল। আদার ব্যাপারী হইয়া, জাহাজের খবরে কাজ কি!

দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডারের নিহিলিস্টদের হস্তে অপঘাত মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তৃতীয় আলেক্‌জাণ্ডর ১৮৮১ অব্দের ১৩ মার্চ্চে সম্রাটের পদ প্রাপ্ত হন। গুপ্ত শত্রুভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকাতে তাঁহার এত দিন রাজ্যাভিষেক হয় নাই, কিন্তু বিগত মে মাসের ২৭ তারিখে সেই কার্য্য অবাধে হইয়া গিয়াছে। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ্চে ইহাঁর জন্ম হয়; ইনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নবেম্বরে ডেনমার্কের রাজা নবম খ্রীষ্টীয়ানের মেরি ডাগমার নামক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সুতরাং সম্রাট আমাদের যুব রাজের ভায়রাভাই। সম্রাজ্ঞীর বয়ঃক্রম এখন ৩৬ বৎসর। ইহাদের পাঁচটী সন্তান, তিন পুত্র ও দুই কন্যা; জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর, পঞ্চম সন্তানটী অতি শিশু,

এক বৎসরের বালিকা মাত্র। সম্রাটের চারিটী ভাই আছে, তাঁহাদের এক মাত্র ভগিনীর নাম মেরী; আমাদের সম্রাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডেনবরা সম্রাটের ভগিনীপতি। সম্রাট না কি আমাদের সম্রাজ্ঞীর আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য অক্টোবর মাসে বিলাত যাইবেন।

আটক নগরের সন্নিকটস্থ সিন্ধু নদের উপর রেল গাড়ির সেতু সে দিন খোলা হইয়াছে। এখন হাওড়ায় রেলে চড়িয়া একেবারে পেসওয়ারে পৌঁছান যায়। হয় ত পাঠকেরা কিয়ৎ বৎসর পরে রেল গাড়িতে একেবারে বিলাত যাইতে পারিবেন।

হুগলির নিকট গঙ্গার উপর দিয়া রেলওয়ে সেতু হইতেছে। কলিকাতাবাসিরা হাবড়ায় না গিয়া একেবারে শেয়ালদহের নিকট নামিবেন। সেতুটী ২১০০ ফুট (প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ) লম্বা ও ৩৫ ফুট চৌড়া হইবে এবং ইহাতে ডবল লাইন বসিবে। এই কার্য্যের জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

সমস্ত পৃথিবীতে ২,৫২০০০ মাইল রেল প্রস্তুত হইয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেটসে ১১৩০০০, ইউরোপে ১০৯০০০, আসিয়াতে ৮০০০ (তাহার মধ্যে অধিকাংশই ভারতে) দক্ষিণ আমেরিকায় ৭০০০, কানাডাতে ৮৫০০, অষ্ট্রেলিয়ায় ৩২০০, আফ্রিকায় ২২০০, এবং মেক্সিকোতে ২১০০।

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে মণ্ডলীর ২০০০০ বিশ হাজার পুরোহিত ও ১৮,০০০ আঠার হাজার গীর্জা আছে। লণ্ডন নগরে ৯২৮টী গীর্জা তাহার মধ্যে ৫২৫টীতে সাপ্তাহিক, ৪৭টীতে প্রাত্যহিক, পবিত্র সহভাগ হইয়া থাকে। ৪৮২টীতে রবিবারে ও সাধুদের দিনে, ২৮৬টীতে প্রতিদিনে প্রার্থনা হইয়া থাকে; ১২৮টী গুপ্ত প্রার্থনার জন্যে সমস্ত দিন খোলা থাকে। ৫৩৯টীতে প্রতি সপ্তাহে দান সংগ্রহ হইয়া থাকে। ২৫৩টীর গায়ক সম্প্রদায় বেতন পাইয়া থাকে; ৪৭৭টীর কার্য্য বিনা অর্থ ব্যয়ে হয় এবং অন্য গুলিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। ১৬৯টীর প্রতিষ্ঠা-দিবস পালিত হইয়া থাকে।

কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের চর্চ্চ কৌন্সিলের বার্ষিক সভার অধিবেশন বিগত ৯ মে ও তৎপরবর্ত্তী দুই দিবসে পালাম নগরে তত্রস্থ বিশপের বাটীতে হইয়াছিল। ঐ কৌন্সিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠে জানা গেল যে, দক্ষিণাঞ্চলস্থ ভ্রাতৃগণ বিলক্ষণ অগ্রসর হইয়া মিসন কার্য্যের নিমিত্তে একটী সভা সংস্থাপনান্তর চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। বিগত বৎসরে ব্যয় বাদে তাঁহাদের হস্তে অনেক টাকা জমা আছে। তাঁহারা ত্রিবাঙ্কুরের সামুদ্রিক দস্যুদের মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছেন এবং তাহাতে ফল লাভের প্রত্যাশা আছে।

উক্ত চর্চ্চ কৌন্সিল চর্চ্চ মিসন সোসাইটী হইতে বার্ষিক অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকেন। কিন্তু ভ্রাতৃগণের অপেক্ষাকৃত

কিছু আয় থাকাতে তাঁহার প্রতি বৎসর সোসাইটীর দান গ্রহণ কমাইতে সক্ষম হইয়াছেন। কত দিনে বঙ্গদেশের চর্চ্চ কৌন্সিল তাহা করিতে পারিবে?

কতক গুলিন বুদ্ধিমান ব্যক্তি গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, যে পরিমাণে লৌহের খরচ হইতেছে তাহাতে অবশেষে খণি সকল খালি হইয়া যাইবে ও লৌহের একেবারে অভাব হইয়া পড়িবে। ভাবনা কি? কাগজ তো আছে, লৌহের কর্ম্ম কাগজে চলিবে। দিন কতক হইল আমরা কাগজের গাড়ির চাকার কথা শুনিয়াছিলাম। আবার সংবাদ পত্রে দেখা যাইতেছে, আমেরিকার পিটসবর্গ নগরে ২৫ জনের আরোহণ যোগ্য প্রায় ১৪ হাত দীর্ঘ একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে ; এক শত মন বোঝাই হইতে পারে ; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জাহাজ খানি খালি লৌহ কিম্বা তাম্রে গোড়া নহে, কিন্তু প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা কাগজে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ছেঁড়া কাঁথার আর অহঙ্কারের সীমা থাকিবে না।

সালভেষণ আর্ম্মির দ্বারা অনেক ক্ষতি, এমন কি কুনীতির পোষকতা পর্য্যন্ত হইতেছে ভাবিয়া বিলাতের অনেকে ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হইয়াছেন। যাঁহারা অগ্রে ইহার দ্বারা কিছু ভাল হইবে মনে করিয়াছিলেন, তাহারা হতাশ্বাস ও ভগ্নহৃদয় হইয়াছেন। কেবল যে চর্চ্চম্যানেরা এইরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাহা নহে, অনেক ডিসেন্টদের কাগজেও এইরূপ পাঠ করা যায়। মেথডিষ্ট নামে যে এক খানি কাগজ কলিকাতা হইতে বাহির হইতেছে তাহাতেও এমন২ কথা লেখা হইয়াছে যাহাতে মুক্তি ফৌজের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা জন্মিবে। কিছুদিন হইল মান্দ্রাজে জনৈক ওয়েসলিয়ান পরিচারক স্থানীয় প্রেসিডেন্সি কলেজে একটী বক্তৃতাচ্ছলে সালভেষণ আর্ম্মির কি২ দোষ তাহা বিশদ রূপে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার প্রধান কথা এই যে, ইহাদের মধ্যে বাইবেলের সমুচিত আদর হয় না। সালভেষণ আর্ম্মি প্রবল হইলে বঙ্গদেশ "রিচুয়ালিজ্মে" আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে আমাদের এই ভাবনা হয়!

চর্চ্চ মিসন সোসাইটীর বিগত বার্ষিক সভায় ভক্তিভাজন কানন ট্রিষ্ট্রাম একটী ভাবগর্ভ ও তেজস্বী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ২ রাজাবলীর ৩ অধ্যায় ১৬-১৭ পদ অবলম্বন করিয়া উক্ত উপদেশ দেন। মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্ম্মকে তিনি শুষ্ক উপত্যকার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল ধর্ম্মে আত্মিক পিপাসা নিবারণোপযোগী জল পাওয়া যায় না। তথাচ ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে খাত খনন করা অর্থাৎ প্রভুর পথ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, এবং যদিও এখন বাতাস ও বৃষ্টির কিছু মাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাচ তাহারা জলেতে পূর্ণ হইবে ইহা নিশ্চয়।

পালেস্টাইনে মিসন কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। পাদ্রী এলেন সাহেব বিলাত হইতে পালেস্টাইন দেশের কাফা, নাসলে, লিড্, গেজ্জা, যেরুশালেম ইত্যাদি স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। এই সকল স্থানের খ্রীষ্টীয়ান পাঠশালাতে ছাত্রদিগের খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান দেখিয়া তিনি বিশেষ পরিতৃপ্ত হন।

কলিকাতার যাদুঘরের (ইণ্ডিয়ান মিউসিয়মের) দক্ষিণে একটী বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে, দেশ দেশান্তরের নানা দ্রব্য ও যন্ত্রাদি এই স্থানে সর্ব্বস াধারণের দর্শনার্থে সংগ্রহ হইবে। আগামী ডিসেম্বর মাসে এটী দর্শনার্থে খোলা যাইবে। এ কার্য্যটী আধুনিক সভ্যতার একটী উপাদেয় ফল বলিতে হইবে। আহার ঔষধ দুই আছে; খেলা কার্য্য ও শিক্ষা সকলি হইতে পারিবে। পাঠকবর্গকে পত্র দ্বারা আমরা নিমন্ত্রণ করিলাম, ভরসা করি অনেকে কলিকাতায় আসিয়া এই শুভ কার্য্য সমাধা করিবেন। কিন্তু একটা কথা বলা ভাল, ঘরের ভাড়া ইতিমধ্যে নাকি অগ্নিমূল্য হইয়াছে, এবং হোটেলওয়ালারা বাসাড়েদিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে, পূর্ব্বকার মত অল্প মূল্যে আর তাহারা বাসস্থান ও আহারাদি যোগাইতে পারিবেন না।

এত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সর্পবিষের ঔষধ এতাবৎ কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি ল্যান্সেট নামক পত্রে লিখিত হইয়াছে, অধ্যাপক বিনজ সর্প বিষ নাশের ঔষধ আবিষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত নানারূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া প্রসিয়ার অন্তর্গত বন নামক নগরের চিকিৎসকদিগের সভায় তদ্বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিষক্ত সর্প কাহাকে দংশন করিলে প্রথম স্পিরিট খাওয়ান নিতান্ত আবশ্যক। তৎপরে ক্লোরাইড অব লাইম খাওয়াইতে হয়, এবং ক্ষত স্থান চিরিয়া উক্ত ঔষধ দ্বারা ইনজেকট করিতে হয়, এরূপ করিলে নিশ্চয়ই বিশেষ উপকার লাভ হইবে। ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিলে এই উপায় দ্বারা বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে এক্ষণে লোকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পঁচিশকোটী, তন্মধ্যে প্রায় তের কোটী পুরুষ এবং প্রায় সাড়ে বার কোটী স্ত্রীলোক; গৃহের সংখ্যা চারি কোটী পঁয়ত্রিশ লক্ষের অধিক; সহর এবং পল্লীগ্রামের সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ পনর হাজার। পৌনে উনিশ কোটীর অধিক হিন্দু, ৫ কোটীর অধিক মুসলমান, চৌত্রিশ লক্ষের অধিক বৌদ্ধ, প্রায় উনিশ লক্ষ খ্রীষ্টান, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়। ভারতবর্ষের পরিসর প্রায় পনর কোটী বর্গ ক্রোশ। কি প্রকাণ্ড দেশ ইংরাজেরা হাতে পাইয়াছেন!

বঙ্গবন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড।] ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৮৩। [১২ সংখ্যা।

আমাদের বর্ত্তমান শরীর।

দর্শনের অভ্যুদয় হইতে এখন পর্য্যন্ত আমাদের এই শরীর লইয়া কতই না আন্দোলন হইয়াছে। শরীর সম্বন্ধে নৈতিক দার্শনিকদের মত প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালে অসংখ্য প্রকারে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শরীরের প্রকৃতি সম্বন্ধে গ্রীক্ দার্শনিকেরা প্রাচীন কালে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের দার্শনিক পণ্ডিতদের প্রায় সেই প্রকারই মত ছিল। এ বিষয়ে তাহাদের সাধারণ শিক্ষা এই যে শরীর কেবল অসহ্য ভার মাত্র এবং আত্মার নানা বিঘ্ন উৎপাদক। শরীর পাপময়, পাপের আধার, কেবল মাত্র পাপ। শরীরের একেবারে ধ্বংস না হইলে পাপের ধ্বংস হয় না। প্লোতিনস্ নামক এক জন প্রাচীন পণ্ডিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অবিনশ্বর শরীরের সহিত তিনি সংযুক্ত হন নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে কম আনন্দের বিষয় নহে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যাইবে যে এই সংস্কার দ্বারা খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে ঘোর অনিষ্টের উৎপাদন হইয়াছে। কোনং খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়েরও এই রকম ভ্রম ছিল। তাহারা শরীরকে সকল প্রকার অমঙ্গল ও যাতনার কারণ বোধ করিয়া উহাকে পাপের আধার মনে করিত। মধ্যেং খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে এই প্রকার সংস্কার প্রবল হইয়া অশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের শক্তি হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের মত ও শিক্ষা অন্য প্রকার। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, যে ভার আমরা বহন করি তাহা অনন্তকাল স্থায়ী নহে। দেহের অস্তিত্ব হইতে যে সংগ্রাম উৎপন্ন

অবস্থার বাস্তবিক সম্বন্ধ ও ভাব খ্রীষ্ট ধর্ম্ম হইতে আরও স্পষ্ট রূপে শিক্ষা করা যায়। শরীরী হওয়াতে যে দুঃখ হয়, তদ্বিষয়ে প্লেটো (Plato) যাহা বলিয়াছেন, সাধু পৌল তদপেক্ষা কিছু কম বলেন নাই। সত্য বটে অরেলিয়স সাধু জোহনের ন্যায় বর্ত্তমান জীবনের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করিলে প্লাটোনিক অথবা ষ্টোইকদের সহিত খ্রীষ্টিয়ানদের অনেক মতভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হইবে। সাধু পৌল এক স্থলে বলিয়াছেন "এ গৃহে থাকিতেই আমরা কাতর স্বর্গীয় আবাসেও পরিচ্ছিন্ন হইবার আকাঙ্ক্ষী হইয়া আর্ত্তরোক্তি করিতেছি। কেননা যেটি হয়, সেই [illegible] আমরা ভারা- [illegible] হওয়াতে কাতরোক্তি করিতেছি, এই আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিতে চাহি, তাহা নয়, কিন্তু সেই আচ্ছাদনেও আচ্ছাদিত হইতে চাহি, তাহা হইলে মৃত্যুর স্থান জীবনগ্রস্ত হইবে।" শরীরের ক্লেশ না ছাড়িয়া শরীর থাকাতে ইহা বাস্তবিক উপকৃত [illegible] হয় ইহার জন্য সাধু পৌল আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, খ্রীষ্ট যে শক্তি দ্বারা সমস্ত বস্তুকে আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তাহা দ্বারা আমাদের অধম শরীরকে রূপান্তর করিয়া আপনার তেজোময় শরীরের সাদৃশ করিবেন।" "আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণে নিরীক্ষণ করিতেছি, তাঁহার সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হইয়া আত্মা স্বরূপ প্রভু হইতে উত্তরোত্তর তেজ প্রাপ্ত হইতেছি।" সাধু যোহন এক স্থলে বলেন, "হে প্রিয় বৎসগণ, এক্ষণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হইয়াছি, কিন্তু ইহার পরে কি হইব, তাহা অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই, তথাচ যখন তিনি প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সদৃশ হইব ইহা জানি; কেননা তিনি যাদৃশ বিদ্যমান আছেন, তাদৃশ তাঁহাকে দর্শন করিব।" সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের বর্ত্তমান শরীর ভাবী শরীরের বীজ সদৃশ। যেমন বীজ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, তেমনই বর্ত্তমান শরীর হইতে ভাবী শরীর উৎপাদিত হইবে। "যাহা বপন করা, তাহা ক্ষয়ণীয়; যাহা উঠিবে, তাহা অক্ষয়। যাহা বপন করা যায়, তাহা তুচ্ছনীয়; যাহা উঠিবে, তাহা গৌরবান্বিত। যাহা বপন করা যায় তাহা দুর্ব্বল, যাহা উঠিবে, তাহা পরাক্রমবিশিষ্ট। যে দেহকে বপন করা যায়, সে প্রাণির যোগ্য; যে দেহ উঠিবে, সে আত্মার যোগ্য।" ভবিষ্যতে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে আমরা তাহা কোন প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। ইহার পরিণতি অন্য রূপ প্রণালী ও নিয়ম-সাপেক্ষ, আমাদের চিন্তা ও অনুমান বর্ত্তমান অবস্থা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এক্ষণে আমাদের অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ শরীর দ্বারা; ইহার পরে সে প্রকার অবরুদ্ধ শরীর দ্বারা আমাদের অস্তিত্ব প্রকাশ পাইবে না।

শরীরের পুনরুত্থান বিষয়ক শিক্ষা অনেক প্রকার নৈতিক ভাবে পরিপূর্ণ। পুনরুত্থান দ্বারা নীতির ভিত্তিমূল স্থাপন

রূপে যেন সংস্থাপিত হইয়াছে। শরীরের বিরুদ্ধে পাপ অন্য প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে। অনন্ত জীবনের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত দেহকে কলঙ্কিত করা বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। শরীর স্বভাবতঃ মন্দ নহে, শরীর পাপের আধার নহে, শরীর একেবারে তুচ্ছনীয় নহে। বিকৃত ইচ্ছাই সমস্ত অন্যায়ের মূল কারণ। যদি আমাদের ইচ্ছা প্রকৃতিস্থ হইত, তাহা হইলে শরীর আমাদিগকে কোন পাপে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইত না। ধর্ম্ম শাস্ত্র কি বলে তাহা শ্রবণ কর। "শরীর ব্যভিচারের নিমিত্তে নয়, কিন্তু প্রভুর নিমিত্তে, এবং প্রভু শরীরের নিমিত্তে। আর ঈশ্বর আপন পরাক্রম দ্বারা প্রভুকে পুনরুত্থান করাইয়াছেন, এবং আমাদিগকেও পুনরুত্থিত করিবেন। তোমাদের দেহ যে খ্রীষ্টের অঙ্গ ইহা কি জান না?" "তোমরা মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে আপন প্রতিবাসির সহিত সত্যালাপ কর, কেননা আমরা পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ।" প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় সমাজ "খ্রীষ্টের দেহ" স্বরূপ এবং উহার সভ্যগণের ভিন্ন২ বিশেষ কর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। আবার এই সকল "খ্রীষ্টের দেহ" অপরাপর বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত দেহের অন্তর্ভূত। এবং এই সকল বিস্তীর্ণ "দেহ" সার্ব্বত্রিক মণ্ডলীর সভ্য বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে। পুনশ্চঃ সার্ব্বত্রিক মণ্ডলী "খ্রীষ্টের পূর্ণতা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শরীর শব্দটী কত বিস্তীর্ণ এবং কত গভীরভাবব্যঞ্জক তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে।

খ্রীষ্টের শক্তি।

(২৫২ পৃষ্ঠার পর।)

এই অসাধারণ ঘটনায় ঐ বালকের চিত্ত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইল। সে পুরাতন স্বভাব ত্যাগ করিয়া নূতন পথের পথিক হইল। অতঃপর যখনই তাহার মন্দ প্রবৃত্তিতে মন যাইত, তখনই মাতার মৃত্যুর কথা তাহার স্মরণ হইত, এবং যদিও কখন কোন গর্হিত কার্য্য নিজের মনে মধুর বোধ হইত, তথাপি মাতার অকৃত্রিম প্রেমের শক্তি তাহার মনে অধিক বলবতী হইত। মন্দ কর্ম্মে তাহার আর হাত পা উঠিত না। প্রেম-বেগ এমনি মহা-বেগ যে, ইহার বলে মনুষ্য আপনার স্বার্থের বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন সৎলোকের প্রতি প্রেম সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করায়, তেমনি অসৎলোকের প্রতি প্রেম যাবতীয় অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। কেহ কাহারও প্রেম হৃদয়ঙ্গম করে, এবং মনে করে যে ঐ ব্যক্তি পৃথিবীর সকল লোক অপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল বাসে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যাহা বলিবে, সে প্রায় তাহাই করিবে। কখন বা সে স্বার্থের বিপরীত কার্য্য করে, কখন বা নিতান্ত দূষণীয় ও গর্হিত কার্য্য করে, এবং কখন বা সেই প্রেমবলে নানা সৎকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। একারণ আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা সৎপাত্রেই বিন্যস্ত করা

কর্ত্তব্য, যেহেতু এরূপ না করিলে সেই প্রেম-শক্তি আমাদিগকে বিপথগামী করাইতে পারে।

এই সাধারণ মন্তব্যে আমার সহিত আপনারা যে একমত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাধারণ সত্য অবলম্বন করিয়াই দেখাইব যে, খ্রীষ্টে বিশ্বাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি এক অত্যাশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সার কথা এই যে, কেবল খ্রীষ্টের ভক্ত অথবা বিশ্বাসকারী ব্যক্তিগণ পরিত্রাণ পাইবে। খ্রীষ্টের এরূপ কি শক্তি আছে যে তিনি তাবৎ মনুষ্যকে ত্রাণ করিতে পারেন? পরিত্রাণই বা কাহাকে বলে? এই দুইটীই বড় গূঢ় প্রশ্ন এবং [illegible] সম্পূর্ণরূপে ইহাদিগের উত্তরদান মনুষ্যের অসাধ্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, আমরা পাপ স্বভাব লইয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইতে লজ্জা পাই। অতএব এই পাপ স্বভাব [illegible] না হইলে আর সম্পূর্ণ পরিত্রাণ কি হইবে?

কিন্তু আমরা মনের সহিত জানি যে আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, আমরা আপনারা আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারি না; আমাদিগের ভিতর সামর্থ্য সম্পাদন করে এমন কোন উপায় না হইলে নয়। খ্রীষ্টে বিশ্বাস যে বিশ্বাসীর পক্ষে সেই উপায় একমাত্র অব্যর্থ উপায়, এই প্রমাণ করাই অদ্য আমার উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম বিশ্বাসযোগ্য কি না, খ্রীষ্টের জন্ম, খ্রীষ্টের কার্য্য ও শিক্ষা, খ্রীষ্টের দুঃখভোগ, খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান প্রভৃতি ঘটনা সত্য কি না, সে বিষয় আলোচনা করা অদ্যকার অভিপ্রায় নয়। যাহারা এই সমস্ত খ্রীষ্টীয় ঘটনায় অকপট ভাবে বিশ্বাস করে, তাহাদিগের হৃদয়ে যে কোন এক আশ্চর্য্য শক্তির উদ্ভব হয়, উহাই দেখান আমার অভিপ্রায়। মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমি আপনাদিগকে ঐ সমস্ত বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিতেছি, আর আপনারা যেন প্রত্যেকে বিশ্বাস করিতেছেন আমি এই রূপ মনে করিতেছি। পাপী মনুষ্য! একবার চক্ষু উন্মীলন কর। দেখ দেখি, ঈশ্বর তোমার জন্য পাপ বিমোচনের কি আশ্চর্য্য উপায় করিয়াছেন। ঐ দেখ, ঈশ্বর স্বর্গীয় বিভব পরিত্যাগ করিয়া অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের কারণ কষ্ট সহ্য করিতেছেন! ঐ দেখ, তিনি কেবল আমাদেরই জন্য গ্রামে২ নগরে২ পরিভ্রমণ করিয়া লোকদিগকে শিক্ষাদান ও তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছেন। ঐ দেখ, বিধবার একমাত্র সন্তানকে জীবনদান করিতেছেন এবং দুষ্ট রোগীর অসহ্য বেদনা শান্ত ও তাহাকে সুস্থ করিতেছেন! আহা! জগতের জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর কি বিনয়ী, আপনিই শিষ্যদিগের পাদ প্রক্ষালন করিয়া তাহাদিগকে শুশ্রূষা দিতেছেন। পুনর্ব্বার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখ দেখি, [illegible] কালবেরি পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি কি অদ্ভুত দৃশ্য! যুগপৎ দীনতা ও ঐশ্বরিক শক্তি ও মহিমা প্রকাশমান। দেখ, দেখ, তোমার বিধাতা স্বেচ্ছাক্রমে আপনাকে কি অবস্থাপন্ন হইতে দিয়াছেন। আবার দেখ, চতুষ্পার্শ্বস্থ পাষণ্ড লোকেরা তাঁহাকে কি রূপে বিদ্রূপ করিতেছে, তৃষ্ণা নিবারণার্থ একটু জল পর্য্যন্ত না দিয়া এক প্রকার তিক্ত[illegible]

পান করিতে দিতেছে। ঐ শুন তাঁহার কাতরোক্তি, "এলোই, এলোই, লামা শাবাক্তাণী!" এই সমস্ত অলোকসামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপার মনে হইলে তুমি কি আর স্থির পদে দাঁড়াইতে পার? তোমার হৃদয়ে কি তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উত্থিত হয় না? ভক্তি সমন্বিত বিস্ময় রসে তোমার চিত্ত কি পরিপ্লুত হয় না? স্বর্গীয় ভাবে কি তোমার হৃদয় কন্দর পূর্ণ হয় না? আমি জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বাস-নেত্রে এই সকল মহৎ কাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তোমার কি কোন উপকার হয় না? তোমার প্রভুর ঐরূপ দীনতা কি তোমাকে শক্তিদান করিতেছে না? তাঁহার মৃত্যুদ্বারা কি তোমার জীবন সঞ্চার হইতেছে না? যদি সচেতন হও, যদি প্রেমবলের মাহাত্ম্য অবগত থাক, তবে দেখ তাঁহার প্রেমবল তোমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? প্রভু যীশু বলপূর্ব্বক তোমার নিজের যেন অনিচ্ছাতেও তোমাকে কোন দিকে লইয়া যাইতেছেন?

যিনি জীবনে ও শিক্ষাদানে প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং সেই বলে প্রত্যেক বিশ্বাসীকে বলীয়ান করিতেছেন, তিনিই আবার পবিত্রতার আকর। তিনি স্বীয় মহত্ত্ব গুণে, প্রেমের গুণে, পবিত্রতার গুণে সকলের আদর্শ স্থল হইয়াছেন। যে মনুষ্যত্ব মানবের প্রাপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু যাহা আর কেহই প্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ দেখা যায় না, খ্রীষ্ট যেশুতে সেই মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে! পূর্ব্বকথিত ঘটনাতে যুবক তাহার মাতার প্রেমবল দ্বারা বলবান হইয়া মাতার উপদেশানুসারে চলিতে যেমন সক্ষম হইয়াছিল: তেমনি যেশু খ্রীষ্টের প্রেম যাঁহারা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা যেশুর আদর্শ মনুষ্যত্বের সহভাগী হইয়া ক্রমশঃ সেই মনুষ্যত্ব নিজস্ব করিতে পারেন। বিশ্বাসীগণ যে প্রভু খ্রীষ্টকে ভাল বাসেন, এ তাঁহাদের নিজের ভাল বাসা নহে; এ তাঁহারই কার্য্যের ফল; তাঁহারই প্রেমবেগের ফল; নতুবা তাঁহা ছাড়া খ্রীষ্টীয়ান নিতান্ত অসার। নিজের উপর নির্ভর করিয়া ত উক্ত যুবক পাপ রাশিতে একেবারে নিমগ্ন ছিল; কিন্তু মাতার মৃত্যুঘটনার উপর লক্ষ্য করিয়া সে মন্দ হইতে রক্ষা পাইল। আমরা নিজ২ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া এই লোভময় জগতে এক পাও ঠিক চালতে পারি না, কিন্তু যখন আমরা খ্রীষ্টের দুঃখময় জীবন এবং বিশেষ তাঁহার মৃত্যু বিশ্বাসের সহিত স্মরণ করি, তখন আর আমাদের ভয় থাকে না, তখনই আমরা পাপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে শক্তি পাই। তখন আমরা সংসারের মৃত্তিকায় প্রলুব্ধ হই না, দুঃখে কাতর হই না, মরণকেও ভয় করি না। তখন আমরা ঐশ্বরিক সত্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হই না; পরকাল বিষয়ে কোন সংশয় করি না। তখন আমরা ইহলোকে বিজয়ী সৈন্যের ন্যায় বল পাই এবং পরলোকে সেই দীপ্যমান পবিত্র ঈশ্বর সন্নিধানে যাইবার আশায় আনন্দিত থাকি।

ভ্রাতৃগণ, এখন বোধ করি আপনাদের সকলের প্রত্যয় হবে যে, খ্রীষ্টীয়দিগের যে বিশ্বাসের মূল অর্থাৎ খ্রীষ্টের রক্ত

প্রমাণ দেখিতে পাই। আননীয় ও সফিরার বৃত্তান্ত ইহার প্রমাণ স্থল। প্রেরিতগণের মৃত্যুর পর সেই পাপ ক্ষমার অধিকার যে তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিদিগেতে বর্ত্তিয়াছিল এই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। পুরোহিত মণ্ডলীর প্রতিনিধি-স্বরূপ নিয়োজিত; অতএব পাপ মার্জ্জনা প্রচার করিতে যে তাঁহারা সমর্থ, ইহাতে খ্রীষ্ট ভক্তদিগের মধ্যে মতান্তর থাকা বিধেয় নহে।

আমরা পূর্ব্বে, প্রকাশ্যরূপে পাপস্বীকার করা কোনস্থলে আবশ্যক, তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, এবং গোপনে পাপ করিলে তাহা ঈশ্বরের নিকটে স্বীকার করা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু গোপনে অর্থাৎ পুরোহিতের নিকটে পাপস্বীকার করা ধর্ম্ম শাস্ত্র ও প্রাচীন মণ্ডলীর বিধির বিপরীত নহে। কোন ব্যক্তি পাপের ভারে ভারাক্রান্ত, যাতনাগ্রস্ত এবং অস্থির হইলে, তিনি যদি আপনার পরিচিত পুরোহিতের নিকটে যাইয়া মনোদুঃখ প্রকাশ করেন ও পুরোহিত তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বরের নামে তাহার পাপ ক্ষমা প্রচার করিয়া তাহার মন শান্তি যুক্ত করেন, তাহা হইলে ক্ষতি নাই। পাপস্বীকার করিতে অনুরোধ করা ও গোপনে পুরোহিতের নিকটে বিশেষ বিশেষ পাপ উল্লেখ করিতে আহ্বান করা সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। পাপস্বীকার সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর ব্যবস্থা অতি সুন্দর। ঐ মণ্ডলীর সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকে আমরা পাপস্বীকার ও পাপ বিমোচনের রীতি দেখিতে পাই। প্রকাশ্য উপাসনার পূর্ব্বে ভক্তগণ আপনাদিগের পাপ সাধারণতঃ স্বীকার করেন এবং পুরোহিত ক্ষমা প্রচার করেন। প্রভুর ভোজন সম্পাদনের পূর্ব্বে আর একটী পাপ স্বীকারের ব্যবস্থা আছে; পুরোহিত সেই স্থলে পাপ ক্ষমার নিমিত্তে প্রার্থনা করেন। রোগিদিগের অবেক্ষণের ব্যবস্থাতে আর একটী পাপস্বীকারের ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায়। সেস্থলে পুরোহিত পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে রোগীর পাপ মার্জ্জনা করেন। অনেকে এই শেষোক্ত পাপ মার্জ্জনার পদ্ধতিটীকে রোমীয় মণ্ডলীর পদ্ধতি বলিয়া ব্যঙ্গ করেন, কিন্তু যে বাক্য উচ্চারণ করিয়া পুরোহিত পাপ মার্জ্জনা করেন, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক ও সরল চিত্তে পাঠ করিলে তাহাতে রোমীয় ভ্রান্তির বিন্দু বিসর্গও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তবে যাহারা ছিদ্রান্বেষী ও কুতার্কিক, যাহারা পাপ স্বীকার ও পাপ মার্জ্জনার নাম শুনিলেই অমনি উন্মত্ত হইয়া উঠেন, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিবার যাহাদিগের শক্তির অসদ্ভাব আছে, এমন সকল লোক সহজেই শেষোক্ত পাপ মার্জ্জনার প্রথাকে দূষ্য বলিয়া মনে করিবেন।

চর্চ্চ অব ইংলণ্ড ব্যতীত অপরাপর সংস্কৃত মণ্ডলীতেও এই পাপ স্বীকার ও পাপ মার্জ্জনা পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। লুথর ও ক্যালভিন্ সংস্কারকদিগের মণ্ডলীতেও উপরোক্ত পদ্ধতির প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। অগস্‌বর্গ

কনফেসন্ নামক পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগের চতুর্থ প্রকরণে লিখিত আছে যে, "পাপ স্বীকারের পদ্ধতি আমাদিগের মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য হয় নাই। কেননা আত্মপরীক্ষা ও পাপ মার্জ্জনার পর প্রভুর ভোজন প্রদত্ত হইয়া থাকে। পাপ মার্জ্জনা সম্বন্ধে আমাদিগের সমাজস্থ লোকেরা উত্তমরূপে ও সতর্কতার সহিত শিক্ষিত হয়। তাহারা যাহাতে ইহাকে সমাদর করে তদ্বিষয়ে শিক্ষা পায়। কেননা পাপ মার্জ্জনা, ঈশ্বরের বাক্য এবং তাহারই [illegible] উচ্চারিত হয়। "চাবির ক্ষমতা" (Power of the keys) অলঙ্কৃত হয় [illegible] তাহা দ্বারা অনেক সন্তপ্ত চিত্তের শান্তি হয় বলিয়া তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়।"

লুথর প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "যেহেতু চাবির ক্ষমতা এবং পাপ মার্জ্জনা পাপ নাশের এবং সন্তপ্ত চিত্তের শান্তির উপায় স্বরূপ পবিত্র খ্রীষ্টকর্ত্তৃক নিরোপিত, অতএব পাপ স্বীকার ও পাপ মার্জ্জনা প্রণালী মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য হওয়া কোন মতে যুক্তি সিদ্ধ নহে।" অন্যান্য সংস্কৃত মণ্ডলীতেও পাপ মার্জ্জনা ও পাপ স্বীকারের পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিসিয় বিশ্বাসের পঞ্চ প্রকরণে লিখিত আছে যে, অনুতাপী পাপিরা পুরোহিতের সম্মুখে ঈশ্বরের নিকট পাপ স্বীকার করে, ইহা আমাদের মণ্ডলীর শিক্ষা। আর যদিও আমরা বিশেষ পাপ উল্লেখের প্রয়োজন নাই, বিবেচনা করি, তথাচ ভবিষ্যতে যাহাতে পাপ হইতে রক্ষিত হই, পুরোহিতের নিকট এমত সৎপরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি। এই কয়েকটী উদ্ধৃত পংক্তি দ্বারা চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের বিরোধী অথচ সংস্কৃত মণ্ডলীর অন্তর্গত খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণ দেখিতে পাইবেন যে, পাপ স্বীকার ও পাপ মার্জ্জনার পদ্ধতি কেবল ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর [illegible] এমন নহে, কিন্তু অপরাপর মণ্ডলীরও [illegible]। যাঁহারা লুথর ও কাল্‌ভিনের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন পাপ স্বীকার ও পাপ মার্জ্জনার কথা শুনিয়া [illegible] উঠেন।

ভক্তের প্রকৃত ভাব।

১

সুখনীর দুটী নয়নে ঝরিছে দেখি,
যদি বিশ্বাসীর [illegible] হয় [illegible]
[illegible] —প্রেমাশ্রু [illegible] যদি,
হও [illegible] করিতে [illegible]।
[illegible] [illegible] সমরক্ষেত্রে,
(যেও কবিবর যথা [illegible])
উত্থান বিষাদে তাঁর [illegible]
[illegible] ভয় [illegible] ভূমণ্ডল।

অথবা মরিতে যদি হয় সে সময়,
কি ভয়? নির্ভীক চিত্ত [illegible]
[illegible] প্রাণ মন [illegible]
উত্থান বিমানে তাঁর বিজয় কেতনে।

২

হৃদয়ে [illegible] তাঁর নাম প্রচারণে,
ইহ [illegible] মহাপাপী মানবের তরে
[illegible] মুক্তি সুধা, তাদের শ্রবণে
[illegible] বানর [illegible]।

খ্যাতি কি লাভের আশা দিয়া বিসর্জ্জন,
সানন্দে প্রফুল্ল চিতে প্রেম আলিঙ্গনে,
আলিঙ্গিয়া প্রাণ নাথে, অমর রতন,
(জন্ম যাঁর ধরণীতে তাপিত তারণে।)

গাও তাঁর গুণ গান মানব সকাশ ;
হয় রে আঁধারে যেন জোছনা বিকাশ!
"কর য়েশু পরিত্রাণ" এই প্রতিধ্বনি
জাগাও সবার হৃদে দিবস রজনী।

৩

যেমন স্বর্গীয় দূত সমীর বাহনে,
আলোকিয়া দিক দশ রূপের আভায়;
বিস্তারি কাঞ্চন পক্ষ প্রেম সঙ্কীর্ত্তনে,
বিশ্বাসের পরিচয়ে জগত মাতায়।

সেই রূপ হে মানব! তুমিও তেমনি,
পরমেশ ঈশসুত য়েশুর কারণে ;
প্রীতি প্রফুল্লিত চিতে দিবস রজনী,
কঠিন হলেও সেবা কাটাও জীবনে।

বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে, প্রাণ সমর্পিয়ে,
বিশ্বাসের কার্য্য কর বিশ্বাসী হইয়ে।
নশ্বর জগত জীবে পরীক্ষার স্থল,
স্বরগে সম্ভোগে সাধু মানব সকল।

৪

অশেষ যন্ত্রণা যদি পাও এ ভুবনে,
প্রচারিতে তাঁর নাম মহিমা অপার ;
সহ্য কর ধৈর্য্য গুণে প্রভুর কারণে,
যাহাতে গৌরব তাঁর প্রকাশে সংসার।

যদি বা রসনা তব হীন শক্তি হয়,
জগত দুর্ল্লভ তাঁর নাম উচ্চারণে ;
তথাচ ধৈরয যেন না হয় বিলয়,
সদা চিত থাকে রত মহিমা কীর্ত্তনে।

এই মম ক্ষীণ দিনে সহিষ্ণুতা তরে,
যদি তাঁর সুগৌরব ব্যাপে চরাচরে ;
এ হ'তে সুখের আর কি আছে জগতে,
য়েশুর গৌরব, মরি, সহিষ্ণুতা হ'তে।

৫

মম প্রাণ ভাল বাসা যা আছে আমার,
সঁপিব সাদরে আমি য়েশুর চরণে ;
আগ্রহে হৃদয় যদি জগতের সার,
য়েশু প্রেম আবাহন শুনি রে শ্রবণে।

যা কিছু এ জীবনের মহামূল্য ধন,
মধুর সঙ্গীত পূর্ণ অন্তরের সনে ;
ঢালি দিব নাথ বলি চরণ যুগলে,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি, মরি, শোভিবে চরণে।

প্রেম অশ্রু বিগলিবে ভাসি' গণ্ড স্থল,
আঁধার হৃদয়ে মম জ্বলিবে অনল ;
আনন্দের খর স্রোত ব'বে অনুক্ষণ,
ঝঙ্কারি সুতানে বীণা গাবে দূতগণ।

৬

রব তাঁর সুদুর্ল্লভ প্রেম প্রতীক্ষায়,
জগতের দীপ্তি তিনি দুর্ল্লভ রতন ;
কায়মন প্রাণপণে সেবিলে তাঁহায়,
সফলিবে পরিত্রাণ তাঁর সম্মিলন।

চেয়ে দ্যাখ ওরে, জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিয়া,
রয়েছেন প্রভু মম প্রাণের ঈশ্বর ;
অনন্ত সৌন্দর্য্য পূর্ণ স্বরগ সোপানে,
উচ্ছ্বসিছে রূপ আভা অম্বর বিশাল।

যে শিরস এক দিন কণ্টক ভূষণে
কণ্টকিত ছিল, মরি, রুধিরের সনে ;
দ্যাখ নর থাকে যদি স্ফারিত নয়ন,
আজি সে শিরসে, অহো, গৌরব ভূষণ।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত।

(২৪৭ পৃষ্ঠার পর)

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাধু পৌল সুবিবেচিত প্রণালী অনুসারে আপনার গুরুতর কার্য্য করিতেন। তিনি প্রথমে সাধারন ঐকমত্যের উপর আপনার শিক্ষা স্থাপিত করি-

তেন। এথেন্স মহানগরীতে তাঁহার অপূর্ব্ব উপদেশ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এই উপদেশে তিনি তন্নগরস্থ লোকদের বেদি, কবি ও অন্যান্য বিষয়ের যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। পাঠক প্রেরিতদের ক্রিয়ার সপ্তদশ অধ্যায়ের ২২ পদ হইতে ৩২ পদ পর্যন্ত পাঠ করিলে ইহা বিশেষ রূপে জানিতে পারিবেন। পৌলের লিপিগুলিও পাঠ করিলে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তিনি সর্ব্ব প্রথমে খ্রীষ্টীয় শিক্ষার সার অর্থাৎ মৌলিক সত্য সংস্থাপন করিতে যত্নবান হইতেন (ক্রিয় ৬, ১ ; ২।) থেসলিকীয় লোকদের প্রতি তাঁহার পত্র পাঠ করিলেই ইহা অবগত হওয়া যাইবে। সেই পত্রে দৃষ্ট হইবে যে তিনি ভাবি পুনরুত্থান, বিচার, অনন্ত পুরস্কার ও দণ্ড উল্লেখ করিয়া লোকদের মনে বিবেক ও সাধারণ দায়িত্বের ভাব উৎপাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। (থেস ৪, ১৩-১৮ ; ৫, ১-১০ ; ২৩, ২৪। ২ থেস ১, ৭-১০ ; ২, ১-৭ ; ৩, ৫) তাহার পর বিশ্বাস জনিত কার্য্য, প্রেম জনিত পরিশ্রম, আশাজনিত সহিষ্ণুতা (১ থেস ১।৩) এবং শরীরের পবিত্রতা বিবৃত করিয়াছেন (১ থেস ৪, ৩-৭)। তৎপরবর্ত্তী পত্রে অর্থাৎ গালাতীয়দের প্রতি পত্রে তিনি আপনার প্রৈরিতিক নিয়োজন নির্দ্দেশ করেন। এবং রোমকদের প্রতি পত্রে পাপের সার্ব্বত্রিকতা প্রতিপাদন করিয়া ত্রাণকর্ত্তার সার্ব্বত্রিক প্রয়োজন সপ্রমাণ করেন। তিনি বলেন, কি যিহূদী, কি ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি সকলেই বিশ্বাসদ্বারা খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বর-নিরূপিত পরিত্রাণ পাইতে পারে (গালা ৫। ৬।) করিন্থীয়দের প্রতি পত্রে, তিনি স্বেচ্ছাধীন সভাভেদ, বিশ্বাসের একতা, প্রেমের শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করেন। ক্রিয়া কলাপ যেন নিয়ন্ত্রিত রূপে চলে, তদ্বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন না। এতদ্বিষয়ে ১ করিঃ একাদশ অধ্যায় . ১৭ হইতে ৩৩ পদ দেখ।

পুনরুত্থান সম্বন্ধে অতি উন্নত শিক্ষা প্রদান করিয়া তিনি শারীরিক পবিত্রতার সম্পূর্ণ আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১ করি ১৫।)

এই সকল বিষয়ক শিক্ষা দান করিয়া তিনি ঈশ্বরপুত্রের অবতরণ এবং যেং উপায়ে পার্থিব ও স্বর্গীয় কল্যাণ ভোগ করা যায়, সেইং বিষয় সকল বিবৃত পণ করেন। তাহার পর পবিত্র বিবাহ বন্ধন প্রযুক্ত স্বামী ও ভার্য্যার কর্ত্তব্য, পিতামাতার প্রতি সন্তানদিগের কর্ত্তব্য এবং প্রভুর প্রতি দাসগণের কর্ত্তব্য সূচিত হইয়াছে। উক্ত বিষয় সকল এফিসীয় ও কলসীয়দের প্রতি পত্রে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। অগষ্টস সম্রাট ব্যভিচার ও অন্যান্য পাপ দমন, পরিণয় বিধির সংশোধন এবং গার্হস্থ্য জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে বিষয়ে সফল-মনোরথ হন নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐশ্বরিক বিধান অনুসারে কার্য্য হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাপের স্রোত অবারিত রূপে প্রবাহিত হইয়াছিল।

ফিলিমনের প্রতি পত্র পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, চিরদাসত্ব প্রথার উপর আঘাত করিবার জন্য দর্শন, বিজ্ঞান, আইন কানুন ইত্যাদি যাহা করিতে পারে নাই, তাহা সাধু পৌল একাকী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আপনার পরিচর্য্যার প্রায় শেষাশেষি তিনি তিমথিয় ও তিতকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ইংরাজিতে ঐ পত্রকে "প্যাসটরেল" অর্থাৎ পালন সম্বন্ধীয পত্র বলা যায়। যখন তিনি ঐ সকল পত্র লিখেন, তখন তাঁহার মৃত্যুকাল সন্নিকট। অতএব পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ভাবি শাসন সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দান করা বিহিত মনে করিয়াছিলেন। তিমথিয ইফিস নগরের এবং তিত ক্রীত উপদ্বীপের বিশপ ছিলেন, অতএব পুরোহিত ও সেবক নিয়োজন ও মণ্ডলীর সংগঠন সম্বন্ধে শিক্ষার যে প্রয়োজন ছিল, তাহা কি প্রকারে অস্বীকার করিব?। পৌল মণ্ডলী সংগঠন ও নিয়মাদির আভাস দিয়াছেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত যে সেই সকল খ্রীষ্ট মণ্ডলীর আদর্শ স্বরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রিয় শিষ্য য়োহন আপনার সুসমাচার ও পত্র সমূহ দ্বারা প্রৈরিতিক শিক্ষা ও কার্য্য সমাপ্ত করেন। তাঁহার শিক্ষানুসারে খ্রীষ্টের অনন্ত ঈশ্বরত্ব এবং অবতরণ—ধর্ম্মবিশ্বাস ও কার্য্যের ভিত্তিমূল স্বরূপ। সংস্কার নিচয় যে খ্রীষ্টের ঐশিক অবতরণ এবং দুঃখ ভোগ প্রযুক্ত ফলযুক্ত হয়, ইহাও তাঁহার শিক্ষার অন্তর্ভূত।

পরিচর্য্যার ভার, তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যের প্রসঙ্গ, সাধু যোহনের প্রকাশিত পুস্তকান্তর্গত সপ্ত মণ্ডলীর প্রতি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তকের অবশিষ্টাংশে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ভাবি অবস্থা ও অনন্ত গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। উপাসনালয়ে ধর্ম্ম পুস্তকের প্রকাশ্য পাঠ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রচার বলিয়া উক্ত হইতে পারে। এই উপায়ে হিব্রিয় ও খ্রীষ্টীয় বিধান কালে ধর্ম্মপুস্তকের অবিকলতা ও উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইত। টর্টুলিয়ান নামক এক জন গ্রন্থকর্ত্তা এক স্থলে বলেন যে, খ্রীষ্ট মণ্ডলী সুসমাচার ও প্রৈরিতিক পত্রাদির সহিত ব্যবস্থা ও প্রবাচকগণকে সংযুক্ত করেন। এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত Bingham's Antiquities নামক পুস্তকের চতুর্দ্দশ অধ্যায় দেখ।

ক্রমশঃ

একতা।

(২৫৯ পৃষ্ঠার পর।)

(৩) যদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে কোন প্রকার মত সম্বন্ধে অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত। যদি ভাল করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বোধ হইবে যে, আমাদের মধ্যে অনেক বার মতের অনৈক্য কেবল বাহিরেই প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক ভিতরে কোন অনৈক্য নাই। আমরা

হয়ত কোন একটী সত্যের এক দিক দেখিয়াছি, আর যাহাদের সহিত আমাদের অনৈক্য আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহারা আর অপর এক দিক দেখিয়াছে। দুই দিক মিলাইলেই সম্পূর্ণ সত্যটী পাওয়া যায়। মনে কর, দুই জন পূর্ব্বাঞ্চলের লোক কলিকাতা নগরে আসিয়াছে। কতক গুলি দেখিবার বিষয় দেখিয়া উভয়েই গৃহে প্রত্যাগমন করিল। এক জন হয়ত বন্ধু বান্ধবদের কাছে কলিকাতাস্থ কতকগুলি বড় প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বিবৃত করিতে লাগিল; অপর এক জন তাহাতে সন্দেহ ও অপ্রত্যয়ের ভাব দেখাইয়া কলিকাতাস্থ ট্রাম শকটের শোভা বর্ণনা করিতে লাগিল। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি হয়ত শেষোক্ত ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করিল না। এক ব্যক্তি একটী বিষয় ভাল করিয়া দেখিয়াছে, আর এক ব্যক্তি তাদৃশ দেখে নাই। তাহাতেই এই মত-ভিন্নতা। ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে এই রূপ হইয়া থাকে। বাইবেলে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। পৌল প্রেরিত বিশ্বাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এবং যাকুব কার্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনেকে পরস্পর-বিরুদ্ধ ও অসংলগ্ন ভাব আছে মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের শিক্ষার মধ্যে কোন প্রকার অনৈক্য অথবা অসামঞ্জস্য নাই। সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক ধৈর্য্য সহকারে ভাল করিয়া দেখিলে এক প্রকার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। শব্দ প্রয়োগে অনৈক্য থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু গভীর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে মনের নিভৃত স্থানে প্রকৃত ঐক্যের ভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(৪) প্রধান২ বিষয়ে খ্রীষ্টীয় একতা সত্ত্বেও কোন২ সামান্য বিষয়ে আমাদের অনৈক্য হইবে। সকলের রুচি এক নহে, সকলের মনের গঠনও এক নহে। এই জন্য সকলের প্রশস্তমনা ও উদারচেতা হওয়া উচিত। আমার সঙ্গে কাহার সব বিষয়ে মিল হইল না বলিয়া যে আমি তাহাকে ঘৃণা করিব, তাহা কখনই উচিত নহে। যাহারা এ প্রকার করে, তাহারা অতি সংকীর্ণমনা। বিবেক ও হিতাহিত জ্ঞানানুসারে যে কার্য্য করিল, তাহাকে ঘৃণা করিবার আমার কোন অধিকার নাই।

(৫) খ্রীষ্টীয় একতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার জন্য সদা সর্ব্বদা ভ্রাতৃগণের একত্রে মিলিত হওয়া উচিত। মন মনের সঙ্গে, চক্ষু চক্ষুর সঙ্গে সংমিলিত হইলে অনেক লাভ আছে। দেখা সাক্ষাতে অনেক উপকার দর্শে। পরের মুখে শুনিয়া, কাগজে লেখা দেখিয়া ভ্রাতৃগণের বিচার করার অপেক্ষা আর নির্ব্বোধের কার্য্য নাই। খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে প্রকৃত সম্মিলনী সভার সূত্রপাত হউক, সকলে ভাই বলিয়া মিলিত হউক, তাহা হইলে কোন২ বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও আসল বিষয়ে প্রেম, সহৃদয়তা ও ঐক্যের লোপ হইবে না।

(৬) যাহাদের মধ্যে দলাদলির ভাব আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অপর ব্যক্তিদের পুস্তক পর্য্যন্ত পড়িতে চান না। ইহাতে তাহাদের মনের ঘোর সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা মাত্র প্রকাশ পায়। এমন ভাব যেন আমাদের মধ্যে কখন না

থাকে। এমন ভাবের বিদ্যমানতা মনে হইলে লজ্জা ও দুঃখের উদয় হয়। সার আর্থর হেলপস নামক একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইতিহাস পাঠ করিলে আমাদের উদারতা জন্মিবে। আমি বোধ করি, ইতিহাসে জগদ্বিখ্যাত লোকদের জীবন চরিত্র ভাল করিয়া পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারিব যে আমাদের ছাড়া অন্যেরও মত এবং রুচি আছে। অনেকে হয়ত বহু পরিশ্রম ও যত্নে আপনাদের ভিন্ন২ মত সংগঠন করিয়াছেন। তাঁহারা ভ্রান্ত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে আচার ব্যবহার করিতে গেলে অনেক বিনয়, সৌজন্য ও ঔদার্য্যের প্রয়োজন।

(৭) উপসংহারে বলি, খ্রীস্টীয় একতা রক্ষা করিবার জন্য একটী অত্যুৎকৃষ্ট উপায় আছে। যখন ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমরা ঈশ্বরের প্রসাদ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, তখন যেন ভাই ও ভগিনীদিগকে স্মরণ করি। ভাই ভগিনীদের জন্যে সরল ভাবে,একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিলে আমাদের মন স্বতঃই তাহাদের দিকে ধাবিত হয়। প্রার্থনা ও সবিনয় নিবেদন একতা লাভের অত্যুৎকৃষ্ট উপায়। সেখানে অ আচেষ্টা নাই, স্বার্থপরতা নাই, সাম্প্রদায়িকতা নাই। সর্ব্ব কালে, বিশেষ রূপে পুণ্য সম্ভোগ গ্রহণ সময়ে, যখন "খ্রীস্ট আমাদিগেতে এ ং আমরা তাঁহাতে অবস্থান করি," তখন আপনাদের ও ভ্রাতৃগণের ভাব ও দুর্ব্বলতা লইয়া একতার মূলাধার আমাদের একমাত্র অদ্বিতীয় মহাযাজক প্রভু খ্রীষ্টের নিকট যাইব। ইহাতে কি একতা—গাঢ়তর একতা—জন্মিবে না? অবশ্যই জন্মিবে। যখন প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বর আপনি পরাজিত হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তখন বাকি রহিল আর কি? মনুষ্যের পক্ষে যাহা অসাধ্য, তাহা ঈশ্বরের পক্ষে সাধ্য।

চন্দ্রলীলা।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি এতদ্দেশীয় জনসাধারণের কেমন একটী আন্তরিক বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এই বিজাতীয় বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ কি,তাহা দ্বেষকারীগণ বোধ হয় নিজে অবগত নহেন। অনেকের স্থির বিশ্বাস এই যে, খ্রীষ্টীয়ানেরা অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করিয়া থাকেন। কিন্তু এটী তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। স্থির চিত্তে যদি তাঁহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিষয় ও প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ানগণের আচার ব্যবহার যথার্থ রূপে বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কি, এবং তাঁহাদিগের মানসিক ভাব ও আচার ব্যবহার কেমন উন্নত ও পরিশুদ্ধ। আমরা জ্বলন্ত আদর্শ স্বরূপ এক জন খ্রীষ্টীয়ান ভগিনীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সুবিজ্ঞ ও চিন্তাশীল পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিব, তাহাতে তাঁহারা অবশ্যই দেখিতে পাইবেন যে, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম কি,

ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণের আচার ব্যবহারই বা কেমন এবং পরহিত সাধনার্থ তাঁহারা কি প্রকারে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত!

আমরা যে পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিতে অদ্য প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই স্বচ্ছ আদর্শ চরিত্র নেপাল দেশীয় এক সুবিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণের কন্যা। তাঁহার নাম চন্দ্রলীলা। অতি শৈশব কালে নেপাল দেশীয় এক জন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। কিছু কাল পরে যুবকটীর মৃত্যু হইলে চন্দ্রলীলা শৈশব বয়সেই ইহ সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিলেন এবং এই সময় হইতে সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া তাঁহার পিতার সহিত তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর নানা তীর্থ পর্য্যটনের পর তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন; দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই স্থানেই চন্দ্রলীলার পিতৃবিয়োগ হয়।

বালবিধবা চন্দ্রলীলা পিতার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা ও বেদ অধ্যয়ন করিতেন। বুদ্ধি বৃত্তি অতিশয় সুতীক্ষ্ণ থাকাতে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনেক শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে পর, তিনি উৎকল প্রদেশে কিছু কাল অবস্থান করিয়া তদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন। মেদিনীপুরের এক রাজা তাঁহার শাস্ত্র ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের শিক্ষা কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। তিনিও বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যৎকালে চন্দ্রলীলা রাজ অন্তঃপুরস্থ মহিলাবর্গের শিক্ষয়িত্রী রূপে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে একটী মেম মহিলাদিগকে বঙ্গভাষা শিখাইবার নিমিত্ত প্রত্যহ অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেন। চন্দ্রলীলা বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার জন্য সেই মেমের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। মেম সময়ে সময়ে তাঁহাকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পবিত্রতা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। খ্রীষ্টের অলৌকিক কার্য্য কলাপ ও জ্ঞানাতীত পারমার্থিক মহত্ত্ব দর্শনে তিনি বিস্মিত হইলেন, এবং এই মহাপুরুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তৎকালীন মেদিনীপুরের মিসনরী ফিলিপ সাহেবের নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহাকে বাপ্তিস্ম সংস্কার দ্বারা খ্রীষ্টীয় সমাজ ভুক্ত করিয়া লইলেন। অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি বাপ্তিস্মিত হইয়া সেই দিনেই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে বহির্গত হইয়া তেজস্বিনী বক্তৃতায় সকলকে মোহিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে তিনি আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্ব স্থানে পবিত্র খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। চন্দ্রলীলার সদ্যুক্তি ও সৎপরামর্শে মোদকজাতীয় কয়েক ব্যক্তি সপরিবারে খ্রীষ্ট সমাজ ভুক্ত হইয়াছেন। তিনি সময়ে সময়ে তাঁহার জন্মস্থান নেপাল দেশে যাতায়াত ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহার যুক্তি ও বক্তৃতা গুণে মোহিত হইয়া নেপাল রাজমহিষী তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসেন। এক্ষণে তিনি ভ্রমণ ও প্রচার করিতে করিতে

বর্দ্ধমান মিসনে আসিয়াছেন, এবং ধর্ম্মোপদেশে সকলের মনকে আকৃষ্ট ও মোহিত করিতেছেন।

দূরবর্ত্তী শৈলাবলী।

প্রাতঃ হ'তে সন্ধ্যাবধি রহ মোর পাশ,
তোমা বিনা নাহি পারি করিবারে বাস।
রজনী আইলে দেখা দিও, দয়াময়,
তোমা বিনা মরিবারে সাহস না হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদা ঘোর তমসা রজনীতে দুটী বালিকা পথ হারা হইয়া এক নিবিড় বন মধ্যে উপস্থিত হইল। তাহারা দুটী সহোদরা; একে ঘোর রজনী, তাহাতে বন্য পশুদের ভীম নিনাদে তত্রস্থ্য বনস্থলী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সুতরাং তাহারা ভয়ে একান্ত বিহ্বলা হইয়াছিল। পাছে কোন বন্য পশু আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, এই ভয়ে চেঁচামেচি না করিয়া তাহারা নিঃশব্দে একটীবৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল, এবং কতক্ষণে নিশি অবসান হয় চিন্তাকুল চিত্তে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই রূপ বিপন্ন অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, এমন সময় সহসা মানুষের পায়ের শব্দ তাহাদের শ্রুতি-পথারূঢ় হইল। ক্রমে সেই শব্দ যত তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক প্রভৃতির গর্জ্জন ও অজাগর আশীবিষগণের হিস্-হিস্ শব্দ কমিয়া যাইতে লাগিল। পরক্ষণে এক প্রশান্ত-অমানুষ-প্রকৃতি মহাপুরুষ তাহাদিগকে দর্শন দিলেন ও প্রেম-পূর্ণ বচনে কহিলেন, কন্যাগণ, তোমরা কি এই শ্বাপদ সঙ্কুল জনশূন্য অরণ্য ছাড়িয়া যাইতে চাও? এই কথা শুনিয়া তাহারা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত থাকায় উত্তর করিতে পারিল না। না পারিলেও তাহাদের ভাব ভঙ্গিতে সেই মহা পুরুষ জানিতে পারিলেন যে তাহারা যাইতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক বটে।

অনন্তর সেই মহাপুরুষ দুটী বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া অভ্রান্ত পাদবিক্ষেপে ও নির্ভীক চিত্তে বন অতিক্রম করিয়া এক স্বচ্ছ ও পুণ্য সলিলা স্রোতস্বতীর পুলিনে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাহাতে তাহাদিগকে স্নান করাইলেন। যে তটিনীতে তাহারা স্নান করিল তাহার একটী বিশেষ গুণ ছিল। যে কেহ তাহাতে স্নান করিত তাহার যে কেবল শারীরিক ময়লা ধৌত হইত, এমত নহে, আন্তরিক ক্লেদও পরিষ্কৃত হইত। এ দিকে ক্রমে রাত্রি পোহাইল। পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যোদয় হইল। চারি দিকে পক্ষিগণ কোলাহল করিয়া উঠিল। সেই ভগিনীদ্বয় এই কল্লোলিনীতে স্নান করিয়া গতক্লম হওয়াতে তাহাদের পরম হিতৈষীকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিল। তাহাতে সেই মহাপুরুষ তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক

কহিলেন, কন্যাগণ, এখন হইতে তোমরা আমার পিতার পোষ্য কন্যাগণের মধ্যে পরিগণিতা হইলে। কিন্তু ইহাতেই যে তোমাদের প্রতি আমার দয়ার পর্য্যবসান হইল, তা নয়। যদি তোমরা আমাকে শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া থাক, তাহা হইলে আমি যার পর নাই তোমাদের মঙ্গল করিব। কেননা আমিই মঙ্গল স্বরূপ। আর দেখ আজি হইতে আমি তোমাদের নাম গিরিবালা ও শৈলসুতা রাখিলাম।

তদনন্তর তিনি পূর্ব্ব দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, এদিকে কি দেখিতেছ, বল দেখি? তাঁহার আজ্ঞামাত্র বালিকাগণ ব্যগ্র হইয়া দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক কহিল, একটী প্রকাণ্ড ভূধর দেখিতেছি। আহা একটীর উপর একটী, তাহার উপর আর একটী, এই রূপে গগনস্পর্শ করাতে কি শোভাই পাইতেছে! চতুস্পার্শ্বস্থ তলভূমি গুলি নব নব শ্যামল দূর্ব্বাদলে মণ্ডিত থাকায় বসুধা যেন হাসিতেছে। স্থানে স্থানে পাদপ নিচয় কুসুমিত ও মুকুলিত হওয়াতে দশ দিক সৌরভে আমোদিত করিতেছে। আহা, কি মনোরম, কি পরিপাটি স্থান! এটী যেন দেবের দুর্লভ স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার শৃঙ্গাবলী শ্বেতবর্ণ মেঘ জালে আচ্ছাদিত থাকায় দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। আহা, না জানি সে গুলি কেমন সুন্দর হইবে।

অনন্তর তাহাদের বাক্যস্ফূরণ হইতে না হইতেই সেই মহাপুরুষ কহিলেন, ঐ যে শৈলাবলী তোমরা দেখিলে ওগুলি আমার পিতার আবাস বাটী। এখন হইতে উহাদিগকে আপনাদের বাটী জ্ঞান করিবে। উহাতে কত যে মুক্তাত্মা সাধু পুরুষ ও স্ত্রী বাস করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহারা এক্ষণে তোমাদিগকে আপনাদের পরিবার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। আর তোমরা যে সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছ, ইহার নিমিত্তে তাঁহারা আনন্দে গান করিতেছেন, শুন। তাহাতে তাহারা কর্ণপাত করিয়া শ্রুতিসুখকর তান মান-লয়-যোজিত দিব্য সংগীত শুনিতে পাইল। তৎ শ্রবণে তাহারা আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল এবং মনেং কহিল, আমাদের হিতৈষী যদি এই দণ্ডে আমাদিগকে তথায় লইয়া যান আমরা তাঁহাদের সহিত সংগীতে যোগ দিই। সেই মহাপুরুষ তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, এখন আমি তথায় লইয়া যাইতে পারি না। এস্থানে কিছু দিন তোমাদের থাকিতে হইবে। তোমাদের তথায় যাইবার যে ইচ্ছা আছে তাহা কার্য্যে দেখাইতে হইবে। এক দিন ও রাত্রি তোমাদিগকে এই স্থানে রাখিয়া যাইতেছি। কিন্তু ঐ দিন ও রাত্রির পরিমাণ নাই। কতক্ষণ যে দিনমান থাকিবে আর কতক্ষণই বা রাত্রি থাকিবে, তাহা এখন বলিতেছি না, তবে এই মাত্র বলিতেছি, দিনে খুব সতর্ক থাকিবে আর রাত্রে বিশ্রাম করিবে। দিনের পরিমাণ যতই হউক না কেন, এই সময়

যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিয়া যাইতেছি।

(ক্রমশঃ)

দুঃখানল প্রজ্বলিত গোশন্‌।

শত দুঃখানল গোশন মাঝারে,
জ্বলিছে প্রবল ভীষণ আকারে।
খেলিছে সদর্পে দীপ্ত হুতাশন,
প্রসারি গগনে শিখা অগণন।
সার্দ্ধশতাধিক বরষ ব্যাপিয়া,
জ্বলে নিরন্তর ভীষণ গর্জ্জিয়া।
মুহূর্ত্তেক তরে না হয় নির্ব্বাণ.
দিবা বিভাবরী প্রচণ্ড সমান।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সবাকার,
অগ্নিকুণ্ড হৃদে করে হাহাকার।
প্রচণ্ড অনল স্তম্ভিত অটল,
ইস্রায়েল কুল দহে অবিরল।
কিন্তু তাহে নাহি হয় ভস্মময়,
একি চমৎকার উপজে বিস্ময়।
অলক্ষিত কোন শকতির বলে,
বুঝি এরা বাঁচে প্রদীপ্ত অনলে।
ইন্ধন সম্ভার সগর্ব্বে রাজন্‌,
ঢালে অনিবার কে করে বারণ?
কার সাধ্য দমি দুর্দ্দার করোগে,
বর্ষে বারিরাশি দীপ্ত হুতাশনে।
স্বধু হাহাকার উঠিছে গোশনে,
দারুণ হুঙ্কার প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
পরমাদ গণে ইস্রায়েল কুল,
বিষম সঁাপরে বিঘোর আকুল।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস সঘনে কাতরে,
ফেলে অশ্রুনীর স্মরি মহেশ্বরে।
কাঁদি বলে "নাথ! করিতে নিস্তার,
এ ঘোর সঙ্কটে সাধ্য আছে কার?
তব স্নেহ স্মরি পিতৃকুল প্রতি,
হর পরমেশ এ ঘোর দুর্গতি।
শত দুঃখানলে দগ্ধ তনু প্রাণ,
শান্তিজল দিয়ে করহে নির্ব্বাণ।"
শুনি আর্ত্তস্বর করুণাসাগর,
ভকতবৎসল বিপন্নের ধর।
অগতির গতি জগতের পতি,
বিনাশি দুর্গতি করিতে মুকতি।
উদিল প্রদীপ্ত অনল অন্তরে,
খর প্রভাময়, হোরেব প্রান্তরে।

শ্রী বিঃ
কাপাসডাঙ্গা।

সাধারণ প্রার্থনা পুস্তক।

বাইবেল আমাদের ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ; বাইবেল, ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ; বাইবেলে যাহার আদেশ নাই, তাহা পরিত্রাণার্থে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই, ইত্যাদি ভাবের কথা পাঠকবর্গ প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন, এবং অনেকে হয়ত এইরূপ কথা বলিয়াও থাকেন। এই সকল কথা যে সকলের গ্রহণীয় ও সকল সম্প্রদায়স্থ লোকেই স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা বলা বাহুল্য। আমি বাইবেল মানি, আমি বাইবেল খ্রীষ্টীয়ান, আমি শাস্ত্র ছাড়া আর কিছু গ্রাহ্য করি না ও মানি না, এই রূপ কথা বলিয়া অনেকে আত্ম-গরিমা করিয়া থাকেন। মানুষ পাপিষ্ঠ ও ভ্রান্ত, ঐশিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিতান্ত অন্ধ; দৈবাদেশ যেখানে

আছে, সেস্থলে অবোধ ও ভ্রান্ত মনুষ্যের সাহায্যে কি প্রয়োজন, এই কথা বলিয়া অনেকে আপনাদের স্পর্দ্ধা ও পরের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান। কিন্তু আমি বাইবেল মানি, বাইবেলের শিক্ষা ভিন্ন আর কিছু গ্রহণ করি না, এইরূপ বলাতে কি বুঝায়, সে বিষয়টী আমাদের বিবেচনা করা উচিত। বাইবেলের শিক্ষা মানি, এ কথায় এই বুঝিতে হইবে যে, আমি বাইবেল আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, তাহার সত্যাসত্য গ্রহণ করিয়াছি, কি মানিতে হয় বা কি পালন করিতে হয়, তাহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছি; সুতরাং মনুষ্য-কল্পিত কিছুই মানি না। পাঠক, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, এটী বড় গুরুতর বিষয়; কেনন সকলেই উপরোক্ত ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, ও সকলেই স্বীয় মত, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সত্য বলিয়া গ্রহণ ও প্রচার করিলে কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার থাকিবে না; অধিকন্তু যদি কোন গুরুতর বিষয়ে মত ভেদ হয়, তাহা হইলে সে বিষয়ের মীমাংসা করা বড় সামান্য ব্যাপার নহে।

এ স্থলে কি কর্ত্তব্য," এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা বলি "শাস্ত্র অন্বেষণ কর"; শাস্ত্রে যে প্রথা আছে, তদনুরূপ চল, তাহা হইলে কোন আশঙ্কা থাকিবে না। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করি যে, পঞ্চাশত্তম দিবসে সাধু পিতরের উপদেশ দ্বারা প্রায় তিন হাজার লোক প্রভুতে বিশ্বাস করিয়া বাপ্তাইজিত হয়; তৎপরে তাহারা "প্রেরিতদের শিক্ষা সহভাগিতা, রুটি ভাঙ্গন ও প্রার্থনায় রত থাকিয়া কাল যাপন করিতে লাগিল।" খ্রীষ্ট মণ্ডলী এই দিনে অবয়ব ধারণ করিলেন, এই দিন তাহার জন্ম দিন। কিন্তু ঈশতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, নূতন নিয়মের প্রথম গ্রন্থখানি অর্থাৎ মথির সুসমাচার, ইহার প্রায় ২০, ২৫ বৎসর পরে রচিত হয়; সুতরাং উক্ত ভক্ত লোকেরা যে শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণদ্বারা খ্রীষ্ট পরায়ণ হইয়াছিল একথা বলা যাইতে পারে না। পিতরের শিক্ষায় তাহারা ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিয়া মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিল, ইহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু উক্ত উপদেশকের বাক্য যে শাস্ত্রসঙ্গত, তাহা বলা বাহুল্য। সাধু লূক তাঁহার সুসমাচারে থিয়ফিলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "শিক্ষিত বিষয়ের যেন নিশ্চয়তা জানিতে পার," এই জন্য আমি এই গ্রন্থ লিখিতেছি। ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে, থিয়ফিল মণ্ডলী নিযুক্ত শিক্ষক হইতে ধর্ম্ম জ্ঞান পাইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হন, এবং তৎপরে তাঁহার শাস্ত্র আলোচনা আরম্ভ হয়। এখনও এই রূপ হইয়া থাকে; খ্রীষ্টীয় বালক ও বালিকা বাপ্তিস্ম দ্বারা খ্রীষ্ট সমাজ ভুক্ত হয়, প্রার্থনাতে যোগ দেয়, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে, এবং আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা পায়। তৎপরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই সকল যে শাস্ত্র-সঙ্গত, তাহা পবিত্র আত্মার সাহায্যে শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারে। অনেকে এই প্রণালীহইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে বাইবেল পাঠ জনিত ও স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান

মনে করিয়া অনেক অহঙ্কারের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এটী মহাভ্রম। সকলেই মনুষ্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া থাকে, এবং উপদেশকেরা আবার অন্যদের নিকট উপদেশ পাইয়াছেন : এই রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রৈরিতিক শিক্ষাই আমাদের শিক্ষার মূল ও আদি।

এস্থলে এই কথা উপস্থিত হইতে পারে যে, প্রেরিতেরা ঈশ্বরাদিষ্ট, সুতরাং অভ্রান্ত ছিলেন, অতএব তাঁহাদের শিক্ষা নিতান্ত আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য ; কিন্তু এখনকার শিক্ষকেরা ত তাঁহাদের মতন ঈশ্বরাদিষ্ট ও অভ্রান্ত নন, সুতরাং ইহাদের শিক্ষা সেই রূপ গ্রাহ্য বা আদরণীয় হইতে পারে না। কথাটী নিতান্ত মিথ্যা নহে ; কিন্তু কোন স্থলে ইহা সঙ্গত এবং কোন্ স্থলে অসঙ্গত, তাহা বিবেচনা করা অতি আবশ্যক। যদি কোন শিক্ষক স্বেচ্ছামত শিক্ষা দেন, যদি পরিচারক আপন মতে সংস্কার সম্পাদন করেন, ও পরিত্রাণার্থে কি২ বিশ্বাস প্রয়োজনীয়, ইহার সিদ্ধান্ত আপনি করেন, তাহাতে যে বিষম বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে স্থলে কোন বিশেষ ব্যক্তির মতের প্রাদুর্ভাব জন্মে, সে স্থলে ভ্রম ও অন্য২ নানা উৎপাত উপস্থিত হয়। এই জন্যে আমরা দেখিতে পাই, রোমান কাথলিকেরা এই ভাবের পোষকতা করিতে ও বজায় রাখিতে গিয়া একটী অদ্ভুত, আধুনিক, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও সার্ব্ব (কাথলিক) মণ্ডলীর শিক্ষার বিপরীত মত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই শাস্ত্রছাড়া মতকে পোপের অভ্রান্ততা বলে। সাম্প্রদায়িকতা ভাব যেখানে প্রবল, সেখানেই এই রোমান কাথলিক মতের বিলক্ষণ প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে প্রভেদ এই যে, রোমান ভায়েরা এক জনকে অভ্রান্ত মানিয়া ক্ষান্ত থাকেন। অন্য২ ভ্রাতারা প্রত্যেকে নিজে অভ্রান্ত। ইহা যদিও মুখে স্পষ্টাক্ষরে কেহ মানেন না বটে, কিন্তু মত প্রকাশে ও অন্য২ কার্য্যেতে সেই ভাবের অকাট্য প্রমাণ সর্ব্বদাই দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রৈরিতিক ও সার্ব্ব মণ্ডলীতে এই রূপ হইবার যো নাই।

ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীতে পরিচারক বা অপরাপর লোক কেহই স্বেচ্ছামতে কার্য্য করিতে পারেন না। সেবক, পুরোহিত, বিশপ, কিম্বা প্রধান বিশপ হউন না কেন, সকলকেই মণ্ডলীর নিয়মানুসারে চলিতে হয়। তাহার বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, অর্থাৎ স্বীয় মত প্রবল করিতে ইচ্ছুক হইলে, লোকেরা তাঁহাদের মত গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহে। সুতরাং এই সকল নিয়ম পদ্ধতি ও শিক্ষা জ্ঞাত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহার অভাবে নানা প্রকার কুসংস্কার ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ শিক্ষা ও প্রণালী সত্য ও অকাট্য বলিয়া গ্রাহ্য হয়, প্রকৃত শিক্ষা ও প্রৈরিতিক পদ্ধতির ব্যাঘাত জন্মায়, এবং স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য হইয়া পড়ে। মনঃসংযোগ পূর্ব্বক প্রার্থনা পুস্তক পাঠ, তাহার অর্থ ও প্রকৃত ভাব গ্রহণ, মণ্ডলীর শিক্ষা, বিধান ও শাসন প্রণালী জ্ঞাত হওয়া যে সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব পাঠক বর্গকে এই মহৎ ও কর্ত্তব্য

কর্ম্মে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের ইতিহাস লিখিতে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা করি ইহা দ্বারা সকলের প্রার্থনা পুস্তকের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদর এবং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনেরও উন্নতি হইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ধর্ম্ম পুস্তক হইতে উদ্ধৃত কথা-মালা ও ছবি। পুরাতন নিয়ম। রেভরেণ্ড বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনুবাদিত। কলিকাতা ৪ নং স্কেয়ার ষ্ট্রীটে এস, পি, জি সোসাইটীর আপিসে প্রাপ্তব্য। সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত। উক্ত পুস্তক খানি বিগত মাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাবে উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারি নাই। পুস্তক খানি এক খানি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ বলিয়া বোধ হইতেছে। ভাষা বেশ সহজ হইয়াছে। ছবি গুলি, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্ম পুস্তকের এমন সুপাঠ্য ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া বিশ্বেশ্বর বাবু বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়ানদের একটী অভাব মোচন করিয়াছেন। অতএব আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ভরসা করি সকল মিসন স্কুলে ইহা পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

২। অক্সফোর্ড মিসনের মত, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর মত নয়। এই নাম দিয়া বঙ্গীয় চর্চ্চ মিসনরী এক খানি পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন। ইহাতে উইলিস্ সাহেব সঙ্কলিত সরল কাটেখিস্মের কতক গুলি শিক্ষার সমালোচনা করা হইয়াছে। দেখিলাম পবিত্র সহভাগ ইহাতে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের এ বিষয়ে এইমাত্র বক্তব্য যে, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীতে প্রথমাবধিই তিন শ্রেণীস্থ লোক বিদ্যমান আছেন। সেই তিন শ্রেণীর লোকদিগকে সচরাচর হাই, ব্রড্ এবং লো চর্চ্চ বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহাদের সকলের ব্যাখ্যা প্রণালী এক প্রকার নহে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটী সম্প্রদায় বিশেষ যে চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের সভ্য নহেন, তাহা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি। বঙ্গীয় চর্চ্চ মিসনরী কনফরেন্স যে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট করিয়াই লেখা আছে যে, উক্ত তিন শ্রেণীস্থ লোক চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডে চিরকাল বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং আরও লেখা আছে যে, তাঁহাদের মধ্যে ক্রমে২ সৌহার্দ্দ ও প্রীতি ভাবও সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে অক্সফোর্ড মিসন যদি "হাই" চর্চ্চ সম্প্রদায় ভুক্ত হন, তাহা হইলে তাহা যে চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের অংশ নয়, তাহা কি রূপে বলা যাইতে পারে? পুস্তিকা প্রণেতা বিলক্ষণ জানেন যে ৩৯ প্রকরণ নানা প্রকারে ব্যাখাত হইয়াছে। বিশপ বর্ণেট্ এক রকমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিশপ হ্যারল্ডব্রউন অন্য প্রকারে এবং বিশপ ফর্‌বস স্বতন্ত্র প্রকারে ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। কেহ২ ক্যালভিনের শিক্ষা, কেহ২ বা জুইঙ্গিলের শিক্ষা, আর কেহ২ রিড্‌লীর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে এক মত নাই। তবে প্রার্থনা পুস্তক, ৩৯ প্রকরণ, হমিলী ও ক্যানন তদন্ত করিয়া পাঠ করিলে এই সংস্কার জন্মে যে প্রভুর ভোজ প্রসাদের একটী বিশেষ উপায়। খ্রীষ্টের বাস্তবিক আধ্যাত্মিক উপস্থিতিতে বিশ্বাস করা চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের সভ্যদের কর্ত্তব্য। ইহাতে দৈহিক ভাব কিছু নাই। যাঁহারা দৈহিক ভাব সূচক কোন শব্দ প্রয়োগ করেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় বোধ হয় স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হয় না। কেননা তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদির অনেক স্থলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে তাঁহারা দৈহিক উপস্থিতি একেবারে মানেন না। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে দ্রব্যের ভাবান্তর (transubstantiation) চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের মত নহে। অদ্বিতীয় পণ্ডিত হুকর (Hooker) যে রূপে এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন, আমরাও সেই রূপে মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করি। সর্ব্ব প্রকার কূট তর্ক উত্থাপন করিবার পরিবর্ত্তে প্রভুর ভোজ সম্বন্ধে আমরাও হুকরের সহিত বলিতে পারি, "হে ঈশ্বর তুমিই সত্য, হে আত্মন্ তুমি ধন্য!" প্রভুর ভোজ যদি প্রসাদের উপায় না হয়, ইহাতে যদি খ্রীষ্টের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে এমন শূন্য বিধি পালন করিবার দরকার কি?

পত্রিকা লেখক "ইউখ্যারিষ্ট" (Eucharist) শব্দ প্রয়োগে আপত্তি করিয়াছেন। আমরা কোন আপত্তির কারণ দেখি না। শব্দটী অতি প্রাচীন এবং সুন্দর ভাব প্রকাশক। গ্রীক শব্দ "ইউখ্যারিষ্টিয়াতে" ধন্যবাদ ও প্রশংসা ব্যতীত আর কিছু বুঝায় না, তবে ইহাতে আপত্তি কি? প্রভুর ভোজে আমরা বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে আপনাদের দেহ, প্রাণ ও আত্মা সম্পূর্ণ রূপে ধন্যবাদ বলি রূপে উৎসর্গ করিতে আহূত হই। এ ত বাইবেলসঙ্গত শিক্ষা। সে যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমরা এক্ষণে ক্ষান্ত রহিলাম। আমাদের বিশ্বাস এই যে, যদি আমরা পরস্পরের হৃদয়গত ভাবও অভিপ্রায় বুঝিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে পরস্পরের কুসংস্কার ও ভ্রম ক্রমশঃ তিরোহিত হইবার অনেক সম্ভাবনা।

বিবিধ বিষয়।

মান্দ্রাজের পাদ্রি সত্যানাধন ৯০০০ টাকা ব্যয় করিয়া সিযোনের গির্জ্জাঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই উপাসনালয়ে ৩৫০ জন লোক বসিতে পারে। দরিদ্র সভ্যেরা গির্জ্জার ব্যয় সাহায্যার্থে প্রায় ৫০০ টাকা দিয়াছেন।

কলিকাতার ট্রাম রাস্তায় প্রতিদিন ২৭৫০ মাইল গাড়ি চলে। দিবসিক আয় ১৩৪০ টাকা। ভারতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রেল খোলা হয়, এক্ষণে ১০,৩১৭ মাইল প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং গাড়ি চলিতেছে। গত বৎসর ৩৭৩ মাইল

প্রস্তুত হয়, আর ২৩৩৮ মাইল নির্ম্মাণ হইতেছে। গত বৎসর শতকরা প্রায় ৫।০ টাকা লাভ হইয়াছে, মারকিন দেশে ও বিলাতে ৩ টাকার অধিক নাকি হয় না। ভারতের সকলই ভাল, কেবল লোকদের অবস্থার একটু উন্নতি হইলে আর কিছুর ভাবনা থাকে না।

ফ্রান্স দেশ এখন রণোন্মত্ত বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মাডাগাস্কারে, টনকিনে গোলমাল করিতেছেন, ইংলণ্ডের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে, এখানে সেখানে রণপোত পাঠাইতেছেন। যদি রক্ত এত গরম হইয়া থাকে, তবে জর্ম্মণির হাত হইতে এলসেস ও লরেন লইতে চেষ্টা করেন না কেন? তাহা হইলে যুদ্ধ যশ বিলক্ষণ হইবে ও দেশ লাভ করিতেও পারিবেন। গরিব ও অর্দ্ধ অসভ্য জাতিদের উপরে আক্রোশ করিলে কিছুই পৌরুষ নাই, বরং ছুঁচ মেরে হাত গন্ধ করা হয়।

ভারতের লোক সংখ্যা ২৫৩ ৮৯৯.৫১৬: ইহার মধ্যে ১৮৭ ৯৩৭ ৪৫০ হিন্দু: ৫০,১২১,৫৮৫ মুসলমান; খ্রীষ্টীয়ান (দেশী ও বিদেশী) ১,৮৬২ ৬৩৪; ৩ ৪১৮,৮৪৪ বৌদ্ধ; জৈন ১,২২১,৮৯৬: ভূতপ্রেত পূজক ৬ ৪২৬ ৫৭১: শিখ ৮৫৩,৪২৬ এবং অন্যান্য উপাসক ৩ ০৫৭,১৩০।

মহারাজ দিলীপ সিংহ স্বদেশে (পঞ্জাবে) আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ও পাথেয় খরচ পত্রের জন্য আপনার রূপার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তাহার যোগাড় করিতেছেন। লোকে বলিয়া থাকে, মানুষের দশ দশা। পঞ্জাব কেশরীর তাহাই বুঝি ঘটিয়াছে।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কান্টারবরির স্থলে প্রধান বিশপ এডওয়ার্ড হোয়াইট বেন্সন ১৮২৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বরমিংহম নগরের প্রধান বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা বদ্ধ করিয়া কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কালেজে প্রবেশ করেন। তৎপরে স্যুবিখ্যাত রগবি স্কুলে ১৮৫৩ হইতে ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ওয়েলিংটন কালেজ খুলিলে তিনি তাহার প্রথম প্রধান শিক্ষকের পদ পান, এবং ১৮৭২ সালে লিনকন কেথিড্রেলের কাননপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৭৭ সালে তিনি টুরোর প্রথম বিশপ পদে অভিষিক্ত হন। এখন তিনি ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর প্রধান বিশপ।

ভারতবর্ষে দেশীয় খ্রীষ্টানগণের সংখ্যা (১৮৫১ সালে) ৯১,০৯২; (১৮৬১) ১৩৮,৭৩১, (১৮৭১) ২২৪,২৫৮ (১৮৮১) ৪১৭,৩৭২। সহভাগীদের (Communicants) সংখ্যা (১৮৮১) ১১৩,৩২৫; এবং ইহারা বার্ষিক দান গড়ে ২ টাকা দিয়াছে। মান্দ্রাজেতে (১৮৭১) ১৬০,৯৫৫ (১৮৮১) ২৯৯,৭৪২ জন; প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। পঞ্জাবে (১৮৭১) ১৮৭০ জন ছিল, (১৮৮১) ৪,৭৬২; দ্বিগুণেরও অধিক। বঙ্গেতেও দ্বিগুণের অধিক।

সম্প্রতি ব্যাপটিষ্ট মিসনরি সোসাইটীর বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। ইহার আয় ৬ লক্ষ টাকা, কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধি প্রযুক্ত প্রায় ৩০ হাজার দেনা হইয়া পড়িয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চিন দেশে ৬ জন মাত্র খ্রীষ্টীয়ান ছিল, এখন ব্যাঃ মিঃ সোঃ সম্পর্ক প্রায় ৪০ হাজার লোক।

পাদরি টমসন ও মেঃ স্পাইসর এই দুই জনে লণ্ডন মিসনরি সোসাইটীর চারতন্থ মিসনের তত্ত্ব লইতে আসিয়াছিলেন; স্পাইসর সাহেব বলেন যে কর্ম্মস্থান গুলি বড় তফাত তফাত; সুতরাং মিসনরিরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে পারেন না। এই দোষটী সকল মিশনরি সোসাইটীতেই আছে। তাঁহারা কর্ম্ম স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে খুব তৎপর, কিন্তু কিসে কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হয়, বড় ভাবেন না।

কালেজের কর্তৃপক্ষেরা অনিচ্ছুক ছিলেন কিন্তু আমাদের ছোট লাট আদেশ করিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা অতঃপর কলিকাতার মেডিকেল কালেজে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবেন। এ কার্য্যটী উত্তম করিয়াছেন এবং ইহাতে আমাদের দেশের অনেক মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমরা সেকালের বাঙ্গালী, যুবক যুবতী এক স্থানে ও এক সঙ্গে বসিয়া শিক্ষা করিবে, এটী আমাদের বড় ভাল লাগে না। ইউরোপে ও আমেরিকাতে এই অবস্থায় কি ঘটে বা না ঘটে, আমরা বড় জানি না; কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাতে অমঙ্গলের বেশ সম্ভাবনা। এই নিয়মে, বোধ হয়, অনেকে স্ত্রীলোককে কলেজে পড়িবার অনুমতি দিতে অনিচ্ছুক হইবেন। নারীডাক্তারেরা যেন স্ত্রীলোক ও শিশুদের পীড়া আরোগ্য বিষয়ে বিশেষ পটু হন, ও ঐ কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন; সর্ব্বসাধারণের পেছনে যেন না দৌড়ান। কোন কার্য্যের আরম্ভে বড় বাড়া বাড়ী ভাল নহে।

লাহোরের বিশপ ফ্রেঞ্চ ইস্পাহান নগরে হস্তার্পণ ও পুরোহিত নিয়োজন কার্য্যোপলক্ষে পারস্য ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপরে তিনি টিহারণ নগরে যান; এখানে পায়ের বেদনা প্রযুক্ত কিছু দিন বিলম্ব হইয়াছিল, কিন্তু এখন তিনি সেখান হইতে যাত্রা করিয়াছেন; অল্প দিনের মধ্যে বিলাতে পৌঁছিবেন।

কলিকাতায় ষ্টার নামে একটী নূতন রঙ্গভূমি খোলা হইয়াছে, বিডন ষ্ট্রীট রঙ্গভূমির রক্ষা বলিলেই হয়। নাট্যশালা সম্পর্কীয় প্রায় সকলই অতি কদর্য্য। আমাদের দেশের পক্ষে তাহা যে নিতান্ত অহিতকর তাহা বলা বাহুল্য। যাহারা একেবারে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত, তাহারাই আবার সমাজস্থ ভদ্র সন্তানদের আনন্দ সম্পাদন করিবে। ইহা কি অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না? এই সকল রঙ্গভূমি পাঠশালার বালকদের মজাইবার প্রধান স্থান হইল।

এক জন ডাক্তার কতকগুলিন তাম্রকূট সেবনকারী বালকদিগকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, তাহারা

সকলে একটা না একটা রোগগ্রস্ত, এবং তিনি বলেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের এ অভ্যাসদ্বারা কতদূর হানি হয়, সে বিষয়ে মতভিন্নতা হইতে পারে, কিন্তু বালকদের পক্ষে যে ইহা নিতান্ত অহিতকর, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ঘরের কর্তারা যেন ছোট ছেলেদের তামাক সাজিতে হুকুম না করেন। বাবা গোপাল! তামাক সাজ ত, ইহার অন্য অর্থ এই, বাবা গোপাল তামাক খেতে শেখ ত।

ডাক্তার জনসন (১৮৭৬) কলিকাতার বিশপ ও ভারতের প্রধান বিশপ। ২০০ শত পুরোহিত ইহার অধীনস্থ। কলিকাতায় ইহার অধীনে ৬ ছয়টী প্রদেশ।

১। মান্দ্রাজ। ডাক্তার জেল (১৮৬১) এখানকার বিশপ। পুরোহিত ২৮৯. দুই জন মিসনরি বিশপ, ডাক্তার কাল্ডোয়েল ও ডাক্তার সারজেন্ট ইহাকে মিসন ক্ষেত্রের কার্য্যেতে সাহায্য করেন।

২। বোম্বাই। বিশপ, ডাক্তার মিল [illegible] (১৮৭৬)। এখানে পুরোহিত ৬৬ জন।

৩। কলম্বো (সিংহল দ্বীপ)। বিশপ, ডাক্তার কোপেল্‌ষ্টন (১৮৭৫); পুরোহিত সংখ্যা ৬৬ জন।

৪। রাংগুন (ব্রহ্মদেশ)। বিশপ, ডাক্তার (জে ডি) ষ্টান (১৮৮২)। ২২ জন পুরোহিত।

৫। লাহোর। বিশপ, ডাক্তার ফ্রেঞ্চ (১৮৭৮)। পুরোহিত সংখ্যা ৮৩ জন।

৬। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন। বিশপ, ডাক্তার স্পিচলি (১৮৭৯)। পুরোহিত ২৪ জন। ভারতের বিশপ সংখ্যা ৬ ও পুরোহিত সংখ্যা ৬৭০।

কিন্তু সাড়ে পঁচিশ কোটীর মধ্যে এ কিছুই নয়।

বঙ্গবন্ধুর পাঠক মাত্রেই [illegible] আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বিশপ মহাশয় ছয় মাসের জন্য (এপ্রেল—সেপ্টেম্বর) অবসর লইয়া স্বদেশ যান। সংবাদপত্র পাঠে জাত হইলাম যে তিনি [illegible] আসিবার জন্য এই মাসের ১৫ই বেনিস (ইটালী) নগর হইতে যাত্রা করিবেন; মাসের শেষে বোম্বাই নগরে পৌঁছিবেন এবং কোন কার্য্য বশতঃ বিলম্ব না হইলে অক্টোবরের [illegible] দিনের মধ্যে [illegible] কলিকাতায় আসিবেন। ঈশ্বর তাঁহাকে জল ও স্থল যাত্রার সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন। ক্ষুদ্র প্রকৃতির লোক যে যাহা [illegible] বলেন, প্রকৃত কার্য্যে তৎপর [illegible] ও [illegible] ইহার মত [illegible] লোককে দেখিয়াছি। ইনি দেশীয় খ্রীষ্টাশ্রিতগণের এক জন পরম বন্ধু ও তাহাদের প্রকৃত উন্নতি ও স্বাধীনতা বিষয়ে অতি উদ্যোগী। সোসাইটী, কমিটি বা কোন মিসনরি দল [illegible] আমাদের [illegible] কোন [illegible] বা আধিপত্য করে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নয়। [illegible]